শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থঃ

বহুসাধক ও ভক্তমণ্ডলীর
ভক্তিরসপূর্ণ ভাবময়
জীবন-কাহিনী

১৩০৯, মাঘ

সম্পাদক

শ্রীগোরাচাঁদ দাস

মূল্য ২॥০ মাত্র

তোমা হেন গুণধাম, নারায়ণ অভিরাম, আঁচলে বান্ধিয়া দিল সোণা ॥ ৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত। কলিযুগ পাবন অদ্ভুত সুচরিত ॥ শরণ শরণাগত বৎসল দয়াময়। তিন রূপ এক আত্মা সর্ব্বগুণালয় ॥ অঞ্জলি মস্তকে ধরি দন্তে তৃণ করি। একান্ত ভাবেতে বন্দো চরণ মাধুরী ॥ হে নাথ হে দীনবন্ধো করুণাসাগর। পূরাও মনের আশা শরণ তোমার ॥ শুনি মালি-রূপে মহাপাপী উদ্ধারিলে। আমার উপায় প্রভু তবে কি করিলে ॥ প্রতিজ্ঞা করিলে প্রেমফল বিলাইল। আমার জঠর জ্বলে মোরে কি করিলে ॥ জগাই মাধাই ত্রিভুবনের নিস্তার। তবে কেন ওহে নাথ দুর্গতি আমার ॥ অন্য সকল তবে সাধু-লোক গায়। আমার দুর্দ্দৈব তাহা কিছু না কুলায় ॥ হে নাথ হে প্রভো হে অগতির গতি। একবার কৃপাদৃষ্টি কর দীন প্রতি ॥ যে ফল বিলাইলে জগতের মাঝী হঞা। সেই ফল কিছু দেহ মোর মুখ চাঞা ॥ শ্রীরূপ শ্রীসনাতন ভট্ট রঘুনাথ। শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ। এই ছয় গোসাঞির কর চরণ বন্দন। যাহা হইতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ ॥ শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেরিত যতেক আচার্য্য। বৈষ্ণব আখ্যান পথে সজ্জনের আর্য্য ॥ প্রেমভক্তি রসের যে পথ প্রদর্শক। সর্ব্ব শাস্ত্র মথি শুদ্ধ মাধুর্য্য স্থাপক ॥ নানা গ্রন্থ প্রকাশিয়া সিদ্ধান্ত স্থাপিল। যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি প্রকাশ হইল ॥ সে সব সিদ্ধান্ত শাস্ত্র সাগরের নীরে। অবগাহি জগতের জুড়াইল শরীরে ॥ স্বরূপ দামোদর আদি অগ্রে বন্দনীয়। প্রভু সঙ্গে সদা স্থিত অতি রমণীয় ॥ গৌরাঙ্গ ভকত বন্দ অনন্ত অপার। বিশেষ শ্রীশ্রীনিবাস আশ্রয় আমার ॥ তাঁর পদদ্বন্দ্ব বন্দ লটাঞা ধরণী। চৈতন্যের আবেশ অবতারে যারে গণি ॥ যমুনার জলক্রীড়ায় কুণ্ডল পড়িল। যেই খুঁজি পিয়ারীজীর কর্ণে পরাইল ॥ অনেক তারিলে তেঁহ কহিতে না জানি। যার পরি-বার প্রিয় দাস গুণখনি ॥ বন্দ শ্রীঅগরদাস যাঁর শিষ্য নাভা। যেহোঁ কৈল ভক্তমাল সজ্জনের শোভা ॥ চারি যুগের ভাগবত

গণের চরিত্র। ভক্তমালগ্রন্থ কৈল পরম পবিত্র॥ যাহার শ্রবণে উপজয়ে কৃষ্ণে রতি। বৈষ্ণবচরণপদ্মে হয় দৃঢ় মতি॥ মহা তমোমতি নিন্দুক যা হয়। আগ্রহে শ্রবণে তার শ্রদ্ধা উপজয়॥ চারি যুগের ভক্তগণের অপূর্ব্ব চরিতে। প্রিয়দাসে আজ্ঞা দিলা টীকা বিস্তারিতে॥ বৃন্দাবনবাসী প্রিয়দাস মহামতি। বিচক্ষণ বুদ্ধি শুদ্ধি ভক্তিযুত রতি॥ অল্পাক্ষরে বহু অর্থ অনুপ্রাস যমক। ভক্তগণের রীতি বর্ণে সঙ্কোচপূর্ব্বক॥ তাঁহার চরণ বন্দ অভীষ্ট লাগিয়া। গ্রন্থ প্রকাশিলা যেন টীকা বিস্তারিয়া॥ গ্রন্থ হয়ে ব্রজভাষা সবে বুঝি নাহি। সে হেতু গৌড়ীয় বাক্যে শ্রেণীমত কহি॥ রচনাপূর্ব্বক কহিবারে নাহি জানি। যথাশক্তি যোড়-যাড়ে মিলাইয়া ভণি॥ উপহাস কেহ নাহি করিহ ইহাতে। বৈষ্ণবের গুণগান করি যে ভেমতে॥ অতএব টীকার অর্থ বুঝি সাধ্যমতে। রচিয়া কহিব মাত্র মন বুঝাইতে॥ যথা তথা প্রিয়-দাস সংক্ষেপেতে অতি। বর্ণিলা না প্রবেশয় সাধারণ মতি॥ সেই সেই কোন কোন স্থানে কিছু কিছু। বিস্তার করিয়া কহি তার পাছু পাছু। বৈষ্ণব গোসাঞি মোরে কর অঙ্গীকার। সমাপন করি ইহা বাসনা আমার॥ সকল বৈষ্ণব পদে করিয়া প্রণতি। কৃষ্ণদাস করে পাঠিহান নতি স্তুতি॥

অথ মূল মঙ্গলাচরণ।

মহাপ্রভু কৃষ্ণচৈতন্য মনোহর জুকে। চরণকো ধ্যান মেরে নাম মু গাইয়ে॥ ১॥

অথ ভক্তিস্বরূপ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু নাম রূপ। বদনেতে গাও হৃদে ধরহ অনুপ॥ শ্রদ্ধাই ফুলের ওর উবটনো শ্রবণ কথা মৈল অভিমান অঙ্গ অঙ্গনি ছুটাইয়ে। মন স্থনির অঙ্গুরাইয় অঙ্গ ছাইয় দয়া নবনবসন পণ সোধো লৈ লগাইয়ে॥ আভরণ নাম হরি সাধুসেবা কর্ণফূল মানসি সুনথ সঙ্গ অঞ্জন বনাইয়ে। ভক্তি মহারাণীকে শিঙ্গার চাই বীর চারু রহৈ হৌ নিহারি লহৈ লাল প্যারী গাইয়ে। অস্যার্থঃ। ভক্ত মহারাণীর যে শিঙ্গার সেবন। হৃদয়েতে রাখ

যত্নে করহ শ্রবণ॥ শ্রদ্ধা সুগন্ধ তৈলে শ্রীঅঙ্গ মর্দ্দনে। কর্ম্মজ্ঞান মলা ছুটায় শ্রবণ উদ্ধর্ত্তনে॥ মনন নীরে স্নান দয়া অঙ্গে ছাপ মোচন। নিষ্ঠা সুবস্ত্র হরিসেবা আভরণ॥ সাধু সেবা কর্ণফুল স্মরণ সুনথ। সৎসঙ্গ অঞ্জন অনুরাগ বাড়ী কদ॥ এইমত ভক্তি দেবীর সেবন করিয়া। লাল প্যারীরে সেব মগন হইয়া॥

অথ ভক্তিরস পঞ্চ বর্ণন।

শান্ত দাস্য বাৎসল্য ও শৃঙ্গার চার পাচো রস সার বিস্তারি নিকৈ গায় হৈ। পঞ্চ রস সেই পঞ্চ রঙ্গ ফুল থাকনিকে শহিরায়যেকৌ রচিকৈ বনাই হৈ। বৈজয়ন্তী দাম ভাবতি অলি নাভা নাম লাই আগরাম স্যাম মতি ললচাই হৈ। ধারিউর প্যারি কিহুক রূপন ধারি অহো দেখ গতি স্যারি পারসিকো আই হৈ। ভক্তি ছবি ভারভাবে নমিত শিঙ্গার হোত দশলীগ সোই যাতে জাম পাই হৈ॥

অস্যার্থঃ। পঞ্চরস ফুলে মিলি বৈজয়ন্তী মাল। প্রেম মকরন্দ তাহে সুগন্ধ রসাল॥ ভাবগ্রন্থী অলি নাভা অভিরাম মতি। লাল যায় উর দিয়া পিয়ে সাধু যতি॥ অহো তাহার মতি গতি কিছু ন্যারী। ভক্তি শ্যাম ছবি হেরি বহে প্রেমবারি॥

অথ সৎসঙ্গ প্রভাব।

ভক্তিতরু পোধা তাহি বির ভয় ছোরহুকো বাড়ে বিচাবিস্তৌ সত সঙ্গসো। লগো ইবটন সোধা চহুঁ দিশি বঢনসো চঢন আকাশ যশ ফেলো বহু রঙ্গসো॥ সন্তউর আলবাল শোভিত বিশাল ছায়া জীবে জীয়ে জ্বাল তাপ গয়ে যো প্রসঙ্গসো। দেখ বাঢবায় জাহি অজাত কি শঙ্কা হতি তাহি সোরেশঙ্কে ধালে হাতী ঝীক্তে জঙ্গসো॥

অস্যার্থঃ। ভক্তি নব বৃক্ষ তাহে সৎসঙ্গ সিঞ্চনে। পালন করহ তাই পরম যতনে॥ বিচার যে বাড় দেহ রক্ষার কারণে॥ অসৎসঙ্গ গো ছাগল না করে ভক্ষণে॥ তবে যেই বৃক্ষশাখা প্রশাখা হইয়া। আকাশে উঠয়ে নানা রঙ্গেতে ব্যাপিয়া॥ হৃদি আলবালে শোভি করে স্নিগ্ধছায়া। সর্ব্বজীবের হরে দুঃখ পাপ তাপ মায়া॥ গণে সেই ভক্তিবৃক্ষ বলবান হয়। দুষ্ট সঙ্গ করি হৈলেও নিম্ন না অপায়॥

অথ শ্রীনাভাজীর বর্ণন।

জাকোঁ যে স্বরূপ সো অনুপ লৈ দিখায় দিয়ো যোঁ কবিত্ত পটমিহি মধি লালহৈ। গুণপৈ অপায় সাধু কহে আক চারি হু মে অর্থ বিস্তারি করিবাজ-নাটকশাল হৈ॥ শুনি সন্তসভা ঝুমি রহি অল শ্রেণী মনো বুমৈ রহিকহোঁ অহ অহ ধো। শুনে হৈ অগর অয জানে মৈ অগর সহি চেবা ভয়ে নাভা সো সুগন্ধ ভক্তমাল হৈ॥

অস্যার্থঃ। ভক্তগণ যার যেই রূপের কথন। অপূর্ব্ব কবিত্ব সূক্ষ্ম রক্তিম বসন॥ নাভাজীর গুণ আর অপার মহিমা। কবিত্ব নাটকশাল অর্থ কত নাহি সীমা॥ পরম রসাল শুনি সাধুগণ ঝুমে। কমলের গন্ধে যে অলিকুল ভ্রমে॥ অগুরু চন্দন শ্রীনাভাজী স্বরূপ। তার গন্ধ ভক্ত মাল গ্রন্থ অনুরূপ॥

অথ ভক্তমালা স্বরূপ।

বড়ে ভক্তিমান দিন গুণ গান করে হরৈ জগ পাপ জায় হিয়ো পরিপুর হৈ। জানি সুখ মানি হরি সন্ত সনমান সচে বচেহু জগত রীত প্রাপ্তি জনি মুরহৈ। জউ দুরারাধ্য ধো কৈসে কৈ আরাধশকৈ সবকোন জাত মন কম্পভেয়ো যরহৈ। শোভিত তিলক তাল মাল উররাজে জাৈ বিনা ভক্ত-মাল ভক্তিরূপ অতি দূর হৈ॥

• অস্যার্থঃ। অহো ভক্তমান করে দিবা নিশি গান। স্বতঃ সিদ্ধ ভক্তিময় ভক্ত অভিমান॥ জগতের পাপ তাপ হরে যে আনন্দে। হরে সাধু সম্মান উপদেশে মূঢ় মন্দে॥ জগতের রীতি দেখি মুগ্ধ মন্দমতি দুরারাধ্য তাহে সিদ্ধবস্তু নহে প্রাপ্তি॥ ভাবিতে জগত গতি মনে হৈল দুঃখ। স্বতঃ প্রকাশিয়া জীব তারিতে উন্মুখ॥ ললাট তিলক কণ্ঠে তুলসীর মাল। হরিগুণ গানে মত্ত সভাসন্দাল॥ ভক্তমাল ভক্তিময় ভক্তিদানে শূর। ভক্তিমাল বিনা ভক্তিরূপ। সেঁাহা অতি দূর॥

মূল দোঁহা।

ভক্তি ভক্ত ভগবন্ত গুরু চতুর নাম বপু এক।
ইনকে পদবন্দন কিয়ে নাশে বিঘ্ন অনেক॥

অস্যার্থঃ। ভক্তি আর ভক্ত গুরু আর ভগবান। এক বপু

চারি নাম চারি মাত্র ভাণ॥ যাঁর পদ বন্দনাতে সর্ব্ব বিঘ্ন নাশে। সাধ্য সাধন সেই বেদে ইহা ভাষে॥

অথ ভক্ত বিশেষ লক্ষণ।

হরি গুরুদাসনিসোঁ সাঁচো সোই ভক্ত সহি গহী এক টের ফিরি উর-টৈম টরাহৈ। ভক্তিরস রূপকেঁ স্বরূপ যহ ছবি সার চারু হরি নাম লেত অশুবনি ঝরি হৈ। বহি ভগবন্ত সন্ত প্রীতিকো বিচার করৈ ধরৈ দূরিইশ তাহু পাণ্ডবনি সো করিকৈ। গুরু গুরুতাইক নচাইকে দিখাই যাহা গাই শ্রীপৈহারি জুকি রীতিরঙ্গ ভরি হৈ॥

অস্যার্থঃ। হরি গুরু ভক্ত যেই এক করি জানি। ইহাতে না টলে মতি সেই শ্রেষ্ঠ মানি॥ ভক্তির স্বরূপ নাম সর্ব্বনর্থ নাশে। সর্ব্ব স্বার্থ লভ্য হয় কিঞ্চিৎ আভাষে॥ ভগবানের ভক্ত আর গুরুর চরণে। প্রেমভাব কেহ দিতে নারে তেঁহো বিনে॥ স্বয়ং ভগবান হন আপনি মহান্ত। স্বয়ং গুরুদেব হন স্বয়ং ভক্তি মন্ত॥ রাধাকৃষ্ণ রসরঙ্গ নিত্রকুণ্ড নাম। অতএব যত্নে হৃদে রাখি অবিরাম॥ নিজস্বার্থ ত্যাজি যেই এ সকল সুতত্ত্বে। আনন্দ কৌতুক যে বিপরীত ভাবে বর্ত্তে॥ সেই ধন্য শ্রেষ্ঠ মধ্যে তাহার গণনা। নতুবা বর্ণিব কারে নহে অন্য জনা॥ মূলের তাৎপর্য্য অর্থ প্রিয়াজী কহিল। নাভাজীর মনোবৃত্ত যেজন জানিল॥ ৮॥

দোহা মূল। মঙ্গল আদি বিচার রহৌ বস্তু ন ওর অনূপ। হরি জনকো যশ গায়তে হরিজন মঙ্গল রূপ॥ সব সন্তন মিলনির নৈ কিয়ৌ মথিশ্রুতি পুরাণ ইতিহাস। ভজবেকো দোই সুঘর কৈ হরিকে দাস॥ শ্রীগুরুদেব আজ্ঞা দৈ হরিভক্তনিকৌ যশ গায়। ভবসাগরকে তরণকো নাহি ন আন উপায়॥

অস্যার্থঃ। সর্ব্ব বিচারের পার, সর্ব্বমঙ্গলের সার, সারাৎসার বস্তু চমৎকার। হরি জনের গুণ গান, হরিরস আস্বাদন, নিতান্ত সিদ্ধান্ত পারাবার॥ ভজ কৃষ্ণ বৈষ্ণবচরণ। মথিল শ্রুতি পুরাণ, ইতিহাস দরশন সিদ্ধান্ত যে কহে মহাজন॥ শ্রীগুরু অগ্রদাস, গাইতে ভক্তের যশ, কৃপা করি আজ্ঞা মোরে দিল। অপার সংসার পার, উপায় নাহিক আর, নাভা ইহা নিশ্চয় করিল॥ ৯॥

আজ্ঞা সময়ের প্রসঙ্গ টীকা।

মানসী স্বরূপ মে লগেহৈঁ অগ্রদাস জুবৈ করত বয়ারি নাভা মধুর সম্হারণ॥। চঢ়্যোহো জহাজ পৈ জু শিষ্য এক আপদামে কয়ো ধ্যান খিচৌ মদ ছুটো রূপ সারনো। কহতো সমর্থ গয়ো রোহিত বহুত দুরি আও ছবিপুরি ফিরিচয়ে জাহি টারনো। লোচন উঘারি কৈ নেহারি কহী বোলো কোন বহী জোন পাল্যো সতী দৈ দৈ সক্বারনে॥ প্রত্যুত্তর! অচরজ দয়ো নয়ো ইহালো প্রবেশ ভয়ো মন লথ ছয়ো জগ্যো সন্তনি প্রভাবকো। আজ্ঞা ভবনই ভই যহে তো পৈ সাধু কৃপা উনহীকে রূপ গুণ কহো হীয় ভাবকো॥ বোল্যো কর জোরি জীকে পাবতগ ওর ছোর পাউ রামকৃষ্ণ নহিপাও ভক্ত দাওকো। কহি সমুঝায় বৈই আপ হৃদে কৈহে নিজ লৈ দেখায় হৈ সাগর মেঁ নাবকোঁ॥

অস্যার্থঃ। অগ্রদাস অন্তর্মনা ধ্যানাবিষ্ট আছেন। মন্দ মন্দ বায়ু নাভা পশ্চাৎ করিতেছেন॥ জাহাজে চড়িয়া অগ্রদাসের শিষ্য এক। কোথায় বানিজ্য যাইতে লাগিয়া গেল ঠেক॥ আপদে পড়িয়া গুরুরে স্মরণ করিল। অমনি ধ্যানস্থ গোসাঞি অনুকুল হৈল॥ জাহাজ চলিল গোসাঞি দয়াবান হৈয়া। তথাপিহ মনোযোগ সেবক লাগিয়া॥ পাছু হৈতে নাভাজাউ বলে মৃদুস্বরে। জাহাজ ছুটিল এবে আইস নিজ পুরে॥ ইহা শুনি আঁখি মেলি কহ কেটা তুমি। নাভা কহে ঝুঠা থায় সেই হই আমি॥ তেঁহ কহে বৈষ্ণবের সেবায় শকতি। কৃতার্থ হইলা ইহা হইল প্রতীতি॥ অতএব বৈষ্ণবের চরিত্র বর্ণন। যতন পুর্ব্বক তুমি করহ গ্রন্থন॥ নাভা কহে ভক্তরীত জানিব কেমতে। সাগর নায়ের কথা জানিতে যেমতে॥ ১০॥

অথ নাভাজীর আদি অবস্থা টীকা।

হনুমান বংশ হী মৈ জনম প্রশংসা জাকো ভয়ো দৃগহীন সো নবীন বাত ধারিয়ে। উমরি বয়স পাঁচ মানিকৈ অকাল আচমাত বনছোড় গই বিপতি বিচারিয়ে। কিহু ঐ অগর তাহি ডগর দরশ দিয়ো লিয়ো এত অনাথ জানি পুছি সে উচ্চারিয়ে। বড়ে সিদ্ধ জললৈ কমণ্ডলসিঁচে নৈন চৈন ভয়ে খুলে চক্ষু জোরিকো নিহারিয়ে। পায় পাড় আঁশু আয়ে কৃপা করি সঙ্গ ল্যায়ে কিহু আজ্ঞা পায়ে মন্ত্র অগর শুনায়োহৈ॥ গল তৈ প্রগট সা সেবা

সো বিরাজমান জানি অনুমান তাহী টহিল লগী রাহৈ। চরণপ্রধান মস্ত শীতসো অনন্ত প্রীতি জানি রসরীতি আতেঁ হৃদে রঙ্গ ছাড়াহৈ। ভইকবাহু তাকো পাহে কোন পারাবার জৈসো ভক্তরূপ সো অনুপ গিরা গায়োহৈ॥

অস্যার্থঃ। হনুমান বংশ জন্ম অন্ধ দুটী নেত্র। কোটী আঁখি তার দেহ সেই চক্ষুভূত্য॥ পঞ্চবর্ষ বয়ঃ নাভা অকাল সময়। উদরের দাহে মাতা বনে ছাড়ি যায়॥ কিল অগর দুই ভাই দয়ার নিধান। অনাথ দেখিয়ে তারে পুছেন কারণ॥ কমণ্ডলুর জল ছিটা চক্ষেতে মারিল। তৎক্ষণাৎ দুই চক্ষু প্রকাশ হইল॥ ভবিষ্যত কৃষ্ণভক্ত বুদ্ধিমান ধীর। দোহার চরণে পরে চক্ষে বহে নীর॥ কিল জীর আজ্ঞায় অগর সেবক করিলা। নিযুক্ত করিয়া বৈষ্ণব সেবায় রাখিলা॥ বৈষ্ণবের পদসেবা উচ্ছিষ্ট ভোজন। করিতে করিতে হইল কৃপার ভাজন॥ বৈষ্ণবের কৃপাদৃষ্টি ভাগ্যে যার ফলে। ত্রিভুবনে অলভ্য কি আছে তার বলে॥ সাধু কৃপা হৈতে হৃদে প্রেম রঙ্গ ছাইল। ভক্তি শক্তি অপার সাগর উথলিল॥ কৃষ্ণ আর কৃষ্ণ ভক্ত দোহার চরিত। অপরূপ চমৎকার অমৃত নিন্দিত॥ বর্ণিয়া শ্রীনাভাজীউ জগৎ তারিল। বৈষ্ণব মঙ্গল ভক্তমাল প্রকাশিল॥ ১১॥

মূল॥ যে যে মীন বরাহ কমঠ নরহরি বলি বামন। পরশুরাম রঘুবীর কৃষ্ণ কীরত জগপাবন॥ বুদ্ধ কল্কী ব্যাস পৃথু হরি হংস মন্বন্তর। যজ্ঞ ঋষভ হয়গ্রীব ধ্রুব বর দেন ধন্বন্তর॥ বদ্রীপতি দত্ত কপিলদেব সনকাদি করুণা করো। চব্বিশ রূপ রুচির শ্রীঅগ্রদাস পদউর ধরো॥

অস্যার্থঃ। জয় জয় মীন বরাহ শ্রীকমঠ। জয় জয় নরহরি বামন উদ্ভট॥ জয় ভৃগুপতি রাম রাঘব বুদ্ধ কল্কী। ব্যাস পৃথু হরি হংস মনন্তর কল্কী॥ যজ্ঞ ঋষভ শ্রীধন্বন্তরী হয়গ্রীব। বদ্রী-পতি সনকাদি শ্রীকপিলদেব॥ আর দত্ত এই যে চব্বিশ অবতার। অবতারী কৃষ্ণচন্দ্র সর্ব্বরূপ যার॥ করুণা করিয়া অগ্রদাসের হৃদয়। ধর ধর অভয় সুখদ পদদ্বয়॥ যত অবতার সব সুখ পারাবার। লীলা বিস্তারিয়া করে জীবের উদ্ধার॥ যার চিত্তে যেই রূপ লাগে দৃঢ় করি। তার চিত্তেতে জাগে সদা দিবস সর্ব্বরী॥ তারমধ্যে

অদ্ভুত শ্রীকৃষ্ণের রীতি। দরিদ্রের ধন হেন সবার পিরীতি॥ রূপ গুণ লীলা নামে যার চিত্ত ডুবে। প্রাকৃত স্তুতে নাহি তার মন ক্ষোভে॥ চব্বিশ যে রূপ চৌদ্দ ভুবন মন্দিরে। বিরাজ করয়ে অগ্রদাসের অন্তরে॥ ১২

অথ চরণ চিহ্ন বর্ণমূল।

মূল। চরণ চিহ্ন রঘুবীরবে সন্তনি সদা সহায়কা। অঙ্কুশ অম্বর কয় কুলিশ কমল জব ধ্বজা ধেনুপদ। শঙ্খ চক্র স্বস্তিক জম্বু ফুল কলস সুধা হ্রদ॥ অর্দ্ধচন্দ্র ষটকোণ মীন বিন্দু উরধ রেখা। অষ্টকোণ ত্রিকোণ ইন্দ্র-ধনুঃ পুরুষ বিশাখা॥ সীতাপতি পদনিত বসত এতে মঙ্গল দায়িকা। চরণ চিহ্ন রঘুবীরকে সন্তুতি সদা সহায়কা॥

অস্যার্থ। রামচন্দ্র নৃপরাজ চরণ কমলে। ভক্ত রক্ষা হেতু অস্ত্র রাখে চিহ্ন ছলে॥ সুন্দর সুখদ স্নিগ্ধ মনোজ্ঞ মাধুর্য্য। ভক্তের হৃদয়ানন্দ উদিতির বীর্য্য॥ মন মাতঙ্গ মত্ত নিবারণ কার্য্যে অঙ্কুশ ধরয়ে পদে সুন্দর বিরাজে॥ তথা যে কুলিশ পাপ চূর্ণের কারণে। বজ্র ধরে শ্রীচরণ স্নেহ বিবরণে॥ ভক্তি নিধি প্রাপ্তি হেতু পদ্ম-নিধি করে। ইত্যাদি ধারণ রিপু নাশি সুখী করে॥ সেই বুদ্ধিমন্ত শান্তি ধন্য তার জন্ম। উনবিংশ নারাশ্রয় সেই জানে মর্ম্ম॥ স্মর স্মর স্মর ভাই দিবানিশি গতি। শ্রীচরণ সুধা রসসিন্ধু অবগতি॥ ১৩

ইতি শ্রীভক্তমালে গুর্ব্বাদি বন্দনং মঙ্গলাচরণং।

প্রথম মালা॥ ১॥

দ্বিতীয় মালা।

জয় শ্রীচৈতন্য হরি জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর ভক্ত বৃন্দ॥ গুর্ব্বাদি বন্দনা আদি মঙ্গলাচরণ। করিল কহিব এবে মূল প্রয়োজন॥ প্রথমে গাইব গুণ গৌরাঙ্গ পার্ষদ। যাঁহার প্রসাদে ঘুচে অন্তর বিষাদ॥ শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভু অদ্বৈতচন্দ্র। শ্রীচরণ আস্বাদিতে যত ভক্তবৃন্দ॥ তা সবার শ্রীচরণ হৃদয়ে ধরিয়া। গাইব শ্রীগৌরাঙ্গের পিরীতি লাগিয়া॥

মূল। শ্রীনিত্যানন্দ কৃষ্ণচৈতন্য কি ভক্তি দশো দিশি বিস্তারি। গৌড়দেশ পাষণ্ড মেটি কিয়ো ভজন পরায়ণ॥ করুণাসিন্ধু কৃতজ্ঞ ভয়ে অগতির গতি দায়ন। দশধা সব অক্রান্ত মহত্তজন চরণ উপাসে। নাম লেত নিহ পাপ দুরিত তিহি নরক নাশে॥ অবতার বিদিত পুরবমহী উভে মহাদেহী ধরী। শ্রীনিত্যানন্দ কৃষ্ণ চৈতন্য কিং ভক্তি দশোদিশি বিস্তারি॥ গোপীনাক অনুরাগ অপেহারে আপহারে শ্যাম জানো অহ লালরঙ্গ কৈসে আবৈ ভরনে। ভতো সব গৌরনী নথ শিখ বনি ঠনি খুল্যো ষ্যো সুরঙ্গ অঙ্গরঙ্গ বনয়ে॥ শ্যাম তাহি মাঝ সো লগাইহ সমাই জোহি তাকে হেরে জান ফিরি আই অহ মরমে। যশোমতীসুত সেই শচীসুত গৌর ভয়ে নয়ে নেহ চোজ নাচ নিজ গণায়॥ আবৈ কভু প্রেম হেম পিন্দবত মনোহত কভু সন্ধি সন্ধি ছুটি অঙ্গবঢ়ি যাতহৈ। ভর এক নারী রীতি আসু পিচ কারি মানো উভেলাক প্যারী ভাব সাগর সমাত হৈ॥ ইশত বখান কহা-করো সে প্রমাণকো জগন্নাথ ক্ষেত্র নেত্র নিরখি সাক্ষাৎ হৈ॥ চতুর্ভুজ ষড়্ভুজ রূপ হৈ দিখায় দিয়ো সো অনুপ হিতবাত পাত হৈ। কৃষ্ণচৈতন্য নাম একটা ভাবো অতি অভিরাম হৈ মহাক দেহী কারি হৈ তিত গৌড়দেশ ভক্তি-লেশহু ন জানে কোউ সোউ প্রেমসাগর যে বাঢ়্যো কঁহ হরিহৈ। ভরে শির মৌর এক জগতারিকো ধারিবকো বোন কার্থী পোখিন মে ধরিহৈ। কোটি কোটি অজামেল খোরি ডার ডুই ডাপে ঐ সেহ গমন কিয়ে ভক্তি ভরি হৈ॥

নিত্যানন্দ প্রভু। আপ বলদেব সদা বারুণীসো মত্তরাহৈ চহৈ মন মানে। প্রেমমত্ততাই চাহিয়ে। সোই নিত্যানন্দ প্রভু মহামত্ত কি দেহী ধরি ভরি সব আনি হউ পুনি অভিলাষিয়ে॥ ভয়ো বাছো ভারি কিহ জাতিদন্তারি তব ঠৌর ঠৌর পারিষদ মাঝ ধরি রাখিয়া। কহত কহত ওর শুনত শুনত জাকেঁ ভয়ে নত বারে বহু গ্রন্থ ডাকি সাখিয়ে॥

অস্যার্থঃ। নিত্যানন্দ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভক্তিরসে। দশদিক বিস্তারিয়া অমঙ্গল নাশে॥ কৃষ্ণভক্তিহীন উরদেশ যে পাষণ্ড। দলন করিল দিয়া ভক্তি ভীক্ষদণ্ড॥ সবাই ভজন পরায়ণ মত হৈল। করুণাসাগর অগতির গতি ভেল॥ দশ রস ভারাক্রান্ত মহার্ত্ত সজ্জনে। চরণ উপাসে ভিজে প্রেম বরিষণে॥ কৃষ্ণ আর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম লৈতে। মুক্ত হৈল সবে ভব দুর্গতি হইতে॥ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবলরাম ভুমি অবতরি। মহী উদ্ধারিলা দোহে ভক্তরূপ

ধরি॥ ব্রজে বলদেব মত্ত বারুণী পানেতে। এবে নিত্যানন্দ রূপে মত্ত প্রেমরীতে॥ ভক্তভাব অঙ্গীকারে জগৎ তারিল। ধরি ধরি হরিনাম সবে লওয়াইল॥ নিজ পারিষদ সহ প্রেমে মাতোয়ারা। তার সাক্ষী সাধুগণ বহু গ্রন্থ আর॥

লঘু-ত্রিপদী। আপন মাধুরী, চমকিত হেরি, রাধার পরাণ-নাথ। এ হেন মাধুরী, রাধিকা সুন্দরী, আস্বাদয়ে সখা সাথ॥ কত সুখে ভাসে না জানি কি রসে, প্রেমের সাগর মাঝ। এতেক ভাবিতে, উথলিল চিতে, ক্ষণে না সহে ব্যাজ॥ রাধা ভাবামৃতে আস্বাদিতে চিতে,- আইলা গৌড়মাঝ। নবদ্বীপসিন্ধু, কুমুদিনী-বন্ধু উদয় যে দ্বিজরাজ॥ রাধারূপ রস, চিন্তিয়া উল্লাস, ভাবিতে ভাবিতে মনে। আনন্দে ভুলিল, সেই তপ ভেল, গৌড় হেন বরণে॥ গৌরাঙ্গী কালিমা, মিশাল হইয়া, গৌড়াঙ্গ সরস ভেল। কালিমা ঢাকিয়া, ব্যাপক হইয়া, নিজ রূপ প্রকাশিল॥ নবদ্বীপে আসি, গোরারূপ রাশি, গণের সহিতে নাচে। সে রূপ রতনে, যে দেখে নয়নে, সে কি পরাণেতে বাঁচে॥ সে নৃত্য সে প্রেম, সে বরণ হেম, সে সঙ্গ সঙ্গিয়া সনে। দেখিল নয়নে,- তখন যে জনে, সে আনন্দে সেই জানে॥ কিবা চমৎকার, প্রেমের বিকার, নাহি লোক বেদে শুনি। কভু হেন তনু, মল্লিপুষ্প জনু, কভু পদ্মরাগ মণি। কভু হেম পিণ্ড, কভু খণ্ড খণ্ড, অস্থি সন্ধি ছুটি ধায়। কভু লোমকূপে, রক্তধারা ব্যাপে, অশ্রুপিচকারী প্রায়॥ বুঝি প্রেমরস, হইয়া সুরস উপজি বহিয়া যায়। মণি মুক্তা যথা, অনুভব তথা, সুভগ সোণার গায়॥ প্রকাশি ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্যের ধুর্য্য, দেখাও ভক্তগণেরে। কভু চতুর্ভুজ, কভু ষড়্ভুজ কি নাম রূপ ধরে॥ কভু রাধা সহ, নীলাকান্তি দেহ মুরলী বাদনরূপে। সংকীর্ত্তন মাঝে, কীর্ত্তন বিরাজে, কভু বহুরূপে ব্যাপে॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, নাম মহাবন্য প্রকট করি জগতে। উদ্ধারিল লোক, গেল বেশি শোক, মগ্ন হৈল প্রেমামৃতে॥ গৌড় দেশ ধন্য, যাহে অবতীর্ণ, গৌরাঙ্গ পরশমণি। অল্পজ্ঞানী যত, ছিল যথা যত, সবে ভেল প্রেমাধীনী॥ গৌরাঙ্গ ভকত, পারিষদ,

যত, একজন এক নিধি। অপার মহীমা, করিবারে সীমা, কে আছে এমন সুধী॥ গৌর গুণধাম, পুরাইতে কাম, হেন কি জগতে আছে। দয়ার সাগর, তারিতে পামর, কভু নাহি আগে পাছে॥ কাটি অজামেল, সম দুষ্টশীল, জগাই মাধাই ছিল। তাহা দুইজনে, কৃপাবলোকনে, অনায়াসে তরাইল॥ গৌরাঙ্গের কৃপা, অমৃতের রূপা, ব্যাপিত দেখি ভুবনে। অধম চণ্ডাল, অতি মন্দ ভাল, একা কৃষ্ণদাস বিনে॥ এ হেন গৌরাঙ্গ গুণনিধি পারিষদ। গুণ গান করিব মনেতে বড় সাধ॥ গৌরাঙ্গের প্রেম গুণ আস্বাদ লাগিয়া। তাঁর ভক্তগণ গাই অন্তরে জানিয়া॥

চরিত্র শ্রীরঘুনাথ গোস্বামী।

মূল। শ্রীরঘুনাথ গোস্বামী পকড় কো সিহংপৌরি ঠারে রহে। শীতল গত সকল বিদিত পুরুষোত্তমবাণি অতি অনুরাগময় সম্পত্তি সে বহে পাগি তাহ করি ত্যাগ নীলাচল কিয়ো বসি ক। ধনকো পাঠাবে পিতা এপে অলি তাসে কিছু দেখিব সহাবৈ মহাপ্রভু কে পাশ হৈ॥

অস্যার্থঃ। মূল লিখিবার নহু পুস্তক বাড়য়। অতএব অল্প-মাত্র লিখিয়ে আশয়॥ শ্রীমান রঘুনাথ দাস যে গোস্বামী। প্রচণ্ড বৈরাগ্য যার মহাভক্ত প্রেমি। অনুরাগ পরাকাষ্ঠা শ্রীরাধা গোবিন্দে। দিবা নিশি নাহি জানে মত্ত প্রেমানন্দে॥ শ্রীগৌ-রাঙ্গ কৃপাবলে বৈরাগ্য জন্মিল। পিতার যে রাজ্যসম্পদ তাতে ঘৃণা হৈল॥ সুন্দরী যুবতী নারী ভূষণে ভূষিত। বিষতুল্য মানে তাহা হেরিয়া কম্পিত॥ সর্ব্বত্যাগ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ চরণে। যাইয়া প্রসন্ন হইবার হৈল মনে॥ সিকাইয়া যায় পুনঃ পুনঃ ধরি আনে। পিতা-মাতা কাতর সদাই দুঃখ মনে॥ নব লক্ষের রাজ্যসম্পদ সঁপিল তাহারে। অপ্সরার তুল্য যুবতী নারী ঘরে॥ তথাচ রাখিতে নারে কৃষ্ণ অনুরাগে। সে সকল তুচ্ছ বিষয় সদা জ্বর লাগে॥ অনেক প্রহরী চৌকী রাখিয়া হারিল। শেষে রজ্জু দিয়া হস্ত বান্ধিয়া রাখিল॥ রঘুনাথ উৎকণ্ঠাতে গৌরাঙ্গ বলিয়া। উচ্চৈঃস্বরে কান্দে সাধু ভূমেতে পড়িয়া॥ কেহ শিষ্ট লোক বলে অনুচিত হই। নির্ব্বোধ তোমরা কেহ বুঝিতে

নারই॥ এ হেন ঐশ্বর্য্য আর এ যুবতী নারী। কেন রজ্জু ছিঁড়িয়াছে তারে পরিহরি॥ পটরজ্জু দিয়া কি বান্ধিয়া রাখা যায়। হেন বৃথা বান্ধ খুলি দেহ হায় হায়॥ ইহা শুনি বন্ধন খুলিলা নিজ জন। অনেক বুঝায় সবে করিয়া ক্রন্দন॥ তেঁহো হেঁট-মাথে রহে কিছু নাহি কহে। গৌরাঙ্গ হৃদয়ে যথা গ্রহে চাপে দেহে॥ লোক চৌকী রাখি সবে সতর্কে রহিল। রাত্রিযোগে রঘুনাথ উঠি পলাইল॥ অতি উৎকণ্ঠিত মন উন্মাদের প্রায়। দিক বিদিক ফিরি বুলে গ্রাম না তাকায়॥ জল ও জঙ্গল তৃণ কণ্টক কর্করা। নাহি মানে ধায় মাত্র পাতুলের পারা॥ বার দিনে উত্তরিল শ্রীপুরুষোত্তম। তার মধ্যে তিন সন্ধ্যা আহার যে নাম॥ পুরুষোত্তম গিয়া শ্রীমান চৈতন্য চরণে। পড়িল হঠাতে যাঞা করিয়া ক্রোন্দনে॥ হে নাথ হে প্রভো অহে করুণানিধান। কৃপা কর শ্রীচরণে লইনু শরণ॥ অনাথ অধম আমি গতিহীন দীন। কৃপাবলোকন কর জানিয়া অধীন॥ শ্রীচরণতলে পড়ি ধূলায় ধূসর। স্তুতি নতি করে অতি কাতর অন্তর॥ কাতর দেখিয়া প্রভু দয়া উপজিল। মুচকি হাসিয়া তুলি আলিঙ্গন কৈল॥ শক্তি সঞ্চারিয়া তবে প্রেমভক্তি দিল। নিজ পারিষদ প্রভু প্রধানে গণিল॥ শ্রীমান দাস নামে রঘুনাথ খ্যাত। পরম বৈরাগ্য কৃষ্ণপ্রেমে উনমত্ত॥ সিংহদ্বারে থাকি কৈল অযাচক বৃত্তি। কত দিনে তাহা ছাড়ি কৈল কিছু যুক্তি॥ পড়া মহাপ্রসাদ যাহা কুণ্ডিতে ভরায়। ধুইয়া তাহার মধ্যে কণা যে থাকয়॥ তাহাই আহার মাত্র প্রাণরক্ষা কাজে। বিষয় সুখের লেশ মাত্র নাহি ভুঞ্জে॥ প্রভু তাহা শুনি অতি আনন্দিত হয়া। প্রশংসেন অতি ভক্তগণে শুনাইয়া॥ প্রভুর আজ্ঞায় দাস গোস্বামী মহান্। কতদিনে কৈল বৃন্দাবনের গমন॥ শ্রীরাধাকুণ্ডের তীরে করিলেন বাস। দিবানিশি সদা রাধাকৃষ্ণ প্রেমোল্লাস॥ রাধাকৃষ্ণ প্রাপ্তি লাগি সদা উৎকণ্ঠিত। সদা হাহাকার ক্ষণে স্থির নহে চিত॥ হে হে বৃন্দাবনেশ্বরী হে ব্রজনাগর। দেখাইয়া শ্রীচরণ প্রাণ রাখ মোর। আহার নিদ্রা

নাহি সদা করয়ে হুংকার॥ বাহ্যস্ফূর্ত্তি নাহি সদা যেন মাতোয়ার॥ দাস গোস্বামী পূর্ব্বাপর যত লীলা। কহিতে নারিয়া কিছু সংক্ষেপে বলিলা॥ পতিতপাবন দাস গোস্বামী চরণ। আমা সবার পরম উপায় অতি ধন॥ হে শ্রীগোস্বামী প্রভু কৃপাদৃষ্টি কর। কৃষ্ণদাস মস্তকে চরণ পদ্ম ধর।

চরিত্র শ্রীরূপ সনাতন শ্রীজীব গোস্বামী।

মূল। শ্রীরূপ সনাতন ভক্তিজন শ্রীজীব গোসাঞি সর গম্ভীর। বেলা ভজন সুপক্ক কাষারণ কবহু লাখি। বৃন্দাবন দৃঢ়বাস যুগল চরণ অনুরাগী। পুথি লেখন পাণি অঘট অক্ষর চিত দীনো। সদগ্রন্থ নিকৌ সার সবে হস্তামল কীনো॥ ইত্যাদি।

শ্রীরূপ শ্রীসনাতন শ্রীজীব গোস্বামী। হরিভক্তির মূর্ত্তির প্রকট নব ভূমি॥ প্রেম কারাগার বৃত্তি অষ্ট যে সাত্বিকী। তরঙ্গ বহয়ে সদা চরকি চরকি॥ সর্ব্ব শাস্ত্রবেত্তা মহাপণ্ডিত অগাধ। সিদ্ধান্ত স্থাপিলা অসংভাষা করি বধ॥ সুশীল সুধীর শুভমতি শিষ্ট শান্ত। প্রিয়ম্বদ পর উপকারেতে একান্ত॥ সর্ব্বগুণাকর গুণ কহেন না যায়। ত্রৈলোক্য পাবন মহা মহান্ত আশয়॥ নানাগ্রন্থ কৈল সর্ব্ব শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। প্রকৃত পণ্ডিতে যার নাহি পায় অন্ত॥ পরম উপায় যাহা আশ্রয় করিয়া। কৃষ্ণ ভক্তি তত্ত্ব পায় জগৎ ভাবিয়া॥ কর্ম্ম জ্ঞানে লোক সব জড়িত আছিল। শুদ্ধ ভক্তি অমৃতের স্বাদু আস্বাদিল॥ এহেন দয়ার নিধি ভুবনে আইল। জীব ত্রাণ হেতু বুঝি বিধি সিরজিল॥ গুণ কে কহিতে পারে যাহার সদ্গুণে। বশীভূত শ্রীগৌরাঙ্গ আপনে বাখানে॥ বৃন্দাবন হৈতে যদি আসে কোন জন। তাহারে পুছয়ে প্রভু করিয়া যতন॥ কেমনে আছয়ে মোর শ্রীবৃন্দাবন। কেমনে আছয়ে মোর রূপ সনাতন॥ সৌভাগ্যের সীমা যাতে গুণের সাগর। পুণ্য আরাধ্য মধ্যে জগতের সার॥ মহাভক্তি মহাপ্রেম মহান্ পাণ্ডিত্য। মহা জিতেন্দ্রিয় মহা গুনবানানিত্য॥ শ্রীরূপ সনাতন দুই সহোদর। উজীর আছিল গৌড়িয়া পাতস্থার॥ দবীরখাস আর সাকর মল্লিক। সে ভাব দোঁহার সর্ব্ব খেতাব অধিক॥ বড় বুদ্ধিমান বড় প্রতাপে উন্নত। অর্থে

পরিপূর্ণ যথা লক্ষ্মী বশীভূত॥ ভাগ্যের দেখহ সীমা দয়াল গৌরাঙ্গ। পূর্ণ কৃপা করে যারে কৈল সর্ব্ব বন্ধ॥ প্রথমে শ্রীবৃন্দাবন গমন উদ্যমে। প্রভু কানাইর নাট্যশালা নামে গ্রামে॥ আইলেন যবে শুনি রূপ সনাতন। রাত্রিযোগে গিয়া লইল চরণে স্মরণ॥ বহু স্তুতি নতি করি চরণে পড়িয়া। আর্ত্ত-নাদ করে অতি বিষাদিত হৈয়া॥ প্রভু বড় কৃপা কৈল দয়ার্দ্র হইয়া। সংক্ষেপে কহিল কিছু উপদেশ দিয়া॥ বিষয় ত্যজিয়া হও নিশ্চিন্ত মানস। পশ্চাৎ মিলিব আমি কহিব বিশেষ॥ প্রভুরে দেখিতে লোক লক্ষ লক্ষ আইসে। সঙ্গ নাহি ছাড়ে চলে ঘেরে চারি পার্শ্বে॥ সনাতন কহে প্রভু আনন্দিত হইয়া। অতি গ্রাহ্য কৈল সেই বাক্য প্রশংসিয়া॥ রূপ সনাতন নাম দুহাকারে দিয়া। পুনঃ ফিরি পুরুষোত্তমে গেলেন চলিয়া॥ প্রভুর কৃপায় কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ। জন্মিল যাহাতে আর পরম বৈরাগ॥ প্রথমে শ্রীরূপ গেল বিষয় ছাড়িয়া। কৃষ্ণাবেশে মগ্ন সদা বৃন্দাবনে গিয়া॥ শ্রীসনাতন সদা উৎকণ্ঠিত মন। বৈরা-গ্যের পথে সদা রাখিল নয়ন॥ রাজকর্ম্ম নাহি জান বিরলেতে বসি। শাস্ত্র অনুশীলন করেন দিবানিশি॥ পাৎসা ডাকিয়া লোক পাঠাইতে কহে। কহ গিয়া তার কিছু পীড়া হয় দেহে॥ পীড়া শুনি পুনঃ রাজা বৈদ্য পাঠাইল। বৈদ্য আসি পরকীয়া সুস্থ দেখে গেল॥ সুস্থ শুনিয়া রাজা উদ্বিগ্ন হইয়া। আপনি আইলা সনাতনের চাহিয়া॥ আস্তে ব্যস্তে সনাতন সম্মান করিয়া। বসাইল উপযুক্ত আসন অর্পিয়া॥ রাজা কহে তোমার মনের কথা কিবা। কার্য্যে নাহি যাহ নাহি বুঝি কি করিবা॥ এক ভাই তোমার ফকির হৈয়া গেলা। তুমিহ তাহাই বুঝিবা ভাবিলা॥ তবে সনাতন কহে অন্তরের মর্ম্ম। আমা হৈতে আর নাহি চলিবেক কর্ম্ম॥ তথ্য বুঝিয়া সনাতনে রাখে কারা-গারে। কয়েদ রাখিয়া কিন্তু বিষাদ অন্তরে॥ দৈবাৎ চলিল রাজা দক্ষিণ দেশেতে। কোন প্রতিযোগী সনে বিগ্রহ করিতে॥ হেথা বন্দিখানা রহে প্রধান যবন। তাহারে বিনতি করি কহেন

চর ॥ আমি তব জানিমু যে উপকার কৈনু। তার প্রত্যুপকার মোর কিছু বহু হয়॥ মোরে বন্দিশালা হৈতে যদি ছাড়ি দেহ। গোঁসাই তরাবে তবে বিপদাদি সহ॥ আর পাঁচ হাজার মুদ্রা আগে লহ। ধর্ম্ম অর্থ কাম হবে যদ্যপি করহ॥ জমাদার কহয়ে যে আজ্ঞা কর পারি। কিন্তু যে তস্কর হৈলে প্রাণে পাছে মরি॥ তেঁই কহে ভয় কি যুকতি আছে ভাল। রাজারে কহিবে তেঁহ জলে প্রবেশিল॥ গঙ্গায় লইয়া গেল স্নান করাইতে। ঝাঁপ দিয়া ডুবিয়া মরিল বিবেকেতে॥ এদেশে না রব আমি হৈয়া দরবেশ। দেশান্তরে যাব রাজা না পাবে উদ্দেশ॥ তথাচ যবন মন প্রসন্ন নহিল। তবে আর কিছু মনে যুকতি করিল॥ সাত হাজার মুদ্রা আনি যবনের আগে। ধরিল যবন সেই মুদ্রা অনু-রাগে॥ খালাস করিয়া গঙ্গা পার করি দিল। ঈশান নামেতে ভৃত্য সঙ্গেতে চলিল॥ লুকাইয়া পঞ্চদশ মোহর ঈশান। পথের সম্বল হেতু বান্ধি লইলেন॥ বনপথে চলে গোসাঞি নগর ছাড়িয়া ফল মূল জল মাত্র আহার করিয়া॥ কতেক দিবসে গেল পাতড়া পর্ব্বতে। তথা এক দস্যু আছে কুটুম্ব সহিতে॥ ভূঞেতে কহিয়া খ্যাত নিজ গণনাতে। যার স্থানে যেই দ্রব্য পারয় বলিতে॥ উত্তরিল অপরাহ্ণ সময় জানিয়া। হাত গণি নিজ স্বার্থ জানি সেই ভূঞা॥ গোসাঞিরে বহু সমাদরে সেবা কৈল। রাজমন্ত্রী সনাতন চিন্তিতে লাগিল॥ এই ব্যক্তি বিনা পরিচয়ে কেন মোরে। যথোচিত প্রণয় আদর ভক্তি করে॥ বিরলে ডাকিয়া কিছু কহেন ঈশানে। সত্য কহ কিছু দ্রব্য আছে তোমা স্থানে॥ ঈশান কহেন আছে সোনের মোহর। গোসাঞি কহেন এই কৃতান্তের চর॥ কেন আনিয়াচ সাথে করিয়া যতন। ত্যাগ কর এখনি যে যাইবে পরাণ॥ এত কহি মোহর ঈশান স্থান হইতে। মাগিয়া লইল সুধী দস্যে সমর্পিতে॥ একটী ঈশানে দিয়া চৌদ্দটী লইয়া। ভূঞার হস্তেতে দিল বিনয় করিয়া॥ হাসিয়া কহিছে ভূঞা সুবুদ্ধি যে তুমি। ইহা হেতু রাত্রে তোমায় মারিতাম আমি॥ চৌদ্দটী মোহর দিলে আর

এক হয়। ভাল ভাল থাকুক নাহিক কিছু ভয়॥ ভাল কৈলে দ্রব্য দিলে আপন স্বেচ্ছায়। তুষ্ট হইনু নাহি লব দিব যে তোমায়॥ তথায় গণন করি তার হস্তে দিল। গোঁসাই লইয়া মুদ্রা ঈশানে সঁপিল॥ তাহারে কহিল এই স্বর্ণমুদ্রা লও। মোর সঙ্গ ছাড়ি তুমি গৃহে চলি যাও॥ রোদন করিয়া তাহা গৃহেতে চলিলা। শ্রীকৃষ্ণ স্মরিয়া গোসাঞি চলিল একেলা॥ চলিতে চলিতে হাজিপুর গ্রামে গিয়া। রাত্রে এক বাগিচাতে রহিল পড়িয়া॥ তাঁর ভগিনীপতি ঘোড়া খরিদ কারণ। আসিয়াছে সেই বাগানেতে বাস কারণ॥ হাওয়াখানা চুঙ্গির উপর বসিয়াছে। নিকটে গোসাঞি কৃষ্ণ কৃষ্ণ ফুকারিছে॥ স্বর শুনি মনে কিছু সন্দিগ্ধ হইয়া। নামিয়া আপনি তথা গেলেন চলিয়া॥ দেখে গিয়া বসি রাজমন্ত্রী সনাতন। চমৎকার হৈল মুখে না সরে বচন॥ হাহাকার করিয়া অঙ্গুলি নাকে ধরি। কহয়ে খেদোক্তি করি চক্ষে বহে বারি॥ অহ্য একি দশা হেন রাজ্যসম্পদ ছাড়ি। মলিন বসন কেন ভূমে গড়াগড়ি॥ এহেন সুখের দেহে এতেক দুঃক্লেশ। কেমনে সহিবে এদুঃখের নাহি শেষ॥ বৈরাগ্য না কর গৃহে বসি কৃষ্ণ ভজ। আইস আইস গৃহে মলিন বস্ত্র ত্যজ॥ সনাতন কহে ভাই ও কথা না কহ। মোর ভাগ্যে যাহা আছে তুমি ঘরে যাহ॥ উৎকট বুঝিয়া তেঁহো পুনঃ না কহিল। শীত নিবারণ হেতু গাত্রে সাল দিল॥ গোসাঞি হাসিয়া তাহে দূরে তেয়াগিল। তাহা দেখি পুনঃ এক বনাত আনি দিল॥ উত্তম জানিয়া সাধু তাহা নাহি নিল। তবে তেঁহো মনে কিছু বিচার করিল॥ বুনিয়া আশয় এক ভোট যে কম্বল। আনিয়া দিলেন তবে চক্ষে বহে জল॥ তাহাই লইয়া অঙ্গ ঢাকিলা গোসাঞি। চলিল পশ্চিম দিকে সঙ্গে কেহ নাই॥ শ্রীচৈতন্য শ্রীচরণ লক্ষ্য যে করিয়া। উত্তরিল সপ্তুরম কাশীপুরে গিয়া॥ শ্রীচৈতন্য সন্নিয়া কুমারে বারে বার। দেহ পদ ভাবে বহে গলদশ্রুধার॥ যারে তারে জিজ্ঞাসে চাই গৌরাঙ্গ সুন্দর। কেহ দেখিয়াছ কোথা গুণের সাগর॥ উন্মত্তের প্রায় সাধু খুজিয়া বেড়ায়।

চন্দ্রশেখর ঘরে জানিল নিশ্চয়॥ দ্বারে যাইয়া সাধু ভাবে ভিতরে যাবার। নীচ অধম আমি যে নাহি অধিকার॥ এত ভাবি বাহির দুয়ারে বসিয়াছে। সর্ব্বজ্ঞের শিরোমণি তাহা জানিয়াছে॥ দূরে হৈতে কহে প্রভু কোন নিজ জনে। দেখত বাহিরে কেহ বৈষ্ণব ওখানে॥ বসিয়া থাকয়ে যদি বোলাইয়া আন। তেঁহো দেখি আসিয়া প্রভুরে কহে পুনঃ॥ বৈষ্ণব না হয় এক কাঙ্গাল আছয়॥ প্রভু কহে বোলাইয়া আন কেহ হয়॥ যতন করিয়া তবে ডাকিয়া আনিল। প্রভু দরশনে সাধু আনন্দে ভাসিল॥

ত্রিপদী। দুই গুচ্ছ দুই করে, এক গুচ্ছ দন্তে ধরে, পড়িল গৌরাঙ্গ রাজ পায়। দুনয়নে শত ধারা, যেন রাজদণ্ডী পারা অপরাধী আপনা মানয়॥ তোমার চরণ নাহি, ভজি মোর গতি এহি, সংসার ভ্রমণে সদা ফিরি। কদর্য্য বিষয় ভোগ, কামাদি ষড়ঙ্গ রোগ, তাহে ভ্রমি সুখ বুদ্ধি করি॥ নীচ সঙ্গে সদা স্থিতি নীচ ব্যবহারে মতি, নীচ কর্ম্মে সদাই উল্লাস। এহেন দুর্ল্লভ জন্ম, পাইয়া কি কৈনু কর্ম্ম, কেবল হইল উপহাস। শরণ লইনু প্রভু, হে নাথ গৌরাঙ্গ বিভু, করুণা কটাক্ষ মোরে কর। ও রাঙ্গা চরণে মতি, ত্রৈলোক্যের সার গতি, এ অধম জনার বিচার॥ সনাতনের আর্ত্তনাদ, শুনিয়া দৈন্য বিষাদ, ছল ছল প্রভুর নয়ন। আলিঙ্গন করিতে চান, সনাতন পাছে ধায়, কহে মোরে না কর স্পর্শন॥ তোমা স্পর্শ যোগ্য প্রভু, মুঞি ছার নহে কভু, ঘৃণাস্পদ মোর এই দেহ॥ পাপময় সুকদর্য্য, সাধুর সভায় ত্যজ্য, মোরে স্পর্শ প্রভু না করহ॥ প্রভু কহে সনাতন, দৈন্য কর সম্বরণ, তোমার দৈন্যে ফাটে মোর বুক। কৃষ্ণ যে দয়াল হয়, ভাল মন্দ না গণয়, হইল যে তোমার উন্মুখ॥ কৃষ্ণ কৃপা তোমাপরি, যতেক কহিতে নারি, উদ্ধারিলা বিষকূপ হৈতে। নিষ্পাপ তোমার দেহ, কৃষ্ণ ভক্তি মতি অহ, তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে॥ সনাতনের হাতে ধরি, বসাইলা গৌরহরি, আগমন শুভ বার্ত্তা পুছে। ভোট কম্বল গায়, প্রভুর নাহিক ভায়, বিষয়ের শেষ কিছু আছে॥

অন্তরে প্রভু ভাবয়, ভোটখান আগে চায়, সনাতন তৎক্ষণে বুঝিলা। ক্ষণেক বিলম্বে উঠে, গিয়া জাহ্নবীর তটে, মনে কিছু যুকতি করিল॥ ভোট কম্বল খানি, এক যে বৈষ্ণব জানি, তারে দিয়া তার কান্থা খানি। পরিবর্ত্ত করি নিল, তেঁহ তাহে তুষ্ট হৈল, গোসাঞি লইল শ্লাঘ্য মানি॥ সেই কান্থা গলে দিয়া, প্রভুর নিকটে গিয়া, দণ্ডবৎ করিয়া পড়িল প্রভু বলে তাহা দেখি, ছল ছল করে আঁখি, আলিঙ্গন উঠিয়া করিল॥ প্রভু কহে সনাতন, কৃষ্ণ যে রতন ধন, অনেক যে দুঃখেতে মিলয়। দেহ গেহ পুত্র দার, বিষয় বাসনা আর, সর্ব্ব আশা যদি তেয়াগয়॥

পয়ার। তবে প্রভু সনাতন বড় কৃপা হৈল। শক্তি সঞ্চারিয়া নিজ তত্ত্ব জানাইল॥ সুমধুর নানা তত্ত্ব যে কহিলা বাণী। মূর্খ মুঞি সে সকল কহিতে না জানি॥ সনাতন কহে তুমি বৃন্দাবনে গিয়া। ভক্তিতত্ত্ব প্রকাশহ শাস্ত্র বিচারিয়া॥ যতেক কহিল মুঞি এই মত সার। সিদ্ধান্ত যে এই কথা শাস্ত্র অনুসার॥ মহিষী হরণ আদি লোকে না বুঝিয়া। কুব্যাখ্যা করয়ে তাতে মর্ম্ম না জানিয়া॥ সে সব ভঞ্জন করি সিদ্ধান্ত স্থাপিয়া। অদ্বৈত বিরুদ্ধ মত নৈরাশ করিয়া॥ নানা গ্রন্থ বর্ণন করহ লোক হিতে। কৃষ্ণ কৃপা তোমারে হইবে অচিরাতে॥ সনাতন কহে প্রভু এ সব বিচার। মূর্খ হৈয়া কেমনে করিব আমি ছার॥ প্রভু কহে মোর আজ্ঞায় বেদ শাস্ত্র যত। হৃদয়ে উদয় হবে সুসিদ্ধান্ত মত॥ এক চতুরাই কৈল মনে সনাতন। পুছয়ে প্রভুর স্থানে করিয়া যতন॥ শুক্ল রক্ত তথা পীত ইত্যাদিক করি। যুগে যুগে অবতার করেন যে হরি॥ তিন যুগের যে যে অবতার কহিলে। পীতবর্ণ কলিতে কে তাহাও বলিলে॥ প্রভু কহে সনাতন চতুরাই ছাড়। এই বাক্যে নিজ তত্ত্ব কহিলা যে দৃঢ়॥ সংক্ষেপে কহিলা প্রভুর সহিত মিলন। তবে চলি গেল গোসাঞি শ্রীবৃন্দাবন॥ অলৌকিক অদ্ভুত গোসাঞির প্রেম। বৈরাগ্যের সীমা আর অপতিত প্রেম॥ মূর্ত্তিমান মহাতেজ সমুদ্র গম্ভীর। শাস্ত্রাজ্ঞা পৃথিবীর মধ্যে এক ধীর॥ প্রতিদিন এক এক বৃক্ষতলে

বাস। প্রতিদিন পরিক্রমা নাহিক আলস॥ বৃক্ষতলে থাকি সদা গ্রন্থানুশীলন। অলক্ষে করেন পরিক্রমা বৃন্দাবন॥ এক লীলা গোসাঞির শুন চমৎকার। যাহার শ্রবণে হয় ভবনিধি পার॥ একদিন গোসাঞি স্নান করিতে যমুনা। স্পর্শমণি পাইলেন যাতে হয় সোণা॥ মনে ভাবেন কোন দীন দরিদ্র দেখিয়া। তারে দিব এখন কোথায় রাখ লইয়া॥ স্পর্শ না করিয়া খাপরেতে ধরি নিয়া। কোন স্থানে রাখিল মৃত্তিকা আচ্ছাদিয়া॥ দৈবযোগে গৌড়দেশের এক ব্রাহ্মণ। বর্দ্ধমান দক্ষিণে মানকরেতে ভবন॥ জীবন তাহার নাম বহুত কুটুম্ব। সুদরিদ্র কিছু মাত্র নাহি অবলম্ব॥ বিবেকী হইয়া কাশ্যপুরেতে যাইয়া। অর্থাকাঙ্ক্ষী হইয়া বহু বৎসর ব্যাপিয়া॥ শিব আরাধন কৈল শিবব্রত করি। প্রসন্ন হইয়া শিব কহে বিপ্রোপরি॥ বৃন্দাবনে যাহ তথা সনাতন নাম। তাহার নিকটে গেলে পুরিবেক কাম॥ বহুধন পাবে তথা যাবে দরিদ্রতা। লোকের দুর্ল্লভ যাহা সর্ব্ব দুঃখকর্ত্তা॥ আহা কিবা দয়াময় দেব মহেশ্বর। গরল চাহিতে দিল অমৃত সাগর॥ শিবের আজ্ঞাতে বিপ্র ধনের আশাতে। বৃন্দাবন ধাম তবে চলিলা ত্বরিতে॥ বিপ্রের সংসার ক্ষয় উন্মুখ সময়। তাহা নাহি জানে ধন চিন্তয়ে হৃদয়॥ বিধাতা সদয় যবে হয় দুঃখী জনে। গুগলি খুঁজিতে যেন মিলয়ে রতনে॥ কত দিনে বৃন্দাবন ধামে সনাতন। নিকট হইল যাঞা সুকৃতি ব্রাহ্মণ॥ গোসাঞিরে গিয়া বিপ্র দণ্ডবৎ করি। আনন্দ আবেশে রহে করযোড় করি॥ গোসাঞি প্রণাম করি করি করযোড়। পুছেন ব্রাহ্মণে মিষ্ট বাক্যে প্রিয়ঙ্কর॥ কে তুমি ঠাকুর মহাশয় কিবা অর্থে। আগমন করি কৃপা করি মোর সাথে॥ গোসাঞির নম্রতা সুমিষ্ট বাক্য শুনি। দ্রবিল বিপ্রের চিত্ত চমৎকার গণি॥ বিপ্র কহে মহাশয় আমি সুদরিদ্র। অর্থ লাগি ভজিলাম বহু কাল রুদ্র॥ কৃপা করি মহাদেব আদেশ করিলা। তোমার চরণে মোরে আসিতে কহিলা॥ বৃন্দাবনে সনাতন গোস্বামীর স্থানে। যাইলে পাইবে অর্থ ইতে নাহি আনে॥ গোসাঞি কহে মুঞি

অর্থ কোথা পাব। মহাদেব মোর স্থানে কি হেতু পাঠাব॥ ভিক্ষা-জীবি হও মোর অর্থ কোথা হয়। ইহা শুনি ব্রাহ্মণের বিদরে হৃদয়॥ হাহা মোর ভাগ্যে কি ঈশ্বর প্রতারিল। কিংবা মুঞি স্বপনে কি প্রলাপ দেখিল॥ ব্রাহ্মণে কাতর দেখি দয়াল গোসাঞি। আকাশ পাতাল ভাবি কুল নাহি পাই॥ দৈবাৎ পড়িল মনে মণির বৃত্তান্ত। আশ্বাস করিয়া ব্রাহ্মণের করে ক্ষান্ত॥ হায় হায় ঠাকুর মোর স্মরণ হইল। মিথ্যা নহে শ্রীমান মহাদেব যে কহিল॥ স্পর্শমণি লবে চল দেখাইয়ে দিই। বিস্মিত হইল কি কারণে কহি নাই॥ ব্রাহ্মণের লইয়া যমুনা তীরে গিয়া। বামহস্ত তর্জ্জনি আঙ্গুল হেলাইয়া॥ কহে এই খানে দেখ মৃত্তিকা খুদিয়া। ব্রাহ্মণ খুদিয়া বলে না পাই খুঁজিয়া॥ গোসাঞির বোলে কোথা দেহ উঠাইয়া। তেঁহ কহে না স্পর্শিব একে স্নান করিয়া॥ পুনঃ তল্লাসিতে বিপ্র মণি যে পাইল। গোসাঞিরে দণ্ডবৎ করিয়া চলিল॥ পথে চলি যায় বিপ্র ভাবে মনে মনে। এ হেন পদার্থ গোসাঞি দিল কি কারণে॥ রাখিবার কাজ থাকুক স্পর্শ নাহি করে। স্পর্শে থাকুক কাজ ঘৃণাতে না হেরে॥ আমার চরিত্র এই সেই বস্তু লাগি। তপঃ করি ঈশ্বর সেবনে অনুরাগী॥ ছিছি মোরে ধিক্ ধিক্ হেন তুচ্ছ বস্তু। যাহার লাগিয়া মুঞি সদাই অসুস্থ॥ অতএব হেন বস্তু দূরে তেয়াগিয়া। গোসাঞির চরণে শরণ লব গিয়া॥ তেঁহো যে রতন প্রাপ্ত হইয়া মজিল। তাহাই লইব এই প্রতিজ্ঞা করিল॥ তাহার চরণে যাইয়া শরণ লইব। বিনামূল্যে তাঁর পদে বিক্রীত হইব॥ এতেক ভাবিয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়া। কটেশ্বর গ্রাম হৈতে গেলেন ফিরিয়া॥ গোসাঞির পদেতে পড়িয়া বিপ্রবর। নিজ অভিলাষ যাহা কহিল বিস্তর॥ এ তুচ্ছ রতনে মোর নাহি কিছু কাম। কৃপা করি কর প্রভু মোরে আত্মসন॥ শরণ লইল তব অভয় চরণে। কৃতার্থ করহ দিয়া কৃষ্ণ প্রেমধনে॥ গোসাঞি কহেন তুমি তাহা না পাইবে। ঘরে যাইয়া কৃষ্ণ ভজ সংসার তরিবে॥ তেঁহো কহে নাহি যাব তোমার চরণে। শরণ লইব কৃপা কর মূঢ় জনে॥

গোসাঞি কহেন তবে পার যোগ্য হৈতে। স্পর্শমণি যদি শক্ত হও তেয়াগিতে ॥ এত শুনি বিপ্র স্পর্শমণি নিয়া করে। টান মারি ফেলাইল যমুনা মাঝারে ॥ গোঁসাই দেখিয়া তবে আনন্দিত হইল। ব্রাহ্মণেরে ধরি গাঢ় আলিঙ্গন কৈল ॥ প্রসংশা করিয়া আর মন্ত্রদীক্ষা দিয়া। কৃতার্থ করিল কৃষ্ণ প্রেম সঞ্চারিয়া ॥ অতএব শ্রীমান সনাতন স্পর্শমণি। যার পদ দৃষ্ট স্পর্শমাত্র হৈল ধনী ॥ প্রকৃত যে তুচ্ছ ধনে বিরক্তি হইল। পরম রতন কৃষ্ণ প্রেমধন পাইল ॥ সর্ব্ব দুঃখ দূরে গেল ধনাঢ্য হইল। ত্রিজগতে ধন্য মান্য পূজ্যতম ভেল ॥ তাহার নন্দন শ্রীভাগবত নামে ॥ তাহার সন্তান কাটমাড়গায় গ্রামে ॥ অদ্যাপিহ আছেন গোঁসাই বলি খ্যাত। পূর্ব্বে মানকর এবে মাড়গা বসত ॥ বিপ্র যবে স্পর্শমণি যমুনা তারিল। এক বৎসর পাতসা লোক মুখেতে শুনিল ॥ মণি উঠাইতে যতন করিল। হস্তীপদে জিঞ্জির বান্ধিয়া নামাইল ॥ যমুনার জলে ইতি উতি ফিরাইল। শিকল সুবর্ণ ঠেকিয়া মণি হইল ॥ মণি না পাইল নানা উপায় সৃজিয়া। ঈশ্বরের কৃপা বিনা কে পায় খুঁজিয়া ॥ গোস্বামীর লীলা হয় অনন্ত অপার। পরম পবিত্র পদে পদে চমৎকার ॥ সব কে কহিতে পারে কিঞ্চিৎ কহিল। আর কিছু কহিবারে উৎসাহ হইল ॥ মন মোহনিয়া শ্রীমান মদনমোহন। শ্রীমস্তী কুব্জা মহিষীর প্রকাশন ॥ মথুরা চৌবের নারী করেন সেবন। নিতি মাধুকরি হেতু যান সনাতন ॥ ঠাকুরের মাধুরী দেখিয়া প্রেম হয়। কিন্তু অনাচারে সেবে দেখি দুঃখ পায় ॥ আচার করিয়া সেবিবারে সনাতন। ক্রমমত কহি দিল করিয়া যতন ॥ চৌবের ঘরণী তাহা নাহি সমুঝল। নিজ মত প্রেমভাবে সেবিতে লাগিল ॥ আর দিন সনাতন দেখিতে ইচ্ছিল। চৌবের বাড়িতে গিয়া উপনীত হৈল ॥ চৌবের বালক সহ মদনমোহন। একত্র বসিয়া অন্ন করেন ভোজন ॥ আচার বিচার কিছু না করে গণন। ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করে ব্রজের নন্দন ॥ গোসাঞি দেখিয়া তাহা প্রেমে মূর্চ্ছা হয়। চৌবের ঘরণী প্রতি স্তবন করয় ॥ গোসাঞি আপনারে অপরাধী মানী। বিনয়

করয়ে তাঁরে করি যোড় পাণি ॥ মাতা তুমি যে আচারে সদা কর সেবা। সেইমত সেব অন্যমত না করিবা ॥ তেঁহো ভাল ভাল বলে তাহাই করিব। দিন চলি যায় আচার করিতে নারিব ॥ গোসাঞি কহেন মাতা নিবেদন করি। আজি যদি মোরে কিছু দেহ মাধুকুরী ॥ তোমার শিশুর এই পাত্র অবশেষ। যাহা থাকে তাহা দেহ করি কৃপালেশ ॥ তাঞি উঠাইয়া মাতা গোসাইরে দিল। গোসাঞি পাইয়া কৃত কৃতার্থ হইল ॥ সাক্ষাতে দেখিল মদনমোহনে খাইতে। মদনমোহন দেখাইল তারে জানাইতে ॥ প্রসাদ পাইয়া সাধু আনন্দে বিহ্বল। মদন টেরেতে বাস যথা আর্কলোল ॥ রাত্রিকালে স্বপনে শ্রীমদনমোহন। শ্রীমান শ্রীসনাতন গোস্বামীরে কহেন ॥ তুমি মোরে চৌবের ভবন হৈতে আনি। সেবা কর দিয়া মাত্র তুলসী পানী ॥ এথা চৌবে ঠাকুরাণী প্রতি কহে হরি। সনাতন দেহ মোরে সমর্পণ করি ॥ প্রাতে সনাতন হেথা চৌবে ঘরে গিয়া। ঠাকুরাণী প্রতি কহে বিনয় করিয়া ॥ মদনমোহন আজ্ঞা করিল আমারে। মনে সাধ হৈল বনে বাস করিবারে ॥ ঠাকুরাণী কহে ইহা সত্য হয় বটে। শঠের বিদ্যায় পারগ হয় বটে বটে ॥ আমারেও কহিল যাইব অন্যান্তরে। পূর্ব্বের স্বভাব তাহা ছাড়িতে না পারে ॥ টিয়া পক্ষী যথা প্রতিপালন করয়। শিকল কাটিয়া পাখী উড়িয়া পলায় ॥ শ্রীমতী যশোদা প্রাণ পণেতে পালিলা। ক্ষণমাত্র বুকে শেল হানি পলাইলা ॥ যার যে স্বভাব হয় তাহা কোথা যাবে। যায় যাউক আমার তাহাতে কিবা হবে ॥ যদ্যপি অন্তরে দুঃখ সহিতে না পারি। বরঞ্চ মরিব দেহ যমুনাতে ডারি ॥ মাতার মাধুর্য্য গাঢ় প্রেমের কারণ। শুদ্ধ বাৎসল্য তাহে প্রণয় ভর্ৎসন ॥ শুনি শ্রীসনাতন অমৃত সাগরে। ভাসিয়া আনন্দ ধারা বহে গলন্ধরে ॥ মাতা আহ্লাদ করি শ্রীসনাতনে। মদনমোহন দিয়া পড়ে অচেতনে ॥ উচ্চৈঃস্বরে কান্দে মাতা ভূমে গড়ি যায়। যশোদা মাতার দশা যথা পূর্ব্বে হয় ॥ সনাতন মদনমোহন যে পাইয়া। আপন আশ্রমে আনে অতি হৃষ্ট হৈয়া ॥ দরিদ্রে যেমন ধন

পাইয়া আহ্লাদ। হস্তেতে পাইল যেন আকাশের চাঁদ॥ সূর্য্য ঘাট নিকটে সুরম্য টিলোপরি। ঝোপড়া বান্ধিল এক তৃণ জড় করি॥ চুইকি মাঙ্গিয়া আনি আস্তা বড়ি করি। হরিষ বিষাদে সুকুমার প্রাণে ধরি॥ মদনমোহন কহে লবণ বিহনে। খাইতে না পারি মোর না রুচে বদনে॥ সনাতন কহে যদি খাইতে নারিব। নিত্যই লবণ তবে মুঞি কোথা পাব॥ আর দিন লবণ মাগিয়া আনি দিল। পুনঃ কহে রুখা আস্তা খাইতে রুচিল॥ তেঁহো কহে ঘৃত শর্করা কোথা পাব। বিষয়ির স্থানে আমি মাগিতে নারিব॥ ক্রমে ক্রমে তুমি নানা বাহেনা করহ। আমা হৈতে না হইবে চাহ করি লহ॥ দৈবযোগে এক মহাজন দ্রব্য লইয়া। মথুরাতে যায় সেই জাহাজ চড়িয়া॥ আটকিয়া গেল নৌকা চড়ায় লাগিয়া। মহাজন সর্ব্বনাশ লইল গণিয়া॥ হাহা-কার করি নানা উপায় চিন্তয়। রাত্রিযোগে দেখে তীরে এক মহাশয়॥ গদ গদ ভাবে কৃষ্ণনাম বসি জপে। এক শ্রীবিগ্রহ তথা তেজে বন ব্যাপে॥ আর্দ্র হইয়া মহাজন কান্দি কান্দি কহে। শরণ লইনু প্রভু রক্ষা কর মোরে॥ কৃপাকরি সঙ্কটে এবার কর রক্ষে। প্রতিজ্ঞা করিনু আমি কায়মনোবাক্যে॥ এবার বাণিজ্যে যত উপস্বত্ব পাব। সমুদয় শ্রীচরণ পদ্মে সমর্পিব॥ মন্দির নির্ম্মাণ করি সেবার শৃঙ্খলা। করি দিয়া পশ্চাৎ করিব গৃহ মেলা॥ এতেক প্রার্থনা করি মহাজন গিয়া। জাহাজে চড়িবা মাত্র চলিল ধাইয়া॥ মথুরা যাইয়া হইল বাণিজ্য দ্বিগুণ। জানিল করিল ইহা মদনমোহন॥ যত লাভ হইল ত্যজি অনন্ত সঙ্কোচ। মদনমোহন অর্থে করিব খরচ॥ বৃহৎ মন্দির আর নাট্যশালা আদি। বিহারের স্থান আর রত্ন-বেদি॥ সেবার শৃঙ্খলা আর নানা জাতি ভোগ। সন্ধ্যানে বানান কৈল করি অনুরাগ॥ শ্রীসনাতন তাহে হৃষ্ট হৈল মন। বসা-ইয়া সেবে তাহে মদনমোহন॥ অদ্যাপিহ সেই যে মন্দির বর্ত্ত-মান। গোস্বামীপদের সেই বসিবার স্থান॥ কৃষ্ণদাস অভি-গিয়া তাঁহার চরণ। পরম উপায় জানি লইল শরণ॥ শ্রীরূপের

দ্বিতীয় মালা।

গোস্বামীর অপার মহিমা। যথা সনাতন তথা মহিমার সীমা॥ রূপ সনাতন বলি জগতে বিখ্যাত। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রিয়তম গৌর যার নাথ॥ অতএব শ্রীরূপ গোস্বামীর কিছু গুণ। গাইব আপন মতি শোধন কারণ॥ অপার অনন্তলীলা শ্রীরূপের হয়। কিঞ্চিৎ কহিব সব কহা নাহি যায়॥ একদিন ব্রহ্মকুণ্ড তীরেতে বসিয়া। অনাহারে রহে কৃষ্ণ মানস করিয়া॥ অনাহার জানি জানি কৃষ্ণ দয়ার্দ্র হইয়া। গ্রাম বালকের রূপ ধারণ করিয়া॥ এক ভাণ্ড দুগ্ধ আনি খাইবারে দিল। দুগ্ধ দিয়া বালক চলিয়া পুনঃ গেল॥ শ্রীরূপ ভাবিয়া স্থির করিতে নারিল। দুগ্ধ লইয়া পান তবে করিতে লাগিল॥ দুগ্ধের আস্বাদ নহে অলৌকিক স্বাদ। কোটিহ অমৃতের স্বাদু মাত্র স্বাদ॥ খাইতে খাইতে উথলিল প্রেমভাব। অপ্রাকৃত বস্তু আর এমতি স্বভাব॥ দুগ্ধ পান করি ভাণ্ড রাখিতেই মাত্র। আপনি চলিয়া গেল অপ্রাকৃত পাত্র॥ সনাতন শুনি তবে এ সব বারতা। চলিয়া আইল দ্রুত রূপ বসি যথা॥ অনুযোগ কৈল বহু আত্মনাদ করি। কৃষ্ণে দুঃখ দেহ কেন অনশন করি॥ মাধুকরী ভিক্ষা করি উদর ভরহ। সুকুমার কৃষ্ণচন্দ্রে দুঃখ নাহি দেহ॥ আর অপরূপ শুন গোবিন্দ প্রকটে। হইলা যেমতে বৃন্দাবন যোগ পীঠে॥ শ্রীগো-বিন্দ আজ্ঞা দিল শ্রীমান রূপেরে। যোগপীঠ হই আমি মৃত্তিকা ভিতরে॥ এক গাভি নিতি আসি দাণ্ডায় যথায়। স্তন হইতে দুগ্ধ ক্ষরে আমার মাথায়॥ মোরে লক্ষ্য করি সেই স্থান যে খোদিয়া। উঠাই আমারে সেব তথাই স্থাপিয়া॥ এত শুনি শ্রীরূপ গোসাঞি হৃষ্ট মনে। উঠাইয়া গোবিন্দ স্থাপিল সিংহা-সনে॥ অভিষেক আদি করি আনন্দ কৌতুকে। সেবন করেন সদা থাকে প্রেমসুখে॥ হে শ্রীরূপ গোস্বামী কর মোরে দয়া। কৃষ্ণদাস শিরে ধর শ্রীচরণ ছায়া॥ শ্রীজীব গোস্বামী হন তত্ত্বজ্ঞ মহান্ত। প্রেমে পরাকাষ্ঠা গুণের নাহি অনন্ত॥ ক্রম সন্দর্ভ আর ষট সন্দর্ভ আদি। নানা গ্রন্থে ভক্তি স্থাপি নিবারিল বাদী॥ শ্রীরূপের ভ্রাতৃপুত্র মন্ত্রশিষ্য হন। শ্রীচৈতন্যের কৃপা

মাত্র পার্ষদ প্রধান॥ তাহার চরিত্রলীলা কহা নাহি যায়। কিছু গুণগান করি পবিত্র আশয়॥ ষট সন্দর্ভ প্রকাশি জীবের হিত কৈল। অতি বড় চমৎকার সিদ্ধান্ত স্থাপিল॥ সন্দেহ ভঞ্জন হেন নাহি ক্ষিতিতলে। যত শাস্ত্র বিরুদ্ধার্থ লোক জল্পি বুলে॥ পণ্ডিত অভিমানী যত কুব্যাখ্যা করিয়া। যজ্ঞের সভায় কহে ভক্তি প্রকাশিয়া॥ সেই সন্দর্ভ একবার যে করে শ্রবণ। অন্য কোন কালে তার নাহি ফিরে মন॥ যেই জন ষট সন্দর্ভ গ্রন্থ না দেখিল। শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত সেই কভু না জানিল॥ পণ্ডিত গম্ভীর জীব গোস্বামীর বিনে। হেন বুঝি আর নাহি এ তিন ভুবনে॥ দিগবিদিগ এক জন সর্ব্বত্রে জানিয়া। ব্রজে রূপ সনাতন পণ্ডিত মানিয়া॥ বিচার করিতে আইল গোসাঞির স্থানে। নির্ম্মৎসর অহঙ্কার শুনে দুই জনে॥ বিচার না করি জয় পত্র লিখি দিলা। পুনরপি শ্রীজীব গোস্বামী স্থানে গেলা॥ যমুনায় শ্রীজীব গোস্বামী স্নান করে। হস্তী অশ্ব সহ দিগবিজয়ী যাই তীরে॥ কহে রূপ সনাতন বিচারের ডরে। জয় পত্র লিখি দোহে দিল হে আমারে॥ তুমিহ বিচার কর নহে লিখি দেহ। গোসাঞি শুনিয়া কিছু হইলে অসহ॥ মনে মনে চিন্তে এই পণ্ডিতাভিমানী। রূপ সনাতনের মহিমা নাহি জানি॥ পরাভব হৈল বলি করিয়াছে গর্ব্ব। তাহার উচিত আজি করিব যে খর্ব্ব॥ ইহা ভাবি কহে তুমি রূপ সনাতনে। শাস্ত্র বিনা প্রসঙ্গেতে জানিলে কেমনে॥ যাহা হউক তাহা সবার সহিত বিচারে। তুমিত না হও যোগ্য তোঁহো থাকুক দূরে॥ আমি তা সবার শিষ্য ক্ষুদ্র অভিমানী। মোরে পরাভব কর তবে তোমায় জানি॥ এত কহি বিচার তাহার সনে কৈল। দিগবিজয়ীর হারি তথা দর্প খর্ব্ব হৈল॥ একথা শুনিয়া রূপ গোসাঞি কুপিয়া। জীব গোসাঞিরে কহে ভৎর্সন করিয়া॥ তুমিত বৈরাগী হারি জিত তেজি হৈলে। তবে কেন জিনিবারে আগ্রহ করিলে॥ সেই ব্যক্তি হারি জিত অহঙ্কারে চলে। তবে কেন জিনিবারে আগ্রহ করিলে॥ যেই ব্যক্তি হারি জিত অভিমান ময়। তাহার হৃদয়ে

হয় জয় পরাজয়॥ তুমি কেন পরাভব আপনি হইয়া। না দিলে তাহার মান দীনতা করিয়া॥ তেঁহো কহে কৈল যেই গুরুর নিন্দন। বিধি অনুসারে তার করিল শাসন॥ জীব গোস্বামীর কভু অভিমান নাই। তাহাও বুঝিয়াছিল শ্রীরূপ গোসাঞি। তথাপিহ শাসন করিল ভঙ্গি করি। লোক শিখিবার হেতু তাঁহার উপরি॥ আজি হৈতে আর তব না দেখিব মুখ। বজ্রতুল্য বাক্য শুনি কাঁপি গেল বুক॥ কাতর হইয়া বহু স্তুতি নতি কৈল। তথাপি গোসাঞির তাহে প্রসন্ন নহিল॥ অন্ন জল তেয়াগিয়া যমুনার তীরে। গোসাঞির পদমাত্র ধ্যান যে অন্তরে॥ পড়িয়া রহিল দুনয়নে ধারা বহে। বিশীর্ণ হইল দেহ প্রাণ মাত্র রহে॥ কতক দিবস পরে বিশেষ কথন। শুনিয়া দেখিত হৈল শ্রীসনাতন॥ নিকটে যাইয়া ধীরে ধীরে। ছল বাক্য করি তাঁরে এক প্রশ্ন করে॥ সদাচার যতেক তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কিবা স্থির করিয়াছ সকলের ইষ্ট॥ শ্রীরূপ কহেন প্রভু মোর বিবেচনে। জীবে দয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শাস্ত্রেতে বাখানে॥ গোসাই কহেন তবে কেন নাহি হয়। বাক্যের শেষেতে তার বুঝিলা হৃদয়॥ সে আজ্ঞা বলিয়া জীব গোসাঞিরে ডাকি। আলিঙ্গন করি মিলে ছল ছল আঁখি॥ শ্রীজীব গোসাঞি কৃত কৃতার্থ মানিয়া। শতেক প্রণাম করে চরণে পড়িয়া॥ তাহার স্বভাব গুণ গম্ভীর প্রভাবে। কহিবারে পারে যেই সেই অনুভাবে॥ আমি মূর্খ নির্ব্বোধ অধম দুরাচার। সে সব কহনে মোর নাহি অধিকার॥ তবে যে করিতে চাই তাহার বর্ণনে। অন্ধ যেন শিল্প রচনায় করে মনে॥ অতএব মোটামুটি যাহা কিছু করি। কোন মতে সে অভয় চরণ স্মঙরি॥

চরিত্র শ্রীগোপাল ভট্টের।

মূল। শ্রীবৃন্দাবনকী মাধুরী হিলমিলি আস্বাদন কিয়ো।
সর্ব্বস্ব রাধারমণ ভট্টগোপাল উজাগর॥ ইত্যাদি।

শ্রীমান গোপাল ভট্ট অদ্ভুত চরিত্র। ভুবন মঙ্গল কথা পরম মাহাত্ম্য॥ শ্রবণ মঙ্গল ভববন্ধ বিমোচন। কৃষ্ণপ্রেম রসময়

ভকতি জনম॥ ভট্ট গোসাঞি মহাপ্রভুর প্রিয়পাত্র। প্রীত হইয়া দিল হরিনাম মহামন্ত্র॥ যার প্রেম অনুরোধে শ্রীরাধা-রমণ। শালগ্রাম হৈতে হৈল মুরলীবদন॥ তাঁহার গুণের কথা কে কহিতে পারে। কিছু গান করি মতি শোধিবার তরে॥ তেঁহো মোর প্রভু তাঁর চরণেতে রতি। জম্মে জম্মে রহে যেন এই মোর গতি॥ মহাপ্রভু যবে তীর্থ ভ্রমিবারে গেলা। ভট্ট-মারি গ্রামে চাতুর্ম্মাস্যা স্থিতি হৈলা॥ শ্রীমানবঙ্কট নামে ভট্ট মহাশয়। তাহার গৃহেতে রহে হইয়া সদয়॥ তাঁহার নন্দন শ্রীগোপাল ভট্ট নাম। সদাই করয়ে যে প্রভুর সেবা কাম॥ প্রভু তারে কৃপা করি শক্তি সঞ্চারিল। হরিনাম মহামন্ত্র কর্ণেতে অর্পিল॥ রাধাকৃষ্ণ মাধুর্য্য শুদ্ধ প্রেম দিল। কৃষ্ণতত্ত্বের ভক্তি-তত্ত্ব আদি জানাইল॥ বিষয় ছাড়িয়া বৃন্দাবনে আকর্ষিল। শ্রীরাধারমণ রূপে বড় কৃপা কৈল॥ তাহার বৃত্তান্ত শুন অতি চমৎকার। কোন যুগে কোথাও উপমা নাহি আর॥ এক শাল-গ্রাম সেবা করে সে গোসাঞি। প্রেমরসে মগ্ন দিবা নিশি জানে নাই॥ অন্য অন্য মহান্তের বিগ্রহ সেবন। এক ধনী আসি সব করে দরশন॥ শ্রদ্ধাক্রমে সর্ব্ব বিগ্রহের সেবা যোগ্য। নানা বস্ত্র অলঙ্কার আর নানা ভোগ্য॥ সামগ্রী আনিয়া দিল প্রত্যেক প্রত্যেকে। সেই মত দিল শালগ্রামের সম্মুখে॥ অপূর্ব্ব গহনা বস্ত্র দেখিয়া গোসাঞি। উদ্দীপন দেখিয়া পড়িল মুরছাই॥ পুনঃ উঠি ভাবে মন হেন পরিচ্ছদ। ঠাকুরের পরাণ হেতু মনে হয় খেদ॥ শালগ্রাম আমার যে যদ্যপি ইহার। প্রকাশ হইত অবয়ব পদ কর॥ তবে এই অলঙ্কার বস্ত্র পরাইত। কি শোভা হইত তবে কি আনন্দ হৈত॥ মনোরথ করি গোসাই নিশি পোহাইল। রাত্রিমধ্যে শালগ্রাম রূপ প্রকাশিল॥ ভক্তাধীন নিজ প্রিয় ভক্তের ইচ্ছায়। নানারূপ হৈল পূর্ব্বে প্রসিদ্ধ যে হয়॥ তাহে নিজ স্বরূপ ধারণে কি আশ্চর্য্য। যাতে শ্রীগোপাল ভট্ট ভক্ত মধ্যে আর্য্য॥ ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা রূপ মুরলীবদন। সুচি-কণ অঙ্গ রূপে ভুবন মোহন॥ গোসাঞি হেরিয়া শুভ আনন্দে

ভাসিল। দরিদ্র যেমন মহানিধি প্রাপ্ত হৈল॥ শ্রীরাধারমণ নাম বলিয়া রাখিল। ঐকান্তিক মনোরথ সফল হইল॥ নিজ শিষ্য শ্রীল ভক্তদাস পুজিবারে। সেবা সমর্পিয়া প্রভু গেল নিজ পুরে॥ তাহার সন্তান তার দৌহিত্র সন্তান। অদ্যাপি করেন সেবা শ্রীরাধারমণ॥ অদ্যাবধি শ্রীরাধারমণ যে বিরাজে। বৃন্দাবন চন্দ্র শ্রীবৃন্দাবন মাঝে॥ ননীর পুত্তলি যেন দেখিতে সুন্দর। সচ্চিদানন্দ যেন করে ঝলমল॥ বিচার করিয়া দেখ আশ্চর্য্য কথন। রাধারমণের দেহ কিসেতে নির্ম্মাণ॥ অন্য যে বিগ্রহ পূর্ব্বে পাষাণে নির্ম্মাণ। নির্ম্মাণ হইলে তেঁহো অপ্রাকৃত হন॥ শ্রীরাধারমণ পূর্ব্বে না শিলা না মণি। অতএব পূর্ব্ব হৈতে সচ্চিদানন্দ মানি॥ গোপীগণ সহ নিজ-প্রকাশ স্বরূপ। শ্রীরাসমণ্ডলে যথা হৈল বহুরূপ॥ ভট্ট গোসাঞির গুণ কহা নাহি যায়। প্রেম ভক্তি পাণ্ডিত্যাদি তুলনা না হয়॥ লোকের হিতের লাগি অপূর্ব্ব সংগ্রহ। হরিভক্তি বিলাস করিল শুভরহ॥ হরি পঞ্জিকর নিত্য ব্রহ্মপুর হইতে। প্রভু সহ আইলা যে লোক নিস্তারিতে॥ পরম আশ্চর্য্য রূপ উপদেশ দিলা। শিষ্য অনুরূপে সেই জগৎ ব্যাপিলা॥ জগৎ উদ্ধার ধ্যান ধারণ করিয়া। ইহা শুনি কৃষ্ণদাস শরণ লইলা॥

চরিত্র শ্রীমধুপণ্ডিত ঠাকুর।

শ্রীলোকনাথ সুগর্ভ গোসাঞি কৃষ্ণদাস। আদি করি নাভাজীউ বর্ণে সবার যশঃ॥ প্রত্যেক সবার যশো বর্ণিতে নারিল। কহি কিছু যাতে গোপীনাথ প্রকটিল॥ শ্রীমধু পণ্ডিত ঠাকুর মহাপ্রেমি। বৃন্দাবন গমন করিলা ভ্রমি ভ্রমি॥ বৃন্দাবন যাইয়া চৌদিক নেহালয়। কৃষ্ণ অন্বেষণ করে দেখিতে না পায়॥ ফুৎকার করয়ে ধারা বহে দুনয়নে। দরশন না পাইয়া উৎকণ্ঠিত মনে॥ প্রতি বনে বনে লতাকুঞ্জে ঢুড়ে ঢুড়ে। বিরহে কাতর কভু ভূমিতলে পড়ে॥ যমুনার তীরে বংশীবটের তলায়। অনাহারে ক্ষিতিতলে পড়িয়া রহয়॥ হেন কালে যথা বংশীবটের [illegible]পে। দেখে নবঘন জিনি ত্রিভঙ্গিম রূপে॥ গোপীনাথ

স্বয়ং আসি প্রতিমা রূপেতে। দরশন দিল প্রিয়া ভক্তের পিরীতে ॥ পণ্ডিত চমকি উঠি দ্রুততর গিয়া। উঠাইয়া লইল যে পাথুলি করিয়া ॥ ছুটিয়া পলায় যথা তস্করের প্রায়। রতন পাইয়া যেন বিঘ্ন আশঙ্কায় ॥ রাখিবার স্থান ঢুড়ি ইতি উতি ধায়। মহানিধি যেন পাছে কেহ কাড়ি লয়। যমুনার তীরে কেশীঘাটের নিকটে। সেবার শৃঙ্খল কৈল প্রেমের সম্পুটে ॥ কালে কোন ভাগ্যবান পুরী শ্রীমন্দির। নির্ম্মাণ করিয়া দিল পরম সুধীর ॥ অতএব শ্রীমধু পণ্ডিত মহাশয়। তাহার মহিমা গুণ কহা নাহি যায় ॥ তাঁহার চরণে মতি রহুক আমার। মোসম দুর্ভাগ্য আর যতেক সবার ॥ তবে সে ভেলি ভরি এ ভব সংসারে। কৃষ্ণ প্রেমানন্দে ভাসি সুখের সাগরে ॥ যতেক প্রভুগণ সবে নিত্য সিদ্ধ। আগে তার করিব যে বিস্তার প্রসিদ্ধ ॥

ইতি শ্রীভক্তমালে শ্রীচৈতন্যপার্ষদ গুণ বর্ণন
দ্বিতীয় মালা সম্পূর্ণ ॥ ২ ॥

তৃতীয় মালা।

যঃ শ্রীবৃন্দাবন ভূমিপুরা সচ্চিদানন্দ সান্দ্রো গৌরাঙ্গাভিঃ সদৃশ রুচিভিঃ শ্যামশাম্মা ননর্ত্তঃ ॥ তামাং শর্দ্ধ চূতয় পরিরম্ভ রম্ভেদত বিং গৌরাঙ্গং সন ভ্রান্ত স নবদ্বীপমালম্বমানঃ ॥ ১ ॥ নমস্থানো সৈব প্রিয়পরিজন বৎসল ভাবঃ প্রভোর দৈত্যাদীমপি জগদঘোষ ক্ষয়কৃতঃ ।নমাম প্রমাণঃ সগুণগণাস্তুলা করুণা স্বরূপাজ্ঞা তে নিশরস মধুরাস্তানপিহ্নমঃ ॥ ২॥ পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপস্বরূপকং। ভক্তাবতার ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকং ॥ ৩ ॥

পয়ার। জয় শ্রীচৈতন্য হরি জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈত চন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ পঞ্চতত্ত্বাত্মকা শ্রীমান দয়াল গৌরাঙ্গ। জীবের নিস্তার লাগি কৈল নানারঙ্গ ॥ কিবা অপরূপ কিবা চমৎকার লীলা। স্বয়ং যে দুর্লভ তাহা লোকে দেখাইলা ॥ দুর্লভ যে প্রেমরত্ন সাধারণ লোকে। বিলাইলা নীচ উচ্চ বৃদ্ধ

বালকে॥ হরিনাম মহামন্ত্র প্রকাশ করিয়া। যারে তারে দিয়া নাচে আনন্দিত হৈয়া॥ পঞ্চতত্ত্বের অর্থ যাহা শুন চমৎকার। পরাৎপর বস্তু যাহা লোক বেদে সার॥ ভক্তরূপ গৌরচন্দ্র শ্রীনন্দনন্দন। ভক্তরূপ শ্রীমান নিত্যানন্দ রাম॥ ভক্তাবতার শ্রীল অদ্বৈত আচার্য্য। মহাবিষ্ণু দেহ যাতে শিবের সাযুজ্য॥ ভক্তাখ্য শ্রীশ্রীনিবাস আদি ভক্ত রূপ। শ্রীল গদাধর পণ্ডিত ভক্তি শক্তি যে অনুপ॥ শ্রীমদ্বিশ্বম্ভরাদ্বৈত শ্রীল নিত্যানন্দ। তিনি প্রভু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সর্ব্ব সুখানন্দ॥ তার মধ্যে মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য। দুই প্রভুর প্রেমাস্পদ যেহোঁ অগ্রগণ্য॥ পার্ষদ যতেক প্রভুর সকল মহান্ত। নিত্যানন্দ সকলি যে মহিমা অনন্ত॥ তার মধ্যে ব্যূহ যে প্রভুর অংশাঅংশ। অনেক হয়েন অন্য ভক্ত অবতংশ॥ শ্রীমন্নিত্যানন্দগণ যতেক গোপাল। ব্রজে গোপ শিশু সব যত পশুপাল॥ তৎসম্বন্ধে অন্য উপগোপাল সত্তম। নীলাচল আদ্যে মনোহর যেই নাম॥ দক্ষিণ দেশীয় আদি যতেক মহান্ত। প্রভুর দর্শন হৈল যোগ্যত মহান্ত॥ যতেক মহান্ত সবে নিজ নিজ মতে। শ্রীনবদ্বীপ ধামে কহে নানা মতে॥ কেহ কহে সাক্ষাৎ শ্রীবৃন্দাবন ধাম। কেহ কহে শ্রীমান গোপাল অভিরাম॥ কেহ কহে শ্বেত দ্বীপ কেহ পরব্যোম। কেহ অযোধ্যাদি কহে নিজ ভাব সম॥ অতএব জয় জয় শ্রীমান নবদ্বীপ। আশ্চর্য্য মহিমা সর্ব্ব ধামের অধিপ॥ সকলি সম্ভবে শুন যাতে তাঁর কথা। সর্ব্বরূপ প্রভু দেহে কৃষ্ণ দেহে যথা॥ তথাই যে সর্ব্বধাম নবদ্বীপে স্থিতি। বসয়ে যে নিজ নিজ নায়কে সংহতি। শ্রীমান মহাপ্রভু হন সর্ব্ব অবতার। শ্রীল নবদ্বীপ সর্ব্ব ধামময় সার॥ পূর্ণব্রহ্ম সনাতন শ্রীচৈতন্য প্রভু। শ্রীধাম নবদ্বীপ ব্রহ্ম সনাতন বিভু॥ শ্রীমহাপ্রভুর লীলা চেষ্টা আর রসে। সর্ব্ব পারিষদগণ আসিয়া প্রকাশে॥ তাই সবার পূর্ব্বাপর নামরূপ লীলা। কহিব বিশেষ যেহোঁ যেরূপ হইলা॥ শ্রীচৈতন্য অবতারে অপরূপ লীলা। প্রেম প্রচারিয়া চমৎকার দেখাইলা॥ চারি যুগের চারিযুগ অবতার হয়। সত্যে শুক্ল বর্ণে শুক্ল নামেতে উদয়॥ সত্য শুক্লবর্ণে প্রভু নাম

অবতার। পূর্ব্ব কলিযুগে চার পক্ষ বর্ণ ধর॥ কলিযুগে হরি নাম একমাত্র ধর্ম্ম। যেই নাম সেই হরি বুঝিবে এ ধর্ম্ম॥

পাদ্মে। নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণ চৈতন্য রসবিগ্রহঃ। পূর্ণ শুদ্ধ নিত্যমুক্তে ভিন্নাত্ননাম নামানি॥ ইতি॥

কলি আর দ্বাপরের যুগ অবতার। কৃষ্ণ আর গৌরাঙ্গ হয়েন পরচার॥ বহু রূপে দুই এই একত্র মিলিয়া। গাঢ়রূপে যুগ ধর্ম্ম সাধে প্রকটিয়া॥ সর্ব্ব অবতার রূপে সর্ব্ব অবতরি। দয়াল চৈতন্য প্রভু ক্ষিতি অবতরী॥ নাম প্রেম ভক্তি দিয়া জীব নিস্তারিলা। পরম রহস্য ভক্তিপথ দেখাইলা॥ অতএব কলিযুগে চৈতন্য গোসাই। পরম উপায় হেন আর কেহ নাই॥ সাধ্বি সম্প্রদায় আদি সর্ব্বশিরোমণি। এবে সম্প্রদায় শিষ্য আইলা আপনি॥ লোকে ধর্ম্ম প্রচারিতে ভক্তরূপ ধরি। করিলা অপূর্ব্ব লীলা আচার্য্য মাধুরী॥ রাধাভাবে মধুপান মূল যে কারণ। গন্ধর্ব্ব নর্ত্তনে তাহা হয় বিবরণ। সম্প্রদাপ্রমাণ পদ্মপুরাণে বিদিত। জগতে প্রসিদ্ধ চারি সম্প্রদায় উচিত॥

তথাহি পদ্মে। অতঃ কেলৌ ভবিষ্যন্তি চাত্তি চত্বার সম্প্রদায়িকাঃ। শ্রীব্রহ্ম রুদ্র সনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতি পাবনাঃ॥ ইতি॥

মাধ্বি সম্প্রদায় গুরু প্রণালীপাবন। প্রসঙ্গে তাহার কিছু করিব কীর্ত্তন। যথা। পরব্যোমেশ্বর স্বামী শিষ্যো ব্রহ্মা জগৎপতিঃ। অস্য শিষ্য নারদোভূত্তাস তস্যাপি শিষ্যাং। শুকো ব্যাসস্য শিষ্যং প্রাপ্তো জ্ঞানাবরাধনাৎ। তস্য শিষ্যাঃ প্রশষ্যাশ্চ বহবো ভূতলে স্থিতাঃ। ব্যাসালব্ধ কৃষ্ণদীক্ষা মধ্যাচার্য্যো মহাশয়ঃ। চক্রে বেদস্থ বিভক্তাগো সংহিতাং শতদূষণীং। নির্গুণং ব্রহ্মণো নত্র সগুণস্য পরিশ্রমায়। তস্য শিষ্যে ভবৎবেৎ পদ্মনাভাচার্য্যো মহাশয়ঃ। তস্য শিষ্যা নরহরি স্তচ্ছিষ্যো মাধবো দ্বিজঃ। অক্ষোভ স্তস্য শিষ্যাহভুত্তচ্ছিষ্যো জয়তীর্থকঃ। তস্য শিষ্য জ্ঞানসিন্ধু স্তস্য শিষ্যো মহানিধি। বিদ্যানিধি স্তস্য শিষ্যো রাজেন্দ্র স্তস্য সেবকঃ। জয়ধর্ম্মমুনি স্তস্য শিষ্যো যদ্গণ মধ্যতঃ। মধিস্তপুরী যস্য ভক্তি মক্তাবলী কৃৎঃ। জয়ধর্ম্মস্য শিষ্যোহভূৎ ব্রহ্মণঃ পুরুষোত্তমঃ। ব্যাসতীর্থ স্তস্য শিষ্যোযশ্চাক্রে বিষ্ণুসংহিতাং॥ শ্রীমল্লক্ষ্মীপতি স্তস্য শিষ্যো ভক্তিরসাশ্রয়ঃ। তস্য শিষ্যো মাধবেন্দ্র যদ্ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকঃ॥ কল্পবৃক্ষস্যাবতারা ব্রজধামনি তিষ্ঠতঃ। প্রীতিপ্রেয়ো বৎসলত্বো জ্জলাখ্য ফলধারিণঃ। তস্য শিষ্যোহভবচ্ছ্রীমানীশ্বরাখ্যপুরী

যতিঃ। কলয়ামাস শৃঙ্গারং যঃ শৃঙ্গারীভলাত্মকঃ। অন্ত্যে কলয়ামাসদস্য সখ্যো ফলে উভে। শ্রীমানুঙ্গপুরীত্যেশ বাৎসল্যে তং সমাশ্রিতঃ। ঈশ্বরাখ্য পুরী গৌর উররী কৃত্য গৌরবে। জগদাল্লাবয়ামাস প্রাকৃতা প্রকৃতাত্মকং। স্বীকৃত্য রাধিকাভাবা কান্তি পূর্ব্ব সুহৃঙ্করে। অন্তর্ব্বহি রথাস্তোবীঃ শ্রীনন্দনন্দ-নোপি সন। আদ্যাবূহোপি চৈতন্য মবিশদ যঃ পুরে পুরা। চিচ্ছোত্ত মসোপস্য রৃষ্টা গন্ধর্ব্বনর্ত্তনং। দ্বারকস্থাপিভগবান বিশৎ কৃষ্ণ শচীসুতং। নানাবস্থার সুভরামেকলা প্রভাবত। যথা শ্যামৌ বিশৎ কৃষ্ণং ভগবান্তুং পুরাশয়ং। যোগময়া বলাদেতে তিষ্ঠন্তোহত্র যদ্যপি। তথাপি প্রবাসিন গৌর চিন্ত্যা লক্ষণ লক্ষিতঃ॥ যথোক্তং শুভাসথণ্ডে। অচিন্ত্যা খলু যে ভাবা নতাং কর্কেন যোজয়েদিত। রঘুনাথাং প্রবিষ্যাপি যথা তিষ্ঠতি ভার্গবে। কিন্তুযদযদ্ভক্তগণ যদ্ভাবিলাসিনঃ॥ তত্তদ্রানুসারেণ ব্রজে তেষান্নু দাপ্তিঃ গৌর-চন্দ্রোদয়েংদ্বৈতং প্রতি গৌর বচো যথা। দাস্যেক চান প্রণয়িনর্থঃ সখ্যোত্ত-থৈবা॥ রাধামাধব যৈষ্টিকা কভিপয়ে শ্রীদ্বারকাধীসিতুঃ। সখ্যাদাবুভয় একে চান পরে যেধাবতারান্তরে। মর্থ্যা বদ্ধহৃদেহাখিল নবিতলবৈ বৃন্দাবন-সঙ্গিনঃ।

প্রণালীমূল শ্লোক ইহাতে জানিবে। তারমধ্যে প্রভু শিষ্য হৈল প্রেম ভাবে॥ শ্রীদামের শিষ্য এক কোন যে গন্ধর্ব্ব। গন্ধর্ব্বিণী সহ করে কৃষ্ণলীলা পর্ব্ব। নারদের কৃপাশক্তি কৃষ্ণের প্রভাবে। যথা অনুকরণ করয়ে সেই ভাবে॥ এক দিন দ্বার-কাতে কৃষ্ণের সমীপে। আইল ধরিয়া তারা রাধাকৃষ্ণ রূপে॥ অতি চমৎকার যথা অভেদ স্বরূপ। নিত্যহাস্য কৌতুকাদি রসের স্বরূপ॥ নিজ লীলা অভেদ দেখিয়া কৃষ্ণচন্দ্র॥ মোহিত হইয়া প্রকাশিলা প্রেমানন্দ॥ আপনি আপনা রূপ দেখি চম-কিত। মনে কিছু অভিলাষ হইল উদিত॥ হেন রূপ রস আস্বাদয়ে রাধিকা। না জানি কেমন রস কি রসে রসিকা॥ রাধিকা উচিত প্রেমরস আস্বাদিব। আনুসঙ্গ করি জীব নিস্তার করিব॥ এত ভাবি রাধাভাবাকান্তি অঙ্গীকারী। নবদ্বীপে উদয় করিলা আসি হরি॥ অঙ্গ উপাঙ্গ অস্ত্র পারিষদ সহ। চমৎকার লীলা করে ধরি গৌরদেহ॥ শ্রীল কবিকর্পুর রূপ সনাতন। আদি করি অনন্ত পারিষদগণ॥ তাহা সবার একেক শক্তিতে এ বুঝিহ। পণ্ডিত সর্ব্বজ্ঞ সিদ্ধ তেজঃপুঞ্জ দেহ॥ মহা প্রেম-

তাব অব্যেবহাহ্নিক কলায়। যা সবার বাক্য হয় বেদ বিধি সার॥ তেঁহো সব সাক্ষাৎ দেখিয়া যে কহিল। সেই বাক্য সপ্রমাণ শত-বেদ তুল্য॥

তথাহি শ্লোকঃ। যে তাত্ত্বা সর্ব্ব ক্রিয়াঃ সুধিয়ো মহান্ত শাস্ত্রাগ্রগাঃ পরি-হিতায় কৃতপ্রবন্ধঃ। তেষাং বচো যদি ন সংশয়হারিতে চ, দুর্ভাগমত্র বদ-কেন বিমোহনীয়ঃ।

তাহাতে প্রতীত যেইমূঢ় না জন্ময়। তার ভ্রান্তি দূর করি-বারে কে পারয়॥ অচিন্ত্য ঈশ্বর চেষ্টা দুরূহ দুর্গম। তপেতে যে জনা নাহি করে ইষ্ট মন॥ ব্রজ পরিবার আর অন্য অন্য ধামে। যতেক পার্ষদ সহ অবতীর্ণ ভূমে॥ সেই সেই ধামে পরিকর সেই রূপে। থাকিয়া প্রকাশ রূপ আইলা নবদ্বীপে॥ অদ্বৈত প্রবেশে যথা দেহে রঘুনাথ। শ্রুতিগণ যথা ব্রজে গোপীদেহ রত॥ শ্রীঅদ্বৈত প্রভুরে স্বয়ং প্রভু যে কহিল। যাহা শুনি ভক্তগণ আন-ন্দিত হৈল॥ দাস্যসখ্য বাৎসল্য মাধুর্য্য ভাবেতে। অন্য অবতার ভক্ত কিম্বা দ্বারকাতে॥ মোরে ভজে যে যে মতে প্রসন্ন হইয়া। তার সনে লীলা করি ব্রজে বাস দিয়া॥ কোন পারিষদ কোন রূপে অবতার। কোন মহাশয় কোন রসে অধিকার॥ এবে কিছু বর্ণিব হে আনন্দিত হৈয়া। শ্রীল কবিকর্ণ পদ স্মরণ করিয়া॥ শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক। কল্পবৃক্ষ সম সব স্বর প্রয়োজক॥ তার শিষ্য শ্রীমান ঈশ্বর পুরী যদি। মধুর রসাশ্রয় সেই প্রেমানন্দ মতি॥ শ্রীমান মাধব শিষ্য শ্রীঅদ্বৈত প্রভু। দাস্য সখ্য রস প্রয়োজক মহাবিভু। শ্রীঅদ্বৈতনিত্যা-নন্দ সকলে সমর্থ। তথাপিহ দাস্য সখ্যে কিছু বিশেষত॥ শ্রীমান রঙ্গপুরী হন বাৎসল্য আকৃত। শ্রীগৌরাঙ্গ ঈশ্বর প্রীতে অধিকৃত॥ শ্রীরাধার অবকান্তি অঙ্গীকার করি। জগত তারিতে কৈল প্রেমের লহরী॥ আদ্য ব্যূহ শ্রীচৈতন্য শ্রীনন্দনন্দন। সর্ব্বধাম নায়ক সর্ব্ব অবতার হন॥ সর্ব্বরূপে যে যে পিতা মাতা আদিগণ। শ্রীগৌরাঙ্গলীলায় হয় সবার মিলন॥ পর্জ্জন্য নামেতে গোপ কৃষ্ণ পিতামহ। শ্রীহট্টে জন্মিল আসি পঞ্চপুত্র

সহ ॥ তাহার মহিষী গোপী নাম বরীয়সী। কৃষ্ণ পিতামহী হন গুণেতে সরসী ॥ শ্রীউপেন্দ্র মিশ্র আর কমলাবতী নাম। পঞ্চ পুত্র মধ্যে জগন্নাথ গুণধাম ॥ নবদ্বীপে আসি তেহ করিলেন বাস। অন্য নাম পুরন্দর লোকে মহাযশঃ। তার পত্নী জগন্মাতা শচী ঠাকুরাণী। জগন্নাথ শ্রীনন্দ শ্রীশচী নন্দরাণী। সবে কহে নিজ নিজ উপাসনা মত। অদিতি কশ্যপ কৌশল্যা দশ-রথ ॥ কেহ কেহ বসুদেব দেবকী রোহিণী। নহিলে কেমনে বিশ্বরূপের জননী ॥ শ্রীল বিশ্বরূপ বলদেব অবতার। পুনঃ গিয়া হৈলা পদ্মাবতীর কোঙর ॥ ইহার কারণ কিছু নিশ্চয় না হয়। যথা দেবকীতে হৈতে রোহিণীতে যায় ॥ অতএব সর্ব্ব মাতা শচী ঠাকুরাণী। সর্ব্ব অবতার পিতা মিশ্র দ্বিজমণি ॥ সর্ব্ব অবতার যথা শ্রীচৈতন্য বর্ত্তে। মাতা পিতা যথা শচী-মাতা জগন্নাথে ॥ অতএব পুরন্দর মিশ্র শচীমাতা। ত্রিলোকের পরম আরাধ্য একত্রতা ॥ তাঁহাদের শ্রীচরণে শরণ যে লও। সর্ব্ব অভিলাষ তেজি ঐকান্তিক হও ॥ শ্রীমান শ্রীবলরাম স্বয়ং নিত্যানন্দ। তাঁহার মহিমা আগে কহিব প্রবন্ধ ॥ তার মাতা পিতা পদ্মাবতী শ্রীমুকুন্দ। রাঢ়েস্থিতি যাহার গৃহেতে পূর্ণচন্দ্র॥ অন্য নাম হাড়াই পণ্ডিত নাম খ্যাত। শুদ্ধ যে লৌকিক ভাব সামান্যের মত ॥ শ্রীসুমিত্রা দশরথ অবতার দোঁহে। শ্রীমান লক্ষ্মণের ভাব নিত্যানন্দে রহে ॥ পৌর্ণমাসী ব্রজে যার কৃষ্ণ সুখে প্রীত। তেঁহো শ্রীগোবিন্দাচার্য্য গায়ক পণ্ডিত ॥ অম্বিকা নামেতে পূর্ব্বে ধাত্রেয় জননী। এবে শ্রীমালিনী নাম শ্রীবাস গৃহিণী ॥ অম্বিকা মাতার ভগ্নী শ্রীল কিলিম্বিকা। নারায়ণী নাম যার গুণের অধিকা ॥ কৃষ্ণাধরামৃত পানে যেঁহো মত্ত হৈল। যার প্রেমাবেশ দেখি প্রভু প্রশংসিল ॥ মিথিলার পতি শ্রীমান জনক রাজন। তেঁহো শ্রীবল্লভাচার্য্য বিপ্র তপোধন ॥ ভীষ্মক রাজন হন কাহার সম্মত। শ্রীজানকী শ্রীরুক্মিণী দোঁহেতে মিলিত ॥ লক্ষ্মী নামে সুতা সেই বল্লভাচার্য্যের। ত্রৈলোক্য ঈশ্বর হর্ত্তা জগতের ॥ একদিন সখী সঙ্গে গঙ্গাস্নানে যান। প্রভু দৃষ্টি পাত মাত্রে পড়ি

গেল মন॥ সনাতন মিশ্র যেই শত্রাজিত রাজা। জগন্মাতা বিষ্ণুপ্রিয়া যাঁহার আত্মজা॥ পূর্ব্বে বিষ্ণুপ্রিয়া মাতা সত্যভামা হন। পৃথিবী যাহার অংশ বেদে করে গান॥ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দ্বিতীয় মহিমা। পরম বিদগ্ধ সর্ব্ব গুণের গরিমা॥ শ্রীরামের বিবাহে ঘটক বিশ্বামিত্র। সনন্দ ব্রাহ্মণ যেঁহো রুক্মিণী প্রেরিত॥ তেঁহো দুহুঁ মিলি এবে বনমালী আচার্য্য। প্রভুর বিবাহে যেঁহো ঘটক সুচার্য্য॥ শত্রাজিৎ প্রেরিত ঘটক বিপ্র যেঁহো। এবে কাশীনাথ ঘটক বিপ্র তেঁহো॥ কেহ কহে তেঁহো পূর্ব্বে রুক্মিণী প্রেরিতা। তন্মতে রুক্মিণীদেবী বিষ্ণুপ্রিয়া মাতা॥ কোন অবান্তর ভেদে কহে সাধুজন। নতুবা যে এক তত্ত্ব এক বস্তু হন॥ রূপান্তরে শ্রীমতী সত্যভামার প্রকাশ। শ্রীমান জগদানন্দ পণ্ডিত সুযশঃ॥ মতান্তরে কৃষ্ণে যজ্ঞসূত্র দিল যেহ। অবন্তীতে বাস সান্দিপনী মুনি সেহ॥ কেশব ভারতী যেহ গৌরাঙ্গে সন্ন্যাসী। করিয়া লইয়া গেল নবদ্বীপ শশী॥ রামচন্দ্রের গুরু বশিষ্ঠ তপোধন। তাঁহার প্রকাশ গঙ্গাদাস সুদর্শন॥ তাহা দোহার স্থানে প্রভুর বিদ্যাভ্যাস লীলা। অনেক চাঞ্চল্য প্রভুর তাহাতে করিলা॥ বৃকভানু মহারাজা ব্রহ্মপুর ধামে। তেঁহো সে পুণ্ডরীকাক্ষ বিদ্যানিধি নামে॥ স্বয়ং শ্রীরাধার ভাব গৌরাঙ্গ শ্রীহরি। বিদ্যানিধি বাপ বলি কান্দিলা ফুকরি॥ প্রেম পরাকাষ্ঠা দেখি প্রেমবোধ নাম। রাখিলা আনন্দে প্রভু গৌরগুণধাম॥ মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য গৌরবের পাত্র। তাহার প্রকাশ হন শ্রীমঞ্জধর মিশ্র॥ রত্নাবলী নাম তার পত্নী শ্রীকীর্ত্তিদা। লীলা অনুসারে সবে নাম ধরে দ্বিধা॥ আত্মব্যূহ শ্রীচৈতন্য স্বয়ং গৌরদেহ। বলদেব বিশ্বরূপ দ্বিতীয় যে ব্যূহ॥ নিত্যানন্দ অবধূত তাহার প্রকাশ। গৌরাঙ্গের প্রেমে তেঁহো সদাই উল্লাস॥ কলি ধর্ম্মরাজ প্রতি গৌরাঙ্গের লীলা। গূঢ়ভাবে সর্ব্ব হর্ষ বিষাদে কহিলা॥ গৌরাঙ্গের অগ্রজ শ্রীল বিশ্বরূপ যতি। দারপরিগ্রহ নাহি কৈলা হৈলা যতি॥ শ্রীমান ঈশ্বরপুরীতে নিজ

শক্তি। অর্পি তিরোধাম কৈল প্রচারিয়া ভক্তি॥ নিত্যানন্দ প্রভু এক শক্তি সঞ্চারিলা। ভক্তগণমধ্যে তেজঃপুঞ্জরূপে হৈলা॥ সহস্র সূর্য্যের তেজ ধারণ করিলা। শিবানন্দ সেন হরি নাচিতে লাগিলা॥ যার অংশ শেষ যেহো সন্ধিনী শকতি। কৃষ্ণধাম বেশ ভূষা সর্ব্বরূপে স্থিতি॥ বারুণী রেবতী দোহে বসুধা জাহ্নবা। নিত্যানন্দ প্রিয়া দোহে অতুলনা প্রভা॥ সূর্য্য সম-তেজঃ শ্রীসূর্য্যদাস যেঁহো। পূর্ব্বে যে ককুদ্মি নামে মহারাজ তেঁহো॥ রেবতীর পিতা এবে প্রভুর পার্ষদ। করিতে আইলা লীলা অপূর্ব্ব বিনোদ॥ বসুধা জাহ্নবা কন্যা জগলক্ষ্মীপ্রায়ী। অনঙ্গমঞ্জরী হন সৌভাগ্য-বিজয়ী॥ কেহ কেহ বসুধারে সরস্বতী স্বরূপ। অনঙ্গমঞ্জরী হন জাহ্নবা স্বরূপ॥ দুই যে স্বরূপ হয় পূর্ব্ব ন্যায় মতে। ইহাতে সন্দেহ নাহি সাধুর সম্মতে॥ তাহাদিগের মহিমা যে অপার সাগর। কে কহিতে পারে বেদ বিধি অগোচর॥ সাক্ষাতে দেখহ শ্রীল গোপীনাথ পার্শ্বে। জাহ্নবাজী অদ্যাপি বিরাজ করে হর্ষে॥ তাহার বৃত্তান্ত কিছু সংক্ষেপে কহিব। যাহা শুনি ভক্তগণে আনন্দ হইব॥ অপ্রকট কালেতে জাহ্নবা ঠাকুরাণী। আপন প্রতিমা এক প্রকাশি আপনি॥ স্বপ্নে আবির্ভাব করি কহে বৃন্দাবনে। সমাপ্ত লইয়া গোপীনাথের আসনে॥ আজ্ঞার প্রমাণে বৃন্দাবনে লয়ে গেলা। পূজারী প্রভৃতি সবে বৃত্তান্ত শুনিলা॥ সঙ্কোচ করিয়া পার্শ্বে বসাইতে নারে। গোপীনাথ আদেশ করিলা সবাকারে॥ অনঙ্গমঞ্জরী ইহো আমার প্রেয়সী। বামেতে বসাও মনে সঙ্কোচ না বাসি॥ পূজারীজীকে ডাকিয়ে বসাও তার বামে। বসাইলা সবে গোপীনাথ আজ্ঞাক্রমে॥ তাহাতে হইল মান পূজারীজীর মনে। আদেশ করিলা কোন নিজপক্ষ জনে॥ কোথাকারে কাঙ্গালিনী আসিয়া বসিলা। বামে হৈতে মোরে উঠাইয়া আসি দিলা। পুনঃ যদি বামদিগে বসিতে না পাই। অন্ন জল নাহি খাব দঢ়াইল এই॥ এত শুনি চমক পড়িল সবার মনে। ইহার বিহিত কিবা কর্ত্তব্য এখনে॥ দুই জনার দুই মত ইহার

কি হবে। পাথারে পড়িয়া সবে পরস্পর ভাবে॥ জয়পুরের রাজা শুনি আইলা ত্বরিতে। সাবর্গ লইয়া বিচারে নানা মতে॥ শ্রীমতীর পক্ষ প্রায় সকল ভকত। কিন্তু যে জাহ্নবা জীর বড় উপরোধ॥ তথাচ শ্রীপ্যারীজীর প্রেম অনুরোধে। পক্ষপাত করি গোপীনাথের বিরোধে॥ বামভাগে বসাইলা শ্রীমতীরে লইয়া। দক্ষিণে বসিল শ্রীল জাহ্নবীজী গিয়া॥ গোপীনাথ তাহে আনন্দিত মন হৈল। প্যারীজীর মান দেখিবারে ভঙ্গি কৈল॥ শ্রীমতীর ছোট ভগ্নী অনঙ্গমঞ্জরী। স্নেহ পাত্র আর তাবহ কৃষ্ণপ্রেমে ভরি॥ তথাচ বাহেতে এক ভঙ্গি উঠাইল। প্রিয়সুখহেতু নিজ মান প্রকাশিল। গোপীনাথ মনে আর কারণ আছিল। ছলে শ্রীজাহ্নবাজীর তত্ত্ব জানাইল॥ পরেতে শ্রীমতী-জীর অনুমতি লয়ে। জাহ্নবাজী বসিলেন গোপীনাথের বামে॥ পরিবর্ত্তন হৈল সম্মতিতে দোঁহাকার। আজ্ঞা হৈল যবে তবে নাহিক বিচার॥ সঙ্কর্ষণের ব্যূহ শ্রীযশোদানন্দনী। চৈতন্য অভিন্ন বীরচন্দ্র যে গোসাঞি॥ কোন কার্য্য অনুরোধে তাহাতে আবেশে। নিমাই উন্মত্ত হৈল আমার বিশেষে॥ মীনকেতু রাম-দাস সঙ্কর্ষণ ব্যূহ। নিত্যানন্দসুত গঙ্গা গঙ্গা নাম সহ॥ শান্তনু রাজন্ শ্রীমান মাধব আচার্য্য। প্রতিজ্ঞার যেঁহো কৈল সঙ্গ কার্য্যে আর্য্যা॥ ব্যূহ তাহার প্রদ্যুম্ন যেঁহো বৃন্দাবনে। প্রিয় ধর্ম্মসখা নিত্য উজ্জ্বল আখ্যানে॥ শ্রীচৈতন্য শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর সমান॥ তেঁহো প্রিয়পার্ষদ শ্রীমুকুন্দম॥ ব্যূহ চতুর্থ অনিরুদ্ধ ভক্তি শক্তিমান। বক্রেশ্বর পণ্ডিত যথা ভক্তির নিধান॥ কৃষ্ণা-বেশে প্রভু নিত্য সুখ লাগি মাগে। সম্প্র গায়ক নিজ সহ অনুরাগে॥ প্রকাশভেদেতে তেঁহো শশীরেখা সখী। দুই রূপে এক দেহ গৌর সুখে সুখী॥ গৌরাঙ্গের আবেশে নকুল ব্রহ্মচারী। তথা প্রদ্যুম্নমিশ্র সমান তাহারি॥ গৌরাঙ্গের অংশা-খণ্ড ভগবান আচার্য্য। গোপীনাথাচার্য্য ব্রহ্মা ত্রিজগৎ আর্য্য॥ নবব্যূহ সদাশিব ব্রজ আবরণ। যেঁহো শ্রীঅদ্বৈত প্রভু চৈতন্য অভিন্ন॥ যেঁহো গোপেশ্বর বৃন্দাবনে গোপবেশে। নৃত্য কৈল

কৃষ্ণ আগে কৃষ্ণ প্রেমাবেশে॥ শিবতন্ত্রে কহে শুন ইহার প্রমাণ। ভৈরব প্রিয়ার সনে কহিলা যেমন॥ এক কার্ত্তিকেয় দীপ যাত্রা মহোৎসবে। রামকৃষ্ণ সখা সনে কহিলা এ ভাবে॥ মোর গুরু মহাদেব শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদে। হেরিয়া উন্মত্ত হৈল প্রেমানন্দ মদে॥ গোপশিশু রূপ ধরি গোপাল সহিতে। চক্র ভ্রমণ যথা লাগিল ভাবিতে॥ কুবের গুহ্যকেশ্বর মহাদেব মিত্র। তুষিল শ্রীদেব দেব জপি সিদ্ধ মন্ত্র॥ প্রসন্ন হইয়া কহে কি বর মাগহ। তেঁহো কহে তুমি মোর পুত্র জন্ম লহ॥ তথাস্তু বলিয়া শিব অঙ্গীকার কৈল। কোন কালে তব পুত্র হইব বর দিল॥ সেই কাল প্রতীক্ষা করি যক্ষরাজ। কাটিতে যাপন সেই কাল করে রাজ॥ প্রভুর পার্ষদ আসি তেঁহ জনমিল। সেরূপেও কুবের তাঁহার নাম হৈল॥ তাঁহার নন্দন শ্রীমান অদ্বৈত গোসাঞি। তাঁহার গৃহিণী সীতা শ্রীনামনি দুই॥ কেহ ঠাকুরাণী যোগমায়ার প্রকাশ। মহাপ্রভু প্রতি যার স্নেহের বিলাস॥ সীতা ঠাকুরাণীর পুত্র শ্রীঅচ্যুতানন্দ। কার্ত্তিকেয় রূপে পূর্ব্বে যেঁহ যিনি চন্দ্র॥ অচ্যুতা নামেতে পূর্ব্বে গোপী কেহ কহে। দুই রূপে মিলি প্রকাশয়ে এক দেহে॥ কৃষ্ণমিশ্র তাঁহার অনুজ বিলক্ষণ। তাঁহারেও কার্ত্তিকেয় কহে সাধুগণ॥ নন্দিনী জঙ্গলি দুই শিষ্য সহচরি। পূর্ব্বে যেঁহো শ্রীজয়া বিজয়া অনুচারী॥ যোগমায়া প্রতিবিম্ব উমা মায়া শক্তি। অভেদ করিয়া কহেন যোগমায়া উক্তি॥ শ্রীনিবাস পণ্ডিত শ্রীমান নারদ অসিত। শ্রীমান পর্ব্বত মনি শ্রীরাম পণ্ডিত॥ শ্রীমুরারি গুপ্ত হনুমান কপিবর। শ্রীঅঙ্গ শ্রীমান পণ্ডিত পুরন্দর॥ শ্রীসুগ্রীব কপিরাজ শ্রীগোবিন্দানন্দ। বিভীষণ মহারাজা পুরি রামচন্দ্র॥ জটিল রাধিকা শত্রু তাহাতে মিলিত। যেই হেতু প্রভু ভিক্ষা সঙ্কোচনে রত॥ কাঞ্চিক মুনির পুত্র ব্রহ্মা নাম যেহ। প্রহ্লাদ তাহার সহ মিলি এক দেহ॥ হরিদাস রূপে সেহ নামের মহিমা। বাহু তুলি কহিলেন করিয়া গরিমা॥ তাহার মহিমা কিবা আশ্চর্য্য কথন। প্রভু নৃত্য কৈল যারে করি আলিঙ্গন॥ যবনের কুলে জন্ম হৈল যে কারণ। পিতৃ

অতিশাপে শুন তার বিবরণ॥ পিতা শ্রীঋচক মুনি তাহার
আজ্ঞাতে। তুলসী আনিয়া দেন নিতি নিতি প্রাতে॥ এক দিন
অধৌত তুলসী আনি দিল। বালুকা আছিল দেখি শাপান্ত
করিলা॥ কৃষ্ণভক্ত যে হউ যবন কি ব্রাহ্মণ। হানি লাভ কিসে
তার সকলি সমান॥ বৃন্দাবনে অষ্টসিদ্ধি অসীম আদিক। অষ্ট
ভক্তরূপে প্রভুপদে প্রেমাধিক॥ অনন্ত গোবিন্দ রঘুনাথ সুখা-
নন্দ। দামোদর কেশব মাধব কৃষ্ণানন্দ॥ ব্রহ্মপুত্র উর্দ্ধারেতা
সমদর্শী সাধু। নব ভাগবতে জন্ম যথা নব বিধু॥ গৃহে পিতা
মাতা ত্যজি সন্ন্যাস করিল। প্রভু সঙ্গে সদা থাকি তোষ জন্মা-
ইল॥ নৃসিংহানন্দ তীর্থ ভারতী সত্যানন্দ। শ্রীনৃসিংহ জগ-
ন্নাথ তীর্থ চিদানন্দ॥ বাসুদেব তীর্থ আর শ্রীপুরুষোত্তম। গরুড়
অবধুত আর গোপেন্দ্র নন্দরাম॥ শঙ্খনিধি পদ্মনিধি আদি নব
নিধি॥ নিধিরত্ন শব্দ নাম গর্ভে নব সুখী॥ পদ্মনিধি শঙ্খনিধি
আর শ্রীশ্রীনিধি। শ্রীগর্ভ শ্রীরবিরত্ন আর সুধানিধি॥ রত্নবাহু
বিদ্যানিধি আর গুণনিধি। প্রভু প্রিয় দ্বিজ শ্রেষ্ঠ ভক্ত নম্র বাধ॥
সুমুখ নামেতে গোপ শ্রীযশোদার পিতা। নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী
পিতা শচী মাতা॥ গর্গ মুনি সহ তেঁহো হন এক দেহ। প্রভু
ভাবি জন্ম কথা কহিলেন যেহো॥ যশোদা মাতার মাতা
পাটোলা নামিনী। শচীমাতার মাতা নীলাম্বরের ঘরণী॥ পুরাণ
পাঠক দেবানন্দ যে পণ্ডিত। শ্রীভাগুরি মুনি পূর্ব্বে ব্রজে পুরো-
হিত॥ সনকাদি চতুঃসন চারি নামে খ্যাত। কাশীনাথ রাম-
নাথ শ্রীনাথ লোকনাথ॥ শ্রীল বেদব্যাস শ্রীমান দাস বৃন্দাবন।
সখা কুসুমাপীড় তাহাতে মিলন॥ শ্রীমান শুকদেব মহা মহিমা
অপার। তেঁহো শ্রীবল্লভ ভট্ট প্রভু প্রাণ যার॥ শ্রীমান গাণ্ডদাস
আর জগন্নাথাচার্য্য। দুই রূপ হয়েন দুর্ব্বাসা মুনিবর্য্য॥ শ্রীচন্দ্র-
শেখর আর উদ্ধব দাস। চন্দ্রের আবেশে দোঁহে করেন প্রকাশ॥
নিশাপতি বলি প্রভু ডাকিল যাহারে। বিশ্বেশ্বর আচার্য্য যে হন
দিবাকরে॥ ভাস্কর ঠাকুর পূর্ব্বে বিশ্বকর্ম্মা হন। ভিক্ষুক বন-
মালী যেহো সুদামা ব্রাহ্মণ॥ প্রভু সঙ্গ ধন প্রাপ্তে দুঃখ ভ্রম

গেল। প্রেম ভক্তি নিধি বিলি মহা আঢ্য হৈল॥ শ্রীবৈকুণ্ঠে দ্বারপাল শ্রীজয় বিজয়। গোবিন্দ গরুড় দুই প্রভু প্রিয় হয়॥ এবে শ্রীগরুড় পণ্ডিত হয় যেহো। অক্রুর হয়েন তেঁহো গোপীনাথ সিংহ॥ কেহ কহে অক্রুর কেশব ভারতী। শ্রীপুরি শ্রীপরানন্দ উদ্ধবের মূর্ত্তি॥ ইন্দ্রদ্যুম্ন শ্রীমান রাজা প্রতাপরুদ্র। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য দেবগুরু ভদ্র॥ প্রিয় ধর্ম্ম সখ অর্জ্জুন পাণ্ডব অর্জ্জুন। মিলি রায় রামানন্দ প্রভুর স্বজন॥ কেহ কহে অর্জ্জুনিয়া নামে গোপ সহ। পদ্মোত্তর খণ্ড সহ বিচার করহ॥ পাণ্ডব অর্জ্জুন ব্রজে গোপীদেহ হৈল। অর্জ্জুনীয়া বলি নাম তাহার হইল॥ আর যে প্রমাণ প্রভুর বাক্য বলবন্ত। ভবানন্দ প্রতি প্রভু কহি যে তত্ত্ব॥ তুমি হও তোমার যে পাঁচ যে নন্দন। পাণ্ডব হোলেন পঞ্চগুণে অগণন॥ ইহাতে অর্জ্জুন তার নাহিক সন্দেহ। অতএব তিন রূপে হন এক দেহ॥ প্রভুর অধিক দেহ সদাই আসঙ্গ। প্রভু ভৃত্য দোহে মিলি কৃষ্ণকথা রঙ্গ॥ গৌরাঙ্গ ভকত যত ব্রজ পরিকর। সংক্ষেপে কহিব কিছু বর্ণন তাহার॥ শ্রীমান শ্রীদাম শ্রীল অভিরাম ভেল। যোড়শাঙ্গের কাষ্ঠ যেহো বংশী বাজাইল॥ সুন্দর সুঠাম ঠাকুর যেহো পূর্ব্বে শ্রীসুদাম। পণ্ডিত শ্রীধনঞ্জয় তেঁহো বসুদাম॥ প্রসিদ্ধ শ্রীগৌরদাস পণ্ডিত সুবল। কমলাকর পিপীলাই যেহো মহাবল॥ সুবাহু গোপাল যেহো উদ্ধারণ দত্ত। মহাবাহু সখা শ্রীমান মহেশ পণ্ডিত॥ স্তোককৃষ্ণ যেহো দাস পুরুষোত্তম। নাগর পুরুষোত্তম যেহো পূর্ব্বে ব্রজে ধাম॥ অর্জ্জুন নামেতে সখা পরমেশ্বর দাস। লবঙ্গ নামেতে সখা কালা কৃষ্ণদাস॥ খোলাবেচা শ্রীধর পণ্ডিত যে ব্রাহ্মণে। খোলা কাড়াকাড়ি প্রভু কৈল যার সনে॥ তেহো যেহো স্থ ব্রজে শ্রীমধুমঙ্গল। হলায়ুধ ঠাকুর স্থ পূরবে প্রবল॥ বলদেব সখা তেহো নামে যে প্রবল। গুণেতে সমান প্রায় সকাল যে বল॥ স্বরূপেতে কৃষ্ণ... শ্রীরুদ্র পণ্ডিত। গন্ধর্ব্ব আখ্যান কুমুদানন্দ পণ্ডিত॥ পূ... কহে ... চৌভূজার দর্প। প্রভুর সেবক শ্রীগোবিন্দ কাশীশ্বর॥ ... পূর্ব্বে ... [illegible]

পত্রক। বৈদ্য হরিদাস আদি অন্য সেবক॥ শৌর সংস্কারী পূর্ব্বে পয়োদ বারিদ। রামাই নন্দাই ভৃত্য প্রভু মনবেদ্য॥ ব্রজের গায়ক মধুকণ্ঠ মধুব্রত। মুকুন্দ শ্রীবসুদেব নায়ক বিদিত॥ নটচন্দ্র মুখ এবে মকরধ্বজ কর। প্রভু সুখে সুখী যেহো গুণের সাগর॥ ব্রজে যেঁহো মৃদঙ্গী বায়েন সুধাকর। ডম্ফ বাদ্যে বিজ্ঞ তেঁহো ঘোর শঙ্কর॥ চন্দ্রহাস নৃত্যরসে গুণের অবধি। পণ্ডিত শ্রীজগদীশ নর্ত্তন বিনোদী॥ কৃষ্ণের মুরলী মাল্য রাখে মাল্যধর। এবে তেঁহো বনমালী পণ্ডিত-সুন্দর॥ বৃন্দাবনে শারী শুয়া দক্ষ বিচক্ষণ। শিবানন্দ পুত্রমধ্যে দুই মাতা হন॥ কবিকর্ণ পুরের অগ্রজ গুণধাম। শ্রীচৈতন্য দাস রামদাস দুহার নাম॥ অতঃপর বল্লভীগণের প্রকাশ। কহিব কিঞ্চিৎ যে যে চৈতন্য বিলাস॥ প্রেমের স্বরূপা রাধা বৃন্দাবনেশ্বরী। তেঁহো শ্রীমাধব গদাধর পণ্ডিত রূপধারী॥ বৃন্দাবনে লক্ষ্মী শ্যামসুন্দর বল্লভা। গৌরপ্রেমে লক্ষ্মী গোরা অঙ্গকান্তি প্রভা॥ রাধাকৃষ্ণ দুই তনু মিলিয়া গৌরাঙ্গ। গদাধর শ্রীরাধা দ্বিধা রূপে রসরঙ্গ॥ শ্রীরাধার প্রাণসম ললিতা সুন্দরী। নিজ নাম তুল্য নাম অনু-ধারা করি॥ তেঁহো শ্রীরাধার রূপ গদাধর দেহে। চৈতন্য শ্রীরাধা যথা তথা মিলি রহে॥ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের মতে। এবং শ্রীরূপ গোস্বামীর বর্ণনেতে॥ শ্রীরাধা শ্রীগদাধর নাহিক সন্দেহ। রুক্মিণী দেবীর সহ মিলি কহে কেহ॥ সেই সত্য যেহো লক্ষ্মী রাধিকার অংশ। সর্ব্ব লক্ষ্মীময়ী রাধা সর্ব্ব অবতংশ॥ মহানৃত্য কৈল যেঁহো ধরি রাধাবেশ। গদাধর হৈল তবে ললিতা আবেশ॥ ইহাতে নাটক মতে প্রমাণ যে হয়। সকল সম্ভব অলৌকিক যে বিষয়॥ গদাধরের প্রকাশ ব্রহ্মচারী ধ্রুবানন্দ। ললিতার রূপ করি কহে ভক্তবৃন্দ॥ প্রভু দেহে শ্রীরাধা ও ললিতা বিলাস। ললিতার অংশেতে কিবা দ্বিতীয় প্রকাশ॥ শ্রীরাধার বিভূতি চক্রকান্তি পূর্ব্বে ব্রজে। তেঁহ এবে গদাধর দাস রূপে রাজে॥ পূর্ণানন্দ গোপী যেহো বলয়ে যে শিয়া। বিরাজয় অন্য গদাধর ও কাশীশ্বর চন্দ্রাবলী কৃষ্ণপ্রিয়া বলিব প্রধানা। কবি-

রাজ সদাশিব প্রকাশ অধুনা॥ পূর্ব্বে ভদ্রা সখী এবে শঙ্কর পণ্ডিত। ভেতের কাপালি দোহে ব্রজে অবস্থিত॥ এবে জগন্নাথ শ্রীগোপাল দোহু রূপে। দামোদর পণ্ডিত্ চণ্ডী সখির স্বরূপে॥ কার্য্য বিশেষেতে সরস্বতীর আবেশ। প্রভুর যে প্রিয় গুণ নাহি যায় শেষ॥ স্বয়ং শ্রীললিতাদেবী স্বরূপ গোস্বামী। চৈতন্যের প্রিয় চৈতন্যেরত মহাপ্রেমী॥ রাধাকৃষ্ণ গুণ লীলা কেহ যদি বর্ণে। রসাভাব হৈল প্রভু নাহি শুনে কর্ণে। প্রথমেতে শ্রীরূপ গোস্বামী পরীক্ষেণ। তবে মহাপ্রভু তাহা গ্রহণ করেন॥ কেহ কহে বিশাখা স্বরূপ তেহো হন। শ্রীরাধারে যেহ কলাবিলাস শিখান॥ কেহ রচনায় পটু যেহ চিত্রাসখী। বনমালী কবিরাজ যেহ সুখে সুখী॥ চম্পকলতিকা হন সুখের বিলাসী। রাঘব পণ্ডিত তেহো গোবর্দ্ধনবাসী॥ ভক্তিরস প্রকাশী নাম গ্রন্থ চমৎকার। বর্ণিয়া করিল যেহো ভক্তির প্রচার॥ সর্ব্বশাস্ত্র বেত্তা তুঙ্গবিদ্যা রসবতী। তেহো শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী যতি॥ শ্রীচৈতন্য চন্দ্রামৃত আদি কর্ণপেয়। বর্ণিলেন গ্রন্থ সুধাধিক উপাদেয়॥ ইন্দুরেখা সখী চন্দ্রমুখী রাধাপ্রিয়। শ্রীমান কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী সামধেয়॥ রঙ্গদেবী সুরঙ্গিণী ভট্ট গদাধর। সুদেবী অনন্তাচার্য্য গৌরাঙ্গ কিঙ্কর॥ কাশীশ্বর গোস্বামী শশীরেখা যেহো পূর্ব্বে। কনিষ্ঠ শ্রীরাঘব পণ্ডিত তেহো এবে॥ ব্রজে কৃষ্ণে বনে খাদ্যবস্তু লঞা দেন। হেথা প্রভু হেতু ঝুলি সাজাইয়া যান॥ গুণমালা তাহার ভগিনী দময়ন্তী। কিবা স্নেহময় তার গৌরাঙ্গে পিরীতি॥ রত্নরেখা কৃষ্ণদাস কৃষ্ণানন্দ যেহো। ব্রজে পূর্ব্বে সখী কলাবতী নাম তেহো॥ সৌরসেনী এবে নারায়ণ বাচস্পতি। পীতাম্বর যেহো তেহো কাবেরী সুমতী॥ সুকেশা মকরধ্বজ মাধবী যে গোপী। মাধব আচার্য্য যশ যার পৃথিবী ব্যাপী॥ ইন্দ্রিয়ারূপসী যেহো শ্রীজীব পণ্ডিত। সুমধুরা নামে তুঙ্গবিদ্যা সহ প্রীত॥ তেহো বিদ্যাবাচস্পতি গুড়ুদেশীয়। সুবিজ্ঞ পরম ধীর গৌরাঙ্গের প্রিয়॥ বলভদ্র ভট্টাচার্য্য শ্রীমধুরেক্ষণা। চিত্রাঙ্গী শ্রীনাথ মিশ্র শিষ্ট মহা-

মানা॥ কবিচন্দ্র সেহো তেহো মনোহরা সখী। সারঙ্গ ঠাকুর তেঁহ যেহ নান্দীমুখী॥ প্রহ্লাদের আবেশ তাহাতে কেহ কহে। শিবানন্দ সেন যে মহান্ত মতে নহে॥ কলকণ্ঠি সুকণ্ঠিত যে গন্ধর্ব্বি আখ্যান। বসু রামানন্দ আর সত্য রাজখান॥ কাত্যায়নী নামে গোপী শ্রীশ্রীকান্ত সেন। বৃন্দাবনে বনদেবি বৃন্দা যে আখ্যান॥ তেহো শ্রীমুকুন্দ দাস খণ্ডবাসী। বীরা নামে দূতী তেহো শিবানন্দ সেন॥ সর্ব্ব গোপ দূতী যেহো সর্ব্ব সমঞ্জয়। কৃষ্ণসুখে সদা সুখী কৃষ্ণ রসোদয়॥ ব্রজে ইন্দুমতী যেঁহো তাহার ঘরণী। কবি শ্রীমান কবি কর্ণপুরের জননী॥ পূর্ব্বে মধুমতী ব্রজে এবে যে প্রভুর। প্রিয়তম নরহরি সরকার ঠাকুর॥ ব্রজে প্রাণসখী যার নাম রত্নাবতী। এবে তেহোঁ গোপীনাথাচার্য্য মহামতী॥ কৃষ্ণপ্রিয়া বংশী বংশীদাস যে ঠাকুর। শ্রীরূপমঞ্জরী রূপে গুণেতে প্রচুর॥ তেহোঁ শ্রীমান রূপ নাম গোস্বামী প্রসিদ্ধ। পূর্ব্ব গুণধাম সর্ব্ব জগত আরাধ্য॥ গৌরাঙ্গের দ্বিতীয় যে কলেবর হয়। যেহো বিনা কলির জীবের কি হৈত উপায়॥ শ্রীকৃষ্ণমঞ্জরী শ্রেষ্ঠা শ্রীরতিমঞ্জরী। আর নাম ভেদ হয়ে লবঙ্গমঞ্জরী॥ তেহোঁ শ্রীমান সনাতন গুণের সাগর। শ্রীচৈতন্য অভিন্ন তাহার কলেবর॥ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সর্ব্বারাধ্য অমূল্য রতন। তাহাতে প্রবেশ চতুঃসন সনাতন॥ জগতেতে আর্য্যরূপে উপদেশ দিলা। দুর্ল্লভ মাধুর্য্য ভক্তিরস প্রচারিলা। শ্রীমান লবঙ্গমঞ্জরীর যে প্রকাশ। শিবানন্দ চক্রবর্ত্তী বৃন্দাবনে বাস॥ পতিতপাবন শ্রীগোপাল ভট্ট যেঁহ। শ্রীগুণ মঞ্জরী রাধা কৃষ্ণপ্রিয় সেহ॥ সমুদ্র গম্ভীর যার আশয় অগম্য। নিদ্রাহার বিহারাদি দেহ কর্ম্ম সাম্য॥ কৃষ্ণপ্রেম পরাকাষ্ঠা যে প্রেমের রসে। শালগ্রাম রূপ ত্যজি ত্রিভঙ্গ প্রকাশে॥ অনঙ্গমঞ্জরী সখী তাহাতে প্রবেশে। সাধুগণ কহে যেঁহো জানিয়ে বিশেষ॥ শ্রীমান রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী মহান॥ গৌরাঙ্গ সর্ব্বস্ব যার গৌরাঙ্গ পরাণ॥ পণ্ডিত সুশান্তমহান্ত গম্ভীর স্বভাব। শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রে ত্রৈকালিক ভাব॥ ব্রজে তেহোঁ শ্রীরতিমঞ্জরী আর রাগ। দুই রূপে এক দেহ

সর্ব্বত্র বিরাগ॥ শ্রীমান দাস রঘুনাথ ব্রজে শ্রীরতিমঞ্জরী। চৈতন্য কৃপায় পুনঃ বাস ব্রজপুরী॥ বিরক্ত উদার মহা মহা প্রেমবান। কৃষ্ণের দুঃখ জানি নিজ কুটীর বানান॥ সদা কৃষ্ণ ব্যাঘ্র হৈতে রক্ষার কারণে। লগুড় হস্তেতে ফিরে শ্রীকুঞ্জের বনে॥ গোসাঞি জানিয়া ঘর বান্ধিয়া রহিল। কৃষ্ণের ব্যামোহ জানি সহিতে নারিল॥ শ্রীরসমঞ্জরী কেহ তাহারে কহেন। নামভেদ ভানুমাতা যাহার আখ্যান॥ শ্রীবল্লভানুজ শ্রীজীব গোস্বামী॥ বিলাসমঞ্জরী যেহ ব্রজে পূর্ব্ব নামী॥ শতমুখ হৈলে তার গুণ কহা যায়। কিন্তু কিছু পারে মো সবার সাধ্য নয়॥ এই ছয় গোস্বামী মঞ্জরী আখ্যান। কহিলাম সাধুজনার যেমত বর্ণন॥ ভূগর্ভ ঠাকুর তেহঁ শ্রীপ্রেমমঞ্জরী। লোকনাথ গোস্বামী শ্রীলীলা যে মঞ্জরী॥ কলাবতী রসোল্লাসা গুণতুঙ্গা ব্রজে। শ্রীবিশাখা কৃত গীতে রাধাকৃষ্ণ পূজে॥ তাঁহা সবার প্রকাশ যে ক্রমেতে জানিহ। গোবিন্দ মাধবানন্দ বাসুদেব যেহ॥ রাগরেখা কোলাকোলি রাধা দাসী দুহ। শ্রীশিখি মহাতি মাধবী ভগ্নী সেহ॥ পুলিন্দি কন্যা মল্লি কালিদাস এবে। শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী যজ্ঞপত্নী পূর্ব্বে॥ যার স্থানে মহাপ্রভু অন্ন মাগি খান। কেহ কহে ব্রহ্মচারী যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ॥ অন্য যজ্ঞপত্নী যেহ জগদীশ হিরণ্য। তথা মাগি খাইল একাদশীতে যে অন্ন॥ মথুরার কৃষ্ণপ্রিয়া সৈরীন্ধ্রী সুন্দরী। তেহ কাশীমিশ্র দাস নীলাচল পুরী॥ মালতী শ্রীচন্দ্রলতিকা সুমেধা আদি। শুভানন্দ শ্রীবাসাদি নাহিক অবধি॥ সহস্র সহস্র গোপী চৈতন্য পার্ষদ। পুরুষরূপেতে করে প্রেমের আস্বাদ। নানা লীলা করি নানা দেশে অবতরি। লৌকিকের ন্যায় রূপ স্বভাব আচরি॥ অসঙ্খ্য গণন করিবারে না পারিয়া। কিঞ্চিৎ কহিল নিজ পবিত্র লাগিয়া॥ মহান্ত যে কেহ কেহ উপজে মহান্ত। সকলেই গুণসিন্ধু সকলেই শান্ত॥ খণ্ড বাসী নরহরি আদি যত যত। গৌরাঙ্গ পার্ষদগণ কব কত শত॥ সকল কহিতে নাহি পারয়ে অনন্ত। কিঞ্চিৎ কহিল যাহা প্রকাশে

মহান্ত॥ শ্রীমান কবিকর্ণপুর শিবানন্দসুত। তাহার মহিমা কিছু শুনিতে অদ্ভুত॥ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কর্ণকৃপা কৈলা। শিশুকালে যার মুখে পাদাঙ্গুষ্ঠ দিলা॥ পাদাঙ্গুষ্ঠ দাস ছলে ভক্তি সঞ্চারিলা। গর্ভে যবে তবে পুরিদাস নাম দিলা॥ মহাকবি যেহ মহাবাক্য প্রকাশিলা। শ্রীআনন্দ বৃন্দাবন চম্পু যে বর্ণিলা॥ নিজ নিত্য সিদ্ধ নাম দেবেতে না কহে। গুরু নাম নাহি কহে অপ্রকাশ্য যাহে॥ শঠ মীমাংসক আর তার্কিকের স্থানে। গোপন করিবে সদা কাচ না শুনে॥ ইতি গৌরগণোদ্দেশ কহিল সংক্ষেপে। বৈষ্ণবের নাম গুণ পাই কোন রূপে॥ শ্রীনাভজরি মনের আশয় জানিয়া। গৌরগুণ কহিল কি বিস্তার করিয়া॥

গৌরাঙ্গ ভকতগণ, শুন সাগরের কন, ব্রহ্মা শিব না পারে কহিতে। অন্যের শকতি কোথা, পঙ্গুর পর্ব্বতে যথা, অসম্ভব লঙ্ঘন করিতে॥ কি আশ্চর্য্য গৌরাঙ্গ পার্ষদে। ত্রিজগতে দুর্লভ, প্রেমানন্দ অনুভব, হেন প্রেম দীপ্ত পদে পদে॥ কিবা নৃত্য কিবা গীত, কিবা নিষ্কপট রীত, নির্ম্মৎসর দয়ার সাগর। অনন্য যে শুদ্ধ ভক্তি, আর মাধুর্য্য পিরীতি, স্বাভাবিক যুগলে সবার॥ গৌরাঙ্গ পিরীতি ভাব, অলৌকিক অদ্ভুত, কোটি প্রাণ হৈতে অতিশয়। গৌরাঙ্গের ভকত যত, গৌরাঙ্গের অভিমত, ত্রিজগতে তুলনা না হয়॥ মহাপ্রেম মহাভাব, মহাসঙ্কীর্ত্তন রব, মহা-নৃত্য গীত বাদ্য আদি। মহারস উল্লাসে, আনন্দ সাগরে ভাসে, অশ্রুজলে বহি যায় নদী॥ প্রভুর স্বরূপশক্তি, যাতেক ভকত পক্তি, চিদানন্দ সন্ধিনি শকতি। আহার বিহার যত, সকলি ত্রিগুণাতীত, শতচিত আনন্দ মূরতি॥ প্রভুর ভকতিহিনে, তারমর্ম্ম কেবাজানে, প্রকৃত বলিয়া অজ্ঞে কহে। শ্রীমূর্ত্তি তার্কিক জনে, যেমন প্রকৃত মানে, তথা মূঢ় জনে দেখে তাহে॥ ৭॥ গৌরাঙ্গ ভকত পদে, যে জন বিষয়মদে, শরণ না লইল মূঢ়মতি। তার জন্ম বৃথ হৈল, পশুবৎ জনমিল, ফলমাত্র তাহার দুর্গতি॥ সাধু বাক্য না শুনিয়া, শাস্ত্রে নাহি প্রবেশিয়া, দম্ভে নানামন

আরোপিয়া। নানা যোনি সদা ফিরে, কদর্য্য ভক্ষণ করে, হেরি কাঁপে কৃষ্ণদাস হিয়া॥
ইতি শ্রীভক্তমালে গৌরাঙ্গ পার্ষদ স্বরূপ তৃতীয় মালা সম্পূর্ণ॥৩॥

চতুর্থ মালা।

জয় শ্রীচৈতন্য হরি জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্ত বৃন্দ। জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ। শ্রীজীব গোপাল ভট্টদাস রঘুনাথ। দ্বাদশ মহান্ত ভাগবত আদি কথা। শুনহ আশ্চর্য্য তার বিবরণ যথা॥

বিধি নারদ শঙ্কর সনকাদি কপিলদেব মনুভুবপ। নরহরি দাস জনক প্রিথম বলি শুক মুনি ধর্ম্ম স্বরূপ॥ অন্তরঙ্গ অনুচর হরিজুকে জো উনকো যশ গাবৈ। আদি অন্তলৌ মঙ্গল তিনকে শ্রোতা বক্তা পাবৈ॥ অজামেল পরসঙ্গ ইহ নিরনৈ পরম ধর্ম্মকে জান। ইনকৌ কৃপা ঔর পুনি সমুঝে দ্বাদশ• ভক্ত প্রধান॥

মূল। দ্বাদশ প্রসিদ্ধ ভক্তরাজ কথা ভাগবত অতি সুখদায়ি নানাবিধ করি গায়েহৈ। শিবজিকি বাত এক বহুধান জানে কোউ শুনি রসসানে হিয়ো ভাব উরছারে হৈ। সীতাকে বিযোগ রাম বিকল বিপিন দেখি শঙ্কর নিপুণ সতী বচন শুনায়া হৈ। কৈসে এ প্রবিন ঈশ কৌতুক নবিন দেখো মনেহূচরত অঙ্গ নৈমেহি বনায়ে হৈ॥ সিতাহিসো রূপ বেশ লেশ হূনাফের-ফার রসাজু নেহারিনেকু মনমে মন আইহৈ। তব ফিরি যাই কৈশুনাই দই শঙ্করকো অতি দুঃখ পাই বহুবিধি সমাঝাইহৈ ইষ্টকো স্বরূপ ধর্য্যা তাতে তন পরিহর্য্যা ভয়া বড় শোচ মতি অতি ভরমাইহৈ। ঐসে প্রভু ভাব পগে পোথিনমে জগমগে লগে মাকৌ প্যারে য়েহ বাত রিঝেগাইহৈ॥ চলে জাত শিব উভে থেরে মগ দিঠি পাব করে পরণাম হিয়ে ভক্তি লাগি প্যারিহৈ। পারবতি পুছে কিয়ো কৌন কোঁজু কহে মোসোদি সত ন জনকোউ তবসো উল্লারিহৈ। বরস হজার দশ বিতে তাঁহি ভক্ত ভয়ো নয়া ঔর হৈব হৈ দুজি ঠৌর-বিতে ধারিহৈ॥ শুনিকৈ প্রভাব হরিদাসনামো ভাব বাঢ্যো কৈসে জাত চড়ে রঙ্গ অতি ভারিহৈ॥

দ্বাদশ ভক্ত রাজ কথা ভাগবতে গায়। তাহে শিবজীর মাত্র

এক গুহে হয় ভক্তি প্রবীণত্যাচার্য্য শ্রীশঙ্কর হয়। যাহা শুনি বৈষ্ণবের আনন্দ বাড়য়ে॥ বনমধ্যে রামচন্দ্র সীতার বিয়োগে। বিকল দেখিল শিব বস্তু সতি আগে॥ কৌতুকে পার্ব্বতী সীতারূপ ধরি আইলা। রামচন্দ্র তার পানে ফিরে না চাহিলা॥ ফিরি আসি মহাদেবে হাসিয়া কহিলা। তাহা শুনি দেব দেব মনে দুঃখ পাইলা দেহ ত্যাগ করি পুনঃ দেহান্তর ধর। ইহা শুনি সুচ মনে কিবা যুক্তি কর॥ এ প্রসঙ্গ কোন শাস্ত্র অভিমতে। যে হেতুক দেহ ত্যাগ দক্ষের যজ্ঞেতে॥ এক গ্রাম স্থান দেখে প্রকাশে চলিতে। দেখি মাত্র ক্ষণেক স্তম্ভিত হৈল চিতে॥ নাগিয়া প্রণাম করে গদ গদ ভাবে। সতি কহে শূন্যস্থানে প্রণমহ কিবে॥ তেঁহ কহে বৈকুণ্ঠাদি তুল্য এই স্থান। অযুত বৎসর পূর্ব্বে ছিল এক মহান॥ আর এক বৈষ্ণব স্থিতি ভবিষ্যৎ স্থানে। প্রণাম করিলা বহুত সহস্র নয়নে॥ হরিদাসের প্রভাব শুনি গিরিশ নন্দিনী। রঙ্গ চড়ি গেল চিত্তে অদ্ভুত কাহিনী।

অজামেল নাম এক ব্রাহ্মণ কুমার। সর্ব্ব ধর্ম্ম বহিষ্কৃত অধর্ম্মী অপার॥ গো ব্রাহ্মণ সহস্রহা যত্তপি মাংসাশী। ব্যাধের আচার করে হত্যা রাশি রাশি॥ গৃহ স্ত্রী ত্যাগী বেশ্যাসনে বনে বাস। তাহে চারি পুত্র এক গর্ভেতে নিবাস॥ দৈবযোগে এক সাধু অতিথি আইলা। অজামেল অতিথেরে তুষ্ট করি দিলা॥ অহো অজামেলের ত্রাণ উন্মুখ হইল। ভাগ্যবশে সাধু পাদস্পর্শে গৃহ হইল॥ পত্নী তার ভক্তিভাবে আতিথ্য করিল। সাধু পরে তাহাদিগের বৃত্তান্ত জানিল॥ সাধু পরে দুঃখে দুঃখী দয়া উপজিল। তাহার মঙ্গল কিছু মনে বিচারিল॥ কৃষ্ণ নাম উপদেশ ইহারা না লবে। কিমতে এ হেন পাপী উদ্ধার হইবে॥ ইহা ভাবি মনে এক উপায় চিন্তিলা। বিনয়ে বেশ্যার স্থানে কহিতে লাগিলা॥ ভোজন করাইয়া মোরে তুষ্ট কৈলে যেবা। তেমতি আমার এক নেহোরা রাখিবা॥ তোমার গর্ভেতে এবার যে পুত্র জন্মিবে। নারায়ণ বলি তার নামটি রাখিবে॥ বেশ্যা হাসি হাসি কহে ইথে কি লাগি॥ ভালং ঐ নাম অবশ্য রাখিব॥ হাস্য-

রূপে সে দিন হৈতে সেই নাম দিল। সাধু দরশন সুধা বিধাতা লিখিল॥ কতদিনে সেই শিশু ভূমিষ্ঠ হইল॥ পিতার প্রিয়তম দেহ পীড়িত আছিল॥ নারায়ুক্ত হেতু পুনঃ নারায়ণ নাম। দুই করে লয়ে পুত্র রাখে অবিরাম॥ মৃত্যুকালে যমদূত দণ্ডপাশ লয়ে। ঘেরিল আসিয়া সবে পাপিষ্ঠ জানিয়ে॥ ভয়ে নিজপুত্রে ডাকে বলি নারায়ণ। সর্ব্বপাপ ছুটি হৈল সংসার মোচন॥ শ্যামল সুন্দর দুই বৈকুণ্ঠের দূত। হাহাকার ভক্তে দণ্ডে একি অদভুত॥ বলিতে বলিতে আসি যমদূতগণে। গদার প্রহার আর তাড়ন ভৎর্সনে॥ অন্ত দন্ত কার কার হস্ত পাদ ভাঙ্গি। কহিতে লাগিল আরে মূঢ়মতি ডঙ্গি॥ নিষ্পাপ নির্গুণ অজামেল মহামতি। এ হেন জনের দণ্ড কি তব শকতি॥

ধর্ম্মরাজ দূত মোরা তোমরা কে হও। অপমান কর আর পাপীরে ছুটাও॥ তেঁহো কহে তোর ধর্ম্মরাজ কি এমতি। ধর্ম্মত সে নাহি জানে অহঙ্কার মতি॥ জন্মিয়া যে একবার ডাকে নারায়ণে। তারে পাপী কহে তবে কি ধর্ম্ম সে জানে॥ ইহা শুনি দূতগণ যমালয়ে গিয়া। কান্দিয়া কহয়ে দণ্ডপাশ আছাড়িয়া॥ কিসের রাজত্ব তব কিবা অধিকার। ত্রৈলোক্যে তোমার আজ্ঞা না চলিবে আর॥ ধর্ম্মরাজ বলে দূত কি অন্যায় হৈল। দূত বলে আমাদের নাক কাটা গেল॥ অজামেল মহাপাপী পুণ্য নাহি লেশ। তোমা লজ্ঘি তারে লয়ে গেল কোন দেশ॥ কি জানি কাহার নাম নারায়ণ হয়ে। পুত্রকে ডাকিল সেই নাম অনুসারে॥ হেনকালে দুই মহাপুরুষ রতন। নবঘনজিনি রূপ কমল নয়ন॥ আসি মাত্র তার কৈল বন্ধন বিমোচন। মোসবার গতি এই দেখ বিদ্যমান॥ ইহা শুনি ধর্ম্মরাজ হর্ষ ভয় পাইল। ক্ষণকাল মৌনে স্তব্ধ হইয়া রহিল॥ কম্পাশ্রু বৈবর্ণ পুলক স্বরভেদ। প্রেমের বিকার হৈল নানামত খেদ॥ ধর্ম্মরাজ কহে তোরা গিয়াছিলি কোথা। কি কার্য্য করিলে বাপু খাও মোর মাথা॥ হের আইস কহি আমি অতি গুহ্য কথা। প্রভুর নাম লৈল কেন গিয়াছিলি তথা॥ ত্রৈলোক্যের নাথ হরি জগৎ

নিবাস। তাঁর নাম লৈল সেই মুক্তি তাঁর দাস॥ কোটি কোটি মহাপাপ অতিপাপ হয়। অগ্নিযোগে তুলারাশি যৈছে ভস্ম হয়॥ ইহা শুনি দূতগণ চমৎকার চিত্তে। অনিমিষে রহে যেন পুত্তলিকা ভিত্তে॥ ধীরে ধীরে কহে তবে ধর্ম্মরাজ ভাগে। হেন যদি তবে কেননা কহিলে আগে॥ তোমার প্রভুর জনের কিবারীতি হয়। এবে কহ আর মোরা না যাব তথায়॥ হরিনাম গুণকথা যথায় শুনিবে। তুলসীর মালা ভালে তিলক দেখিবে॥ নমস্কার করি তথা দূর পথে যাবে। মুঞি যারে নমস্করি কায়মনো রবে॥ মোর বাক্য না শুনিলে পাবে অনুতাপ। দূত কহে বুঝিলাম আর নারে বাপ॥ শ্রীল নাভাজীর এই তাৎপর্য্য অর্থ। কৃষ্ণদাস কহে যার পদরজ স্বার্থ॥

মোচিত বৃত্তি নিত তাহার রহে। যাহা নারায়ণ পদ পরিষদ। বিশ্বকসেন জৈ বিজৈ প্রবলবল মঙ্গলকারী। নন্দ সুনন্দ সুভদ্র ভদ্রজগ আময়হারী॥ চণ্ড প্রচণ্ড বিনীত পুনীত কুমুদ কুমুদাক্ষ করুণালয়। শীল সুশীল সুসেণ ভাবভক্তানিনি প্রতিপালয়॥ লক্ষ্মীপতি প্রীণন প্রবীণ ভজনানন্দ ভক্তসুহৃদ। মোচিত বৃত্তি নিত তহাঁ রহৌ যহা নারায়ণ পদ পারিষদ॥

বৈকুণ্ঠে শ্রীনারায়ণের পারিষদগণ। তাঁহাদের শ্রীচরণে রহু চিত্ত মন॥ বিশ্বকসেন জয় বিজয় প্রবল আর বল। নন্দ সুনন্দ ভদ্র সুভদ্র মঙ্গল॥ চণ্ড প্রচণ্ড শুভ করুণা নমিত। কুমুদ কুমুদাক্ষ প্রভু বিনীত পুনীত॥ শীল ও সুশীল ভক্তপালক সুসেন। লক্ষ্মীপতি প্রেমানন্দে সেবানন্দে মন॥ মোক্ষ পারিষদ প্রভুর মহা অনুভব। সনকাদি প্রেরি কৈল অজ পুনর্ভব॥ জয় বিজয়ের প্রতি প্রতিকূল ভাব। যুদ্ধরস নহে বিলাস মান সে বৈভব॥ নিজ পারিষদ সনে সরস কৌতুকে। অঙ্গছায়া সনে যেন খেলে যে বালকে॥ তিন জন্ম পরে নিজ আলয়ে আনিয়া। নিত্য প্রেমানন্দে পুনঃ রাখিল ডুবাইয়া॥

হরিবল্লভ সব প্রারথো নিজ চরণারেণু আশা ধরি। কমলা গরুড় সুনন্দ আদি যে ষড়শ প্রভু প্রদরতি হনুমন্ত জাম্বুবন্ত সুগ্রীব বিভীষণ শবরী খগপতি॥ ধ্রুব উদ্ধব অম্বরীষ বিদুর অক্রুর সুদামা। কৃষ্ণদাস চিত্রকেতু গ্রাহ

গজ পাণ্ডব নামা ॥ কৌথারব কুন্তীবধূ পঠ ঐঐ্খত লজ্জা হরি। হরিবল্লভ সব প্রারথো নিজচরণরেণু আশা ধরি ॥

হরির বল্লভ যেই জগৎ দুর্লভ। যাঁহার চরণরজে সর্ব্বার্থ সুলভ ॥ সেই রজঃ আশামাত্র করি অবিরাম। যোগী যতি তপি সনে নাহি কিছু কাম ॥ ভক্তপদ রজঃ মাত্র অর্থ করি মানি। ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ অর্থে না বাখানি ॥ কমলা গরুড় জাম্বুমান সুনন্দাদি। ষোল মহাভাগবত প্রভুপদে রতি ॥ হনূমান সুগ্রীব বিভীষণ অম্বরীষ। খগপতি শবরী ঋষভ জগদীশ ॥ উদ্ধব বিদুর অক্রুর চন্দ্রহাস। সুদামা চিত্রকেতু যার হৃদে হরি বাস ॥ পাণ্ডব কুন্তীবধূ গ্রহ কৌথারব নামি। যা সবার শ্রীচরণ অগতির স্বামী ॥ বেদে গায় যার কীর্ত্তি করিয়া বাখান। ভুবন পাবন হয়ে যাঁ'র গুণ গান ॥

ত্রিপদী। হনূমান কপিপতি, ভক্তরাজ মহামতি, পরম উদার মহাশয়। জগতের পুজ্যতম, যার পূর্ণ মনস্কাম, যার নামে সর্ব্ব-সিদ্ধ হয় ॥ রামচন্দ্র প্রিয়তম, জগতের অবিরাম, উদার মহত্ত্ব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যত পারিষদগণ, লক্ষ কোটি অগণন, শ্রেষ্ঠমধ্যে সকলের জ্যেষ্ঠ ॥ সুস্থ প্রেমানন্দধাম, অদ্ভুত যাহার কাম, তার মধ্যে শুন এক কথা। ত্রিভুবনে সবে জানে, প্রসিদ্ধ শ্রীরামায়ণে, দেব নর গায় যেই গাথা ॥ বিভীষণ মহারাজা, রত্নাকর যার প্রজা তার স্থানে লইয়া সার মণি। অনুরাগে হার গাঁথি, রামচন্দ্র প্রাণপতি, গলে লইয়া দিল ধন্য মানি ॥ রামচন্দ্র হার লৈয়া, চারি পানে দেখে চাইয়া, ভাবে কোথা মোর হনূমান। সুগ্রীব আদি যত জন, সবে ভাবে মনে মন, না জানি কে প্রসাদভাজন ॥ তবে হনূমান গলে, অমূল্য রতন মালে, পরাইয়া হরিষে নিরখে। হার পাইয়া মহাশয়, আনন্দে মগন হয়, ফিরিয়া ঘোরাইয়া দেখে ॥ রামনাম নাহি দেখি, মনে হৈল মহাদুঃখী, প্রভু মোরে একি বিড়ম্বিল। পুনঃ ভাবে বুঝিলাম, ইহার অন্তরে রাম একটি দশ-নেতে ভাঙ্গিল ॥ ভাঙ্গিয়া নিরখে পুনঃ, না দেখিয়া রামগুণ, পুনঃ ভাঙ্গে পুনঃ না দেখিয়ে। এইমত কটমটে, ভাঙ্গি তারে ক্ষিতি-

তটে, প্রভু দেখি মুচকি হাসয়ে॥ আরে বৎস হনূমান, কি তোমার বিবেচন, হেন দ্রব্য হেলায় ডারিলে। হন কহে কিবা দ্রব্য, কিবা গুণ কিবা লভ্য, রামনাম বিহীন বিফলে॥ পুনঃ চন্দ্রমুখ কহে, দেহত তোমার নহে, অস্থি চর্ম্ম মাংসময় মাত্র। তাহে রাম নাম কোথা, তবে কেন ধর বৃথা, কি বিচারে কর মান মিত্র॥ ইহা শুনি কপিরাজ, উঠে সেই সভামাঝ, নখে ধরি ফাড়ে বক্ষঃস্থল। তারক ব্রহ্ম রামনাম, চমৎকার অভিরাম, অস্থি সন্ধি অঙ্কিত সকল॥ জনকনন্দিনী সীতা, স্নেহানন্দে পুলকিতা, রঘুমণি মুখ পানে চাহে। হর্ষ শোক স্নেহ মোহ, ক্রোধকাম হর্ষ সহ, দুনয়নে বারিধারা বহে॥ হনূ গুণ আদ্যোপান্ত, স্মঙরিয়া স্নেহবন্ত, শোকে মোহ অকৃত্রিম জানী। প্রিয় প্রতি ক্রোধ মান, হনমানে কিবা দান, প্রত্যুপকার কি করিলে জানি॥ তবে দয়াময় স্নেহে, আলিঙ্গিয়া হনু দেহে, প্রভু ভৃত্য দোঁহে অচেতন। সুগ্রীবাদি বিভীষণ, দেবতা গন্ধর্ব্বগণ, জয় জয় করে ঘনে ঘন॥ হনূমতে যোড় করে, হর্ষে স্তুতি নতি করে, ধন্য ধন্য করয়ে জগতে। মুঞি দীন হীন অতি, ভকতি বঞ্চিত মতি, পদযুগ ধর মোর মাথে॥

ত্রিপদী। বিভীষণ মহারাজ, অতুলনা ভক্তমাঝ, মহিমার বর্ণন না হয়। ভাই বন্ধু রাজ্যভোগ, অনায়াসে করে ত্যাগ, শ্রীচরণে করিলা আশ্রয়॥ স্ত্রী পুরুষ দুই জন, সেবে রাঙ্গা শ্রীচরণ, ভাসিয়া যে আনন্দ সাগরে। সরমা সরল ভাবে, ঠাকুরাণী পদ সেবে, আপনি সেবয়ে ঠাকুরেরে॥ যারে মৈত্রভাব করি, আলিঙ্গন করে হরি নিজ হস্তে রাজ অভিষেক। শ্রীহস্ত বুলায়ে অঙ্গে, পিরীতি কৌতুক রঙ্গে, বর দান করিল অনেক॥ ভকতির চমৎকার, নাহি যায় পারাবার, তাহে এক অপরূপ শুন। এক সদাগর হয়, জাহাজ লইয়া যায়, চরে লাগি আটকিল পুনঃ॥ জাহাজ উপরে কেহ, আছে অঙ্গহীন দেহ, সিন্ধুজলে তারে ডারি দিল। অল্প বুদ্ধি সদাগর, স্রোতহেতু ডারে নর, ভাসি ভাসি লঙ্কায় লাগিল। দেখিয়া রাক্ষসগণে, একি জন্তু সবে ভণে, খিলি খিলি

হাসয়ে সবাই। কৌতুকেতে সবে তারে, উঠাইয়া লইয়া করে, বলে রাজা আগে লইয়া যাই॥ রাজা চমকিত মন, যেন দরিদ্রের ধন, লম্ফ দিয়া উঠাইয়া লৈল। রামচন্দ্র নরাকৃতি, উদ্দীপন হৈল মতি, দুই অশ্রু পুলকে ভরিল॥ রত্ন সিংহাসন আনি, বসাইয়া নিজ পাণি, জলে করে চরণ সেবন। নানা বস্ত্র অলঙ্কারে, সাদরে পূজয়ে তারে, চমকিত নিশাচরগণ॥ স্বর্ণ আশা করে লৈয়া, চিবুক ঠেকোন দিয়া, দূরে দাণ্ডাইয়া মুখ হেরে। নর চিতে ভীত অতি, প্রসন্ন না হয় মতি, কান্দিয়া কহয়ে উচ্চৈঃস্বরে॥ কৃপালু হইয়া মোরে, দেহ লৈয়া সিন্ধু পারে, সেই বড় রত্ন লাভ মোরে। বাহ্য স্ফূর্ত্তি হৈয়া রাজা, পাইয়া ঈষৎ লজ্জা, ভৃত্যে কহে দেহ করি পারে॥ রাম নাম লিখে শিরে, ফেলি সমুদ্রের নীরে, যে নৌকায় ভর হয় পার। হেনই সময়ে পুনঃ, রামনামের কিবা গুণ, আইল সে নৌকা পুনর্ব্বার॥ সদাগর প্রেমে ভরি, ঝরয়ে নয়নে বারি, উঠাইয়া পুছে সমাচার। ভক্তরাজ গুণ কথা, নামের মহিমা তথা, প্রেমানন্দে কহে করে নর॥ আহা সাধুসঙ্গ গুণ, সাক্ষাতে দেখহ পুনঃ, তৎক্ষণাৎ ভক্তিরত্ন লাভ। পশু সম যে আছিল, ক্ষণ মাত্র সঙ্গ হৈল, আপনি তরিল আর তরাইল সব। অতএব শ্রুতি স্মৃতি, আগম পুরাণ আদি, ফুকারিয়া পুনঃ পুনঃ কহে। বৈষ্ণবের সঙ্গ কর, হরি অনুরাগ ধর, ইহা বিনু আর কিছু নহে॥ নাভাজীর শ্রীচরণ, ধূলি শিরে বিভূষণ, করি এই অভিলাষ মনে। বৈষ্ণবের গুণ গান, করিব অমৃত পান, জন্মে জন্মে প্রেমদেবী সনে॥

পয়ার। পঞ্চবটী বনে এক চণ্ডালের কন্যা। মহাভাগ্যবতী তেঁহ ত্রিজগতে ধন্যা॥ রামের চরণে যার দৃঢ় ভক্তি মতি। অতএব সাধু মহাপূজ্য মহাব্রতী॥ অপূর্ব্ব তাহার কথা শুন দিয়া মন। যাহার শ্রবণে সর্ব্বপাপবিমোচন॥ বনমধ্যে কৃষ্ণ ভক্ত সাধু মুনিগণ। তাঁহাদিগের সেবায় শবরীর হৈল মন॥ বন হৈতে শুষ্ক কাষ্ঠ বোঝা বান্ধি আনে। আশ্রমে রাখয়ে রাত্রে কেহ নাহি জানে॥ নদী যাইবার পথ বোহারি করিয়া। কাঁটা

কুটা কাঁকর সব দূরেতে ডারিয়া॥ প্রতিদিন করে ঋষিগণ ভাবে মনে। কেবা পথ ঝাঁটি দেয় কেবা কাষ্ঠ আনে॥ একদিন শিষ্যগণজাগিয়া রহিল। দেখে রাত্রে কাষ্ঠ নিয়া শবরী আইল॥ ধরিয়া তাহারে সবে চৌদিকে বেড়িল। ত্রাসে মুখ হেঁট করি কাঁপিতে লাগিল॥ ঋষিগণমধ্যে কেহ হরিভক্তি ধীর। ভক্ত মর্ম্ম জানে মহাপণ্ডিত গম্ভীর॥ সাধু সেবা মতি দেখি আর্দ্র হৈল চিত। রামনাম দীক্ষা দিল করিয়া পিরীত॥ যত যত ছিল তাহার বহির্ম্মুখগণ। জাতিপংক্তি হৈতে তারে করিল বর্জ্জণ॥ তেঁহ কহে অজ্ঞ যে তোমরা নাহি জান। বৈষ্ণবের জাতি বুদ্ধি করি শিষ্ট মান॥ তথাচ না বুঝি তারে সংগ্রহ করিল। মুনি বিজ্ঞমত তাহে কাতর না হৈল॥ শবরীরে কহেন মোর কালপূর্ণ হৈল। রামচন্দ্রের লীলা মুঞি দেখিতে না পাইল॥ তুমি ভাগ্যবতী শীঘ্র দেখিবে নয়নে। মোরে পরলোক যাইতে হইবে এক্ষণে॥ রামচন্দ্র আগমন আদ্যোপান্ত লীলা। উপদেশ দিয়া মুনি তত্ত্ব জানাইলা॥ দেহত্যাগ করি তবে বৈকুণ্ঠে চলিলা। শবরী গুরুর শোকে কাতর হইলা॥ একদিন মুনিগণ নদীতে প্রত্যূষে। স্নানকালে শবরীও গেল এক পাশে॥ মুনিদের ঘাটে স্নান করে চণ্ডালিনী। ইহা বলি ভৎর্সনা করিল কটুবাণী॥ ভক্ত অপরাধ পূর্ব্ব হৈতে এবে দেখ। ক্রমে নানা ভিন্ন মতি কৈল নানা দুঃখ॥ তৎক্ষণাৎ নদীর জল হৈল রক্ত প্রায়। কৃমি কীট হৈল দেখি উঠিয়া পলায়॥ তথাপি না বুঝে সব ব্রাহ্মণেরগণ। বলে হরি জল কেন হইল এমন॥ পত্রের কুটীর এক ঝোপড়া বান্ধিয়া। শবরী রহেন রামচন্দ্র পথ চাইয়া॥ তৃষিত চাতক যেন মেঘ আগমন। প্রতীক্ষা করিয়া থাকে উৎকণ্ঠিত মন॥ বনমধ্যে ফল মূল আনে বড় দুঃখে। মিষ্ট হৈলে রামচন্দ্রে দিব বলি রাখে॥ চাখিতে চাখিতে যেই ফল মিষ্ট লাগে। যতনে রাখয়ে তাহা অতি অনুরাগে॥ শবরীর আশাবৃক্ষ সফল হইল। কতদিন পরে প্রভু আগমন কৈল॥ দয়ার সাগর রাম বনে প্রবেশিয়া। প্রথমেই ডাকে মোর শবরী বলিয়া॥

ত্রিপদী। অমৃতনিন্দিত বাণী, ভুবনমোহন ধ্বনি, আর তাহে স্নেহের সহিত। শবরীর কর্ণে আসি, প্রবেশিল সুধারাশি, কর্ণপাতি রহে চমকিত॥ চারিদিক পানে চায়, উন্মত্ত পাগলী প্রায়, স্তব্ধ যেন দাঁড়াইয়া রহিল। হেনকালে দয়াময়, স্নেহ নেত্রে ধারা বয়, তথা আসি উপনীত হৈল॥ চিত্রপুত্তলিকা প্রায়, অনিমিষ নয়নে চায়, রামরূপে ডুবিল হৃদয়। ক্রমে উঠে নানা ভাব, সুধাজিনি প্রেমার্ণব, রোমাঞ্চিত দেহেতে ব্যাপয়॥ প্রভু ভৃত্য দোহে কান্দে, দোঁহা প্রেমে দোঁহা বান্ধে, দুহু জনে স্থির নাহি বান্ধে। শ্রীলক্ষ্মণ সুকুমার, প্রেম দেখি দুহুঁকার, তেঁহ পুনঃ ফুলি ফুলি কান্দে॥ তবে স্থির বান্ধি মনে, সেই ফল মূল আনে, আনন্দের আজ সীমা নাই। উচ্ছিষ্ট শুকনা ফল, ভাঙ্গা মৃৎপাত্রে জল, পত্রাসন রচিল তথাই॥ দয়াল শ্রীরামচন্দ্র, সহিত অনুজানন্দ, বৈসে সেই কুটীর দুয়ারে। অমৃতের স্বাদু প্রায়, সেই ফল জল খায়, কিবা ভকতবৎসল ঠাকুরে॥ আকাশে অপ্সরা নাচে, দুন্দুভি বাজনা বাজে, পুষ্পবৃষ্টি ঘন বরিষয়। অহো কি দয়াল হরি, ধন্য প্রেম সুমাধুরী, ধন্য ধন্য শবরী যে হয়॥ ব্রাহ্মণ সমূহগণ, দেখি প্রভু আচরণ, কেহ তুষ্ট কেহত বিমন। কর্ম্মী জ্ঞানী নানা জনে, নাহিক ভক্তিসন্ধানে, তারা কহে একি বিবরণ॥ তার মধ্যে ভক্তি মর্ম্ম, যে জানে পরম ধর্ম্ম, তার মনে উল্লাসিত হৈল। জাতি পংক্তি পাণ্ডিত্যাদি, ঋক ব্রহ্ম সত্যকৃতি, ইহা বলি নাচিতে লাগিল॥

পয়ার। নদীতটে গিয়া প্রভু পুছয়ে ব্রাহ্মণে। জল রক্ত কৃমি হৈল কিসের কারণে॥ মুনিগণ কহে প্রভু কারণ না জানি। আচম্বিতে একদিন হইল এমনি॥ সর্ব্বজ্ঞের শিরোমণি পরম ঈশ্বর। শবরী হেলায় হৈল কহে পূর্ব্বাপর॥ তখন বুঝিলা সব ব্রাহ্মণেরগণ। শবরীকে স্তুতি নতি করয়ে বাখান॥ রামচন্দ্র কহে শবরীর পদতল। জলে স্পর্শ কর জল হইবে নির্ম্মল॥ তবে মুনিগণ সবে শবরীরে লৈয়া। জলে নামাইয়া দিল যতন করিয়া॥ তৎক্ষণাৎ নদীর জল নির্ম্মল হইল। মহাতীর্থ হৈল মহা মহিমা

বাড়িল॥ প্রভু ছলে নিজ ভক্ত মহিমা দেখাইল। শবরীরে শ্রীবৈকুণ্ঠধামে পাঠাইল॥ অতএব দেবের যে সিদ্ধান্ত যুকতি। যবন চণ্ডাল কৃষ্ণভক্তে কর রতি॥ কৃষ্ণভক্তে সেবে যেই নিষ্কপট মন। কৃষ্ণদাস মাগে তার চরণ শরণ॥

শ্রীজানকী জগন্মাতা দুরাত্মা রাবণ। হরি লৈয়া যায় করি রথ আরোহণ॥ রাম রাম বলি মাতা কান্দে উচ্চৈঃস্বরে। খগ-রাজ মহামতি দেখে হইতে দূর॥ রামচন্দ্রের মহিষী ত্রিজগতের মাতা। রাক্ষসে লইয়া যায় মনে পাইয়া ব্যথা॥ ক্রোধে রক্তবর্ণ চক্ষু অঙ্গ ফুলাইয়া। প্রচণ্ড বেগেতে যায় হুঙ্কার করিয়া॥ কহে দুষ্ট থাক থাক এতেক যোগ্যতা। মুঞি বর্ত্তমানে মোর লৈয়া যাও মাতা॥ আজি তোরে যমালয়ে পাঠাব নিশ্চয়। ইহা বলি এক পক্ষ আঘাত করয়॥ শ্রীরাম ভকত তারে কে জিনিতে পারে। কিন্তু তার বধ্য নহে সে হেতু না মরে॥ পদাঘাতে বেদনা পাইয়া নিশাচর। দ্রুতগতি যায় পুনঃ লইয়া সোসর॥ পুনর্ব্বার খগরাজ রথের সহিতে। ওষ্ঠ বিস্তারিয়া গেলে প্রচণ্ড কোপেতে॥ গিলিয়া ভাবয়ে মনে কি কৈনু প্রমাদ। গিলিনু জানকী সহ বড় বিসম্বাদ॥ ইহা ভাবি কণ্ঠ হইতে উগারিয়া ডারে। নানা অস্ত্র শেল শূল রাবণীয়া মারে॥ এইমত মহাযুদ্ধ কৈল দুইজনে। জটায়ুর পক্ষ কাটি চলিলা সদনে॥ শ্বাসমাত্র আছে খগরাজের শরীরে। শ্রীমুখ হেরিয়া আশা প্রাণ ত্যজিবারে॥ প্রাণ যাউক তাহে দুঃখ নহে জটায়ুর। এ দুঃখ সিংহের ভাগ হরয়ে কুক্কুর॥ কতক্ষণে শ্রীরামের দেখি শ্রীবদন। কহিতে নারিল সব ত্যজিল জীবন॥ পক্ষীরাজ মহামতি দশরথসখা। পিতার বিয়োগ শোক মনে দিলা দেখা॥ কান্দেন শ্রীরাম জটা-য়ুরে কোলে করি। বিলাপ করিল কত ফুকরি ফুকরি॥ পিতৃ-কর্ম্ম ন্যায় ক্রিয়া লৌকিক করিলা। ভক্তরাজ ভগবান বৈকুণ্ঠেতে গেলা॥ তার পদরজে মুঞি লুটি বার বার। এ জন মাগয়ে মাত্র সেই ধন সার॥

অম্বরীষ মহারাজ সম্যক প্রকারে। গুণ যশো মহিমা যে

চাহে করিবারে॥ উন্মাদ বাউল সেই বাঙন হইয়া। চাঁদ ধরিবারে চাহ হাত বাড়াইয়া॥ আর্পন পবিত্র হেতু কিঞ্চিৎ মহিমা। গাঙ বাঞ্ছা করি ত্যজি অন্তর গরিমা॥ কৃষ্ণভক্তগণের দেখে মহিমা প্রচণ্ড। দুর্ব্বাসা অপরাধী হৈয়া ভ্রমিল ব্রহ্মাণ্ড॥ ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব কেহ নারিলা রাখিতে। রক্ষা হৈল সেই ভক্ত শরণ লইতে॥ অতএব বৃত্তান্ত তার শুন মন দিয়া। বিশেষ কথন কিছু কহি বিবরিয়া॥ মহান ও তপস্বী ঋষি দুর্ব্বাসা মহর্ষি। দ্বাদশীর প্রত্যুষে অতিথি হৈল আসি॥ মহারাজ অম্বরীষ সম্মান করিলা। শিষ্য সহ মুনিবর স্নানহেতু গেলা॥ দ্বাদশীর অল্পক্ষণ পারণের কাল। অভুক্ত অতিথি গৃহে ভাবে মহীপাল॥ বিচার করিয়া মনে জল বিন্দু খাইল। হেনকালে ঋষি আসি বৃত্তান্ত জানিল ক্রোধে মহাচণ্ড মুনি কহয়ে রাজারে। জলপান কৈলে অগ্রে উপেক্ষিয়া মোরে॥ ইহা কহি এক জটা ছিণ্ডিয়া ফেলিল। দীপ্ত এক অগ্নিকৃত্যা তাহাতে জন্মিল॥ মহাবিকরাল সেই রাজারে ধাইল। নির্ভয়েতে সাহসেতে দণ্ডায়ে রহিল॥ সর্ব্ব তেজের আত্মা মহাতেজ চূড়ামণি। ভক্তরক্ষাহেতু সদা ফিরয়ে আপনি॥ যার কণামাত্র তেজে নিমিষ মধ্যেতে। কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড যে হয় ভস্মসাতে॥ সেই প্রভুর চক্র সুদর্শন উপনীত। দেখে কৃত্যা ভক্তদ্রোহ করিতে উদ্যত॥ দেখিয়া ক্রোধেতে হৈলা প্রলয় অনল। কৃত্যা অগ্নি নাশ কৈল যেন বিন্দুজল॥ তবে দুর্ব্বাসারে ভস্ম করিতে ধাইল। ত্রাসে মুনি পলায়ন পরায়ণ হৈল॥ মুনিরাজ পিছে চক্র রাজা ধাবমান। ভয়ে কম্পান্বিত মুনি সংশয় জীবন॥ ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিয়া ব্রহ্মলোকে উপনীত। রক্ষ রক্ষ বলি ব্রহ্মার চরণে পতিত॥ বৃত্তান্ত শুনিয়া ব্রহ্মা কর্ণে হাত দিল। রাখিতে নারিব শীঘ্র হেথা হৈতে চল॥ বৈষ্ণবাপরাধী তার না করি সম্ভাষ। শীঘ্র যাও মোরে কেন করহ বিনাশ॥ নিরাশ হইয়া পুনঃ শিব লোকে গেলা। সেখানেও ঐ মত বচন শুনিলা॥ বৈকুণ্ঠেতে গেলা যথা স্বয়ং লক্ষ্মীপতি। ঘর্ম্মাক্তশরীর কম্পান্বিত ত্রাস মতি॥ উচ্চৈঃস্বরে কহে রক্ষ রক্ষ জগন্নাথ।

সুদর্শনি আজি মোরে করয়ে নিপাত॥ পূর্ব্বাপর অন্তর্যামী শুনি তার স্থানে। অন্তরে জন্মিল ক্রোধ চাহে মুনিপানে॥ মৃদু মৃদু স্বরে কিছু কহিতে লাগিল। তাহা শুনি মুনি চিত্তে চমৎকার হৈল॥ ভক্ত মোর প্রাণ মুনি ভক্তের অধীন। মুঞি ভক্ত হৃদে বসি আমাতে অভিন॥ এ দেহ বিক্রীত মোর ভকতের স্থানে। হেন ভক্তদ্রোহ তুমি কৈলে কি কারণে॥ পণ্ডিত বেদজ্ঞ গূঢ় অভিমান দড়। কি বিচার করি অম্বরীষে দণ্ড কর॥ শরণাগতেরে রক্ষা এ মোর প্রতিজ্ঞা। বিন্তু বিনা মোর ভক্তদ্রোহী জন আজ্ঞা॥ ইহার উপায় কহি শুন সাবধানে। সুদর্শন হৈতে যদি বাঁচিবে পরাণে॥ শীঘ্র অম্বরীষের শরণ লও যাইয়া। তা বিনা কোথায় রক্ষা না পাবে ভ্রমিয়া॥ এত শুনি মুনি ভয়ে লজ্জা পায়ে মনে। বায়ুগতি চলিলা অতি প্রণমি চরণে॥ হেথা মহারাজা সেই দিবস হইতে। অনাহারে সেই স্থানে আছে বর্ষা হৈতে॥ নিজ বিঘ্ন না গণয়ে সাধু মহাশয়। মনাকুল এই পাছে ব্রহ্মহিংসা হয়॥ হেনকালে ঋষি যাইয়া চরণে পড়িয়া বহু স্তুতি কৈল ভক্ত মহিমা জানিয়া॥ সুদর্শন দগ্ধ করুন তার নাহি ভয়। কৃষ্ণভক্তদ্রোহী হৈনু এ বড় সংশয়॥ আগে নাহি জানি তোমা সবার মহিমা। এবে জানিলাম মহা মহিমার সীমা॥ তপোযোগ সাধি মোরা করি অভিমান। তোমা সবার ভক্তিসিন্ধুর নহে এক কণ॥ যুগে যুগে সাধি মোরা কি ফল পাইনু। তুমিই সধন্য মুঞি প্রত্যক্ষে দেখিনু॥ ব্রাহ্মণের কাকুর্ব্বাদ স্তুতি শুনি রাজা। মহা কষ্ট হৈল যেন রাজদণ্ডী প্রজা॥ সুদর্শনে বহু স্তুতি করে যোড়করে। ব্রাহ্মণের অপরাধ ক্ষমহ আমারে॥ তবে চক্ররাজ অপরাধ ক্ষমা কৈলা। দুর্ব্বাসা মহর্ষি তবে স্বস্থানে চলিলা॥ আর এক কথা শুন অপূর্ব্বকাহিনী। কৃষ্ণে দৃঢ়মতি উপজয়ে যাহা শুনি॥ দেশান্তরে এক রাজকন্যা ভাগ্যবতী। অম্বরীষ কৃষ্ণভক্ত শুনে মহামতি॥ বিধি হেন পতি দেয় এই বাঞ্ছা হৈল॥ লজ্জা ত্যাগ করি পিতা মাতারে কহিল। অম্বরীষ রাজ মোর স্বামী যদি হয়। নতুবা ত্যজিব প্রাণ কহিনু নিশ্চয়॥ এত

শুনি রাজা তথা পত্রী পাঠাইল। অম্বরীষ রাজা তাহে উপেক্ষা করিল॥ পুনশ্চ বৃত্তান্ত কহি দ্বিজ পাঠাইল। শুনি অঙ্গীকার করি খড়্গ তারে দিল॥ পতিগৃহে সেই বিপ্র খড়্গ যে আনিল। শুভলগ্নে খড়্গ সহ বিবাহ হইল॥ পতিগৃহে আইল তবে কৌতুক বিধানে॥ রহে রাজ্ঞীযোগ্য স্থানে আসন ভূষণে॥ প্রাতঃকালাবধি রাজা কৃষ্ণ সেবা করে। গৃহমার্জ্জনাদি ইহা বিদিত সংসারে॥ রাণী ব্রহ্মমুহূর্ত্তে উঠি সব সমাধয়ে। রাজা আসি দেখে মোর কর্ম্ম কে করয়ে॥ এক দিন দেখে রাজা সন্ধান করিয়া। সেবাকর্ম্ম নই রাণী করিছে আসিয়া॥ রাজা মনে তুষ্ট কিন্তু রুষ্টভাবে কহে। মোর বধূ তুমি হেন উপযুক্ত নহে॥ হেন শ্রদ্ধা যদি হয়ে বিগ্রহরূপধারী। সেবন করহ এবে নিজ মাথে ধরি॥ রাজার আজ্ঞাতে রাণী বিগ্রহ স্থাপিয়া। সেবানন্দে দিবানিশি মগ্ন হৈলা হিয়া॥ রাণীর চরিত্র রাজা শুনিয়া আনন্দ। ভাবভক্তি দেখিবারে অন্তরে প্রবন্ধ॥ এক দিন রাত্রি যোগে করিয়া গোপন। রাণীর মহলে গেলা আনন্দিত মন॥ প্রকাশিতে দাসীগণে নিবারণ করি। সন্ধিস্থানে দাঁড়াইয়া দেখে উঁকি মারি॥ বীণা বাজাইয়া রাণী গায় প্রভু আগে। অশ্রু পুলকে তনু প্রেম ডগমগে॥ দেখিয়া পুলক রাজা সন্নিকটে গেলা। সেবার শৃঙ্খল দেখি চমকিত হৈলা॥ অন্য অন্য রাণী-গণ সম্ভ্রমে উঠিল। নই রাণী প্রেমে মগ্ন স্ফূর্ত্তি না হইল॥ দাসিগণ আস্তে ব্যস্তে চেতাইতে চাহে। রাজা হাত তুলি পুনঃ মানা করে তাহে॥ দণ্ডেক বিলম্বে রাণী বাহ্যস্ফূর্ত্তি হৈল। রাজা দেখি চমকিয়া সম্ভ্রমে উঠিল॥ গদ গদ ভাবে রাজা বহু প্রসংশিলা। শ্লাঘাতম মানি পুনঃ নিজ স্থানে গেলা॥ নই রাণী সঙ্গে লক্ষ রাণী ভক্ত হৈলা। কৃষ্ণপ্রেম রত্নপুরে হাট বসাইলা॥ কোটি কোটি জনমের পুণ্য মূল্য দিয়া। যতনে রতন কেন সেই হাটে গিয়া॥ সে মূল্য যদি না মিলে মূল্য আছে আর। সাধু-সঙ্গ লাভ মাত্র উপায় তাহার॥

তথাহি। কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতি ক্রিয়তাং যদি কুতোপি লভ্যতে। তত্র মূল্যমপিনোক্তমেকলং কর্ম্মে কোটি সুকৃতৈর্নলভ্যতে॥

সেই মহারাজ আর রাণীর চরণ। কৃষ্ণদাসের হবে করে মস্তকে ভূষণ॥

পয়ার। বিদুরের নারী স্নান করে বস্ত্র রাখি। হেনকালে আইলা কৃষ্ণ বাহির খিড়কি॥ ডাকেন মধুর স্বরে বিদুর বলিয়া। জানিলেন কৃষ্ণচন্দ্র দ্বারে দাণ্ডাইয়া॥ স্বরমাত্র শুনি প্রেমে উন্মত্ত হইয়া। বাহু ভুলি ঐমনি বিবস্ত্রেতে চলিলা॥ কৃষ্ণচন্দ্র ভাব বুঝি নিজ পীতাম্বর। উত্তরীয় বস্ত্র ডারি দিল অঙ্গোপর॥ বস্ত্র অঙ্গে জড়াইয়া উঠিতে পড়িতে। কৃষ্ণ করে ধরি লৈয়া আইল গৃহেতে॥ আনন্দে বিহ্বল কি করিবে নাহি আইসে। পদ ধুয়াইতে মাল্য পরাইতে বৈসে॥ বস্ত্র অলঙ্কার খুঁজি থেমি ঝাঁপি পরে। পরিতে না সহে ব্যাজ দর দূর ডারে॥ কিছুই নাহিক ঘরে নহিল পূরণ। খাদ্য সামগ্রী পাত্র আছে বর্ত্তমান॥ ক্ষুদাবিদ্ধ দশা মোরে বিধাতা করিল। ইহা চিন্তি খেদে অতি বিকল হইল॥ সুবাসিত জল আর মর্ত্তমান রম্ভা। তাহা খাও-য়াইতে মনে হইল অতি আস্থা॥ চাঁদমুখ হেরি হরি বিহ্বল হিয়ায়। নিকটে বসিয়া স্নেহে কদলি খাওয়ায়॥ ছিলিকা ফেলিয়া রম্ভা শ্রীহস্তেতে দেয়। কখন বা শস্য ফেলি ছিলোকা খাওয়ায়॥ চন্দ্রমুখী ভক্তাধীন অমৃতে অমৃত। ছোবা কলা দুর খান সুধা পরিমিত॥ হেনকালে শ্রীমান বিদুর মহাশয়। শুনি-লেন রাজা যুধিষ্ঠিরের সভায়॥ আস্তে ব্যস্তে উঠিয়া চলিলা নিজ গৃহে। যাইয়া দেখেন পূর্ণচান্দ্রে সুধা বহে। শ্রীচন্দ্রবদন তাহে সুধা মৃদু হাসি। হেরিয়া নাচয়ে সাধু প্রেমসিন্ধু ভাসি॥ আজি মোর ধন্য জন্ম ধন্য মোর গৃহ। সফল হইল মোর এ মানব দেহ॥ ইহা বলি মুখচন্দ্র হেরে বারে বার॥ দেখয়ে কলার ছোবা শ্রীহস্ত উপর॥ নারীরে ভর্ৎসয়ে হারে দুর্ভাগা পামরী। শ্রীহস্তে তুলিয়া দেহ ছোবা শস্য ডারি॥ তাহা শুনি ভাগ্যবতী উঠে চমকিয়া। শ্রীহস্ত হইতে ছোবা লইল কাড়িয়া॥ বাক্য-স্ফূর্ত্তি হৈয়া বহু আর্ত্তনাদ কৈল। হাহা মুঞি প্রিয়তমে ছোবা খাওয়াইল॥ সেই দুই নারী আর পুরুষ চরণে। লক্ষ লক্ষ পরণাম মোর কায়মনে॥

সুদা[illegible] বিপ্রের কথা অপূর্ব্ব কথন। যাহার তণ্ডুলকণা খাইল ভগবান॥ অতিশয় নিষ্কাম যে দরিদ্র ব্রাহ্মণ। সের অন্ন নাহি ঘরে করিতে ভক্ষণ॥ ভিক্ষা উপজীবী কষ্টে দিবস যাপন। কি আহার কভু মিলে কভু অনশন॥ একদিন তাহার ঘরণী শান্তমতি। পুরাণের বার্ত্তা কহে স্বামীর সংহতি॥ কৃষ্ণ যে তোমার সখা দ্বারকার নাথ। দারিদ্র্যভঞ্জন প্রভু জগতের তাত॥ তার স্থানে গেলে সর্ব্ব দুঃখ হবে নাশ। ইহা শুনি ব্রাহ্মণের হইল উল্লাস॥ সত্য বটে মোর সখা দ্বারকার পতি। কি দ্রব্য লইয়া যাব কাহার সংহতি॥ তণ্ডুলের কণা গুলি আছিলা গৃহেতে॥ পুটলি বান্ধিয়া লৈল ভেটের নিমিত্তে॥ চলিল ব্রাহ্মণ বৃদ্ধ পথ নাহি দেখে। খুদের পুটলি কাঁখে কৃষ্ণ বলি ডাকে॥ কতদিনে দ্বারকায় উপনীত হয়ে। পুরীর সৌষ্ঠব দেখি মনে বিচারিয়ে॥ মোর সখা কৃষ্ণের কি এতেক ঐশ্বর্য্য। কিম্বা কোন ধনী হবে কিম্বা রাজকার্য্য॥ এত ভাবি ধীরে ধীরে চলে পুরী দ্বারে। কৃষ্ণ কহে সখা ওহে বলিয়া ফুকারে॥ ব্রাহ্মণের অবারিত দ্বার সবে জানে। লয়ে গেল ব্রাহ্মণেরে অন্তঃপুরঃস্থানে॥ চারিপার্শ্বে চাহি দেখে মণিমুক্তাময়। ধীরে ধীরে খুদ পুটুলি বগলে লুকায়॥ কৃষ্ণচন্দ্র লক্ষ্মীসনে রত্নসিংহাসনে। দেখিয়া মুর্চ্ছিত হয়ে পড়িল ব্রাহ্মণে॥ কৃষ্ণচন্দ্র আগুসরি উঠা-ইয়া লৈল। আইস আইস সখা বলি আলিঙ্গন কৈল॥ প্রীতি-বাক্যে তুষি বহু পাদ ধুয়াইয়া। পুছেন মঙ্গলবার্ত্তা গৃহে বসা-ইয়া॥ পুরাতনী গুরুগৃহে পাঠের বারতা। চরচা পড়িল কাষ্ঠ আনিবার কথা॥ কৃষ্ণ কহে সখা তোমার কক্ষে কিবা হয়। সুদামা কহেন সখা না না কিছু নয়॥ ইহা বলি লজ্জা পাই খুদের পুটুলি। ইতি উতি চাহে আর দাবে কাঁখতলি॥ উঠা-ইয়া লইয়া কৃষ্ণ এক মুষ্টি খাইল॥ লক্ষ্মীদেবী কর পাতি এক মুষ্টি লৈল॥ পুনঃ এক মুষ্টি কৃষ্ণ লইয়া খাইতে। ঝাঁপিয়া লইয়া হাত তুলি দিল মাথে॥ মোর দিব্য পুনঃ সখা যদি আর খাও। তোমার অযোগ্য ইহ যোগ্য তুমি নও॥ কতক দিবস বিপ্র

তথায় থাকিয়া। বিদায় হইয়া মনে ভাবে পথে যাইয়া॥ সখা মোর অতিশয় সম্মান করিল। কিন্তু অত্র সম্বল মোরে কিছু নাহি দিল॥ পুনঃ ভাবে না দিল সেই বহু দিল। অর্থে রজঃ তমো বুদ্ধি ইহা বিচারিল॥ অতএব নিজ পদে মতির স্থাপন। ধন নাহি দিল মোরে ইহার কারণ॥ পুনঃ ভাবে ঘরে কিছু নাহিক সম্বল। গৃহে যাই ব্রাহ্মণীকে কি বলিব বোল॥ ভাবিতে ভাবিতে নিজ গ্রামে উপনীত। নিজ গৃহ নাহি দেখি হইল চমকিত॥ কোন ধনী ইহা আসি কৈল রত্নাগার। মহাঠাট বাট দেখি দাসী অনুচর॥ ব্রাহ্মণী কোথায় মোর কি করি উপায়। হেনকালে বিপ্র দূর হইতে দেখয়॥ এক নারী শত শত দাসিগণ সনে। নানা মণিমুক্তায় ভূষিতা আভরণে॥ নিকটে আসিয়া ডাকে সমাদর করি। বিপ্র কহে কে তুমি ডাকহ কার নারী॥ হাসিয়া কহয়ে মুঞি তোমার ঘরণী। লক্ষ্মীনারায়ণ রূপা কৈল ভক্ত জানি॥ তাঁহার আজ্ঞায় বিশ্ব-কর্ম্মা আসি কৈল। এ ঘর দুয়ার ধন্য ধান্য বস্ত্র দিল। তখন বুঝিল বিপ্র সখার একর্ম্ম। আসিতে কিছু না দিল এই তার মর্ম্ম॥ নব যুবা রূপে দুঁহে ভুঞ্জে নানা ভোগ। যার শ্রীচরণ রজে খণ্ডে ভবরোগ॥ জন্ম মৃত্যু জরা রোগ শোক গেল দূরে। ডুবিল শ্রীকৃষ্ণ প্রেম অমৃতসাগরে॥

পয়ার। এক রাজপুত্র তার চন্দ্রহাস নাম। বিপদ কালেতে লৈয়া রাখে অন্য ধাম॥ অন্য সে দেশাধিপ রাজার দেওয়ান। শিশু লৈয়া ভেট দিল নৃপতির স্থান॥ পালন করিয়া রাজা রাখে নিজ ঘরে। দাসীপুত্র ন্যায় থাকে নাহি সমাদরে॥ এক দিন রাজপুরে ব্রাহ্মণ ভোজন। সেইখানে গেলা শিশু সঙ্গে শিশুগণ॥ সর্ব্বজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ দেখি শিশুবর। রাজার জামাতা হবে কহে পরস্পর॥ রাজা তাহা শুনিয়া ক্ষোভিত হৈল মন। মোর কন্যা যোগ্য এই দাসীর নন্দন॥ এত ভাবি বিচারিল বালকে মারিতে। নীচগণে আজ্ঞা দিল মশানে লইতে॥ স্বাভাবিক বালকের কৃষ্ণপদে মতি। অচ্ছেদ্য অভেদ্য হয় বেদের সম্মতি॥

শিশুরে লইয়া গেল কাটিতে মশানে। কৃষ্ণে যার মতি তার কি করিবে আনে॥ চন্দ্রহাস কহে মোরে হইবে মরিতে। কিন্তু এক কথা মোর নেহারা রাখিতে॥ আঁখি মুদে মুহূর্ত্তেকে বসিয়া থাকিব। শির হেলাইব তবে খড়্গ হানিব॥ ইহা বলি কৃষ্ণ পদে মন নিয়োজিল। শির হেলাইয়া খড়্গ হানিতে কহিল॥ কৃষ্ণ করুণা মহা বলবান হয়। আর্দ্র হইল সেই নীচগণের হৃদয়॥ কেহ বলে ছাড়ি দেহ যাউক অন্তরে। মারিনু করিয়া ছল কহিব রাজারে॥ কেহ বলে কিছু চিহ্ন লহ দেখাইতে। অঙ্গুলি কাটিয়া লহ প্রতীত জন্মাইতে॥ বালকের এক হস্তে ছয় অঙ্গুলী ছিল। বৃদ্ধ দুই অঙ্গুলীর এক কাটি দিল। ঈশ্বরের কৃপা দেখ হয় গূঢ়তর। রাজযোগ্য নাহি হয় ছয় অঙ্গুলী কর॥ এই হেতু এক অঙ্গুলী তার কাটা গেল। পরে নৃপাসনযোগ্য ছলে করাইল॥ নীচগণ লইয়া অঙ্গুলী দেখাইল। চন্দ্রহাস যাইয়া অরণ্যে প্রবেশিল॥ ঐ রাজার প্রতিযোগী কোন রাজা অন্য। মৃগয়া করিতে গিয়া বেড়িল অরণ্য॥ তার মধ্যে দেখে এক অপূর্ব্ব বালক। আনিয়া রাখিল ঘরে বৎসর কতেক॥ পুনঃ সেই রাজ-স্থানে ঐ যে বালক। আর কত দাস দাসী ধনাদি যতেক॥ আপোসেতে ভেট দিল প্রণয়পূর্ব্বক। চমকিয়া নৃপতি চাহিয়া রৈল মুখ॥ এই বালকেরে পূর্ব্বে কাটে মোর দূত। পুনঃ কোথা হৈতে আইল কিবা এ অদ্ভুত॥ রাজা বুদ্ধি হেতু মনে বিচার করিলা। দূতগণ ছাড়ি মোরে প্রবঞ্চনা কৈলা॥ বালক কৃষ্ণভক্ত আর বিবাহ নির্ব্বন্ধ। তথাচ না বুঝে রাজা মূঢ়-মতি মন্দ॥ পুনঃ মারিবারে চেষ্টা করয়ে নৃপতি। কিছু দূরে উপবন পুত্র আছে তথি॥ ভ্রাতা অনুগত রাজা কন্যা নাম লিখে। ভ্রাতার নিকটে থাকে স্নেহেতে অধিকে॥ বিষ খাওয়াইয়া চন্দ্র-হাসে মারিবারে। উপায় চিন্তিয়া উপবনে পুত্র দ্বারে॥ পত্র লিখি পুত্রে ইহ যে দণ্ডে যাইবে। সেই ক্ষণে বালকে বিষ সম-র্পিবে॥ পত্রী চন্দ্রহাসে দিয়া কহয়ে নৃপতি। উপবনে পুত্র স্থানে যাহ শীঘ্রগতি॥ পত্রী নিয়া শীঘ্র দিল রাজপুত্রস্থানে।

পত্রী পড়ি বালক দেখিয়া হর্ষ মনে॥ সুন্দর কুমার দেখি বিচারয় মনে। রাজা পাঠাইলা লিখে বুঝার কারণে॥ ইহা বুঝি রাজ পুত্রে সেইক্ষণ মাত্রে। ভগিনীর বিবাহ দিলেক সেই পাত্রে॥ হরিভক্ত মহিমার ধর্ম্ম কে জানয়। বিষ দিতে বিয়ে দিলে এ বড় বিস্ময়॥ বর কন্যা গৃহে আইল মঙ্গলাচরণে। এত অপমান মোর না সহে পরাণে॥ বৃত্তান্ত শুনিয়ে রাজা নিন্দয়ে আপনে। ছি ছি ধিক্ ধিক্ মোর এ ছার জীবনে॥ মোর কন্যা হেন বরে বিধি ঘটাইল। গর্ভবাসে মোর কেন মৃত্যু না হইল॥ শিশু কৃষ্ণভক্ত আর বিবাহ নির্ব্বন্ধ। তথাচ না বুঝে রাজা মূঢ়মতি মন্দ॥ পুনঃ মারিবারে তবু উপায় চিন্তয়। কন্যা রাঁড় হয় হউক স্বীকার করয়॥ বিবাহের পরে দেবীপূজা কুলধর্ম্ম। করি-বারে গেলা বর লইয়া শুভকর্ম্ম॥ রাণীগণ রাজপুত্রগণ সবে গেলা। চন্দ্রহাসে মারিবারে দূত পাঠাইলা॥ ভাল মন্দ চন্দ্রহাস কিছুই না জানে। মন বুদ্ধি সদা মাত্র কৃষ্ণের চরণে॥ দেবীরে প্রণামং করিতে সবে কহে। সেই তর্কে রাজদূত খড়্গাহস্তে রহে॥ কৃষ্ণ ভক্ত হিংসা দেবী সহিতে নারয়। প্রতিমা ফাটিয়া উগ্ররূপে বাহিরায়॥ খড়্গাঘাতে রাজপুত্র আদি নীচগণে। মস্তক কাটিয়া করে কন্দুক ক্রীড়নে॥ রাজ শোকাকুলী হৈয়া যায় দেবী স্থানে। আত্মঘাত করি তেয়াগয় নিজ প্রাণে॥ কৃষ্ণের স্বতন্ত্র ইচ্ছা অব্যর্থ সন্ধানে। চন্দ্রহাস বৈসে গিয়া রাজ সিংহাসনে॥ অতএব নির্ব্বিঘ্নে হরির ভকত। তার পদে যার মতি সেই এই মত॥ চন্দ্রহাস রাজসিংহাসনেতে বসিয়া। শাসন করিল রাজ্য কৃষ্ণ-ভক্তি দিয়া॥ এছার জনমে মোর প্রার্থনীয় এই। সেই রাজ্যে প্রজা হৈয়া যেন জন্ম লই॥

ইতি শ্রীভক্তমালে দ্বাদশ মহাভাগবতে আদি চরিত্র বর্ণনং চতুর্থমালা সম্পূর্ণ।

পঞ্চম মালা।

জয় শ্রীচৈতন্য হরি জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর ভক্তবৃন্দ॥ জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ। শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ॥

ভাগ্যবতী কুন্তীজীর মহিমা অপার। কিঞ্চিৎ শকতি কার নাহি কহিবার॥ অলঙ্ঘ্য অগম্য গুহ্যতমাধিক গুহ্য। অসম্ভব অলৌকিক মহিমা সুচর্য্য॥ কৃষ্ণকৃপা অমৃতের রতনভাজন। তাঁর কৃপা শুভদৃষ্টি মাগে জগজন॥ তাঁহার চরিত্র কথা বর্ণনা না হয়। যেন সিন্ধুজল সেচি শেষ নাহি পায়॥ যার সর্ব্বৈশ্বর্য্য পদে মন না ধাইল। বিপদ ঐশ্বর্য্য পুনঃ প্রার্থনা করিল॥ কৃষ্ণ-প্রেম-মকরন্দ আস্বাদের মর্ম্ম। যারে বেদ্য হয়ে সেই বলে দেহ ধর্ম্ম। অতএব কুন্তীজীর মহিমা অপার। পার না পাইয়া করি সংক্ষেপে বিচার॥ তার কণা ভিক্ষা আসে হৃদয় পশারি। দরিদ্র আমরা আছি নিরীক্ষণ করি॥ হে দেবি কৃপায় কর দরিদ্র ভঞ্জন। শূন্য মোর চিত্তগৃহ দেহ প্রেম ধন॥

দ্রৌপদী সতীর অসাধারণ মহিমা। গুণের সে সার যার নাহি হয় সীমা॥ যার গুণ গাইতে ভারত ইতিহাস। উল্লাসে উল্লাসে উপরি ঝুপরি বহে শ্বাস॥ সভামধ্যে লইয়া দুর্ম্মতি দুঃশাসন। বিবস্ত্র করিতে করে বস্ত্র আকর্ষণ॥ কৃষ্ণ হে বলিয়া সতী ডাকে উচ্চৈঃস্বরে। উৎকণ্ঠা হইয়া আসি বস্ত্র রূপ ধরে॥ বিপক্ষ যতেক বস্ত্র টানিয়া খসায়। ততই আইসে তার শেষ নাহি হয়॥ নানা চিত্র বিচিত্র অমূল্য বসন। রাশি রাশি হৈল কত না হয় গণন। সভাসদ্ দেখি সবে চমৎকার হৈল। বিপক্ষ ভাবিয়া কিছু পার না পাইল॥ মহারাজগণ সবে বুঝিলেন মর্ম্ম। অনুভাবে পাণ্ডবনাথের এই কর্ম্ম॥ এক দিন বনবাসে পাণ্ডবের স্থানে। বিপক্ষ প্রার্থীতে দুর্ব্বাসা শিষ্য সনে॥ ভোজনের পরে দিবা অবসান সময়ে। দশ হাজার শিষ্য সদনে আইলা আশ্রমে॥

ভক্ষ্য সামগ্রী কিছু নাহিক কুঠীরে। উদ্বিগ্ন হইলা অতি কম্পিত অন্তরে॥ সূর্য্যদত্ত পাকস্থলী পাক কৈল তায়। লক্ষ লোক খাইলেও নাহিক ফুরায়॥ কিন্তু সে দ্রৌপদী যে পর্য্যন্ত নাহি খায়। খাইলে স্থলীর অন্ন তৎক্ষণে সে ফুরায়॥ এতেক অতিথি তাহে দুর্ব্বাসা তেজস্বী। করিবেক এখনি কটাক্ষে ভস্মরাশি॥ সন্ধ্যা করিবারে মুনি গেলা নদীতীর। দ্রৌপদী সহিত সবে ভাবিয়া অস্থির॥ দ্রুপদনন্দিনী সতী ভাবিয়া যুকতি। পাণ্ডবের নাথ কৃষ্ণ বিনে নাহি গতি। হে কৃষ্ণ হে সখে হে শ্রীমধুসূদন। এইবার রক্ষ রক্ষ লইনু শরণ॥ তোমার পাণ্ডকুল আজি যে হইতে। বিনাশ হইল রাখ এই সঙ্কটেতে॥ ইহা বলি উচ্চৈঃস্বরে কান্দিতে লাগিলা। হেনকালে শীঘ্র কৃষ্ণ উপনীত হৈলা॥ কৃষ্ণ কহে কেনে সখি কান্দ কি কারণে। চমকিয়া উঠি হর্ষে কহে বিবরণে॥ কৃষ্ণ কহে যে হউক সে পশ্চাৎ করিহ। সংপ্রতি আমার ক্ষুধা খাইতে কিছু দেহ॥ বিপদ ভুলিয়া স্নেহে চমকিত হৈল। কৃষ্ণ মুখ শুষ্ক দেখি অন্তর বিকল॥ হাহা ঘরে কিছু নাহি কি দিব খাইতে। কৃষ্ণ কহে বহু দ্রব্য আছে পাকপাত্রে॥ দ্রৌপদী কহেন পাত্র রেখেছি ধুইয়া। কৃষ্ণ কহে আছে দেখ আশ পাশ চাঞা॥ দেখয়ে আছয়ে মাত্র এক শাক কণা। কৃষ্ণ জোরাবরী দিল বদনে আপনা॥ বিশ্বম্ভর সেইক্ষণে পরিতৃপ্ত হইল। জগতের ক্ষুধা তৃষ্ণা সব দূরে গেল॥ হেথা ঋষি দশ হাজার শিষ্যের সহিতে। উদরস্পন্দন কেহ না পারে চলিতে॥ নানা মিষ্ট সামগ্রী উদ্গার উঠায়। উদর ফাটিয়া উঠে সবে এই কয়ে। রাজস্থানে না যাইয়া কারে না কহিয়া॥ অমনি শিষ্যের সহ গেলা পলাইয়া॥ কৃষ্ণ রক্ষা করে যারে ত্রৈলোক্যের মাঝে। কোথা পরাভব তার কেবা তারে ব্যাজে॥ অতএব কৃষ্ণকৃপা পূর্ণ দ্রৌপদীকে লজ্জা নিবারিলা পুনঃ রাখে ঋষি হৈতে॥ অনেক প্রকারে কৃপা কৈল কৃষ্ণচন্দ্রে। অতএব সৌভাগ্যের নাহি যার অন্ত॥ তাঁহার চরণরজঃ ধরি মস্তকেতে। কৃষ্ণপ্রেম ভক্তিনিধি লভ্য যাহা হৈতে।

চরিত্র শ্রীশ্রুতদেবস্য।

যোগেশ্বর আদি হরিরসে সুপ্রবীণ। তার মধ্যে শ্রুতদেব কহি প্রেম চিহ্ন॥ হরিগৃহে আইলা দেখি প্রেমে ভরি গেল। বস্ত্র উড়াইয়া ঘুরি নাচিতে লাগিল॥ উর্দ্ধবাহু হৈয়া ঘুরি নাচিয়া বেড়ায়। ধন্যোহং ধন্যোহং বলি বলে উচ্চরায়॥ উন্মত্ত পাগল যেন ক্ষণে উঠে পড়ে। কম্প অশ্রু কণ্ঠরোধ বাক্য গড়েবড়ে। যত সাধু সেবা সঙ্গ বিনয় প্রসঙ্গ। করিল যে শ্রুতদেব তাহারি এ রঙ্গ॥ অতএব সাধুসেবা সাধু সঙ্গে মজ। দেখিয়া শুনিয়া ভাই বৈষ্ণবেরে ভজ॥ বৈষ্ণবের পাদরজঃ শিরের ভূষণ। করিয়া এড়াও ভাই সংসার বন্ধন॥ কৃষ্ণপ্রেম সুধা সুখ সার মহার্ণবে। অবগাহিবারে কেহ বুদ্ধিমান হবে॥ একান্ত নিশ্চয় তার এই সুসিদ্ধান্ত। বৈষ্ণবচরণে লও শরণ একান্ত॥ কুতর্ক না কর ইথে তর্কে বহুদূর। অতি দূরে ত্যজ সঙ্গ তার্কিক অসুর॥ সাধু শাস্ত্রমতে সৎসম্প্রদানুক্রমে। ব্রজ যদি আশা কর বর্য্য কৃষ্ণপ্রেমে॥ প্রবেশ করিয়া মতি অন্তরে বিচার। কৃষ্ণ কৃষ্ণভক্তরস আস্বাদন কর॥

অংঘ্রি অম্বুজ পাগুকো জনম হোঁ যাহিহোঁ।
প্রাচীনবর্হি সত্য বহুগণ সগরভগীরথ ইত্যাদি।

সত্যব্রত বহুগণ সগর ভগীরথ। প্রাচীনবর্হি রুক্মাঙ্গদ বাল্মীক ভরত॥ মিথিলেশ হরিশ্চন্দ্র দধীচি উদার। সুরথ সুধন্না শিবি ভবনিধি পার॥ তাম্রধ্বজ অলরক নিমি ময়ূ ধ্বজ। বসুমতী অতী বনদাবা পদরজঃ॥ জনমে জনমে করি মস্তকে ভূষণ। ইহা বিনু নাহি মাঙ্গো আর কিছু ধন॥

চরিত্র শ্রীপ্রাচীনবর্হি রাজার।

প্রাচীনবর্হি আদি করি প্রসিদ্ধ যে হয়। যেন রবি শশী পরিচয় না যুয়ায়॥ তথাপিহ তার মধ্যে কিঞ্চিৎ কহিয়া। বিবরণ মাত্র নিজ পবিত্র লাগিয়া॥ আর কিছু শোক মোর নাহিক অন্তরে। বৈষ্ণবের পদরেণু মাত্র ধরি শিরে॥ প্রাচীনবর্হি আর দুই যে বাল্মীক। একদ্বিজ কুলে জন্মিল কি কব অধিক॥ আরে বিপ্রকুলে জন্মিল ভাল সঙ্গ হৈল। পশ্চাৎ সৎসঙ্গ হৈতে ত্রৈলোক্য

তারিল॥ তাহা দোঁহার মহিমা যে পশ্চাৎ কহিব। প্রাচীন-বর্হের কথা কিঞ্চিৎ বর্ণিব॥ প্রাচীনবর্হ রাজা পূর্ব্বাবস্থায় কর্ম্মী হয়। নারদ দেবর্ষি যার ঘুচাইলা সংশয়॥ প্রাদেশ প্রমাণ কুশা পাতি যজ্ঞ করে। দ্বিতীয় যজ্ঞের দীক্ষা সেই কুশা অগ্রে॥ পশ্চিম সাগর হৈতে পূর্ব্ব জলনিধি। সঙ্কল্প করিলা যজ্ঞ নাহিক অবধি॥ দয়াল নারদ ঋষি থাকিয়া আকাশে। দেখিয়া ভাবেন মূর্খ না জানে বিশেষে॥ কর্ম্মরজোরজে ইহার চক্ষু অন্ধ হয়ে। অন্ধজনে সূর্য্যের কিরণ না দেখয়ে॥ অতএব হঠাৎ ভক্তিযোগ না কহিব। প্রথমেতে এক ইতিহাসেতে বুঝাব॥ ইহা চিন্তি দেবঋষি তথাতে আইলা। বুঝি বহুকালে নৃপের ভাগ্য প্রকাশিলা॥ বহু সমাদর করি আসন অর্পিলা। পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া দণ্ডবৎ স্তুতি কৈলা॥ ঋষি কহে কিছু বার্ত্তা চাহি কহিবারে। মনোযোগ কর যদি সুস্থির অন্তরে॥ গোসাঞি দয়ার নিধি অপূর্ব্ব কাহিনী। কহেন শুনয়ে রাজা করি যোড়পাণি॥ পুরঞ্জন পুরঞ্জনী নামেতে মিথুন। অপূর্ব্ব পুরীতে বৈসে রতনে জটন॥ পুরী নবদ্বার নবদিগেতে বিহরে। রূপ রস শব্দ আদি ভোগ দ্বারে দ্বারে॥ পূর্ব্বাপর ভূত ভবিষ্যত দিবানিশি। কিছু নাহি জানে মাত্র মগ্ন সুখরাশি॥ পঞ্চশির সর্প তাহে পুরী রক্ষা করে। দন্ত অহংকারে বশে আপনা পাসরে॥ কিছু কাল এইরূপে করয়ে যাপন। কালকন্যা রাক্ষসী জরা বলিয়া আখ্যান॥ ত্রৈলোক্য বিজয়ী সেই আসিয়া পশিল। পুরী ভাঙ্গিবারে তথা উদ্যোগ করিল॥ পঞ্চ শিরিয়া সর্প রক্ষক সহিতে। বিগ্রহ করিয়া তারে হানে পদাঘাতে॥ পরাভব করি তারে কপাট ভাঙ্গিয়া। ক্রমে ক্রমে পুরী ভাঙ্গি পুরে প্রবেশিয়া॥ ভাঙ্গিয়া চূর্ণিত করি দেয় খেদাড়িয়া। পুনঃ বৈসে অন্য পুরী নির্ম্মাণ করিয়া॥ পুনঃ যাইয়া পুনঃ পুরী ভাঙ্গি ডারে। খেদাড়িয়া দেয় আর পদাঘাত করে॥ এইমত কোটি কোটি পুরীতে বসয়। সকল ভাঙ্গিয়া আর নিগ্রহ করয়॥ দুঃখের অবধি নাই চিন্তয়ে উপায়। কাহার শরণ লব কেবা নিস্তারয়॥ রক্ষা কর্ত্তা

জ্ঞানে সর্ব্বদেব পিতৃযোগ্য। সবার শরণ ক্রমে ক্রমে লৈল অজ্ঞ॥ কেহ রক্ষা করিবারে না হইল শক্তি। ক্লেশের নাহি সীমা ভাবে দিবা রাত্রি॥ পুরঞ্জনী কহে প্রিয় কি করি উপায়। আমিত সহিতে আর নারী দুঃখচয়॥ ত্রৈলোক্য সবার ক্রমে লইল শরণ। কেহত নহিল দুঃখে রক্ষার কারণ॥ এক কথা মনে মোর পড়িল দৈবাৎ। তব পুরাতনী সখা সবাকার নাথ॥ আছয়ে ভাবিয়া দেখ পড়ে কি না মনে। পুরঞ্জন কহে এই হইল স্মরণে॥ তাঁহার শরণ তবে যাইয়া লইল। আর কেন ভয় নাহি নির্ব্বিঘ্ন হইল॥ রাজা কহে গোসাঞি মুঞি বুঝিতে নারিনু। অল্পবুদ্ধি মোরা নাহি বুঝি স্পষ্ট বিন্দু॥ পুনঃ বিবরিয়া মুনি কহে স্পষ্ট অর্থ। যাহা হৈতে বুঝে রাজা অর্থ সে যথার্থ॥ যে কহিনু পুরঞ্জন পুরঞ্জনী নাম। জীব আর বুদ্ধি মিথুন অনুক্রম॥ পুরীসম দেহ নবদ্বারময় রন্ধ্র। যাহার দ্বারায় সুখ ভুঞ্জ মাত্র ধন্ধ॥ পঞ্চ শিরিয়া সর্প পঞ্চ প্রাণ বাত। যাহা বিনে দেহেন্দ্রিয় তৎক্ষণাৎ নিপাত॥ কাল কন্যা জরা যেই কহিনু রাক্ষসী। কালক্রমে ক্ষয় করে জরা দেহে পশি॥ পঞ্চ শিরিয়া সনে যুদ্ধ যে কহিনু। জরা ভাঙ্গিবারে চাহে প্রাণ রাখে তনু॥ জরা স্থানে পরাভবে রাখিতে নারিলা। কপাট দশম ভাঙ্গি দেহে প্রবেশিলা॥ দেহ রূপ পুরী সেই ক্রমে ক্রমে নাশে। কাশ শ্বাস আসি জন্মে বিনাশয়ে শেষে॥ এইমত কোটি কোটি শরীর জন্মায়। একবার হয় আবার যায় ক্ষয়॥ কভু স্বর্গে কভু মর্ত্ত্যে কভুতো নরকে। কভু দ্বীপান্তরে জন্মে কভু নাগলোকে॥ শৃগাল পতঙ্গ কীট কুক্কুর পাদপ। নদ নদী গিরি প্রেত ভূত নীর ভূপ॥ নানা যোনি নানা বর্ণ হয় অগণন। রক্ষা হেতু করে নানা দেব আরাধন॥ নানা যোগ্য নানা বিধি করি শ্লাঘ্য মানে। কাহার শকতি নাহি সংসারের ত্রাণে॥ ভ্রমিতে ভ্রমিতে যবে সাধু কৃপা হয়। পুরাতনী সখা তবে মনেতে পড়য়॥ কর্ম্মের বাসনা যার বুঝে ভক্তি-মর্ম্ম। সাধু সঙ্গে জন্মে তবে পরমার্থ ধর্ম্ম॥ পুরাতনী সখা পরমার্থ কৃষ্ণচন্দ্র। তাহার শরণ তবে লইয়া আনন্দ॥ সংসার

মোচন হেতু প্রধান কারণ। উত্তম প্রেমভক্তি যেই হেতু সনাতন॥ মুক্তি যাতে তুচ্ছ ফল করিয়া মানয়। যার দেহে শুদ্ধ ভক্তি দেবীর আলয়॥ এত শুনি প্রাচীনবর্হি নামে মহারাজা। বুঝিয়া আপন বিবরণ পায় লজ্জা॥ অপূর্ব্ব প্রহেলী শুনি চমৎকার হয়। আপনা ধিক্কার করি ঋষিরে কহয়॥ আপনি কহিলে যেই সেই সত্য হয়। ইহাতো আচার্য্যগণ মোরে না জানায়॥ মুনি কহে বিপ্রগণ অর্থ আকাঙ্ক্ষা প্রীত। যেই জানে সেই নাহি কহয়ে উচিত॥ তৎক্ষণাৎ যজ্ঞে রাজা হইয়া বিরতি। কুশাঙ্গুরী খুলিয়া ডালিয়া দিল ক্ষিতি॥ গোসাঞির শ্রীচরণে পড়িয়া কান্দয়ে। শরণ লইনু কহ আমার উপায়ে॥ মুনি কহে শ্রীকৃষ্ণ চরণে সঁপি মন। এখনি চলহ বনে ছাড়ি রাজ্য ধন॥ রাজা কহে পুত্রে করি রাজ্য সমর্পণ। মুনি কহে তাহা নহে এখনি গমন॥ মুনি স্থানে দীক্ষা শিক্ষা করিয়া রাজন। অমনি গমন কৈল কৃষ্ণে ধরি মন॥ অতএব সাধুসঙ্গ দেখহ মহিমা। ক্ষণমাত্র মহিমার নাহি গার সীমা॥ বিশেষ শ্রীনারদ গোস্বামী দয়াময়। জীবের নিস্তার হেতু কাতর আশয়॥ হেন যে গোস্বামী পদে রহুঁ মোর মতি। জন্মে জন্মে এই মোর একান্ত কাকুতি॥

চরিত্র বাল্মীকি জীর।

দুই বাল্মীকির মধ্যে একের চরিত্র। পশ্চাৎ বর্ণিব তার মহিমা পবিত্র॥ আর বাল্মীকি যেহ শ্রীনারায়ণ। প্রকাশ করিয়া কৈল ত্রৈলোক্য পাবন॥ লোকে প্রকাশিয়া রামলীলা গুণকথা। ত্রিভুবনে উদ্ধারিল ভগীরথ যথা॥ পূর্ব্বাবস্থা অসৎসঙ্গে দস্যুবৃত্তি কৈল। সৎসঙ্গ গুণে মরা মরা যে জপিল॥ বাল্মীক মৃত্তিকাতে যে দেহ আচ্ছাদিল। তেকারণে বাল্মীকি যে নাম প্রকাশিল॥ সেই বাল্মীকেরে মহাভাগবত বলি। শ্রুতি স্মৃতি যার গুণ গায় বাহুতুলি॥ তাঁর নাম গুণ গান যে নর করে। সেই ধন্য ধন্য এই জগত সংসারে॥ তাঁর পদরজঃ ধারণে অধিকাই। সেই ভাগ্য বুঝি কভু মুক্তি করি নাই॥ জন্মে জন্মে আর কিছু নাহি করি আশ। আশা এই মাত্র হও বৈষ্ণবের দাস॥

চরিত্র দ্বিতীয় বাল্মীকি।

মহাভারতের রাজসূয়ের আখ্যানে। যজ্ঞ পূর্ণ হৈল রাজার যার আগমনে॥ বাল্মীকি তাঁহার নাম শ্বপচ জাত্যংশে। ভুবন-পাবন তাঁর পরীক্ষায় যজ্ঞাংশে॥ তাঁর বিবরণ কিছু সংক্ষেপে বর্ণিব। দিগদরশন মাত্র স্থূলার্থ কহিব॥ মহারাজা পাণ্ডব ধর্ম্ম-পুত্র যুধিষ্ঠির। শুদ্ধ অনুষ্ঠানে রাজসূয় কৈল ধীর॥ ব্রাহ্মণ ভোজন বহু লক্ষ লক্ষ হয়। ক্রয় করিয়া শঙ্খ ঘণ্টা যে বাজয়॥ পূর্ণকালে নাহি বাজে বিস্ময় হইয়া। রাজা জিজ্ঞাসেন কৃষ্ণে চমকিত হিয়া॥ শঙ্খ ঘণ্টা না বাজিল ছিদ্র কি হইল। কৃষ্ণ কহে মহৎ ছিদ্র বৈষ্ণব না খাইল॥ সে হেতু অপূর্ণতায় শঙ্খ না বাজিল। শ্রুতি স্মৃতি প্রমাণেতে বিধি হীন হৈল॥ রাজা কহে লক্ষ লক্ষ লোক যে খাইল। ইহার মধ্যেতে কেহ বৈষ্ণব না ছিল॥ কৃষ্ণ কহে নাহি নাহি শুদ্ধ ভক্ত যারা। যজ্ঞেতে আসিয়া কেন খাইবেক তাঁরা॥ লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজনে যেই ফল। এক ভাগবত ভোজনের নহে বল॥ অতএব যজ্ঞ পূর্ণ না হয় তোমার। রাজা কহে কহ তবে উপায় ইহার॥ কৃষ্ণ কহে তব এই নগরের মধ্যে। বাল্মীকি নামেতে রুইদাস শত বুদ্ধে॥ ভাগবত রসবন্ত অতি সে সুপাত্র। জাতি বুদ্ধি নাহি কর পরম পবিত্র॥ আমি যে কহিনু ইহা প্রকাশ না করে। সাধারণ যেন বাহে ভক্তি অন্তরে॥ ইহা শুনি রাজা চমকিত ভাব ভরে। আনিতে পাঠান ভীমার্জ্জুন দোঁহাকারে॥ বাল্মীকি সে কৃষ্ণ সেবা-নন্দেতে বিভোরে। আনিতে পাঠান ভীমার্জ্জুন দোঁহাকারে॥ বাল্মীকি সে রূপ সেবানন্দেতে মগন। সুধীর স্বভাব অতি গদ গদ মন॥ চলিতে চলিতে দোঁহে তথা উপনীত। বাল্মীকি দেখিয়া হৈল অতি চমকিত॥ থর থর সাধু কাঁপে সাধু সভয় অন্তরে। আমি নীচ রাজা কেন আমার দুয়ারে॥ দণ্ডবৎ করি দোঁহে করে বহু স্তব। বাল্মীকিকে কহে এহো অতি অসম্ভব॥ পুনঃ সাধু দোঁহা আগে অষ্টাঙ্গে পড়িল। উঠাইয়া দোঁহে তাঁরে হৃদয়ে লইল॥ বিনয় করিয়া কহে মোদের সদনে। পদ ধৌত-

আদি আর উচ্ছিষ্ট অর্পণে॥ যাহাতে হইবে কৃপা করি একবার। তেহো কহে একি একি কচালিয়া কয়॥ আমি নীচ জাতি ক্ষুদ্র অস্পর্শি পামর। আমি কিসে যোগ্য যাইবার রাজদ্বার॥ তবে যদি যাব আজ্ঞা লঙ্ঘিতে না পারি। মোসমান যোগ্য কর্ম্ম করিবারে পারি॥ উচ্ছিষ্ট ডারিব আর ঝাড়ু বাড়ু দিব। পদ ধোয়াইতে মুঞি যোগ্য না হইব॥ কৃপা করি এই আজ্ঞা মোরে যদি হয়। হেন যোগ্য পুরী স্পর্শ মোরে না জুয়ায়॥ পাথালি করিয়া শ্রীলভীম মহাশয়। লইয়া আসিয়া শ্রেষ্ঠ আসনে বসায়॥ মঙ্গলাচারয়ে দ্বারে দ্বারে পাতি ঘট। কদলীর বৃক্ষ রোপে নাচে নটি নট॥ হুলু হুলু ধ্বনি শঙ্খ বাদ্য কোলাহল। পরস্পর দেয় দধি হরিদ্রের জল॥ মহামহোৎসব হৈল রাজ্যের সদনে॥ নানা বাদ্য বাজি স্তুতি করে বন্দিগণে॥ কৃষ্ণচন্দ্র বিরলে ডাকিয়া দ্রৌপদীরে। নানা পরিপাটী পাক সামগ্রী বিচারে॥ সুন্দর শাকান্ন আর ব্যঞ্জন রসালা। নানামত অমৃত আস্বাদ পাক কৈল॥ স্বর্ণপাত্রে সাজাইয়া সুন্দর প্রকারে। বাল্মীকিরে ডাকি রাজা সন্তোষ অন্তরে॥ বাল্মীকি সে কহে মোরে বাহির অঙ্গনে। এক মুষ্টি দেহ যাই করিয়া ভোজনে॥ রাজ পাকশালা গৃহে লইয়া বসালা। সামগ্রী দেখিয়া সাধু আনন্দিত হৈলা॥ শাক জুপ রসালাদি অগণ্য গণনে। কিছু কিছু সব দ্রব্য করে আস্বাদনে॥ ভোজনের তাৎপর্য্য না হয় সাধুর। কৃষ্ণ কৈছে আস্বাদিলা কোন সে মধুর॥ এইমাত্র অনুভবে আনন্দ হৃদয়। দ্রৌপদীর মনে কিছু অবজ্ঞা জন্মায়। হেন পরিপাটি রূপে রন্ধন করিল॥ নীচকুলে জন্ম খাবার ক্রম না জানিল॥ পূর্ণ শঙ্খ না বাজিল রাজা জিজ্ঞাসয়। বেত্রাঘাত করি কৃষ্ণ শঙ্খেরে কহয়॥ হাঁরে মূঢ়মতি তুমি ধর্ম্ম নাহি জান। বৈষ্ণবের গ্রাসে গ্রাসে নাহি বাজ কেন॥ শঙ্খ কহে অবিচারে দোষ আমা প্রতি। বৈষ্ণবের জাতি বুদ্ধি করিলা দ্রৌপদী॥ ইহা শুনি রাজা বহু অনুযোগ কৈলা। পরিহাস করি সতী লজ্জিতা হইলা॥ তখন বাজয়ে শঙ্খ ঘণ্টা বার বার। গ্রাসে গ্রাসে শ্বাসে শ্বাসে ঘোর চমৎকার॥

অতএব বৈষ্ণবের মহিমা অপার। অপেক্ষা না করে জাতি কুলের বিচার॥ পরম পবিত্র হয় ভুবনপাবন। জাতি বুদ্ধি করিলেন নরকে গমন॥ বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট পদরজ পাদোদক। ধারণ সেবন সর্ব্ব অনর্থ নাশক॥ কৃষ্ণপ্রেম ভক্তি কার্য্য কারণ নিশ্চয়। দাম্ভিক জনার ইথে প্রতীত না হয়॥ কৃষ্ণভক্তি অঙ্গ মধ্যে বৈষ্ণব সেবন। প্রধানাঙ্গ হয় নাহি জানে মূঢ়জন॥ বৈষ্ণবে ছাড়িয়া মাত্র কৃষ্ণেরে ভজয়। ভক্ত মধ্যে নহে সেই জানিহ নিশ্চয়॥ কৃষ্ণে যদি নাহি ভজে বৈষ্ণব ভজয়। তথাপি শ্রেষ্ঠ সেই কৃষ্ণ প্রীতি হয়॥

তথাহি য মে ভক্তজনা পার্থ ইত্যাদি।

সাধুশাস্ত্র লোক ব্যবহার যুক্তি মতে। সুদৃঢ় সিদ্ধান্ত হয় বৈষ্ণব সেবাতে॥ নিত্যত্ব কাম্যত্ব আর নিমিত্ত বিধানে। বৈষ্ণব সেবিতে শাস্ত্র কহে লক্ষস্থানে॥ শাস্ত্র আর সাধুমার্গ একই সমান। সাধুমার্গে কালিদাস আদি সপ্রমাণ॥ তার মধ্যে মাধব আচার্য্য মহাধীর। নির্ম্মৎসর সাধু অতি পণ্ডিত গম্ভীর॥ তেঁহো যে কহিলা ভাষাছন্দে উঘাড়িয়া। তাহা কিছু কহি শুন প্রতীত লাগিয়া॥ কৃষ্ণের ভকত যদি চণ্ডালেও হয়। বিকাইলাম তার পায় আর নাহি দায়। কৃষ্ণের ভকত যদি হয়ত যবন। জন্মে জন্মে হই তার দাসের নন্দন॥ শাস্ত্রের প্রমাণ বহু পরে যে লিখিল। ঐক্য করি দেখ তাহে সাধু যে কহিল॥ যুক্তি এক প্রমাণ হয় পণ্ডিতের মতে। তাহার সিদ্ধান্ত কিছু কহি সংক্ষেপেতে॥ কৃষ্ণ সবাকার নাথ জগতের প্রাণ। তাঁর প্রিয়তম যেই সেই পুণ্যবান॥ গঙ্গা যেই শ্রীচরণে ঠেকি একবার। ত্রিলোকপাবনী যেঁহো মহিমা অপার॥ শ্রীল মহাদেব দেব দেবের জটায়। যে স্পর্শ গৌরবে বাস অদ্যাপি করয়॥ সেই শ্রীচরণ যেই হৃদে দিবানিশি। পরে তার কি কহিব মহিমার রাশি॥

তথাহি আরূঢ় হরমূর্দ্ধানঃ যৎ পাদস্পর্শগৌরবাৎ।
ত্রৈলোক্য পুনাতি গঙ্গেনাং কিং তস্য মহিমোচ্যতে॥

সদাচার ত্রিভুবনে দেখ পূর্ব্বাপর। বৈষ্ণব সেবন মাত্রে রত সবাকার॥ বৈষ্ণব উচ্ছিষ্ট পাদোদক পদরজ। উল্লাস করিয়া

সেব ত্যজ ঘৃণা লাজ॥ যাহার মহিমা বলে কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত। প্রত্যক্ষে দেখহ তার প্রভাব মহত্ত্ব॥ বৈষ্ণবের অধরামৃত যেই নাহি খায়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার না যায়॥ কর্ম্মী জ্ঞানী মতে আর সকাম বিধানে। ফিরয়ে অশুদ্ধ বুদ্ধি মর্ম্ম নাহি জানে॥ লোকাচারে দেখ নারী বাল বৃদ্ধ যুবা। বৈষ্ণবের স্থানে কুণ্ঠ কিবা দেবী দেবা॥ দানপূজা সেবার স্থলে সবার বচন। বৈষ্ণবেরে কর বলি সবার রটন॥ আর দেখ বৃদ্ধ বেশ্যা উদর জ্বালায়। বৈষ্ণবের ভেক মাত্র করিয়া বেড়ায়॥ অদ্যাপিহ তার পূর্ব্বাবস্থা সবে জানে। তথাপিহ নমস্কারি ঠাকুরাণী ভণে॥ তবেত বৈষ্ণব হয় সবার উপরি। পরম আরাধ্য ভজ সাদরে আচরি॥ যদি বল বাদী বিনে কেন এত শ্রম। অজ্ঞ মূঢ়জনে মাত্র বুঝাবার ক্রম॥ কেহ বলে হিঁহি সে নারদ প্রহ্লাদ। অন্য ভক্তে করি হেলা করে নানা বাদ॥ না জানে আপন হিত বিচার শাস্ত্রের। অজ্ঞ মূর্খ ধর্ম্ম নাহি বুঝে সাধকের॥ উত্তম মধ্যম আর কনিষ্ঠ ত্রিবিধ। অপ্রাকৃত তিন ইথে কভু নাহি দ্বিধ॥ বৈরাগ্য ভকতি মার্গের নাহি অঙ্গ। অপেক্ষয়ে মাত্র সদাগুণ রূপ সঙ্গ॥ "কর্ম্ম-জ্ঞান মিথিলাতে ব্যাভিচারী হয়। শুদ্ধ ভক্ত নহে সেই কৃষ্ণ নাহি পায়॥ অতএব শুদ্ধভক্ত কনিষ্ঠ মাধব। পূজ্যতম হয় তাতে সুতরাং উত্তম॥ ইহাতে ত্রিবিধ ভক্ত হয় মহারাধ্য। সচ্চিদা-নন্দ ঘনমূর্ত্তি শাস্ত্রেতে প্রসিদ্ধ॥ এই জ্ঞান কভু বিনা চারি সম্প্রদায়। কদাচ না হয় কুঞ্জের শৌচ প্রায়॥ সম্প্রদা বিহীন গুরু আশ্রয় কে করে। নিষ্ফল তাহার সব ভক্তি নাহি স্ফুরে॥

পদ্মে তথাহি গৌতমীয তন্ত্রে তথা নারদপঞ্চরাত্রে।

সম্প্রদায়বিহিনা যে মন্ত্রাস্তে নিষ্ফলা মতা।
সাধনঞ্চ ন সিদ্ধন্তি কোটি কল্পশতৈরপি॥

আপনার হিত যদি বাঞ্ছা ভাই কেহ। ভাগবত আদি শাস্ত্র বিচার করহ॥ না পড় কুতর্ক গর্ত্তে দম্ভ দূর করি। পূর্ব্বাপর নিজদশা অন্তরে বিচারি॥ কিসে বা কল্যাণ কিসে অকল্যাণ হয়। অনুভব করিলেই হইবে উদয়॥ সদা গুরুচরণ কৃষ্ণ বৈষ্ণব

আশ্রয়। বিচার করিতে মাত্র এই দৃঢ় হয়॥ অতএব বৈষ্ণব চরণে লও মতি। ইহা বিনে সেই কৃষ্ণপদে নহে রতি॥ লবণ বিহনে যেন ব্যঞ্জনের স্বাদ। তেন মত ভক্ত বিনে ভক্তি পড়ে বাদ। ভজ ভজ ভজ ভাই বৈষ্ণব চরণ। মদ মোহ ছাড়ি লহ একান্ত শরণ॥ অভাগীয়া সেই নাহি জানে এ সন্ধান॥ কৃষ্ণ-ভক্তি পরে সেই বড়ই অজ্ঞান॥ কৃষ্ণ নাহি পায় ভক্তিরস নাহি জানে। তপ জপ করি আপনারে সাধু মানে॥ সাধুমার্গ অনু-সারে শাস্ত্রমত যজ কৃষ্ণ কৃষ্ণরূপ বৈষ্ণবপদ ভজ॥ দন্তে তৃণ করি মুঞি করি নিবেদন। বৈষ্ণব গোসাঞি দেহ চরণে স্মরণ॥

চরিত্র শ্রীরুক্মাঙ্গদ রাজার।

রুক্মাঙ্গদ মহারাজ মহাভাগ্যবান। ছলে একাদশী ব্রতে হৈলা কৃপাবান॥ অপূর্ব্ব পুষ্পের উদ্যান গৃহের নিকটে। নানা-মত সৌগন্ধি আছয়ে ফুল ফুটে॥ কৌতুকে দেবাঙ্গনা পুষ্পের চয়ন। নিতি নিতি আইসে যায় দৈবে এক দিনে॥ বেগুণের কাঁটা এক ফুটিল চরণে। গতি রোধ হৈল তার স্বর্গের গমনে॥ মালিগণ শীঘ্র যাই কহে রাজা স্থানে। রাজা আসি শুনে গতি-রোধ বিবরণে॥ জিজ্ঞাসেন ইহার উপায় কি করিবে। দেব-কন্যা কহে তাহা তোমা হতে হবে॥ অনুগ্রহ করি মোরে অনু-কূল হও। বিহিত করিয়া মোরে স্বর্গেতে পাঠাও॥ একাদশী ব্রত তব গ্রামে কেহ করে। তার কিছু ফলাভাস দেহ যদি মোরে॥ তবে এ বিপদ হৈতে আমি ত্রাণ পাই। তোমারে আশীষ করি স্বর্গে চলে যাই॥ রাজা কহে একাদশী ব্রত সে কেমন। দেবকন্যা কহেন মহিমা অনুষ্ঠান॥ রাজার আজ্ঞাতে লোক গ্রামেতে যাইয়া। অনুষ্ঠান মতে নাহি পায় তল্লাসিয়া॥ এক বণিকের দাসী কলহ করিয়া। উপবাসী আছে ক্রোধে অন্ন না খাইয়া॥ সে দিনে যে একাদশী সেহ নাহি জানে। উপবাস করি রহে কলহ কারণে॥ তাহারে আনিয়া রাজা দেবী অগ্রে দিলা। দেবী কহে তুমি একাদশী যে করিলা॥ তাহার কিঞ্চিৎ ফল মোরে যদি দেহ। বিপদ হইতে মোরে উদ্ধার করহ॥ দাসী

কহে সে কি আমি কভু করি নাই। হাসি হাসি দেবী কহে তোমারে বুঝাই॥ হরির দিবসে তুমি কলহ করিয়া। উপবাসী ছিলে সর্ব্ব রজনী জাগিয়া॥ তাহার কিঞ্চিৎ ফল প্রদান করহ। তুমিহ বৈকুণ্ঠ যাবে বন্ধুগণ সহ॥ ইহা শুনি তারে কিছু ফল সমর্পিলা। তৎক্ষণাৎ দেবী নিজ স্থানে চলি গেলা॥ রাজা বিবরণ সব দেখিয়া শুনিয়া। চমৎকার হৈল ব্রতের মহিমা জানিয়া॥ সেই দিন হতে রাজা ঢেঢ়ি ফিরাইল। রাজার শাসনে একাদশী সবে কৈল॥ নিজ পরিবার প্রজা হস্তী অশ্ব আদি। বালবৃদ্ধ লক্ষ লক্ষ যুবক যুবতী॥ অন্ন জল ফল মূল লবণ গোরস। কেহ নাহি খায় হরি বাসর দিবস॥ রাজার তনয় অন্য দেশে গিয়াছিল। গৃহেতে আসিতে দৈবযোগে না খাইল॥ দুই দিন উপবাসী রাত্রে গৃহে পৌছে। একাদশী বৃত্তান্ত না জানে তেঁহে তৈছে॥ খাইবারে চাহে স্ত্রী আদি পরিবার। কেহ নাহি দেয় খাইতে শাসন রাজার॥ রাজার তনয় সুকুমার দেহ হয়। রজনী প্রভাতকালে পরাণ ত্যজয়॥ আনুসঙ্গ একাদশীর মহিমা দেখহ। বৈকুণ্ঠে গমন কৈল ধরি দিব্য দেহ॥ মহারাজ রুক্মাঙ্গদ একাদশী মাত্র। সেবিয়া হইলা শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়পাত্র॥ ভাগবত বলি যারে শাস্ত্রেতে বাখানে। যার গুণ কীর্ত্তন করয়ে ত্রিভুবনে॥ শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা শাস্ত্রেতে শ্রীহরি। একাদশী ব্রত ধর্ম্ম সর্ব্বের উপরি॥ কহিলা সাক্ষাৎ আমি সর্ব্ব ব্রতমধ্যে। অতএব সার সর্ব্ব শাস্ত্র গদ্য পদ্যে॥ অন্য ধর্ম্ম কর্ম্ম ব্রত তপ তপস্যা সগুণ। কৃষ্ণভক্তি অঙ্গ হরি সবার নিগুণ॥ অতএব রুক্মাঙ্গদ হরি বাসর সেবিল। জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভাগবত হৈল॥ তাঁহার চরণে মোর নিবেদন হয়। একাদশী ব্রত যেন আমারে স্পর্শয়॥ মুঞি পাপী অধম অধৈর্য্য কলেবর। জন্মাবধি গেল ব্রতের নহিল গোচর॥ ছিছি ধিক মুঞি হেন জন্ম পাইয়া। আচলেতে গ্রন্থি দিনু কনক ডারিয়া।

চরিত্র শ্রীহরিশ্চন্দ্র রাজার।

হরিশ্চন্দ্র রাজা আর সুরথ সুধন্বা। ভরত দধিচী আদি ভকতে গণনা॥ ভগবান যারে পরীক্ষিলা ছল করি। অকাতরে দিলা দেহ পুত্র ধন স্ত্রী॥ হরিশ্চন্দ্র শিবি আদি চরিত্র প্রসিদ্ধ। সংক্ষেপে কহিল আছে সবার বেদ্য।

চরিত্র শ্রীবৃন্দাবলী জীর।

বলি মহারাজ স্ত্রী নাম বৃন্দাবলী। পরম সুশীলা স্নিগ্ধ সর্ব্ব গুণাবলী॥ শ্রীবামনদেব যবে অবতার হৈলা। ত্রিপাদ ভূমির ছলে বলিরে বান্ধিলা॥ সেই কালে ব্রহ্মা আদি স্তবন করয়ে। হেনকালে বৃন্দা কিছু প্রভুরে কহয়ে॥ অপূর্ব্ব অমৃত বৃন্দাবলীর বচন। বিরতি হইলা ব্রহ্মা করিতে শ্রবণ॥ বৃন্দা কহে প্রভু বলি রাজারে বান্ধিলা। উপযুক্ত বলে ভাল বিচার করিলা॥ সুন্দর করিয়া বৃন্দা উহার যুকতি। কার ধন কারে দেয় দাম্ভিক কুমতি॥ তোমার ক্রীড়ায় ভাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড ভুবন। অহঙ্কারে তোমারে পুনশ্চ করে দান॥ অতএব দণ্ডাশ্চার্য্য রাজার না হয়। কিন্তু যে তোমার ভক্ত ক্ষমিতে যুযায়॥ তোমা অনুরাগে গুরু আজ্ঞা তেয়াগিল। তীক্ষ্ণ অভিশাপ যে অঙ্গুলি করি লৈল॥ দুস্ত্যজ্য ত্রিলোক রাজ্য অনাসে ত্যজিল। বিপক্ষের পক্ষ জয় দৃকপাত না কৈল॥ তোমার শ্রীমুখ শশী হেরিয়া ভুলিল। ব্রহ্মাণ্ড দুর্ল্লভ শ্রীচরণ ধোয়াইল॥ সম্প্রীতে পরাণ দিতে উদ্যত হইল। নিগ্রহ যে কৈলে পুরস্কার মানি নিল॥ অতএব শীঘ্র প্রভু বন্ধন ঘুচাও। মরিল তোমার ভৃত্য কৃপাদৃষ্টে চাও॥ রাজার কারণে কিছু দুঃখ নাহি মনে। তোমার কলঙ্ক পাছে ঘোষয়ে ভুবনে॥ বৃন্দার সে মধুর বচনে জগন্নাথ। শুনিয়া পুলক যে নয়নে অশ্রু-পাত॥ হেন বৃন্দাবলীর শ্রীচরণ ধরি শিরে। যেন সেই দুর্ল্লভ চরণে মন হরে॥ পাষাণ হৃদয়ে মোর কুসঙ্গ আতপে। তাপিল শীতল কর কৃপা চন্দ্রাতপে।

চরিত্র শ্রীময়ুরধ্বজ রাজার।

অর্জ্জুনের ভক্ত অভিমানে কিছু গর্ব্ব। জানিয়া শ্রীকৃষ্ণ করিবারে চাহে খর্ব্ব॥ ছল করি ময়ূরধ্বজ রাজার নিকটে। লইয়া গেলেন তথা হইয়া কপটে॥ আপনি হইলা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের রূপ। অর্জ্জুনে করিলা মুগ্ধ বালক স্বরূপ॥ যাইয়া রাজার গৃহে কহে ভৃত্যগণে। সমাচার কহ নৃপে অতিথি ভুবনে॥ লোক গিয়া অন্তঃপুরে কহে সমাচার। কৃষ্ণসেবা কার্য্যে রাজা উৎকণ্ঠা অপার॥ সম্মান পূর্ব্বক বসাইতে কহি দিল। আমিহ পশ্চাৎ শীঘ্র যাইব কহিল॥ লোক মুখে সমাচার শুনিয়া ব্রাহ্মণ। রাজা উপেক্ষিলা বলি করয়ে গমন॥ শীঘ্র আসি রাজা বিপ্র চরণে পড়িয়া। কাকুর্ব্বাদ করে বহু মিনতি করিয়া॥ বিপ্র কহে মোর কিছু যাচ্ঞা আছয়। পুরাও যদ্যপি নহে কি কাম কহায়॥ রাজা কহে যাহা চাহ তাহা আমি দিব। প্রতিজ্ঞা করিনু মোরে সুপ্রসন্ন ভাব॥ প্রসন্ন বদনে বিপ্র হইয়া পূজিত। কহিতে লাগিল তবে নিজ মনোনীত॥ বনপথে আসিতেছ সিংহ এক রহে। মোর এই শিশু সেই খাইবারে চাহে॥ তাহারে কহিনু মোর শিশু না খাইহ। প্রতিজ্ঞা করিনু দিব আর যাহা চাহ॥ সিংহ কহে তবে তোর বালক না খাব। রাজার অর্দ্ধাঙ্গ কাটি মাংস যদি দিব॥ অতএব অকাতরে যদি ইহা দেহ। তবে মোরে সত্য হৈতে রক্ষা যে করহ॥ রাজা কহে এই দেহ আমার অনিত্য। পর উপকারে লাগে যেই সেই সত্য॥ ইহা বিনা ভাগ্য মোর কিবা আছে আর। ভস্ম না হইয়া হব পর উপকার॥ ব্রাহ্মণ কহয়ে তবে স্ত্রী এক ভাগে। করাত টানিবে আর পুত্র অন্য দিগে॥ রাজার আজ্ঞাতে দুই গৃহিণী তনয়। দুই দিকে দুই জনে করাত টানয়॥ নাসাবধি কাটি যবে করাত আইল। চক্ষু হৈতে তবে বিন্দু জলপাত হৈল॥ ব্রাহ্মণ দেখিয়া তবে ক্রোধে জ্বলি গেল। কহে আরে দুষ্টমতি কাতর হইল॥ রাজা কহে ঠাকুর মুঞি তাহে না কাতর। অর্দ্ধ অঙ্গ বৃথা হৈল সেহেতু ফাঁফর॥ তখন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র প্রসন্ন হইয়া

দেখা দিলা নিজরূপ প্রকাশ করিয়া। শুভদৃষ্টে নৃপদেহ পূর্ব্বমত হৈল। চমৎকার হইয়া শ্রীচরণে পড়িল॥ কৃষ্ণ কহে রাজা তব চরিত্র দেখিতে। কৌতুকে আইনু মুঞি পরীক্ষা করিতে॥ রাজা কহে প্রভু মোরে একবার দিবে। ঈদৃশ পরীক্ষা আর কারে না করিবে॥ অতএব শ্রীহরির ভক্ত যেই হয়। তাঁহার চরিত্র সার বিজ্ঞে না বুঝায়॥ তাঁহার দ্বারের দাস যেই জন হয়। তাঁহার আশয় পণ্ডিতের বেদ্য নয়॥ কেহ কহে ময়ূরধ্বজ দানশীল হয়। কেহ কহে জ্ঞানী কেহ তপস্বী কহয়॥ অতএব যেবা যেই অধিকারী হয়। যথার্থ না জানে নিজমত সেই লয়॥ ময়ূরধ্বজ কৃষ্ণভক্ত জানিহ নিতান্ত। পর উপকারে যথা দধিচী মহান্ত॥

চরিত্র অলর্ক জীর।

এক রাজা হয় তার স্ত্রী মন্দালসা। ভাগবত তেঁহ যার সঙ্গ ভাবনাশা॥ পর উপকার মাত্র প্রতিজ্ঞা তাহার। পরায় সবার গুণে কৃষ্ণভক্তি হার॥ ক্রমে ক্রমে চারি পুত্র জন্মিল উদরে। কৃষ্ণভক্তি দীক্ষা শিক্ষা দিয়ে সবে তারে॥ মন্দালসী সতী গর্ভে যে করে ভজনা। পুনর্ব্বার নাহি হয় গর্ভের যন্ত্রণা॥ রাজা নাহি জানে অন্তস্পটে পুত্রগণে। শ্রীকৃষ্ণ ভজনে পাঠাইয়া দেয় বনে॥ রাণীর যুক্তিতে যায় রাজা নাহি জানে। পুত্রশোকে মগ্ন রাজা স্থির নহে প্রাণে॥ পুনরায় আর এক পুত্র জনমিল। তার অন্নাশনে রাজা বহ্বারম্ভ কৈল॥ নাম করণের কালে রাণীরে জিজ্ঞাসে। ধনী বড় হবে পুত্র জন্মলগ্ন বশে॥ অতএব ধনেশ্বর বলি নাম রাখি। রাণী ভাবে এত বড় মোহ অন্ধ দেখি॥ মনে ক্ষুব্ধ হৈয়া কিছু কহে মন্দালসা। পুত্রের ঐশ্বর্য্যে তোমা বড় দেখি আশা॥ পুত্র আর রাজ্য মান ধনে কি করিবে। অভিমান ফল মাত্র পরিণাম যাবে॥ অতএব কৃষ্ণভক্তি ধন আশা করি। পুত্র নাম হরিদাস রাখহ বিচারি॥ রাণীর বচনে রাজা চমকিত চিত্ত। বাহির হইল মোর তেঁহ চারি পুত্র॥ ভাবিয়া ক্ষণেক রাজা স্তব্ধ প্রায় রহে। শোকাকুল হইয়া রাণীরে কিছু কহে॥ বুঝিলাম তোমার এ সব ব্যবহার। তুমি চারি পুত্রে বনে পাঠালে

আমার॥ যে কৈলে সে বৈলে এবে মোর মুখ চাহ। এবার মিনতি মোর এ পুত্র রাখহ॥ রাজা হইবারে এক চাহিত অবশ্য। রাজা বিনা ধর্ম্ম নাশ লোক হয় দস্য॥ রাজার কথায় মন প্রসন্ন না হয়। তথাপি স্বামীর মুখ চাহিয়া কহয়॥ ভাল ভাল এ সন্তান রাজ্যে রাজা হবে। তোমার কোলেতে রহি প্রীত জন্মাইবে॥ রাণী নাম রাখিলেন অলর্ক বলিয়া। দুর্ভাগ্য হইল বলি দুঃখিত হইয়া॥ কতেক দিবসে কিছু জ্ঞানবান হৈতে। সবা দূরে রাখিয়ে মায়ের স্থান হৈতে॥ রাণী মনে ভাবে মোর পাঁচটী সন্ততি। চারিটি উদ্ধার হৈল একের কি গতি॥ ভাবিয়া অন্তরে কিছু উপায় সৃজিলা। কৃষ্ণ ভক্তি তত্ত্ব এক পত্রেতে লিখিলা॥ সোণার সম্পুট করি তাহাতে রাখিয়া। দৃঢ় বন্ধ কৈল যেন না দেখে খুলিয়া॥ পুত্র স্থানে দিল সেই সম্পুট রতন। কহিল রাখিবে অতি করিয়া যতন॥ যখন তোমার কোন বিপদ পড়িবে। তখনি বিরলে সেই খুলিয়া দেখিবে॥ মহৎ বিপদ হৈতে উদ্ধার হইবে। অন্য সমে না তুলিবে পূজাদি করিবে॥ রাণীর অন্তরে কিছু নিগূঢ় আশয়। কৃষ্ণে মতি নহে বিনা দুঃখের সময়॥ তেকারণে আপদ সময় খুলিবারে। যতন করিয়া রাণী কহি দিল তারে॥ অলর্ক পাইয়া তাহা অতি যত্ন করি। অতি গূঢ় স্থানে রাখে চিত্তে হর্ষে ভরি॥ রাজার অন্তরে কিছু উৎকণ্ঠা আছয়। পাছে বালকেরে রাণী কোন যুক্তি দেয়॥ আশঙ্কাতে রাজা পুত্রে কত দিন বাদ। কাণী নিয়া রাখে যথা কর্ম্মি মায়াবাদ॥ কালে রাজা রাণী দোঁহার বিয়োগ হইল। অলর্ক সে রাজসিংহাসনেতে বসিল॥ পূর্ব্বে চারি ভাই যারা বৈরাগ্য করিল। তাঁহারা শুনিলা ছোট ভাই রাজা হৈলা॥ চারিজন মিলি দুঃখ ভাবিয়া অন্তরে। কনিষ্ঠ ভ্রাতার ত্রাণ উপায় বিচারে॥ মাতা আমাদিগে ত্রাণ কৃপা করি কৈল। ছোট ভাইটীরে অন্ধকূপে ডারি গেল॥ এত চিন্তি তবে এক উপায় সৃজিল। তার প্রতিযোগী রাজা সহিত মিলিল॥ রাজবেশ করি তবে যাইয়া তথায়। মোরা তব প্রতিযোগী রাজার তনয়॥ শিশুকাল হৈতে তীর্থ ভ্রমণ যে করি। কনিষ্ঠ ছে

থায় হৈল রাজ্য অধিকারী॥ পৈতৃক রাজ্যেতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদি থাকিতে। কনিষ্ঠ না হয় রাজা বিচার সম্মতে॥ অতএব তুমি মোর পক্ষপাত কর। তোমার শরণ লৈনু যে হয় সে কর॥ এত শুনি রাজা বহু আশ্বাস করিল। অলর্ক স্থানেতে তবে কহি পাঠাইল॥ অলর্ক যে রাজসুখে অশক্ত হইয়া। কহে কোথাকার ভাই উপেক্ষা করিয়া॥ উভে যুদ্ধ করিবারে প্রবর্ত্ত হইলা। অলর্ক যে হারি ঘোর বিপদে পড়িলা। সেই কালে মাতৃদত্ত সোনার পুটিকা। মনে পড়ি গেলে সেই বিপদ নাশিকা॥ মাতা মোরে কহে যবে বিপদে পড়িবে। খুলিয়া দেখিবে অন্য সময়ে না খুলিবে॥ অতএব এই মোর বিপদ সময়। এই কালে সেই কৌট খুলিতে যুয়ায়॥ ইহা চিন্তি সেই রত্নপুটিকা খুলিলা। দারিদ্রভঞ্জন বিধি নিধি পাঠাইলা॥ সাগর পড়িতে বুঝি তরি আসি মিলে। অন্ধকূপ হৈতে যেন বন্ধু লোকে তুলে॥ অতএব শুভ নিশি প্রভাত হইল। খুলিয়া পরম তত্ত্ব পত্রী পাঠ কৈল॥ শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি তাতে তাৎপর্য্য অর্থ। ত্রৈলোক্যের রাজ্য আর মুক্তি তর্ক ব্যর্থ। পঠিতে পঠিতে হৈল বিবেক উদয়। শ্রীকৃষ্ণ পদারবিন্দে মতি উপজয়॥ ভ্রাতাগণে কহিয়া পাঠায় মহামতি। তোমরা আসিয়া লহ এ ঘর বসতি॥ মাতা মোরে বন্ধি রত্ন-পুটিকাতে ভরি। মহাসম্পদ রাজ্যে রাখি ভস্মে দিল ডারি॥ পুনশ্চ তাঁহার কৃপা পুটিকা খুলিয়া। অর্থ প্রাপ্ত হৈনু এবে চলিনু লইয়া॥ ইহা কহি একমাত্র কৌপীন পরিয়া। শ্রীকৃষ্ণ ভজনে গেলা সবে তেয়াগিয়া॥ ভ্রাতাগণ জানিয়া অলর্ক বনে গেল। প্রতিযোগী রাজা স্থানে খুসিয়া কহিল॥ আমাদিগের রাজ্য হেতু তাৎপর্য্য সে নহে। ভ্রাতা অলর্ক মহা অন্ধকূপে রহে॥ তাহার উপায় হেতু ভূমিকা করিনু। কার্য্যসিদ্ধ হৈল মোরা বিদায় হইনু॥ প্রয়াস পাইছ তুমি রাজ্য যে জিনিলা। তুমি ভোগ করহ সে তোমার হইলা। ইহা বলি ভেক যে কৌপীন কুমণ্ডল। লইয়া চলিল হর্ষে অনন্ত নির্ম্মল॥ যাইয়া মিলিলা যথা অলর্ক যে ভাই। পরস্পর বলাবলি গলাগলি হই॥ অতএব

কৃষ্ণ ভক্তি আর ভক্ত রীত। অপার অগাধ বিজ্ঞে না হয় বিদিত॥ আমা সবা মূঢ় হেন আশা বড় চিত্ত। অতএব চরণে তাঁর চিত্ত রহু মাত্র॥

চরিত্র শ্রীরন্তদেব।

রন্তদেব রাজা মহারাজ চক্রবর্ত্তী। কৃষ্ণে দৃঢ় মতি যার অনন্ত ভকতি॥ মহারাজ ভোগ সুখ আদি করি মানে। সমস্ত অর্পণ কৈল শ্রীকৃষ্ণ চরণে॥ রাজ্য ধন দার পুত্র কৃষ্ণার্থে অর্পিয়া। অযাচক বৃত্তিমাত্র শরীর লাগিয়া॥ অযাচিত অন্ন আদি যে কেহ আনয়। তাহাই ভোজন বিনা কভু না যাচয়॥ শ্রীকৃষ্ণে অর্পিয়া মন দিবস যাপন। কিছু কাল ব্যক্তে তাঁর শুন বিবরণ। চল্লিশ আর আট দিন কিছু নাহি মিলে। উপবাসী রহে রাজা না চাহে না বলে॥ দৈব কোন কেহ অন্ন পায়স আনিল। পরীক্ষিতে কৃষ্ণ সেই কালে ছল কৈল॥ এক সুন্দররূপে এক কুকুর সহিতে। অতিথি হইল রন্তদেবের গৃহেতে॥ অভক্ত জানিয়া রাজা সেই অন্ন জল। বাঁটিয়া দিলেন দুই জনারে সকল॥ খাইয়া তাহারা কহে না পূরে উদর আর কিছু নাহি রাজা কহে যুড়ি কর॥ করুণাসাগর কৃষ্ণ দয়া উপজিল। রাজ্য-সুখ ভোগ সব আমারে সপিল॥ আমার লাগিয়া মহা উৎকণ্ঠা অপার। অযাচক বৃত্তি করি রহে অনাহার॥ এত ভাবি দয়া নিধি অন্তরে দ্রবিল। ভুবনমোহন জিনি রূপ প্রকাশিল॥ নব-ঘনশ্যাম বনমালা পীতবাস। শ্রীবৎস কৌস্তুভ মনোহর মৃদুহাস॥ অসঙ্খ্য জন্মের সীমা রাজার এবার। সর্ব্ব মঙ্গলের সুফলের পারাবার॥ রূপ দেখি রাজা মুর্চ্ছা হইয়া পড়িল। অষ্ট সাত্বিক দেহে বিকার হইল॥ স্তব স্তুতি বহু করি গৃহে বসাইয়া। সেবন করয়ে সুখ সাগরে পড়িয়া॥ দরিদ্র যেমন রত্ন সকল পাইয়া। রাখিবারে স্থান যেন না পায় খুজিয়া॥ তেনমত রাজা ব্যস্তসমস্ত হইয়া। কি করিতে কিনা করে সন্ধান না পাঞা॥

মস্তকে করি দন্তে তৃণ ধরি। তাঁহার চরণে মুঞি নিবেদন করি॥ সেই প্রেমামৃত সিন্ধু কাল্লোলের ফেণা। তার এক কণা পাও মনেতে বাসনা॥

ইতি শ্রীভক্তমালে কুন্তী আদি ভক্তমহিমা কথনং
পঞ্চম মালা সম্পূর্ণ।

ষষ্ঠ মালা।

জয় শ্রীচৈতন্য হরি জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর-ভক্তবৃন্দ॥ জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ। শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ॥

পুরু ইক্ষাকু আদি নাম সঙ্কীর্ত্তন।

পুরু ইক্ষাকু আর ঐনাগাধিবেগ। শুচি শঙ্খধর রঘু সাধু পঞ্চতেক॥ উত্তঙ্গ পিপ্পল ভুবি ভুবি অমুর্ত্তি। ভরদ্বাজ বৈবস্বত সতী অরুন্ধতী॥ বহুশ যযাতি যদু গুহ ও মান্ধাতা। মনু দক্ষ শরভঙ্গ সঞ্জয় সঙ্খ্যাত॥ দিলী সমীক যাজ্ঞবল্ক্য নিমি শুচি। দেবল উত্তানপাদ আদি আর রুচি॥ চতুঃসন প্রভৃতি এ সব সাধুগণ। হরি মায়াতীত ভৃগু বংশের ভূষণ॥ এ সবার পাদরজ ভুরি রত্ননিধি। মস্তকে ভূষণ করি যত্নে নিরবধি॥

চরিত্র শ্রীগুহরাজার।

গুহ নাম ভীলরাজ পতিত পাবন। যাহার শরণে তাপত্রয় বিমোচন॥ ইহ অনুসঙ্গ কল ভক্তি হে দুর্লভ। তাহা প্রাপ্তি প্রীত এক কারণ সুলভ॥ মৈত্র বলিয়া রামচন্দ্র সে যাহারে। দৃঢ় আলিঙ্গন কৈল পুলক অন্তরে॥ মহাভাগবতে শ্রেষ্ঠ শ্রীরামের শ্রেষ্ঠ। অতএব জগতের ইষ্ট মধ্যে জ্যেষ্ঠ॥ তাঁহার চরিত্র কিছু শুন মন দিয়া। সফল হইবে জন্ম হর্ষ হবে হিয়া॥ রামচন্দ্র সীতা সহ অনুজ লক্ষ্মণ। বনে গেলা যবে পিতৃসত্যের

কারণ॥ হেরিয়া গুণের নিধি রূপের অবধি। ভাসিল শ্রীগুহ-রাজ আনন্দ সুখাব্ধি॥ নয়নে বহয়ে ধারা মনে উতরোল। চমকিয়া চাহি রহে নাহি আইসে বোল॥ নিমিষ নাহিক পড়ে চাহিয়া রহিল। কাষ্ঠের পুত্তলি প্রায় অস্পন্দ হইল॥ চমৎকার হৈল একি অপরূপ দেখি। হেনরূপ হেন গতি কভু না নিরখি॥ ভাবিতে ভাবিতে মনে প্রেম উথলিল। স্বাভাবিক রতি গুহ রাজার হইল॥ ধীরে ধীরে নিকটে যাইয়া সাধু কহে। তোমার বালাই যাই আইস মোর গৃহে॥ প্রভু তারে লয়ে দৃঢ় আলিঙ্গন কৈল। মৈত্র বলিয়া তবে সম্ভাষ করিল॥ গুহ বলে ভাল ভাল তুমি মোর মিতে। তোমাতে সপিনু দেহ পরাণ সহিতে॥ তুমি মোর ষড়রস প্রাণ ধন রাজ্য। তুমি মোর ভক্তি মুক্তি তুমি শুভ কার্য্য॥ আমি মরি যাই তব বালাইর সনে। দেহ সমর্পিনু মিতা তোমার চরণে॥ পরিবার সহ গেহ রাজ্য আর ধন। কায়মনোবাক্যে কৈনু সব সমর্পণ॥ বনফল মিষ্ট আর দধি দুগ্ধ ঘৃত নানা দ্রব্য আয়োজন করি নানা মত॥ খাওয়াইতে যত্ন কৈল প্রণয় অন্তরে। তেঁই কহে মিতা ইহা নাহি কহ মোরে॥ চৌদ্দবর্ষ মুঞি প্রতিজ্ঞা করিনু। অন্ন-দ্রব্য নাহি খাব ফলমূল বিনু॥ তাহা শুনি সাধু তবে মিষ্ট নানা ফল। খাওয়াইলা প্রেমানন্দে হইয়া বিকল॥ তবে জিজ্ঞাসয়ে মিতা কহ বিবরণ। জটা বল্ক ধরি বনে যাও কি কারণ॥ হেন সুকুমার দেহ সুকুমারী সহ। অনুজ লক্ষ্মণ তাহে সুকোমল দেহ॥ কণ্টকিত বন তাহে নিশাচরগণ। ব্যাঘ্র ভল্লুক তাহে পশু অগণন॥ শীত বাত বৃষ্টি তাহে অতি সে দুঃসহ। কেমনে বেড়াবে বনে কমলিনী সহ॥ এ হেন কোমল পদে কণ্টক বিন্ধিবে। আহা মরি মরি তাহে কত দুঃখ পাবে॥ ভাবিতে আমার প্রাণ কাটিয়া উঠয়। নাহি যাও বনে মিতা রহ এই ঠাই॥ মোর এই রাজ্যধন সমুদায় লহ। লক্ষ্মণ সীতার সহ এই স্থানে রহ॥ রামচন্দ্র বলে মিতা ও কথা না কবে। মোর ধর্ম্ম যাতে রহে তাহাই করিবে॥ পিতৃসত্য পালনে যে চৌদ্দ

বৎসর। বনে বাস করিবার প্রতিজ্ঞা আমার॥ গৃহ মধ্যে নাহি যাব রাজ্য না করিব। চৌদ্দবৎসর মাত্র আমি বনেতে রহিব॥ কৈকেয়ী মাতার বাক্যে ভরতের রাজ্য। বনে পাঠাইয়া পিতা হইলা অধৈর্য্য॥ ক্রমে ক্রমে আদ্যোপান্ত সকল কহিল। বনে গমনের কথা বৃত্তান্ত জানিল॥ শুনিতে শুনিতে গুহরাজের শরীরে। আগুণের কণা প্রতি লোমকূপে ঝরে॥ ক্রোধে কম্পান্বিত দেহ রকত লোচন। সাজ সাজ বলি এক দিলেন লম্ফন॥ রামচন্দ্রে বঞ্চি রাজ্য ভরত লইয়া। বাকল পরাইয়া দিল বনে পাঠাইয়া॥ চল আজি যুদ্ধে তারে পরাভব করি। করিব আমার মিত্রে রাজ্য অধিকারী॥ এত কহি চতুরঙ্গ সৈন্য সে সাজিয়া। অযোধ্যাভিমুখে চলে বিক্রম করিয়া॥ রামচন্দ্র তাহা দেখি তটস্থ হইলা। বারণ করিতে লক্ষ্মণেরে পাঠাইলা॥ তেঁই যাইয়া সান্ত্বনা করিয়া গুহরাজে। ডাকিয়া আনিলা যথা শ্রীরাম বিরাজে॥ গুহর হস্ত ধরি প্রভু অনেক বুঝান। ভরত আমার প্রিয় আমি তার প্রাণ॥ তার কিবা মাতা পিতা কার দোষ নাই। দৈবের ঘটনা মাত্র যত দেখ ভাই॥ অতএব শান্ত হও চিন্তা না করহ। পুনর্ব্বাররাজা হব নয়নে দেখিহ॥ এত কহি রামচন্দ্র বিদায় হইলা। গুহরাজ অচেতন ভূমিতে পড়িলা॥ পরিবার রাজা সহ ক্রন্দনের ধ্বনি। মহা কোলাহল শব্দে কম্পিত মেদিনী॥ বুকে কর হানে কেহ ভূমে পড়ি যায়। হাহাকার করিয়া লুটায় গুহরায়॥ হাহা কিবা অনুরাগ চণ্ডালের গণে। তা সবার দাস হৈয়া জন্ম নৈল কেনে॥ লোকাচারে সঙ্কেত চণ্ডাল নাম মাত্র। দেবতাগণের পূজ্য হয় মহাপাত্র॥ শ্রীরাম বিচ্ছেদ গুহরাজ মহাশয়। গৃহে নাহি গেলা ভূমে পড়িয়া রহয়॥ আসন ভূষণ শয্যা আহার বিহার। সব ত্যজি কৈল মাত্র রামনাম সার॥ পুনরায় কবে রামচন্দ্র আগমন। হইবেক এইমাত্র দিবস গণন॥ চৌদ্দবৎসর চৌদ্দকল্প রহে দুঃখমনে নিরন্তর জলধারা বহয়ে নয়নে॥ দূর্ব্বাদলশ্যাম রূপময় চারিদিগে। যে দিগে নেহারে সাধু দেখে

সেই দিগে॥ রাম রাম মৈত্র হে সখে হে কোথায়। দেখা দিয়া প্রাণ রাখ নহে বাহিরায়॥ রাম রাম বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কান্দে। শ্রবণ-সুখদ যেন সুধা বহে চান্দে॥ এই মতে চৌদ্দ বৎসর গুহরাজ। বিরহে বিহ্বল সদা লুণ্ঠে ক্ষিতি মাঝ॥ চৌদ্দ বৎসর পূর্ণ দিনে অপরাহ্নকালে। না আইল রাম বলি অন্তরে বিকলে॥ কহে যে আমার প্রাণ না আইল রাম। কই ছার দেহ তবে রাখিয়া কি কাম॥ অগ্নিতে প্রবেশ করি ছাড়ি নিজ দেহ। আর নাহি সহে রাম বিচ্ছেদ করিহ॥ তবে অগ্নিকুণ্ড জ্বালি প্রবেশ উন্মুখ। হইতেই শুভবার্ত্তা আইল সম্মুখ॥ শ্রবণ মঙ্গল ধ্বনি রাম নাম বাণী। আকাশ হইতে চমকিত সবে শুনি॥ গুহরাজ কহে সব অমাত্য সহিতে। দেখহ মধুর ধ্বনি আইসে কোথা হতে॥ কে মোর মৃতক দেহে পরাণ স্থাপিল। অমৃতের বৃষ্টি করি অভিষেক কৈল॥ কে মোর সাগর সংঘোরে উদ্ধারিল। দরিদ্র জনেরে ধন যাচি সমর্পিল॥ চৌদিকে ধাইল সব অনুচরগণে। আকাশ নিরখে কেহ কেহ ধায় বনে॥ চমক পড়িল সবে চকিত নয়নে। চাহিয়া রহিল আত্মস্মৃতি নাহি মনে॥ হেনকালে সুমধুর গাম্ভীর্য্যোচ্ছধ্বনি। যেন সুধাসিন্ধু উথলিয়া আইসে জানি॥ শ্রীরাম জয়রাম জয়রাম রাম গান। উচ্চৈঃস্বর করিয়া আইসে হনুমান॥ হেন বুঝি হনুমান জগতে আশ্বাসে। আর ভয় নাই ভাই রাম আইল দেশে॥ ভক্তগণের বিরহ অনল নিবাইতে। রাম আগমন বাণী অমৃতে সিঞ্চিতে॥ গুহরাজ প্রেমানন্দ সাগরে ভাসিয়া। মুখে নাহি আইসে বাণী দুরু দুরু হিয়া॥ ক্ষণেকে সম্ভাষি বলে কি দেখি আকাশে। পশুর আকৃতি কিন্তু প্রকৃতি সরসে॥ রাম প্রেমে ডগমগ ধরি চূড়ামণি। সাধু সাধু ধন্য ধন্য ইহার জননী॥ হাহা রে ইহার বালাই লয়ে মরি। বুঝি মোর শ্রীরামের দূত অনুসারি॥ এত কহি গুহরাজ উর্দ্ধমুখ হৈয়া। উচ্চৈঃস্বরে কহে তবে কান্দিয়া কান্দিয়া॥

ত্রিপদী। কে তুমি ওহে বন্ধু, অপার করুণাসিন্ধু, ভুবন

পাবন শিরোমণি। ওহে ভাই ওহে পিতা, ওহে নাথ ওহে ভ্রাতা, ওহে রামচন্দ্র প্রেমধনী॥ কে তুমি হে ওহে ভাই, তোমার নিছনি যাই, বালাই লইয়া আমি মরি। হরে আইস তোমায় দেখি, হৃদয় মাঝারে রাখি, পরাণ যথায় সুধা চিরি॥ রাম নাম কি শুনাইলে, কি সুধা কর্ণে ঢালিলে, জুড়াইল প্রাণ মন দেহ। জন্মে জন্মে একেবারে, কিনিয়া লইলে মোরে, তনু মন জীবনের সহ॥ আইস আইস ভাই, হৃদয় বিছাইয়া দেই, বৈস তাহে চরণ অর্পিয়া। কোটি জন্মের পুণ্যবারি, অঞ্জলি অঞ্জলি করি, তাহে দেই পাদ ধোয়াইয়া॥ হনুমান মহামতি, দেখিয়া তাহার গতি, চমৎকার চাহিয়া রহয়। কেবা এই মহাশয়, কিবা মতি সদা হয়, কিবা প্রেম ভাবের উদয়॥ এই হে পুরুষবর, রামচন্দ্র অনুচর, প্রিয়তম ভমের উত্তম। মোদের যে অভিমান, ভকত বলিয়া জ্ঞান, বৃথা করি আজি বুঝিলাম॥ হৃদয় মাঝারে ধরি, বালাই লইয়া মরি, ইহার গুণের বলিহারি। এই যে মহানুমতি, প্রভুর ইহার প্রতি, যথেষ্ট করুণা অনুসারি॥ আসিবার কালে মোরে, প্রভু গদ গদ স্বরে, কহিয়া দিলেন যত্ন করি। গুহ নামে ভীলরাজ, যাইতে অরণ্য মাঝ, সম্ভাষিয়া যাবে অজপুরী॥ শীঘ্র যাই তার সনে, মিলিবে আনন্দ মনে, আমি শীঘ্র আসিতেছি কবে। সেই এই মহামতি, বুঝিনু প্রকৃতি প্রীতি, প্রভুর যে প্রিয়-তম হবে। ইহা ভাবি শীঘ্রগতি, নভ হৈতে নামি ক্ষিতি, প্রেম ভাবে পুলকিত হৈয়া। দুই বাহু পসারিয়া, ধাইয়া তাহারে গিয়া, আলিঙ্গন বাহু পসারিয়া॥ দুঁহু দোঁহা হৃদে ধরি, গাঢ় আলিঙ্গন করি, মুরছিত হইয়া পড়িলা। ক্ষণেক বিলম্বে দোঁহে, ধৈর্য্য ধরি গুহ কহে, কহ মোর রাম কোথা রৈলা॥ হনুমান কহে ভাই আর ভব দুঃখ নাই, তোমার পরাণ রামচন্দ্র॥ জনকনন্দিনী সীতা, রাম পার্শ্বে শোভান্বিতা, সহিত লক্ষণ ভক্তবৃন্দ॥ পুষ্পক বিমানোপরি, আকাশ পথেতে হরি, আসিছেন এখনি পাইবে। মনেতে কর আশ্বাস, এখনি পূরিবে আশ, কিঞ্চিৎ বিলম্বে যে দেখিবে॥ এত শুনি গুহবরে, আনন্দ না দেহে ধরে, পরিবার

সহিত মাতিল। কেহ নাচে কেহ গায়, কেহ ভূমে পড়ি যায়, প্রেমানন্দে উৎসব হইল॥ নানামত বাদ্য বাজে, বাহু তুলি গুহ-রাজে, উদ্দণ্ড নাচয় কুতুহলে। উঠে পড়ি পড়ি যায়, ক্ষণে স্তব্ধ হৈয়া রয়, জয় রাম শ্রীরাম ক্ষণে বলে॥ কেহ মঙ্গলাচার করে, ঘট পাতি দ্বারে দ্বারে, কদলীর বৃক্ষ ধরে ধরে। চন্দ্রাতপ শত শত, পতাকা উড়ায় কত, মাল্য চন্দন মুক্তাহারে॥ দীপমালা সারি সারি, চন্দনাভিষিক্ত পুরি, ক্ষালন লেপন সংস্কারে। এই মত সুমঙ্গল, করি সব কোলাহল, আনন্দেতে আপনা পাসরে॥ যে পথে আসিবে রাম, বাঞ্ছিত মনের কাম, সেই দিকে নয়ন অর্পিয়া। যেমন চাতকগণে, জলধর আগমনে, রহে সবে তেমতি চাহিয়া॥ হেনকালে অতি দূরে, পুষ্পক বিমানোপরে, ধ্বজার আভাস দৃষ্ট হৈল। কেহ বলে দেখ ভাই, কেহ বলে কই কই, কেহ বলে দেখিতে না পাইল॥ কেহ বলে অই অই, ধ্বজা দেখিয়াছি মুঞি, কেহ বলে অই কই বল। কিবা বাল বৃদ্ধ সবে, ধাওয়াধাই মহোৎসবে, কোলাহল নগরে পড়িল॥ হেনকালে চন্দ্রানন, সঙ্গে পারিষদগণ, গুহরাজ পুরী গিরি মাঝ। উদয় হইল শশী, করুণানিকর রাশি, রঘুবর ভকত সমাজ॥ পগণ চন্দ্রিকা করে, বাহ্য অন্ধকার হরে, রামচন্দ্র হৃদয় তিমিরে। প্রেমানন্দে জ্যোৎস্নাকর, বিস্তারিয়া শশধর, আমূল সহিত দূর করে॥ সহাস্য কটাক্ষ সুধা, জগৎ জনক মুদা, দৃষ্টি করি ভৈল রাজপুরী। বিচ্ছেদ বাড়বানলে, প্রেমানন্দ সিন্ধুজলে, নিভাইলা করুণা বিস্তারি॥ হৃদয় সাগর খতে, প্রেমময় বারি তাতে, সাত্ত্বিকাদি ভাব বাঞ্ছা যাতে। উছলি তরঙ্গ বহে, ধৈর্য্য বেল লঙ্ঘিল তাহে, ব্যভিচারী ফেণা উঠে তাতে॥ দয়াল পরমানন্দ, প্রেমাধীন রামচন্দ্র, ভকতবৎসল গুণধাম। প্রিয়ভক্ত গুহরাজ, হেরিয়া পুলক দেহ, হৃদয়ে লইল প্রিয়তম॥ গাঢ় আলিঙ্গন দুহে, প্রভুতত্ত্বে লাগি রহে, অশ্রুজলে দোঁহা অঙ্গ ভিজে। ধন্য গুহ মহাশয়, চারি দিকে জয় জয়, কোলাহল হৈল ক্ষিতিমাঝে॥ স্বর্গ হৈতে দেবগণ করে পুষ্প বরিষণ, চমকিত চিত্ত ঘরে ঘরে।

কহে ওহে কিবা ভাগ্য, কিবা যোগ্য কি সৌভাগ্য, এই প্রাজ্ঞ শ্রেষ্ঠ ত্রিভুবনে॥ দুন্দুভি বাজন বাজে, আনন্দে অপ্সরা নাচে, প্রশংসয় ত্রিভুবন লোক। রাম অনুকূল যারে, কেবা নাহি পূজে তারে, সেই করে ত্রৈলোক্য আলোক॥ অলভ্য কি তার আছে, চতুর্ব্বর্গ তার পাছে, ফিরে সেই না করে দৃক্‌পাত। কি ধন অভাব তার, ত্রৈলোক্যের ধন সার, প্রাপ্ত সেই রাম যার নাথ॥ প্রেমানন্দ ব্রহ্মানন্দ, সূর্য্য আগে যেন চন্দ্র, চন্দ্র আগে যেমন খদ্যোত। নদ নদী আগে যেন, পুষ্করিণী খাত হেন, সাগরের আগে নদীস্রোত॥ অতএব গুহরাজ, হন প্রেমানন্দ মাঝ, ডুবিয়া পাথার নাহি পায়। অমূল্য রতন নিধি, দুর্ল্লভ রতন নিধি, রামধন পাইয়া আলয়॥ আনন্দে মগন হিয়া, কেহ আইসে জল লৈয়া, কেহ বা চরণ পাখালয়। কেহ রাজ সিংহাসন, তাহাতে কমলাসন, পাতি তাহে প্রভুরে বসায়॥ কেহ মালা চন্দন, নানা বস্ত্র আভরণ, কেহ চন্দ্রমুখী নিরীক্ষয়। নানা দ্রব্য মিষ্টান্ন, গব্য ফল বনোৎপন্ন, নানামত সংস্কার করয়॥ পারিষদ-গণ সহ, সমান পিরীতি স্নেহ, সমান ভকতি সহ রবে। ভোজন ভূষণ বাসে, করি বহু পরিতোষে, আনন্দ সাগরে ভাসি সেবে॥ সুগ্রীবাদি কপিগণ, বিভীষণ জাম্বুবান, যত পারিষদগণ চয়। গুহ রাজের প্রেম দেখি, অবিরাম ঝরে আঁখি, পরস্পর বহু প্রশংসয়॥ ধন্য ধন্য মহাশয়, হেন প্রেম যার হয়, জনম জীবন ধন্য ধন্য। রামচন্দ্রে এত প্রীত, সুশীল সমতা রীত, সর্ব্বগুণধাম সর্ব্বমান্য॥ প্রভুর যতেক ভক্ত, সর্ব্বমধ্যে অতিরিক্ত, এই জন প্রিয়তম হবে। ইহার যে গুণ দেখি, যুড়ায় হৃদয় আঁখি, যে হেতুক রামচন্দ্র লভে॥ সেই গুহ মহারাজ, চৌদ্দ ভুবন মাঝ, পূজ্যতম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ। তাহার তুলনা নাই, বেদেতে তাৎপর্য্য এই, যার প্রিয় রামচন্দ্র ইষ্ট॥ বিধি ভব পুরন্দর, আদি দেবী দেব নর, পিতৃগণ গন্ধর্ব্ব কিন্নরে। সবাই আনন্দ পায়, নিরন্তর গুণ গায়, জয় জয় ধন্য ধন্য করে॥ জাতি কুল বিদ্যা তপ, কর্ম্ম জ্ঞান ব্রত জপ, নাহি কিছু অপেক্ষা যে করে। শ্রীচরণ আশ্রয়, কোন মতে কেহ

নয়, সেই ত্রিপাধান শক্তি ধরে॥ তার পদরজস্পর্শে, কোটি মহাপাপ ধ্বংসে. ভক্তি মুক্তি সেহ থাকুক দূরে।, দুর্লভ যে হরি ভক্তি. ক্ষণমাত্রে দিতে শক্তি, তাহা কিবা মহিমা অপারে॥ হরি জনের জাতি কুল, বিচারয়ে যেই মূঢ়, ভক্ত যে যবন শ্রেষ্ঠতম। তার সাক্ষী গুহরাজ, পাবন ভুবন মাঝ, নহে বৃথা ব্রাহ্মণ জনম॥

মহাভারতে।

চণ্ডালোহপি মুনিশ্রেষ্ঠো হরি ভক্তি পরায়ণঃ।
হরিভক্তিবিহীনশ্চ দ্বিজোহপি শ্বপচাধমঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে প্রহ্লাদবাক্যং।

বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণ যুতাদরবিন্দনাভ,
পদারবিন্দ বিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠং।

গারুড়ে।

ভক্তিরষ্টবিধোহ্যষা যস্মিন ম্লেচ্ছোপি বর্ত্ততে।
স বিপ্রেন্দ্রো মুনিঃ শ্রীমান স চ যতিঃ স চ পণ্ডিতঃ॥
তস্মৈ দেয়ং তত গ্রাহ্যং স চ পূজ্য যথা হ্যহমতি॥

অতএব হরিভক্তে নীচ নাহি মান। পরম পাবন নিজ ইষ্ট করি জান॥ বৈষ্ণবের মহিমার সীমা নাহি হয়। বেদ বিধি সর্ব্বশাস্ত্রে ফুকরিয়া কয়॥ হরি ভক্তি মহিমাদি আরাধন বিধি। সহস্র প্রণাম যার নাহিক অবধি॥ এক এক অঙ্গের সহস্র প্রমাণ। এক এক শ্লোকে করি দিগ দরশন॥ শ্রীল সনাতন কলি ত্রাণের আচার্য্য। হরিভক্তি বিলাস বর্ণিলা গ্রন্থ আর্য্য॥ তাহার প্রমাণে কহি কিঞ্চিৎ আভাস। বিশেষ কহিনু ইহা লাগিয়া বিশ্বাস॥ বৈষ্ণবেতে জাতি বুদ্ধি যেই জন করে। সে জন নারকী মজে দুঃখের সাগরে॥ বৈষ্ণবেরে নীচ জাতি করিয়া মানয়। নিশ্চয় যে সেই জন নরকে মজয়ে॥

ইতিহাস সমুচ্চয়ে।

শূদ্রং বা ভগবদ্ভক্তং নিষাদ্য শ্বপচং তথা।
বীক্ষেত জাতি সামান্য স যাতি নরকং ধ্রুবং॥

হরিভক্তি হয়ে যদি ম্লেচ্ছ চণ্ডাল। দান গ্রহণের পাত্র সেই

বেদে বলে ॥ হরিবৎ পূজিব তারে ভকতি পূর্ব্বকে। গারুড়াদি প্রমাণ স্বয়ং কহয়ে শ্রীমুখে ॥

গারুড়ে ।

ভক্তিরষ্টবিধহ্যেষা যস্মিণ ম্লেচ্ছোপি বর্ত্ততে।
স বিপ্রেন্দ্রো মুনিঃ শ্রীমান স চ যতিঃ স চ পণ্ডিতঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহং ॥

ইতিহাস সমুচ্চয়ে।

ন মে ভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচপ্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথাহ্যহং ॥

ভক্তে ভক্তি বিনা কৃষ্ণভক্ত মধ্যে নহে। স্বয়ং শ্রীমুখে কৃষ্ণ অর্জ্জুনেরে কহে ॥

তত্রৈব ভগবদ্বাক্যং।

যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তশ্চ তে জনাঃ।
মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্ত মম ভক্তাশ্চ তে নরাঃ।

সাধুমার্গে শাস্ত্রমতে সিদ্ধান্ত সুদৃঢ়। বৈষ্ণবের শ্রীচরণ ভজ করি দৃঢ় ॥

দ্বারকামাহাত্ম্যে প্রহ্লাদ সংবাদে।

বৈষ্ণবান ভজ কৌন্তেয় মাস্তজস্বান্যদেবতা।
পুনন্তি বৈষ্ণবাঃ সর্ব্বে সর্ব্ববেদাবিদং জগৎ ॥
মদ্ভক্তবল্লভো যস্য স এব মম বল্লভঃ।
তৎপরো বল্লভো নাস্তি সত্যং সত্যং ধনঞ্জয় ॥

অজ শক্র তুল্য নাহি করি কৃষ্ণভক্ত। বিচার করহ গূঢ় পরমার্থ তত্ত্ব ॥

পাদ্মে। বিধু বা কিং পুনঃ সর্ব্বে অজঃ শক্র ভবেৎ যদি।
ন কোপি সমতাং যাতি কৃষ্ণ ভক্তস্য নারদ॥

বৈষ্ণবের পাদোদক পরম পাবন। পান করি পুনঃ সুচী হৈতে করে মন ॥ সেই অপরাধে ব্রহ্মহত্যার পাতকী। তাহার প্রমাণ শাস্ত্র সৌপর্ণে নিরখি ॥

গারুড়ে।

বিষ্ণু পাদোদকং পীত্বা ভক্তপাদোদকং তথা।
আচামেদ্যদি সংমোহাৎ ব্রহ্মহত্যা ভবেদিহ ॥

বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট সেই সংসার মোচন। নারদ পঞ্চরাত্র সূত্র-গ্রন্থ পরায়ণ॥

যথা। বৈষ্ণবে কন্যাদানঞ্চ পরং নির্ব্বাণ হেতুনা।
পরং নির্ব্বাণহেতুঞ্চ বৈষ্ণবোচ্ছিষ্টভোজনং॥

শ্রীভাগবতে।

উচ্ছিষ্টলেপানমুমোদন দ্বিজেভ্যাতি।

হরির প্রতিমা হন বৈষ্ণব ঠাকুর। দর্শন স্পর্শন পূজা কর্ত্তব্য প্রচুর। বহু ভাগ্যেতে যায় শ্রদ্ধা জনময়। সুকৃতি বলিয়া তারে শ্রুতিগণ গায়॥

হরিভক্তিসুধোদয়ে।

সন্দর্শনস্পর্শপূজনৈঃ কৃতিত্বমাং সি বিষ্ণু প্রতিমেব বৈষ্ণবঃ।

পাদ্মে। মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নামশব্দ ব্রহ্মণি বৈষ্ণবঃ॥
স্বল্পপুণ্য মহারাজন বিশ্বাসো নৈব জায়তে॥

বৈষ্ণব শরণ যদি গৃহে বসি করে। সদ্য সে জীবনমুক্ত সেবা বহু দূরে॥

শ্রীভাগবতে।

যেষাং সংশরণাৎ পুংসাং সদ্য শুদ্ধন্তি বৈগৃহাঃ।
কিং পুনর্দ্দর্শনস্পর্শ পাদশৌচাসনাদিভিঃ॥

বৈষ্ণবেরে নমস্কার অষ্টাঙ্গ হইয়া। যেই করে সেই ধন্য শরীর ধরিয়া॥ দুর্বৃত্তো বা সুবৃত্তো বৈষ্ণব যে জন। অবশ্য নমস্য সেই সূতের বচন॥

সূতবাক্যং।

হরিভক্তিরসাস্বাদস্বাদিতা যে নরোত্তমঃ।
নমস্কারাম্যহং তেষাং তৎসঙ্গী মুক্তিভাক ভবেৎ॥
হরিভক্তিপরা যে চ হরিনাম পরায়ণঃ।
দুর্বৃত্তো বা সুবৃত্তো তেষাং নিত্যং নমোনমঃ॥

বৈষ্ণবের নামে সর্ব্বপাতক নাশয়। কৃষ্ণভক্তি জন্মে ভাগবতে বহু গায়॥ প্রাতঃকালে উঠি যেই করয়ে কীর্ত্তন। ভারতের এক শ্লোকের শুনহ প্রমাণ॥

যথা। নিত্য যে প্রাতরুত্থায় বৈষ্ণবানাঞ্চ কীর্ত্তনং।
কুর্ব্বন্তি তে ভাগবতাঃ কৃষ্ণতুল্যাঃ বলোদ্যুগ॥

বৈষ্ণব সেবনে ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ। চতুর্বর্গ ফল হয় ইহ না হয় আধিক্য॥ মোক্ষফল হয় মাত্র কৃষ্ণে মতি রতি। মুক্তি তুচ্ছ ফলাফল শ্রীকৃষ্ণে ভকতি॥ তবে যে কহেন শ্রুতিগণ নানা ফল। বহির্ম্মুখ প্রবৃত্তিকারণ কেবল॥ অনেক প্রমাণ তাহে পুস্তক বাড়য়। দুই এক শ্লোক লিখি কিঞ্চিৎ আশয়॥

ভারতবর্ষ প্রসঙ্গে।

হরিকীর্ত্তনশালো বা তদ্ভক্তানাং প্রিয়োপি বা।
শুশ্রূষুর্ব্বাপি মহতাং সংবেদ্যোশাভিরুত্তমঃ॥

তথাচ। বহির্ম্মুখ প্রবৃত্তার্থং কিন্তু মোক্ষফলং শ্রুতিঃ।

বৈষ্ণব দর্শন মাত্র তৎক্ষণে পবিত্র। মৃৎশিলা হই দেহ গঙ্গ অতিরিক্ত॥ সেবাদি কারণে পূত করেন তাহারা। বৈষ্ণব দর্শন মাত্র তখনি বিজ্বরা॥

শ্রীমদ্ভাগবতে।

ন হ্যম্ময়ানি তীর্থানি ন দেবা মৃচ্ছিলা ময়া।
তে পুনন্ত্যরুকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ॥

• বৈষ্ণবের পূজা সর্ব্ব পূজা হৈতে শ্রেষ্ঠ। অন্য দূরে রহু কৃষ্ণ হইতেও ইষ্ট॥

একাদশে শ্রীভগবদ্বাক্যং।

বৈষ্ণবে বন্ধুসৎকৃত্যা মদ্ভক্ত পূজাভ্যধিকো ইতি।

বিনা অভিষিক্ত বৈষ্ণবের পদরজ। কর স্কন্ধে সিদ্ধ নহে কভু কোন কাজ॥

পঞ্চম স্কন্ধে।

রহূগণে তত্তপসা ন কেত্যায়া নির্ব্বপণাদ্ গৃহাদ্বা।
নচ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈ বিনা মহৎ পাদরজোভিষেকং।

বৈষ্ণবের সেবা করে দাস অভিমানে। পরম গতিকে পায় বৈকুণ্ঠভুবনে॥

তথাহি পাদ্মে।

বিষ্ণুভক্তস্য যে দাসা বৈষ্ণবান্ন ভোজশ্চ সে।
তেঽপি ক্রতভুজ বৈশ্য গতি যান্তি নিরাকুলা॥

সর্ব্ব আরাধন সার বিষ্ণু আরাধন। তাহা হৈতে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবের উপাসন॥

পাদ্মে উত্তরখণ্ডে।

আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরং।
তস্মাৎ পরতরং দেবী তদীয়ানাং সমর্চ্চনং॥

ইহাতে অন্যথা বুদ্ধি নাহি কেহ কর। এই বাক্য হৃদয়ে কবচ করি পর॥ বৈষ্ণবে ত্যজিয়া হরি একান্ত ভজনে। কৃষ্ণকৃপা নাহি হয় ভক্তে নাহি গণে॥ কৃষ্ণ না ভজিয়া মাত্র বৈষ্ণব ভজনে। কৃষ্ণ পাই ভক্তি পাই শাস্ত্রেতে বাখানে॥ অতএব প্রযত্নেতে বৈষ্ণব ভজহ। সর্ব্ব দুঃখ পাপ তাপ হইতে তরহ॥

প্রমাণ। যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ইত্যাদি।

পাদ্মে। অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ানার্চ্চয়েত্তু যঃ।
ন স ভাগবতজ্ঞেয়ঃ কেবলং দাম্ভিক স্মৃতঃ॥
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন বৈষ্ণবান্ পূজয়েৎ সদা।
সর্ব্বং তরতি দুঃখৌঘং মহাভাগবতোহর্চ্চনাৎ॥

বৈষ্ণবে দেখিয়া মহাআনন্দ করিবে। কতে কালের বন্ধু যেন দেখি হৃষ্ট হবে॥ যার কৃষ্ণে শুদ্ধভক্তি তার এই রীত। স্বাভাবিক জন্মে ভক্ত দেখিয়া পিরীত।

একাদশে শ্রীভগবদ্বাক্যং।

বৈষ্ণবে বন্ধু সৎকৃত্যা মদ্ভক্ত পূজাভাধিকা ইতি।

বৈষ্ণব ভোজন যার গৃহেতে করয়। তার সঙ্গে যার সঙ্গ নিষ্পাপ সে হয়॥ কৃতান্তের অধিকার তাহাতে নাহিক। যম নিজ দূতে কহে করিয়া অধিক।

পাদ্মে। বৈষ্ণবো সদ্মা হে ভুঙক্তে যেষাং বৈষ্ণবসঙ্গভিঃ।
তে পিবঃ পরিহার্য্যাঃস্যুঃ স্তৎসঙ্গহতাকল্বিষঃ॥

ভক্ত রসনায় কৃষ্ণরস আস্বাদয়। রাশীকৃত সামগ্রী তাদৃশ তৃপ্ত নয়॥

ব্রাহ্মে শ্রীভগবদ্বাক্যং।

নৈবেদ্যং পুরতো ন্যস্তং দৃষ্ট্যৈব স্বীকৃতং ময়া।
ভক্তস্য রসনাগ্রেন রসমশ্নামি পদ্মজ॥

সর্ব্বত্রে বৈষ্ণব পূজ্য স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতলে। দেবতা মনুষ্য আদি যতেক অখিলে ॥

নারদীয়ে। সর্ব্বত্রে বৈষ্ণবা পূজ্যাঃ স্বর্গে মর্ত্ত্যে রসাতলে।
দেবতানাং মনুষ্যাণাং তথৈবোরগরাক্ষসাং ॥
যেষাং স্মরণ মাত্রেণ পাপলক্ষণতানি চ ॥
দহ্যতে মাত্র সন্দেহো বৈষ্ণবানাং মহাত্মনং ॥

প্রাতঃকালে উঠি লয় বৈষ্ণবের নাম। কৃষ্ণতুল্য হয় সেই সর্ব্ব গুণধাম ॥

মহাভারতের রাজধর্ম্মে।
নিত্যং য প্রাতরুত্থায় বৈষ্ণবানাঞ্চ কীর্ত্তনং।
কুর্ব্বন্তি তে ভাগবতাঃ কৃষ্ণতুল্য কলৌযুগে ॥

বৈষ্ণব প্রসঙ্গ হৃৎকর্ণ রসায়ন। মধ্যে মধ্যে কৃষ্ণকথা অমৃত ভাজন ॥ অপবর্গ দ্বার আর শ্রদ্ধা রতি ভক্তি। ক্রমিক জন্ময়ে হয় সুদৃঢ় আসক্তি ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়ে।
সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্য্যসম্বিদে, ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়না কথা।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি, শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতীতি ॥

বৈষ্ণবের পাদুকায় নতি পুনঃ পুনঃ। যে প্রসাদে মিলে সাধ্য সাধননির্গুণ ॥ কর্ম্মাবলম্বন করি হয় অলম্বন। মো সবার বৈষ্ণবের পাদুকালম্বন ॥

শ্রীমধ্বাচার্য্যস্য।
ভগবদ্ভক্ত পাদাব্জপাদুকাভ্যো নমোনমঃ।
যৎসঙ্গমঃ সাধনঞ্চ সাধ্যঞ্চাখিল মুত্তমং ॥

পদ্যাবল্যাং।
জ্ঞানাবলম্বকঃ কেচিৎ কর্ম্মাবলম্বকাঃ কেচিৎ।
যজন্তু হরিদাসানাং পাদত্রাণাবলম্বকাঃ ॥

দর্শন স্পর্শন আদি করি সহবাসে। ক্ষণমাত্র শুদ্ধ হয় যবন পুক্কসে ॥

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে।
দর্শনস্পর্শনালাপসহবাসাদিভিঃ ক্ষণাৎ।
ভক্তাঃপুনন্তি কৃষ্ণস্য সাক্ষাদপি চ পুক্কসে ॥

হরিভক্তে পূজে যেই হরি বুদ্ধি করি। তারে তুষ্ট ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি ত্রিপুরারি॥

তত্রৈব। হরিভক্তিরতান যস্তু হরিবুদ্ধ্যৈঃ প্রপূজয়েৎ।
তস্য তুষ্যন্তি বিপ্রেন্দ্রো ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদয়ঃ॥

ভক্ত ভগবান স্বয়ং লোক রক্ষা হেতু। ক্ষিতিতলে অবতীর্ণ প্রাকৃতিক তনু॥

ইতিহাস সমুচ্চয়ে।
অহমেব দ্বিজশ্রেষ্ঠ নিত্যং প্রচ্ছন্ন বিগ্রহঃ।
ভগবদ্ভক্তিরূপেন লোকান রক্ষামি সর্ব্বদা॥

হরিভক্ত সঙ্গি সঙ্গ ক্ষণমাত্র হয়। সর্ব্ব মহাপাতকাদি তৎক্ষণাতে ক্ষয়॥

বৃহন্নারদীয়ে। হরিভক্তিপরায়াস্তু সঙ্গিনাং সঙ্গন ব্রতঃ।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো মহাপাতকবানপি॥

বৈষ্ণবের আরাধনা অসংখ্য গণন। পুস্তক বাড়য়ে কত করিব বর্ণন॥ কিঞ্চিৎ কহিল মাত্র দিগ দরশন। যেন তেন মতে করি বৈষ্ণবের গান॥ বৈষ্ণবের মহিমা কি কহিব অধিক। বিনা বৈষ্ণবের পূজা সকলি অলিক॥ গোবিন্দ ভজয়ে যে না ভজয়ে বৈষ্ণবে॥ ভক্ত মধ্যে সেই দাম্ভিক জানিবে॥

পাদ্মে উত্তরখণ্ডে।
অর্চয়িত্বাতু গোবিন্দং তদিয়ান্নার্চ্চয়েত্ত যঃ।
ন সঃ ভাগবতজ্ঞেয়ঃ কেবলং দাম্ভিকঃ স্মৃতঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন বৈষ্ণবান্ পূজয়েৎ সদা॥

বৈষ্ণব সন্তান যার সেই ভাগ্যবান। পুত্রবতী সেই নারী পিতা পুত্রবান॥

সৌপর্ণে।

কলৌ ভাগবৎ নাম যস্য পুং সং প্রজায়তে।
জননী পুত্রিণী তেন পিতৃণাস্তু ধুরন্ধরঃ॥

দুর্ল্লভ ভাগবত নাম কলিতে যাহার। ব্রহ্মারুদ্র পদ হৈতে উৎকর্ষ তাঁহার॥

তত্রৈব।

কলৌ ভাগবতং নাম দুর্লভং নৈব লভ্যতে।
ব্রহ্মরুদ্রপদোৎকৃষ্টং গুরুণা কথিতং মম॥

বৈষ্ণবের চিহ্ন যার শরীরে দেখিবে। নিঃসন্দেহ কলির সে দেবতা জানিবে॥

তত্রৈব।

যস্য ভাগবতং চিহ্নং দৃশ্যতে তু হরিমুনে।
গীয়তে চ কলৌ দেবাজ্ঞায়াস্তে নাস্তি সংশয়॥

চণ্ডাল যে হরিভক্ত ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ। হরিভক্তি হীন যদি শ্বপচ'কৃষ্ট॥

নারদীয়ে

শ্বপচোপি মহীপাল বিষ্ণোর্ভক্তদ্বিজাধিকঃ।
বিষ্ণুভক্তিবিহীনোপি যতিশ্চ শ্বপচাধিকঃ॥

ইন্দ্র মহেশ্বর ব্রহ্মা সেই সে হইল। চণ্ডাল হরির দাস যেই জন্মাইল॥

স্কন্দে রেবাখণ্ডে।

ইন্দ্রমহেশ্বরো ব্রহ্মা পরং ব্রহ্মা তদৈব হি।
শ্বপচোঽপি ভবত্যেব যদা তুষ্টোঽপি কেশবঃ॥

সেই সর্ব্ব ধর্ম্ম কর্ত্তা হরিভক্তিকরী। সর্ব্ব পাপকর্ত্তা যেই অভক্ত দুর্ম্মতি॥

তত্রৈব।

সকর্ত্তা সর্ব্বধর্ম্মানাং ভক্তো যস্তব কেশব।
সকর্ত্তা সর্ব্বপাপানাং যে ন ভক্তাস্তবাচ্যুতে॥
ধর্ম্মো ভবত্যধর্ম্মোঽপি কৃতভক্তিস্তবাচ্যুতে।
পাপং ভবতি ধর্ম্মোঽপি তবাভক্তৈঃ কৃতে হরে॥

সর্ব্ব ধর্ম্ম করি সেই নরকেতে যায়। হরির অভক্ত সেই জন দুরাশয়॥ সদা ব্রহ্মহত্যা যদি ভক্তের হয়। তবু শুদ্ধ থাকে তার বধ না জন্মায়॥

তত্রৈব।

নিঃশেষো ধর্ম্মকর্ত্তা বাপ্যভক্তো নরকে হরে।
সদা তিষ্ঠতি ভক্তস্তে ব্রহ্মহাপি বিশুদ্ধতি॥

তাবৎ সংসারে ভ্রমে পিণ্ডাকাঙ্ক্ষা হৈয়া। যাবৎ কুলে হরিভক্ত না জন্মে আসিয়া॥

তাবৎ ভ্রমন্তি সংসারে পিতরঃ পিণ্ডতৎপরাঃ।
যাবৎ কুলে ভক্তিযুক্তঃ সুতো নৈব প্রজায়তে॥

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চণ্ডাল যবন। হরিভক্ত যেই সেই সর্ব্বোত্তমোত্তম॥

তত্রৈব।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রো বা যদি বেতরঃ।
বিষ্ণুভক্তিসমাযুক্তো জ্ঞেয়ঃ সর্ব্বোত্তমোত্তমঃ॥

হরিনাম মহামন্ত্র যেই নীচ জাতি। জপে সেই পবিত্র পাবন মহামতি॥ কৃষ্ণের পিরীতি সেই সাধু জন্মাইল। বেদবেত্তা ব্রাহ্মণ জনমে কি হইল॥

তত্রৈব শ্রীভগবদ্বাক্যং।

নামযুক্তাজনাঃ কেচিৎ জাত্যন্তরসমন্বিতাঃ।
কুর্ব্বন্তি মে যথা প্রীতিং ন তথা বেদপারগাঃ॥

হরিভক্তি হীন যেই সেই সে চণ্ডাল। হরিভক্ত চণ্ডাল যে ভুবন মঙ্গল॥

তত্রৈব।

বিষ্ণুভক্তিবিহীনা যে চণ্ডালাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
চণ্ডালা অপি বৈ শ্রেষ্ঠা হরিভক্তি পরায়ণাঃ॥

অবৈষ্ণব জনের বাহ্য ত্রৈলোক্যপাবন। শ্বপচ সমান অবৈষ্ণব যে ব্রাহ্মণ॥

তত্রৈব।

শ্বপানমিব বস্ক্ষেত লোকে বিপ্রমবৈষ্ণবং।
বৈষ্ণবে বর্ণবাহ্যোপি পুনাতি ভুবনত্রয়ং॥

শ্রীকৃষ্ণ চরণাশ্রিত পাপযোনি হয়। স্ত্রী শূদ্র বৈশ্য আদি যে কেহ ভজয়॥ পরম পবিত্র সেই দুর্ল্লভ যে গতি। অনায়াসে পায় করে বৈকুণ্ঠে বসতি॥

শ্রীভগবদ্গীতায়াং।

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যা স্তথা শূদ্রা স্তেঽপি যান্তি পরাং॥

সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ববেদ পারগ ব্রাহ্মণ। হেন কোটি কোটি নহে বৈষ্ণব সমান॥ এ হেন সহস্র ভক্ত করিয়া সমানে। ঐকান্তিক এক ভক্ত শ্রীকৃষ্ণ চরণে॥

গারুড়ে।

যত্র যাতি সহস্রেভ্যঃ সর্ব্বে বেদান্তপারগাঃ।
সর্ব্ববেদান্তবিৎ কোট্যা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে।
বৈষ্ণবানাং সহস্রেভ্যঃ সন্ন ঐকান্তিকো বিশিষ্যতে॥

সদাচার হীন দুরাচার যদি হয়। অনন্য ভাবেতে কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ভজয়॥ সাধু সেই মান্য যেন সর্ব্বসার কৃত। সুপর্য্যা ব্যবসায় নিপুণ চরিত॥

শ্রীভগবদ্গীতায়াং।

অপিচেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক।
সাধুরেব সমন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ॥

শালগ্রাম পূজা বৈষ্ণবের আবশ্যক। স্ত্রী কিম্বা শূদ্র ইহা শাস্ত্র নিয়ামক॥

পাদ্মে।

শালগ্রামশিলা পূজাং বিনা যোঽশ্নাতি কিঞ্চনঃ।
স চণ্ডাল বিষ্ঠায়ামাকল্পং জায়তে ক্রিমিঃ॥

স্কান্দেচ।

গৌরবা চল শৃঙ্গাগ্রে ভিদ্যতে তস্য বৈ তনুঃ।
ন মতির্জায়তে যস্য শালগ্রামশিলার্চ্চনা॥

এই দুই শ্লোক সাধারণ ভক্ত পর। বিশেষ স্ত্রী শূদ্র ভক্ত পরে শুন আর॥

তত্রৈব।

এবং শ্রীভগবান সর্ব্বৈ শালগ্রামশিলাত্মকঃ।
দ্বিজৈশ্চ স্ত্রীভিঃ শূদ্রৈশ্চ সংপূজ্যো ভগবৎ পরৈঃ॥

তথা স্কন্দে ব্রহ্মনারদ সংবাদে চাতুর্ম্মাস্যব্রতে শালগ্রামশিলার্চ্চনাপ্রসঙ্গে।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যাং সচ্ছূদ্রাণামথাপি বা।
শালগ্রামেঽধিকারোঽস্তিক চান্যেষাং কদাচন॥

তত্রৈবান্যত্র।

স্ত্রিয়ো বা যদি বা শূদ্রঃ ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াদয়ঃ।
পূজয়িত্বা শিলাচক্রং লভন্তে শাশ্বতং পদমিতি॥

সচ্ছূদ্রপদে শূদ্রবংশে যে বৈষ্ণব। শালগ্রামে অধিকারী ইতরে দুর্লভ॥ তবে যে নিষেধমতে বচন যে শুন। অবৈষ্ণব পর নহে বৈষ্ণবে কখন॥

তত্রৈব বচনং যথা।

ব্রাহ্মণস্যৈব পূজ্যোহং শুচেরপ্য শুচেরপি।
স্ত্রী শূদ্রকরসংস্পর্শো বজ্রাদপি সুদুঃসহ॥
প্রণবোচ্চারণাচ্চৈব শালগ্রামশিলার্চ্চনাৎ।
ব্রাহ্মণীগমনাচ্চৈব শূদ্রশ্চাণ্ডালতামীয়াৎ॥

অতএব এ বচন সামান্য উপর। নিষেধ যে হয় তত্র বৈষ্ণব ইতর॥ কিংবা কেহ দন্তক্রমে বচন গড়িল। গোস্বামী আচার্য্য ইহা আশঙ্কা করিল॥ হরিভক্তি বিলাসেতে শ্রীপাদ কহয়। নতুবা শাস্ত্রান্তরে বিবাদ যে হয়॥ আরো কহি শুন হরিভক্তি বিলাসেতে। গোস্বামী শ্রীসনাতন যে কহে টীকাতে॥ ব্রাহ্মণস্যৈব পূজ্যোহং ইহার মধ্যেতে। একবার হয় একবারের অর্থেতে॥ তাহার ব্যবচ্ছেদ হয় এইত নির্ণয়। অথচ দেখি যে বহু শাস্ত্রেতে কহয়॥ স্ত্রী শূদ্র সবে হয় পূজ্য অধিকারী। ইহাতে যে এই বচন কৃত্রিম বিচারি॥ এ বচন যদ্যপিহ প্রমাণ হইত। অন্য শাস্ত্র মতে তবে বিধি না থাকিত॥ বিচার করিতে ইথে পণ্ডিত কহিবে। দন্ত ঈর্ষামতে নিজ মত না স্থাপিবে॥ পুনর্ব্বার আর শুন শাস্ত্রের প্রমাণে। বৈষ্ণব স্ত্রী শূদ্র অধিকারী শালগ্রামে॥

বায়ু পুরাণে।

অযাচকঃ প্রদাতাস্যাৎ কৃষিং বৃত্ত্যর্থমাচরেৎ।
পুরাণাং শৃণয়ান্নিত্য শালগ্রামঞ্চ পূজয়েদিতি॥
সদ্ধার্য্যা বৈ সবৈ যত্নাচ্ছালগ্রামশিলাভুবৎ।
সাচার্য্যাদ্বারকাচক্রাঙ্কিতোপ্যৈব সর্ব্বদা॥

এতেক প্রমাণ শাস্ত্র বিরোধী যে বাক্য। গ্রাহ্য নাহি হয়

বহু শাস্ত্রে যে অনৈক্য॥ ব্রাহ্মণ বৈশ্য পূজ্যোহং ইত্যাদি বচন। কেহ কহে শাস্ত্র নহে দাম্ভিক বচন॥ তন্মধ্যে অন্য বহু শাস্ত্রের বিরোধী। অতএব সাধুজন ইহাতে বিবাদী॥ যদি বল স্ত্রী শূদ্র বৈষ্ণব কিবাকার। গৃহীত যে বিষ্ণু পূজা বিষ্ণু দীক্ষাকার॥ ইহার ইতর সেই অবৈষ্ণবগণে। শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই পণ্ডিত বাখানে॥

প্রমাণ হরিভক্তিবিলাসে।

গৃহীত বিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুপূজাপরো নর।
বৈষ্ণবো বিহিতোভিজ্ঞৈরিতরস্মাদবৈষ্ণবঃ॥

শূদ্র আদি অন্ত্যজ বৈষ্ণব যদি হয়। শূদ্র নীচ নহে সেই পূজ্যের আলয়॥ হরিভক্তি হীন যদি যতি কেনে নয়। শ্বপচ অধিক সেই নীচ দুরাশয়॥

তথাচ নারদীয়ে।

শ্বপচোপি মহীপালো বিষ্ণুভক্ত দ্বিজাধিকঃ।
বিষ্ণুভক্তিবিহীনোপি যতিশ্চ শ্বপচাধিকঃ॥

ইতিহাস সমুচ্চয়ে।

শূদ্রং বা ভগবদ্ভক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা।
বীক্ষ্যতে জাতি সামান্যাৎ স জাতি নরকং ধ্রুবং॥

নিষাদ শ্বপচ শূদ্র হরির ভকতে। নীচ করি মানে যেই যায় নরকেতে॥ ভগবদ্ভক্ত শূদ্র কভু নহে॥ অভক্ত ব্রাহ্মণাদিক শূদ্র শাস্ত্রে কহে॥

পাদ্মেচ।

ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তা স্তেহপি ভগবতোত্তমাঃ॥
সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে॥

দ্রব্যের সংযোগে কাঁসা সোণা হয় যথা। কৃষ্ণদীক্ষা মাত্রে নর দ্বিজ হয় তথা॥

তথাচ তত্রৈব।

যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষা বিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাং॥

পিতৃগোত্রে যথা কন্যা অবিবাহে থাকে। বিবাহ হইলে স্বামীগোত্রে প্রবন্ধকে॥ তথা বিষ্ণুমন্ত্রদীক্ষা মাত্রে শ্রেষ্ঠ হয়। নীচত্ব শূদ্রত্ব ত্যজি দ্বিজত্বকে পায়॥

যথা। পিতৃগোত্রেণ যা কন্যা স্বামীগোত্রেণ গোত্রিকা।
তথা দীক্ষা প্রভাবেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃনাং॥
অতএব তৃতীয়স্কন্ধে দেবহুতিবাক্যং।
যন্নামধেয়ঃ শ্রবণানুকীর্ত্তনাৎ, যৎ প্রহ্বনাদ যচ্ছরণাদপি ক্বচিৎ।
শ্বাদোপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে কুতঃ পুনস্তে ভগবন্দর্শনাদিতি।

বিষ্ণুনাম আদি যদি চণ্ডালে করয়। যজ্ঞ যে জনের যোগ্য পবিত্র যে হয়॥

তথাচ হরিভক্তি সুধোদয়ে শ্রীভগবদ্ব্রহ্মসংবাদে।
তীর্থান্যশ্বত্থতরবো গাবোবিপ্রা স্তথা স্বয়ং।
মদ্ভক্তাশ্চেতি বিজ্ঞেয়াঃ পঞ্চৈতে তনব মম॥

অশ্বত্থ গো আদি ভগবানে ভক্ত। নিজ তনু হয় স্বয়ং মুখে করে ব্যক্ত॥

চতুর্থস্কন্ধে শ্রীপৃথু মহারাজ বর্ণনে।

পৃথু মহারাজ শক্ত্যাবেশ অবতার। শ্রীমুখে কহিলা শুন রহস্য তাঁহার॥ সর্ব্বত্র শাসনে মুঞি হই দণ্ডধৃক। বিনা যে অচ্যুত গোত্রে বৈষ্ণব সর্ব্বাধিক॥ অতএব হরিভক্ত বর্ণ বাহ্য হয়। নীচ উচ্চ জাতি সব কৃষ্ণের নয়॥

যথা। সর্ব্বত্রাস্খলিতাদেশঃ সপ্তদ্বীপৈক দণ্ডধৃক।
অন্যথা ব্রাহ্মণকুলাদন্যথাচ্যুতগোত্রত ইতি॥

ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব স্থানে সাবধান হইতে। পূর্ব্বাপর কহে শাস্ত্রে দুই মত মতে॥ বিপ্র কহি পুনশ্চ বৈষ্ণব কহি যবে। ইহাতে বুঝহ অন্য বর্ণ যে বৈষ্ণবে॥ পণ্ডিত যে হবে ইহা বুঝিবে বিচারে। মূর্খ কুতার্কিক জন নহে অধিকারী॥ অবৈষ্ণব বিপ্র হৈতে দুর্জ্জাতি বৈষ্ণব। শ্রেষ্ঠতম হয় কর শাস্ত্রে অনুভব॥

সপ্তম স্কন্ধে।
বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভ ইত্যাদি।
অতএবোক্তং হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে শ্রীভাগবতা শ্রীহয়গ্রীবেণ
পুরুষোত্তম প্রতিষ্ঠাতে।
মূর্ত্তিপালস্তু দারুব্যাদেবিক বৈষ্ণব দক্ষিণ।
[illegible]

ষষ্ঠ মালা।

দক্ষিণাদি ভগবৎ সম্বন্ধে যে দ্রব্য। বৈষ্ণবের দিব্য ভূষা আদি হব্য কব্য॥ তাহার অর্দ্ধেক বিপ্রে করিবে প্রদান। অতএব ভগবৎ ভক্ত পূজ্যমান॥

তথা ব্রহ্মবৈবর্ত্তে পতিব্রতোপাখ্যানে ধর্ম্মব্যাধস্যাপি
শ্রীশালগ্রামজপুনর্ম্মুক্তং।

ততঃ স বিস্মিত শ্রুত্বা ধর্ম্মব্যাধস্য তদ্বচঃ।
তস্মৈ স চ মানীয় দর্শয়ামাসভাবুভৌ।
নির্ণিক্তবসনো ম্লক্ষ রাগনাম্নো দ্বিজো গুরুঃ।
শালগ্রাম শিলাশ্চৈব তৎসমীপেষু পূজিতামিত্যাদি।

ব্যাধ কৃষ্ণভক্ত শালগ্রাম পূজা কৈল। ধর্ম্ম মহামুনি যাতে উপদেশ দিল॥ অতএব ইহাতে যে অবোধ নিন্দয়। না জানিয়া কহে কিবা দম্ভের আশয়॥ এ বিধান কৈল গৌড়রাজ্যে আচ্ছাদন। নতুবা সকল দেশে করয়ে যাজন॥ মধ্যদেশ দক্ষিণ দেশেতে দেখরীত। সর্ব্ব বৈষ্ণবেতে শালগ্রাম সুপূজিত॥ সদাচারে দেখ ইহা হয় পূর্ব্বাপর। অতএব সাধুমার্গ শাস্ত্র অনুসার॥ অবশ্য কর্ত্তব্য বৈষ্ণবের শিলা পূজা। পরম সিদ্ধান্ত এই ইথে নাহি দুজা॥ কলি জগত্রাতা শ্রীমন্মহান্ আচার্য্য। নিরপেক্ষ শুদ্ধশীল সকলের আর্য্য॥ সনাতন সনাতন সিদ্ধ ও প্রসিদ্ধ। রূপ রস রাশি পরমার্থ পথে বৃদ্ধি॥ বিচার করিয়া নিরূপিলা শুদ্ধ মত। পরমার্থ তত্ত্ব যাহা নিগম গোপিত॥ প্রচার করিয়া কৈল নিশ্চয় সিদ্ধান্ত। তাহার অন্যথা কহে যে না জানে অন্ত॥ এবং শ্রীভাগবত আদির পঠন। বৈষ্ণবের উপরে নাহি নিষেধ বচন॥ স্বধর্ম্ম যাজন বিধি নিষেধ শতেক। বৈষ্ণব ইতর পর অন্যান্য যতেক॥

শ্রীমদ্ভাগবতে।

দেবর্ষি ভূতাপ্ত নৃণাং পিতৃণাং নো কিঙ্করোনায়মৃণী চ রাজন ইত্যাদি।

কর্ম্ম পরিত্যাগে বৈষ্ণবের নাহি দোষ কর্ম্মে অধিকার নাহি যাতে দৃষ্টি দোষ॥

তত্রৈব।

তাবৎ কর্ম্মাণি কর্ব্বিত ন নির্ব্বিতদোষবতা।
নৎ কথা শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্নজায়তে॥

করণে ও বিরুদ্ধ ব্যভিচার দোষ হয়। অনন্য ভকতি নাহি শাস্ত্রের নির্ণয়॥

শ্রীগীতায়াং।

অপিচেৎ সুদুরাচারো ভজতে মানন্যভাগিত্যাদি।

ইত্যাদি অনেক বিধি প্রমাণ আছয়। কতেক লিখিতে পারি পুস্তক বাড়য়॥ অতএব শ্বপচ শূদ্রকুলে যে বৈষ্ণব। নীচ শুদ্র নহে সেই পরম দুর্লভ॥ যদ্যপিরু অশ্রেয় বিষ্ণু মন্ত্রদীক্ষা মাত্র। বৈষ্ণব প্রসাদে হয় পরম পবিত্র॥

যথা। ইন্দ্রো মহেশ্বারা ব্রহ্মা পরং তদৈব হি।
শ্বপচেপি ভবতোব যদা তুষ্টোসি কেশবঃ॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রো বা যদি বেতরঃ।
বিষ্ণুভক্তি সমাযুক্তো জ্ঞেয়াঃ সর্ব্বোত্তমোত্তমঃ॥
সঙ্কীর্ণ যো নরঃ পূজ্যা যে ভক্তা মধুসূদনে।
ম্লেচ্ছতুল্য কুলীনা স্তে যেন ভক্তা জনার্দ্দনে॥
স কর্ত্তা সর্ব্বধর্ম্মানাং ভক্তো যস্তব কেশবঃ।
স কর্ত্তা সর্ব্বপাপানাং যে নাভক্তস্তবাচ্যুতে॥
অশ্বত্থ তুলসী ধাত্রী গোভূমিসুরবৈষ্ণবাঃ।
পূজিতা নমিতা ধাত্যা ক্ষপয়ন্তি নৃণামঘং॥
সূর্য্যোগ্নির্ব্রাহ্মণাগাবো বৈষ্ণবাঃ খং মরুর্জ্জলং।
ভুবাত্মা সর্ব্বভূতানি ভদ্রপূজা প্রদানি যে॥

পূজা আরাধন হন বৈষ্ণব ঠাকুর। নীচ উচ্চ বিচার সে বহু বহু দূর॥ শালগ্রাম পূজা আদি তাহে কি বিচার। যাঁহার চরণস্পর্শে সংসার নিস্তার॥ অকারণে প্রত্যবায় অধিকৃত আর। আচার্য্য সিদ্ধান্ত কৈল করিয়া বিচার॥ শ্রীরূপ সনাতন জগৎ আচার্য্য। এবং সর্ব্বাচার্য্য হন সর্ব্ব সাধবর্য্য॥ সবার সম্মত বেদ শাস্ত্র অনুসারে। লোক নিস্তারের হেতু করিয়া বিস্তারে॥ অতএব দৃঢ় হৈল সিদ্ধান্ত বিচার। বুঝিবেক সুবোধ না বুঝিবে ইতরে॥ ইহাতে যেই অভাগীয়া বৈষ্ণব নিন্দয়ে। নীচ জ্ঞান

করি জাতি কুল বিচারয়ে ॥ এ সব সিদ্ধান্তে যেই হেয় বুদ্ধি করে। বৈষ্ণব চরণ রজ নাহি ধরে শিরে ॥ বৈষ্ণব চরণে দাস বুদ্ধি না করিল। তবে বজ্রাঘাত তার শিরেতে পড়িল ॥ শ্রীল নাভাজীর মন প্রীতের লাগিয়া। তাহার অন্তর গূঢ় আশায় বুঝিয়া ॥ বৈষ্ণব মহিমা কিছু কহতব্য লাগিয়া। কতকগুলি শ্লোকে লিখি সুপ্রমাণ দিয়া ॥ ইহাতে যে ভাল মন্দ বিচারিতে নারি। অপরাধ না লবেন দাস অঙ্গিকারী ॥ হে হে শ্রীলনাভা-জীউ কটাক্ষ করহ। শ্রীচরণ কৃষ্ণদাস মস্তক ধরহ ॥ বৈষ্ণব মহিমামৃত সর্ব্ব শাস্ত্রে গায়। লক্ষ লক্ষ কহিবারে কার শক্তি হয় ॥ প্রসিদ্ধ জগতে ইহা কহিয়া কি ফল। তথাপিহ প্রয়োজন আছয়ে প্রবল ॥ দাম্ভিক অবোধ কুতার্কিক দুরাশয়। নিন্দুক পাষণ্ডীজনার হিতের লাগিয়া ॥ দ্বিতীয় কারণ বৈষ্ণবের গুণগান। কোন ছল করি যদি পদে দেন স্থান। সাধুকৃপা সুকৃতি যে বিনা কোনমতে। কখন বিশ্বাস নহে হরির ভকতে ॥

পাদ্মে। মহাপ্রসাদে গোবিন্দ নাম ব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।
স্বল্পপুণ্য মহারাজন বিশ্বাসো নৈব জায়তে ॥

হরিভক্তি অঙ্গ যে অন্বয় ব্যতিরেকে। চৌষট্টি প্রকার যে প্রসিদ্ধ সর্ব্বলোকে ॥ বৈষ্ণবের আরাধনা সেই মত হয়। তার মধ্যে যেই যেই সম্ভাবনা নয় ॥ তাহার প্রমাণ এই বৈষ্ণব মহিমা। রসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে সিদ্ধান্তের সীমা ॥ আরাধনা বিধি পূর্ব্বের প্রমাণ করিল। দিগ দরশন মাত্র সীমা না পাইল ॥ কৃষ্ণ হৈতে কৃষ্ণভক্ত অধিক পূজিব। তাৎপর্য্য অর্থ ইথে ত্রুটি না করিব ॥ বৈষ্ণবের মহিমা কে কহিবারে পারে ॥ শ্রীল শঙ্কর বিনা অন্য অগোচরে ॥ ইহাতে সন্দেহ কিবা দেখ না বিচারি। ভক্তিমিশ্র বিনা জ্ঞানী কর্ম্মি আদি করি ॥ ফল নাহি পায় কভু স্থূল তুষ কুটে। ভক্তিমিশ্র হৈলে মুক্তি আদি করপুটে ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে।

শ্রেয়ঃ স্মৃতিং ভক্তিমুদাস্যতে বিভো,
ক্লিশ্যন্তি যে কেবল বোধ লুব্ধয়ে ইত্যাদি ॥

প্রার্থনা করিয়া সুর মুনি যাহা কহে। দিলেহ সে হরিভক্ত ফিরে নাহি চাহে॥

তত্রৈব।

নাষ্টি সালোক্যসারূপ্য সামীপ্যৈকত্বমপ্যুত। দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি বিনা মৎ সেবন জনাঃ॥

হেন যে ভকতি যার দেবতার পূজ্য। যোগী যতি তপস্বীর সকলের আর্য্য॥ সেই দূরে থাকু যে ভক্তিতে প্রবর্ত্ত। কিঞ্চিৎ ভকতি বিন্তু কর্ম্মেতে নিবৃত্ত॥ জ্ঞানীর যে পরিপাকে কর্ম্ম যায় ক্ষয়। সে জন জীবন মুক্ত প্রবর্ত্তেই হয়॥

অপিচেৎ সুদুরাচার ইত্যাদি।

অতএব প্রবর্ত্তক সাধন ভক্ত যেহ। সকলের পূজ্য তেঁই ইথে কি সন্দেহ॥ তাহাও থাকুক দূরে শুনহ রহস্য। প্রসিদ্ধ জগতে ইহা গান করে বিশ্ব॥ বৈষ্ণব যাহার কুলে গর্ভে জনময়। তার পিতৃলোক যদি নরকে থাকয়॥ নরক হইতে, উঠে আস্ফালন করে। মোর বংশে বৈষ্ণব জন্মিবে অতঃপরে॥ সংসারে দুঃখ আর নাহিক ভুঞ্জিব, বালক হইবা মাত্র মুকতি হইব॥

সম্প্রদা প্রকরণ।

সম্প্রদায়ী সদ্গুরু চরণ আশ্রয়। লবা মাত্র কর্ম্ম ত্রুটি পবিত্র যে হয়॥ শ্রীকৃষ্ণ নিষ্কামা প্রেমভক্তি উপজয়। ইহার প্রমাণ কত শত কহা যায়॥ কিঞ্চিৎ কহিব মাত্র দিগ দরশন। সাধু-মার্গ শাস্ত্রমতে দিলা যে প্রমাণ॥ সম্প্রদায় বিহীন যেই বৈষ্ণবা-ভিমানী। শাস্ত্রের প্রমাণ তারে বৈষ্ণবে না গণি॥ কোটি কল্পে তার সিদ্ধ কভু নাহি হয়। সেই মন্ত্র নিস্ফল যে জানিহ নিশ্চয়॥

পাদ্মে। তথা গৌতমীয় তন্ত্রে তথা স্থানান্তরে।

সম্প্রদায়েবিহীনা যে মন্ত্রাস্তে নিস্ফলা মতাঃ॥
সাধনঞ্চ ন সিদ্ধ্যন্তি কোটিকল্পশতৈরপি॥

বৈষ্ণব সম্প্রদা চারি প্রসিদ্ধ ভুবনে। শ্রীরুদ্রসাধ্বী আর সনক বিধানে॥

পাদ্মে। কলৌ খলু ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সংপ্রদায়িনঃ।
শ্রীরুদ্র মাধ্বী সনকা বৈষ্ণবা ভুবিপাবকাঃ ॥

বৈষ্ণবের স্থানে যদি বিষ্ণুমন্ত্র লয়। নরক গমন সেই পশ্চাৎ করয় ॥ ভ্রম যদি করে পুনঃ বৈষ্ণব গুরুতে। দীক্ষা করিবেক সেই শাস্ত্র বিধি মতে ॥

নারদ পঞ্চরাত্রে তথা যামলে। হরিভক্তিবিলাস গ্রন্থঃ প্রসিদ্ধঃ।

অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যক গ্রাহয়েদ্বৈষ্ণবোগুরু ॥

পদ্মোত্তর খণ্ডে মহাদেবোবাচ।

জ্ঞানেবাহ্যচ্ছনেবাপি মন্ত্র যে কাম্রমাশ্রয়েৎ।
অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ ন পরাগতি ॥
অবৈষ্ণবোপদিষ্টং স্যাৎ সর্ব্বমন্ত্রবরদ্বয়ং।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যক্ বৈষ্ণবাদ্গ্রাহয়েন্মনুং ॥
মহাকুলোদ্ভবশ্চৈব সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
নিগমো সহস্রশাখাধ্যগোচ পণ্ডিত পুনঃ ॥

হেন যে ব্রাহ্মণ যদি অবৈষ্ণব হন। গুরু নাহি হন তেঁহ করিলে বরণ ॥

তত্রৈব। মহাকুল প্রসূতোপি সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
সহস্র শাখিধ্যায়ী ন চ গুরুস্যাদ বৈষ্ণবঃ।

পুনশ্চ পাদ্মে।

সহস্রশাখাধ্যায়ী চ সর্ব্বযজ্ঞেষ দীক্ষিতঃ।
কুলে মহতী জাতোপি ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ।
যস্ত মন্ত্রদ্বয়ং সম্যগধ্যাপরাণ্ড বৈষ্ণব।
স আচার্য্যস্ত বিজ্ঞেয়ো ভববন্ধবিদারকঃ ॥

অবৈষ্ণবে বিষ্ণুমন্ত্র লৈলে কি হইবে। ভক্তি যে বর্দ্ধিষ্ণু নহে যাহাতে তরিবে ॥

নারদপঞ্চরাত্রে।

গৃহ্নাতি ভক্ত্যা চ কৃষ্ণ মন্ত্রশ্চ বৈষ্ণবাৎ।
অবৈষ্ণবাৎ গৃহীত্বা চ হরি ভক্তিন বর্দ্ধতে ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে।

বিষ্ণুভক্তিবিহীনাচ্চ ভক্তিহীনজনো ভবেন্নরঃ।
শৈবাৎ শাক্তাৎ গৃহীত্বা চহরোভক্তিন বর্দ্ধতে ॥

কালী তন্ত্রে। ন চ শক্তাৎ ন শৈবাচ্চ গৃহীত্বা বৈষ্ণবাদ্বিজাৎ।
শাক্তাৎ শৈবাৎ গৃহীত্বা চ হরেৰ্ভক্তির্ন জায়তে॥
দেবী পুরাণে। শৈবসৌরগাণপত্যাশ্চ শাক্ত শক্তির এব চ।
বর্জ্জয়েচ্চ প্রযত্নেন সর্ব্বজ্ঞমপি নাস্তিকং।

বৈ সৌর শক্তি আদি বর্জ্জন করিয়া। বিষ্ণুমন্ত্র লইবেক বৈষ্ণব জানিয়া॥ বিপর্য্যয় পথ যদি গুরু শিষ্যে হয়। কোথা আরাধনা তার ভক্তির উদয়॥

পাদ্মে। বিপর্যায়ে চ বন্ধে চ গুরুশিষ্যো যদি ক্বচিৎ।
কথং আরাধ্যতে ইষ্টং কথং তদ্ভক্তি সুস্থিরং॥

এ প্রমাণ বহু হয় কতেক লিখিব। কৃষ্ণভক্তি ইপ্সু যেই বিচার করিব॥ সদ্গুরু শব্দেতে সংপ্রদায়িকে বুঝায়। সংশব্দে নিত্য ইহা অভিধান হয়॥ সংপ্রদায় গুরু যে পরম্পর প্রণালী। নিত্য তার ধ্বংস নাহি আসিয়েছে চলি॥ সেই প্রণালীতে গুরু যেই হন। সদ্গুরু বলিয়া হয় তাহার আখ্যান॥ পূর্ব্বেতে করিল সম্প্রদায় উপদেশ। বিনা যে বিষ্ণুরস ধর্ম্মের নাহি লেশ॥ তাহা বিনা বৈষ্ণবত্ব সিদ্ধ যে নহিল। তবে যে বৈষ্ণব বলি যতেক কহিল॥ তাহাতে জানিবে সম্প্রদায় হন তেঁহ। নতুবা বিরোধ হয় পূর্ব্বাপর সেহ॥ অতএব যে সম্প্রদায় উপনিষ্ট হন। বৈষ্ণব শব্দেতে শাস্ত্রে তাহারে কহেন॥ সর্ব্ব যে লক্ষণ হীন আচার্য্য হয়েন। যদি বিষ্ণু পরায়ণ ভকতি রহেন॥ সেই সে দুর্ল্লভ তেঁহ সদ্গুরু হয়েন। সত্য সত্য করি পুনঃ শাস্ত্রেতে কহেন॥

দেবীপুরাণে।
সর্ব্বলক্ষণ হীনোপি আচার্য্যঃ স ভবিষ্যতি।
যস্য বিষ্ণৌ পরাভক্তি যথা বিষ্ণু তথা গুরে।
স এব সদ্গুরু জ্ঞেয়ঃ সত্য মে তদ্বদামি তে॥

চারি সম্প্রদায় ক্রম হয় শাস্ত্রসিদ্ধ। অনাদি ব্যবহারে দেখ লোকেতে প্রসিদ্ধ॥ আর দেখ চমৎকার সম্প্রদাপবিষ্ট। অনন্য ভাবেতে হয় ইষ্ট ভক্তি নিষ্ঠ॥ অসম্প্রদায়ী যেই জন কৃষ্ণমন্ত্র জপে। নিষ্ঠা দূরে রহু নাহি জানে কারে ভজে॥ সর্ব্ব দেব জ্ঞান কর্ম্ম ভক্তি সম জানে। নানা কর্ম্ম করি আপনারে সাধু মানে॥

বিচার করিয়া দেখ পূর্ব্বাপর ক্রমে সদ্গুরু আশ্রয় বিনা পথান্তরে ভ্রমে ॥ গুরু সকলের মূল সবার প্রকৃতি। ভক্ত মুক্তি দাতা আর কৃষ্ণভক্তি রতি ॥ যেমন আশ্রয় যার তেমনি যে হয়। এক দোহা তার নিষ্ঠ মহাজনে কয় ॥

দোহা। জনরবো বরমী ন রহে জাতি বুঝকে বুদ্ধি।
যাকো যৈছে গুরু মিলে তাকো তৈছে সিদ্ধি ॥

অতএব সাধুমার্গ শাস্ত্রমত যত। বৈষ্ণবের পথ লও সদ্গুরুকে ভজ ॥ গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব তিন এক করি জান। আপনারে নীচ অপরাধী করি মান ॥ তরুবৎ সহিষ্ণুতা আপনাকে কর। অমানীরে মান দান সদাই বিচার ॥

যথা। তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানীনা মানদেন কীর্ত্তনীয় সদা হরি ॥

যে জনার হরিভক্তি অধিক না হয়। অসংখ্য মহিমা তার কহা নাহি যায় ॥ সকল দেবতা সর্ব্ব গুণের সহিত। তাহার শরীরে বৈসে হৈয়া আনন্দিত ॥ হরির অভক্ত জনে সদ্গুণ কোথায়। ইন্দ্রিয় সুখের হেতু ইতি উতি ধায় ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে।
যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা ইত্যাদি।

সামান্যত বৈষ্ণব আকার কহি শুন। পূর্ব্বে কহিয়াছি তথাপি কহি পুনঃ ॥

গৃহীত বিষ্ণুদীক্ষা কো ইত্যাদি।
ব্রহ্মবৈবর্ত্তে।
বিষ্ণুমন্ত্রোপাসকশ্চ স এব বৈষ্ণবা দ্বিজ ইত্যাদি।

সম্প্রদায়ী শব্দ যদি এক শ্লোকে না হয়। তথাপি জানিবে সম্প্রদায়ীর আশ্রয় ॥ পুঁথি দেখি মন্ত্র উপাসনা নাহি হয়। ইহাতে জানিবে তেঞি সদ্গুরু আশ্রয় ॥ বিষ্ণুমন্ত্র দীক্ষা করি ভক্ত্যাঙ্গ যে হয়। সেই জন বৈষ্ণবেতে জানিহ নিশ্চয় ॥ ইহার ইতর যত অষ্ণোগণ। কিন্তু অসম্প্রদায়ী তেঁই বৈষ্ণব না হন ॥ যতেক কহিল এত অভিধান হয়। বৈষ্ণব অপরাধে কিন্তু সর্ব্বনাশ যায় ॥ বৈষ্ণবেতে অপরাধ সর্ব্বনাশ হয়। আয়ু শ্রীর্যশো ধর্ম্ম লোকশীষ

ক্ষয় ॥ আর যত শ্রেয়ঃ কোটি জন্মের সঞ্চয়। অধিক কি কব কৃষ্ণভক্তি দূরে যায় ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ।

আয়ুঃ শ্রিয়ং যশো ধর্ম্মং লোকানাশীষ এব চ ।
হন্তিং শ্রেয়াংসি সর্ব্বাণি পুংসো মহদাতক্রমঃ ॥

বৈষ্ণবের নিন্দা করে যেই মূঢ়মতি । পিতৃসহ রৌরবেতে ভুঞ্জয়ে দুর্গতি ॥

স্কন্দপুরাণে ।

নিন্দাং কুর্ব্বন্তি যে মূঢ় বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাং ।
পতন্তি পিতৃভিঃ সার্দ্ধং মহারৌরব সঙ্গীতে ॥

বৈষ্ণব দেখিয়া যেই দয়া নাহি করে। আসন হইতে উঠি যত্নে না আদরে ॥ দাম্ভিক যে জন নিন্দনীয় দুষ্টমতি । অচিরাৎ হয় সেই নরকে অতিথি ॥

পাদ্মে । বৈষ্ণবং জনমায়ান্তো নাভ্যুত্থানং করোতি যঃ ।
প্রণয়াদরতো বিপ্র স ভবেন্নরকাতিথি ॥

সদা কৃষ্ণ আশ্রয় কৃষ্ণ বৈষ্ণব সেবন । এই ধন্য নরদেহ করিয়া ধারণ ॥ অন্যায় ব্যতিরেক মতে বৈষ্ণব মহিমা । প্রসঙ্গে কহিল কিছু সিদ্ধান্ত চন্দ্রিকা ॥ সম্প্রদায় সৎপ্রণালী আগেতে কহিল। কৃষ্ণদাস পদরাজ মাঙ্গিয়া লইল ॥

চরিত্র শ্রীনবযোগেশ্বর ।

নিমি নবযোগেশ্বর যে সবা পাদুকা। পরম শরণ যেই ভবাব্ধির নৌকা ॥ কবি হবি আদি করভাজন আন্তরীক্ষ । চমস প্রবুধ আর পিপল সুদক্ষ ॥ ভুমিলাদি জগজন পাপ বিমোচন। ভুবন ভিতরে কৃষ্ণভক্তি জ্ঞানাঞ্জন ॥

ভক্তিমহিমা কথন ।

নববিধ ভক্তি যেই যাজন করয়। তার শ্রীচরণরেণু পরম উপায় ॥ নব অঙ্গ দূরে রহু এক অঙ্গ ভজে। পরম ধামকে পায় মায়াবন্ধ ত্যজে ॥ শ্রবণেতে পরীক্ষিত কীর্ত্তনে শ্রীশুক। স্মরণে প্রহ্লাদ অর্চ্চনে পৃথুরাজক ॥ কমলাচরণ দেখি বন্দনে অক্রুর। শুদ্ধ

দাস্যরস অঙ্গ পায় কপীশ্বর ॥ সখ্যে পার্থ আত্ম নিবেদনে বলি-রাজ। এক এক অঙ্গ ভজি সাধে নিজ কাজ ॥

যথা। শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিত ভবদ্বৈপায়নি কীর্ত্তনে।
প্রহ্লাদ স্মরণে তদং ঘ্রি ভজনে লক্ষ্মী পৃথু পূজনে ॥
অক্রূর স্তু ভিবন্দনে কপিপতির্দাস্যেহথ সখ্যেহর্জ্জুনঃ।
সর্ব্বস্বাত্মনিবেদনে বলিরভূৎ কৃষ্ণাপ্রাপ্তিরেষাং পরমিতি ॥

ভগবান যার বশ তার নাম গুণে। ত্রৈলোক্যপাবন সেই পূজ্য ত্রিভুবনে ॥

ভক্তি অঙ্গ শ্রীমদ্ভাগবতে।
শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনং ॥
চরিত্র শ্রীপরীক্ষিত মহারাজার।

লঘু ত্রিপদী। রাজা পরীক্ষিত, ভুবনে বিদিত, মহিমা অপার যাঁর। যাঁর যশোগুণ করিয়া সাধন, তরে এ তিন সংসার ॥ হেন অদ্ভুত, গুণি চমকিত, স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতলে। গর্ভের ভিতরে, শ্যামল সুন্দরে, দেখা দিলা চক্রচ্ছলে ॥ সেই হইতে হিয়া, উচাটন হৈয়া, কি দেখিনু কিবা সেই। যেমন না দেখি, চঞ্চলিত আঁখি, সবা মুখ নেহারই ॥ এই না সে হয়, বিতর্ক করয়, যার তার পানে চাহি। সেই অভ্যাসেতে, যার যে মনেতে, কহিতে শকতি নাহি ॥ গুণের সাগর, কিবা চমৎকার, কহিতে বিরমে মতি। শ্রীল শুক মুনি, সাধু শিরোমণি, পূজিতি ত্রৈলোক্যে অতি ॥ অব্যাহত গতি, এক স্থানে স্থিতি, গোদোহন কাল নহে। হেন যে যদ্যপি, স্বভাব তথাপি, রাজার গুণেতে মোহে ॥ সপ্ত দিবা নিশি, একাসনে বসি, আনন্দে মগন হিয়া। শ্রীমদ্ভাগবৎ, নৃপের সহিত, আস্বাদে বন্ধু পাইয়া ॥ রাজা মহামতি, অই রসে মাতি, ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি বাধে। প্রেমানন্দামৃত, অন্তরে পূরিত, কি করিবে দন্ধ বাদে ॥ কর্ম্মী জ্ঞানী তপী, চারিদিকে ব্যাপী, ভক্তি মর্ম্ম নাহি বুঝে। তাহা নৃপবরে, বুঝিয়া অন্তরে, তা সবা বুঝাবার কাযে ॥ নাহি বুঝিলাম, হেন করি ভাণ, প্রশ্ন কহে পুনঃ পুনঃ। পুনঃ সে গোসাঞি, ব্যক্ত করি তাই, কহে

বুঝে অজ্ঞজন॥ রাজা পরীক্ষিত, ত্রিজগৎ হিত, করিলেন অনা- য়াসে। যাহার আদরে শুক মুনিবরে, ভাগবত পরকাশে॥ তাঁহার চরিতে, কে পারে কহিতে, তাহে মুঞি ছার মতি। টীকার আভাস, নৃপগুণ যশঃ, কহি যে কিঞ্চিৎ রিতি। তাঁহার চরণে যদ্যপি কখনে, কোন সুকৃতের ফলে। ভক্তি উপজয়, তবে সে সে যুয়ায়, বর্ণিতে গুণ অকূলে॥ কৃষ্ণদাস চিতে, চরণ অমৃতে, কুমতি বিষয় ঘচাও। প্রভু ভৃত্য দুহু, কৃপা করি পহু, অন্তরে উদয় হও॥

চরিত্র শ্রীশুকদেব গোস্বামীর।

ত্রিপদী। শুকদেব মুনিবর, তুলনা নাহিক যাঁর, ত্রিজগতে চৌদ্দভুবনে। পূজ্যবর্গে সাধুমার্গে সমতা সদ্গুণ বিজ্ঞে, যার সম না হয় বাখানে॥ কৃষ্ণভক্ত চূড়ামণি, বেদে যে মঙ্গল ধ্বনি, ফুকারিয়া গায় উচ্চনাদে। যাহা শুনি সব লোকে, তরয়ে সংসার দুঃখে দ্বন্দ্ব ধর্ম্ম না বরে বিবাদে॥ যার নাম গুণ যশঃ, পরম কৌতুক রস, যারে বেড়্য সেই জানে স্বাদ। ভুবন মঙ্গল ধ্বনি, বিস্তারিণী, ইতর রসের করে বাদ॥ সেই সে রসেতে ভক্ত, তার প্রেমে অনুরক্ত, গুণ কত কহা নাহি যায়। কৃষ্ণ পাদপদ্ম মধু, মন মত্ত ভৃঙ্গ লুব্ধ, দিবানিশি তাহাতে চরয়॥ দিবানিশি স্ফূর্ত্তি নাহি, কিবা করি কিবা কহি, কেবা মুক্তি নাহিক সন্ধান। মদিরা মত্তানে যেন, নিজ দেহ জ্ঞান হীন, তেমতি প্রেমানন্দে মতিমান॥ কিবা সে রহস্য কথা, গর্ভ হৈতে কেবা কোথা, নাড়ী সহ ভূমিষ্ঠ হইয়া। শ্রীকৃষ্ণে অর্পিয়া মন, তৎক্ষণাৎ সুগমন, পিতা মাতা উপেক্ষা করিয়া॥ চলিতে পদ না সরে, নদী কিবা সরোবরে, কিম্বা বৃক্ষ পর্ব্বত সম্মুখে। অমনি চলিয়া যায়, কেহ নাহি বাধে তায়, হরি জনে কেহ নাহি রাখে॥ জল স্থলময় হয়, গিয়া বৃক্ষ আদি চয়, দোফাল হইয়া পথ দেয়। অনল শীতল হয়, বায়ু মৃদু মৃদু বয়, শীত বর্ষা স্বভাব ত্যজয়॥ নবকঞ্জল দুনয়নে, ধারা বহে অবিরামে, নীলবরণ শুদ্ধ শান্ত তনু। যেন নব কাদম্বিনী, নির্ঝরে ঝরয়ে পানী, হুহুঙ্কার সুগর্জ্জন জনু॥ প্রলম্ব সুবাহুদ্বয়, আজানু দোলিয়া

যায়, করিশুণ্ড যেন লকলকে। অর্দ্ধোন্মীলিত আঁখি, প্রদোষে সুধাংশু দেখি, পদ্ম যেন মুদিত উন্মুখে॥ দরশন চমৎকার, গুণের নাহিক পার, রূপ গুণে অতুল সংসারে। ত্রিজগতে এক ধন্য, এক শ্রেষ্ঠ এক মান্য, পূজ্যের পূজ্যতমে তারে॥ ধর্ম্ম মর্ম্ম ব্রত জপ, জ্ঞান যজ্ঞ যোগ তপ, আদি করি পুরুষার্থ যতেক। ত্রিজগতে উচ্চ গিরি, সবাই আশ্রয় করি, সাধু করি মানে পরতেক॥ হরিভক্তি মহাধনী, তাঁর দাস দাসী মানি, সেই উচ্চ গিরি লোকে আর্য্য॥ আপন সেবকগণে, শক্ত নহে ফল দানে, বিনা দেবী সকলি অগ্রাহ্য॥ ভক্তিদেবী মুখপানে, করি থাকে নিরীক্ষণে, ঠাকুরাণী শুভদৃষ্টি কৈল। সেবকের ফল দিব, নহে সর্ব্ব ব্যর্থ হৈব, গীতো-পনিষদে ইহা বলে॥ অতএব হরিভক্তি, বিনা মিশ্র নহে শক্তি, কোন সাধনের ফল দানে। আপনি স্বতন্ত্র হন, সর্ব্ব ফলে শক্তি-মান, চিৎস্বরূপ যব দেবে ভণে॥ সেই দেব প্রিয়ধাম শুকদেব অভিরাম, সম্যক প্রকারে যাতে স্থিতি। অভিন্ন কৃষ্ণভক্তি তাঁর ধাম তাঁর শক্তি, শক্তি শক্তিমান একরীতি॥ অতএব ভক্ত গতি, কৃষ্ণের স্বরূপ শক্তি, শক্তি শক্তিমানেতে অভেদ। যে হেতুক কৃষ্ণ ভক্ত, ভক্তি যাতে অনুরক্ত, অতএব কৃষ্ণ তুল্য শুকদেব॥ কলি ভব কারাগার, নাহি যাহে পারাবার, ঘোর তিমির আগোয়ান। তাহে বন্দী জীবগণ, হেরিয়া কাতর মন, করিল যে উপায় সৃজন॥ শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র, কলি জয়ে মহা অস্ত্র, প্রকাশিলা সদয় হৃদয়। তাহা যে আশ্রয় করি, সিন্ধু মধ্যে যেন তরি, পাইয়া উতরে দুঃখ-চয়॥ তাঁহার চরণ রেণু, মস্তকে ভূষণ বিন্দু, স্মরণ ভজন নমস্কার। কৃষ্ণভক্তি বহুদূরে, সংসার নাহিক তরে, ধর্ম্ম অর্থ সে হন সঞ্চার॥ কৃষ্ণদাস ধিক্ মতি, তাহার চরণে রতি, হেন কৃষ্ণ ভকতি বিহীনে। হেন দিন হবে কবে, তাঁহার করুণা হবে, অনুরাগ হইবে সে ধনে॥

ইতি শ্রীভক্তমালে পুরু ইক্ষ্বাকু আদি ভক্তগণ কথনং তথা ভক্ত সেবা অঙ্গ তথা ভক্তিদেবীর গুণকীর্ত্তন ষষ্ঠমালা।

জয় শ্রীচৈতন্য হরি জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর-ভক্ত বৃন্দ॥ জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ। শ্রীজীবগোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ॥ প্রহ্লাদের গুণ কথা পরম অদ্ভুত। যার গুণে বশীভূত অচ্যুত অদ্ভুত॥ অহো কি আশ্চর্য্য কথা কিবা চমৎকার। যার অনুরোধে প্রভু হৈলা অবতার॥ লক্ষ্মী শিব ব্রহ্মা আদি ভয়ে পলাইল। প্রহ্লাদের অঙ্গ স্নেহে চাটিতে লাগিল॥ অগ্নি জল বিষ আদি হৈতে রক্ষা কৈলা। যার সঙ্গে শিশুগণ বৈষ্ণব হইলা॥ পরম অদ্ভুত কথা প্রহ্লাদ চরিত্র। শ্রবণ সুখদ হয় পরম পবিত্র॥ বিস্তারি বর্ণিতে তাহা নাহিক শকতি। কিঞ্চিৎ কহিব কথা যথা বুদ্ধিমতি॥ রচনার ভাল মন্দ না করি বিচার। পবিত্র কথন বলি করি অঙ্গীকার॥ নাভাজীর বর্ণন আর প্রিয়া-জীর টীকা। সংক্ষেপে কহিব কিন্তু অমৃত অধিকা॥ কিঞ্চিৎ বিস্তার করি কহিবারে চাহি। চাঁদ ধরিবারে চাহে খাট সম নহি॥ অতএব যথাশক্তি যথা বুদ্ধি মতি। কহি যে পবিত্র হেতু আপন প্রকৃতি॥ হিরণ্যকশিপু অতি দুর্দ্দান্ত অসুর। ভয়ে কম্প কম্পান্বিত হয় তিন পুর॥ আপনা ঈশ্বর মানে ভগবতদ্বেষ্টা। বিষ্ণুকে মারিব বলি করে মূঢ় চেষ্টা॥ তাহার বণিতা নাম কয়াধু সুশীলা। তাহার সদ্গুণ ভাগবতে বাখানিলা॥ কৃষ্ণভক্ত মধ্যে তেঁহ ভাগবত শ্রেষ্ঠ। সুশীলা সুধীর সমদান্ত শান্ত শিষ্ট॥ ইন্দ্র যবে হরণ করিয়া লৈয়া গেল। নারদের বাক্যে দেবরাজ চমকিল॥ হরিভক্তি কয়াধু যে আরাধ্য সবাতে। দ্বিতীয় ভাগবত উদে ইহার গর্ভেতে॥ তাহা শুনি দেবরাজ সঙ্কিত হইয়া। পূজিলা তাহারে অতি ভকতি করিয়া॥ নমস্কার প্রদক্ষিণ স্তুতি নতি করি। পাঠা-ইয়া দিল তারে আপন নগরী॥ কয়াধুর গুণ যত না যায় বর্ণন। যার গর্ভে জন্মিলেন প্রহ্লাদ রতন॥ শ্রীকৃষ্ণ চরণে মতি গোপনে আশ্রয়। বহির্ম্মুখ স্বামী পাছে জানে দুরাশয়॥ তেঁহরত্নগর্ভা জঠর সাগরে। দুর্ল্লভ অমূল্য রত্ন জন্মিলা অন্তরে॥ প্রহ্লাদ মহানুভব পৃথিবীর রত্ন। সেই করে যেহ আনে তার পদে যত্ন॥ শ্রীমন্নারদ গোস্বামী মহাশয়। জগতের গুরু ভক্তাবেশ দয়াময়॥

অন্তরে জানিলে কয়াধুর শুভ গর্ভে। লীলা হেতু নৃসিংহের অবতার পূর্ব্বে॥ জন্মিলা মহান এক পুরুষ রতন। যার বাধ্য ভগবান জগৎ কারণ॥ জানিয়া আইলা ঋষি কয়াধুর স্থানে। ভাগবত শাস্ত্র ইষ্ট গোষ্ঠি অনুক্ষণে॥ গর্ভের ভিতরে থাকি শুনেন প্রহ্লাদ। আনন্দে মগন সাধু প্রেমে অবসাদ॥ সময়েতে গর্ভ হৈতে ভূমিষ্ঠ হইলা। রাহুগ্রস্থ হৈতে যেন চন্দ্র প্রকাশিলা॥ মঙ্গলসূচক দশ দিকেতে ব্যাপিল। ত্রৈলোক্যের অমঙ্গল আজু হৈতে গেল॥ প্রহ্লাদের স্বাভাবিক কৃষ্ণপদে রতি। বাল্য হৈতে মহান্তরে বিষয়ে বিরতি॥ অন্য অন্য বালক অন্যান্য ক্রীড়া করে। প্রহ্লাদ মৃণ্মূর্ত্তি করি পূজয়ে কৃষ্ণেরে॥ ভোজনের কালে মাতা খাইতে ডাকয়ে। না যাব এখন কহে সেবা নাহি হয়ে॥ অন্য অন্য বালক নাচে ধূলা উড়াইয়া। প্রহ্লাদ নাচয় কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে বলিয়া॥ হিরণ্যকশিপু রাজা ভাগবত দেষ্টা। প্রসিদ্ধ সবাই জানে তাহার কুচেষ্টা॥ প্রহ্লাদের ভুধারা শ্রীকৃষ্ণভক্ত দেখি। বিপর্য্যায় মানে রাজা কোপে রক্ত আঁখি॥ তাড়ন ভর্ৎসন করে বালক উপরে। হাঁরে শিশু ও নাম শিখাইল কেবা তোরে॥ মারিবারে ধায় মহা তর্জ্জন করিয়া। শিশু মৌনে রহে কৃষ্ণে মনঃ সমর্পিয়া॥ কয়াধু সুমতী পুত্র বিরলে লইয়া। গোপনে বুঝান কত মুখে চুম্ব দিয়া॥ তোমার বালাই যাই অরে মোর স্তন্য। তুমি হেন পুত্র মোর গর্ভ ধন্য ধন্য॥ পিতা তব মূঢ়মতি তাড়ন করয়। তাহাতে কি ভয় যার শ্রীকৃষ্ণ সহায়॥ শ্রীকৃষ্ণ চরণে যার দৃঢ় মতি রহে। অচ্ছেদ্য অভেদ্য সেই সর্ব্বশাস্ত্রে কহে॥ এতএব আমার পরাণ পুত্তলিয়া। কৃষ্ণ না ভুলিয়া ভজ একাগ্র করিয়া॥ গদ গদ ভাবে মহা আনন্দে প্রহ্লাদ। কান্দয়ে মাতার সাধু ধরি দুই পদ॥ ধন্য ধন্য গো জননী তুমি যাতে কৃষ্ণভক্তা। হেন উপদেশ দেয় যেই সেই সত্য মাতা॥ বিধাতা সদয় মোরে কত ভাগ্য কৈনু। কোটি জন্ম পুণ্য তব গর্ভে জন্মাইনু॥ কতক দিবসে রাজ পুত্র পড়াইতে। সঁপি দিল ষণ্ডমার্ক গুরুর হস্তেতে॥ ষণ্ডামার্ক প্রহ্লাদে লইয়া নিজালয়। অন্যান্য

বালকসহ যতনে পড়ায়॥ প্রহ্লাদ অন্যান্য চেতা তাহে নাহি মন। কেবল চিন্তয়ে মাত্র শ্রীকৃষ্ণ চরণ॥ গুরুর সমীপে সর্ব্ব-ক্ষণ মৌন থাকে। তেঁহ স্থানান্তরে গেলে কৃষ্ণ বলি ডাকে॥ কত দিন পরে রাজা পুত্রে বোলাইলা। ষণ্ডামার্ক শিশুসনে রাজস্থানে আইল॥ প্রহ্লাদের সৌন্দর্য্যে রাজা স্নেহে মগ্ন হৈয়া। চুম্বন করয়ে মুখে ক্রোড়ে বসাইয়া॥ রাজা কহে বৎস কহ কি বিদ্যা পড়িলে। কোন বিদ্যা শ্রেষ্ঠ কিবা অভ্যাস করিলে॥ প্রহ্লাদ কহেন পিতা সকলি অনর্থ। বিদ্যা তপ জপ সব কৃষ্ণ বিনা ব্যর্থ॥ সেহ বিদ্যা হয় সর্ব্ব বিদ্যা মধ্যে শ্রেষ্ঠ। যাতে কৃষ্ণে মতি জন্মে সেই সেই সে উৎকৃষ্ট॥ অতএব কৃষ্ণনাম বিদ্যা চূড়ামণি। ইহা বিনা আর যত অর্থে না বাখানি॥ তাহা শুনি অগ্নি হেন রাজা কোপে জ্বলে। কোলে হৈতে প্রহ্লাদেরে টান মারি ফেলে॥ জ্বলন্ত অনল যেন দুই চক্ষু জ্বলে। ষণ্ডামার্ক পানে চাহে সম কালানলে॥ কোপে কহে হাঁরে বটু কি বিদ্যা পড়ালি। আমার শত্রুর নাম বালকে শিখালি॥ কম্পিত হৃদয় তবে ষণ্ডামার্ক কহে। আমি না শিখাই মহারাজ কভু নহে॥ কি জানি কাহার স্থানে শিখে দুষ্টমতি। বৃথা মহারাজ রুষ্ট হও আমা প্রতি॥ অতঃপর সমুচিত করিব উহার। ঐ নাম পুন-র্ব্বার নাহি করে আর॥ এত কহি ষণ্ডামার্ক পুনঃ লৈয়া গেলা। গৃহে লৈয়া প্রহ্লাদেরে অনেক ভৎর্সিল॥ শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রহ্লা-দের মন চরে। তাহা নাহি শুনে যেন ঝিল্লি ডাকে দূরে॥ সমূহ বালক সহ পড়াইতে বসাইলা। কৃষ্ণকথা হীন যেই শাস্ত্র পাঠ দিলা॥ অক্ষরে অক্ষরে শিশুর কৃষ্ণ পড়ে মনে। উদ্দীপন হয় প্রেমধার দুনয়নে॥ ষণ্ডামার্ক উঠি যবে কর্ম্মান্তরে যায়। কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি তবে উঠিয়া নাচয়॥ অন্যান্য বালক সবে চমকিয়া চাহে। সবে মেলি প্রহ্লাদের ধীরে ধীরে কহে॥ প্রহ্লাদেরে কহে ভাই কান্দ কি লাগিয়া। কি নাম কহিয়া উন্মত্ত হইয়া॥ সদা অন্যমনাঃ থাক কি ভাব অন্তরে। কি স্মর কি জপ কহ আমা সবাকারে॥ অহো কি আশ্চর্য্য সাধুসঙ্গের মহিমা। বেদে

না কহিতে পারে মহিমার সীমা॥ ক্ষণমাত্র প্রহ্লাদেরে দর্শন প্রভাবে। বহিল সবার মন ফিরি গেল তবে হেন বুঝি বিধি ভব সাগর তরঙ্গে। তরি আনি দিল রঙ্গ প্রহ্লাদের সঙ্গে॥ প্রহ্লাদ কহয়ে ভাই শুন মন দিয়া। যে ভাবে যে জপি তাহা কহি বিবরিয়া॥ কৃষ্ণ যে সুখের নিধি সুখের অবধি। মোর চিত্ত ভাসে সেহ সুখজল নিধি॥ পাথারে ভাসিয়া মুঞি নাহি পাই পার। ডুবিল না জানি তাহে ধৈরজ সাঁতার॥ ভুবনমোহন রূপে গুণে মন ঝুরে। যার চিত্তে লাগে তার স্বভাব যায় দূরে॥ ধর্ম্ম কর্ম্ম গৃহী বৃত্তি স্বজন বান্ধব। ছাড়িয়া করহ পান চরণ আসব॥ তৃষিত চাতক মোর মন কৃষ্ণবারি। ধারাপথে রহে আশা চক্ষু যে পসারি॥ বিদ্যা ধন মান গ্রাম্যসুখ রাজসম্পাদন। দূরে ত্যাগ কর ভাই বলবীর্য্য মন॥ মজ ভাই শ্রীকৃষ্ণচরণ সুখ-রাশি। খসাও গলার দঢ় সংসারের ফাঁসি॥ প্রেমানন্দ সুখ পাবে বন্ধন ঘুচিবে। বিষয় কদর্য্য সুখ বাসনা যাইবে॥ শিশু-গণ বলে ভাই সংসারের সুখ। জন্মে জন্মে ভুঞ্জিব যে কিবা তাহে দুঃখ॥ নানা শুভ কর্ম্ম করি স্বর্গাদি ভুঞ্জিব। পুনর্জন্ম হয় পুনঃ সৎকর্ম্ম করিব॥ ইথে কোন নিন্দা মৃত্যু আর পুনর্ভব। শ্রীকৃষ্ণ ভজিয়া ভাই কি ধন পাইব॥ প্রহ্লাদ কহয়ে ভাই এই যে কহিলে। অস্থির নীতবাক্য ইহা অগ্রাহ্য ভূতলে॥ তাহার বৃত্তান্ত কহি শুন মন দিয়া। অজ্ঞান যাইবে দূরে প্রকাশিবে হিয়া॥ রাজ্যাধিক্য কর্ম্মপর সুখ ইচ্ছাময়। ত্রিবিধ প্রকৃতি লোক সংসারেতে হয়॥ তমো রজঃ সত্ত্বগুণে জগৎ ভ্রময়। তমাধিক্য লোক পাপ শঠমতি হয়॥ সত্ত্বতে প্রধান্যে সম দম তপে মতি। কিন্তু কৃষ্ণভক্তি বিনা সকলি দুর্গতি॥ কৃষ্ণভক্তি নির্গুণ নির্গুণ জনে হয়। ধর্ম্ম কর্ম্ম তপ সে না দৃকপাত করয়॥ কর্ম্মী নানা কর্ম্ম করি শ্লাঘ্য করয়। কৃষ্ণ বহির্ম্মুখ মূঢ় তত্ত্ব না জানয়॥ পরমার্থ নাহি জানে ফিরে দুরাশয়। কাহারে ভজয় মূঢ় কি ধন লাগয়॥ সব ধনের ধন কৃষ্ণ ত্রিজগতে হয়। কি ধন লাগিয়া মূঢ় অন্যেরে ভজয়ে॥ অন্য ধর্ম্ম কর্ম্মে ভাই যে কহিলে সুখ।

সেই সুখ স্বার্থ কেবল দুঃখের সম্মুখ॥ স্বর্গ আর নরক ভাই একই সমান। যেই তত্ত্ব জানে নাহি করে বস্তুজ্ঞান॥

তথাহি।

স্বর্গাপবর্গ নরেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিন ইত্যাদি।

সাযুজ্য সুখ করি মানে যেই নর। ভক্তি বিপর্য্যয় ভক্ত করয়ে ধিক্কার॥ সংসারের ভয়ে মাত্র পলাইয়া বাঁচে। ভক্তিরসে হীন মূঢ় সে পন্থায় আছে॥ পুনরায় ভক্তিপ্রাপ্ত হইয়া কচিৎ। কৃষ্ণপায় পূর্ব্ব ভক্তি মিশ্র ফলে চিত॥ সেই যে নির্ব্বাণ সেই ভক্তিগন্ধ বিনে। না পায় জ্ঞানাদি যেন অজগলস্তনে॥

মহাজনস্য উক্তিঃ।

ভক্তি বিনে কোন সাধন দিতে নারে ফল। সব ফল দেন ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল॥ অজগলস্তন প্রায় অন্য সাধন। অতএব হরি ভজে বুদ্ধিমান জন॥

শ্রীমদ্ভাগবতে।

শ্রেয়ঃ স্মৃতি ভক্তমুদস্যতে বিভো ক্লিশ্যন্তি যে কেবল বোধলব্ধয়ে॥

স্বর্গের যে সুখ ভাই নরক সমান। তাহার কারণ শুন দিয়া কান॥ তথায় অপূর্ব্ব ভোগ অমৃত সমান। অপূর্ব্ব সুন্দরী সঙ্গ রঙ্গের বিধান॥ গান বাদ্য শ্রবণ যে গন্ধ নানা জাতি। নয়ন আনন্দ দেখি শোভা নানা ভাতি॥ স্বর্ণ অট্টালিকা সুরত্নাঢ্য শয্যা তায়। সুখেতে শয়ন অভিমানেতে বসয়॥ দেখহ বিচারি ভাই ইথে যত সুখ। শূকর দেহেতে তায় সকলি সম্মুখ॥ তথায় যতেক ভোগ বিহারের আস্বাদে। শূকরেতে বিষ্ঠা ভক্ষে সেই সুখাস্বাদে॥ তথায় সুন্দরী সঙ্গ রস আস্বাদন। শূকর শূকরী সঙ্গে তেমতি গমন॥ গান বাদ্য শ্রবণের সুখ তথা যথা। শূকর নবীন বালকের রবে তথা॥ তথায় সুগন্ধি সুখে গমন যে মতি। শূকর অভোজ্য গন্ধে মাতয়ে তেমতি॥ নয়ন আনন্দ আর রত্নময় গৃহে। যথা তথা খুয়াড়েতে শূকরীর সহে॥ অতএব ভাই পঞ্চেন্দ্রিয় সুখ দুঃখ। সামান্যে চড়াইয়া বুলে সদা জীবমূর্খ॥ স্বর্গে হয়ে মনসুখ সেই দুঃখেতে মিশ্রিত। অন্যের উৎকর্ষ দেখি

ঈর্ষায় তাপিত ॥ পুনঃ ক্ষয় পতনের সময় জানয়। তাহাতে উদ্বিগ্ন চিত্ত আছয়ে অশয় ॥ অসুরে পরক্রমে স্থানভ্রষ্ট হৈয়া। দীন হীন প্রায় কভু বেড়ায় ফিরিয়া ॥ নিশ্চয় জানিহ ভাই কৃষ্ণ-প্রেম বিনে। কোথাও নিবৃত্তি নাহি এ তিন ভুবনে ॥ কৃষ্ণাশ্রয় মাত্রে তাপত্রয় যায় ক্ষয়। সচ্চিদানন্দন নিত্যদেহে প্রেম আস্বাদয় ॥ তথাচ স্বর্গাদি সুখ শ্রেষ্ঠ করি মানি। যদ্যপি সে নিত্য হয় কথঞ্চিৎ গণি ॥ অনিত্য অগ্রাহ্য সেই সাধুর সমীপে। পরম সুখ্যাতি বলি ইতরেতে জপে ॥ অক্ষয় স্বর্গের কামে যাগ যজ্ঞ করে। তাতো মূঢ়মতি কেহ বুঝিবারে নারে ॥ স্বর্গ যে অক্ষয় নহে তাহা নাহি বুঝে। শিষ্ট শান্ত সাধু করি আপনা সমাজে ॥ অতএব স্বর্গ মর্ত্ত্য আদি ত্রিভুবনে। প্রভুর মায়ায় হিতাহিত নাহি জানে ॥ একবার মরে আরবার জনময়। দুঃখের অবধি নাহি তাহে যাতনায় ॥ ঊর্দ্ধপদে হেট মাথে নাড়ির বন্ধনে। বিষ্ঠা মূত্র ক্লেশ তাহে দংশে কৃমিগণে ॥ শতেক জন্মের কথা তাহে স্মৃতি হয়। তখন ভাবিয়া জীব আকুল হৃদয় ॥ স্বচন্মা করয়ে হায় কি কর্ম্ম করিনু। কি দিয়ে খাইনু কেন কৃষ্ণ না ভজিনু ॥ ইন্দ্রিয় যে তুচ্ছ সুখ তাহাতে লাগিয়া। বহু পাপ কর্ম্ম কৈনু মূঢ় যে হইয়া ॥ পুনঃ পুনঃ এইরূপ গর্ভের যাতনা। ভ্রমিয়া বেড়াই তাহা করি কদর্থনা ॥ এবার জন্মিয়া কৃষ্ণ চরণ ভজিব। পুনঃ পুনঃ এ নরক আর না ভুঞ্জিব ॥ একান্ত ভাবেতে এই সুদৃঢ় করিনু। কায়মনে কৃষ্ণপদে স্মরণ লইনু ॥ দৃঢ়তর প্রতিজ্ঞা করয়ে দুঃখ সমে। ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র ভুলে মায়াভ্রমে ॥ জনময়ে একেলা দ্বিতীয় অঙ্গ হীনে। ক্রমে ক্রমে ভ্রম চেষ্টা হয় দিনে দিনে ॥ বাল্যবস্থা কালাবধি বাল্যরসে যায়। পৌগণ্ডেতে বিদ্যার অভ্যাসে কালক্ষয় ॥ যৌবন উদ্বেগে নারী সঙ্গে লোভ জন্মে। বিবাহ করিয়া মহা উৎসাহেতে রমে ॥ সন্তান কারণে মূঢ় আত্মনাশি করি। নানা যাগ করে পূজে পুত্রবতী নারী ॥ কালে পুত্র কন্যা দশ পাঁচ জনময়। পৌত্র দৌহিত্র আদি বহু জন হয় ॥ এক ছিল বহু হলো বাড়ী গেল মোলয়। আশক্ত বাড়িল

বস্তু নাহি আর মূল্য ॥ লালন পালন রক্ষা ভরণ পোষণ। সদা ঐ রসে মতি হইল মগন ॥ ধন উপার্জ্জন হেতু দেশ দেশান্তর। গমন করয়ে দুঃখে নাহি অবসর ॥ বাত বর্ষা রৌদ্র ভয় আর অপমানে। নানা ক্লেশ নাহি গণে অর্থের সন্ধানে ॥ বন্ধুজন বিয়োগ বিচ্ছেদ অর্থ নাশে। আবাছন্ন দুঃখ শোক সাগরেতে ভাসে ॥ উষ্টক যেমন সমী কণ্টক বিচায়। জিহ্বা ওষ্ঠ ক্ষত হয় তবু না ত্যজয় ॥ তেমন জীবের গতি এইমত ক্লেশ। তবু না বুঝয় মূঢ়মতিঅবশেষ ॥ কালে জরা আসিয়া প্রবেশ কৈল দেহে। বল বীর্য্য গেল গতি রতি স্মৃতি নহে ॥ কাশ শ্বাস উদ্গারে বাক্য জড়তা হইলা। চক্ষু কর্ণ দন্ত কেশ পশ্চাৎ করিলা ॥ স্ত্রী পুত্র পরিবার যত অবজ্ঞা করয়। তাড়ন ভর্ৎসন কোপ দৃষ্টেতে চাহয় ॥ তথাপিহ তাহারি মঙ্গল ধ্যানে থাকে। গৃহ পীঁড়া লেপয়ে টুকরি করি কাকে ॥ মৃত্যুকালে বৎসর ছয় মাস সম্ভাবনা। তথাপিহ না ভজে কৃষ্ণ বিষয় উন্মনা ॥ মৃত্যুকালাবধি ঐ বিষয় ভাবিয়া। মরিয়া নরক ভুঞ্জে যমালয়ে গিয়া ॥ দুঃখের অবধি নাহি অশেষ যাতনা। তখন ভাবেন হাহা খাইনু আপনা ॥ কদর্য্য অনিত্য বিষ বিষয় পাইয়া। বৃথা জন্ম গোঙাইনু কৃষ্ণ না ভজিয়া ॥ হায় হায় কি করিব উপায় কি হবে। এ দুঃখ সাগর হৈতে কে ত্রাণ করিবে ॥ এইমত আত্মনাদ পুনঃ পুনঃ করি। শত যুগ ভুঞ্জে দুঃখ যমের নগরী ॥ নরকান্তে পুনঃ নানা যোনিতে জন্ময়। শৃগাল কুক্কুর আদি চৌরাশি ভ্রময় ॥ তাহাতে অনন্ত দুঃখ নাহি পারাবার। গৃহ হীন শীত গ্রীষ্ম বর্ষয় কাতর ॥ দাবাগ্নিতে দহে বপু বাণ দণ্ডাঘাতে। কভু অস্ত্রাঘাতে মরে নানা যন্ত্রণাতে ॥ কিরকীট পতঙ্গ পক্ষী জলজন্তু আদি। জনমিয়া মরে পুনঃ নাহিক অবধি ॥ মধ্যে মধ্যে চৌরাশির অন্তে একবার। মানব জন্ম হয় জনমের সার ॥ কর্ম্মবেশে দেহ অন্ধ আতুর ত্রিবক্র। নীচ জাতি মূক খঞ্জাদিক অঙ্গ ভঙ্গ ॥ কেহ বা সুন্দর দেহ বুদ্ধিমান হয়। এ হেন দুর্ল্লভ জন্ম পাইয়া দুর শয় ॥ শ্রীকৃষ্ণ চরণ যদি না কৈল আশ্রয়। পুনর্ব্বার ঐ গতি জন্ম মৃত্যুচয় ॥ বালক কহয়ে ভাই মায়ার প্রভাবে। কৃষ্ণ না উপজে রতি উপায়

কি করিবে ॥ প্রহ্লাদ কহয়ে ভাই উপায় সুন্দর। আছয়ে তাহার কথা রহস্য বিস্তর ॥ সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ মাত্র স্থূল কহি শুন। পরম উপায় সপবিত্র গুহ্যতম ॥ কর্ম্ম জ্ঞান যোগ তপ আদি যত হয়। ভক্তির বিরোধী মাত্র দিতে শক্তি নয় ॥ সংসার ক্ষয়োন্মুখ কোন ভাগ্যবানে। যবে হয় তবে মিলে সঙ্গ সাধু সনে ॥ কৃষ্ণ কৃপা সুকৃতির সাধুসঙ্গ হৈতে। পাপ আর সংসার যায় অনুসঙ্গ মতে ॥ কৃষ্ণপ্রেম মহাধন অমূল্য রতন। পাইয়া পরম সুখী হয় সে তখন ॥ পরম নিবৃত্তি হয় দুঃখ বহুদূর। শুদ্ধ প্রেমানন্দ সুখে সদাই বিভোর ॥ দেবগণ ধন্য ধন্য করয়ে ফুৎকার। জগতে শ্রেষ্ঠ সেই ভবনিধি পার ॥ সেই পুণ্যতম সেই আরাধ্য জগতের। তাঁর পদ-রজঃ স্পর্শ প্রশংসে দেবেতে ॥ বড় বড় কর্ম্মী জ্ঞানী যুক্তি করি মানে। অহঙ্কার মাত্র সেই তথ্য নাহি জানে ॥ কৃষ্ণের ভকত পদরজঃ যে পর্য্যন্ত। মস্তকে না ধরে বৃথা মরে সেই ভ্রান্ত ॥ প্রেম ভক্তিমান যেই সেই থাকু দূরে ॥ অনন্য ভকত সদাচার নাহি করে। হেন সে বৈষ্ণব সেই ভুবনপাবন ॥ সাধু মধ্যে সেই হয় শাস্ত্রে নিরূপণ।

শ্রীভগবদ্গীতায়াং।

অপিচেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাগিত্যাদি।

অতএব বৈষ্ণবের মহিমার সীমে। মুঞি কি কহিব ভাই শ্রুতি যাতে ভ্রমে ॥ সে হেতু ভজ ভাই কৃষ্ণের চরণ। সুদূরে তেয়াগি চতুর্ব্বর্গাদি শরণ ॥ ধর্ম্ম আর অধর্ম্ম যে ধর্ম্ম ত্যজিয়া। অন্য দেবী দেবজ্ঞান তপস্যা ছাড়িয়া ॥ এক মাত্র শরণ্য জগত ঈশ হরি। দৃঢ় নিষ্ঠ করি ভজ যথা সতী নারী ॥ আর যত দেখিবে শুনি শ্রুতিগত। সকলি অনর্থ ত্রিভুবন মধ্যে যত ॥ একা কৃষ্ণ-ভক্তি বিনে সকলি অসার। ধিক ধিক সেই সব জনম বিকার ॥ শিশুগণ বলে শুন প্রহ্লাদ রে ভাই। এবে বুঝিলাম কৃষ্ণ বিনা আর নাই ॥ যতেক কহিলে ইহা প্রত্যক্ষ সকলি। বুঝিলাম তত্ত্বে মোরা দৃঢ় ভাল বলি ॥ কিন্তু এক কথা বলি তার কি বিচার। বিবরিয়া কহ ভাই কর্ত্তব্য তাহার ॥ হরির ভজন ভাই সারোদ্ধার

হৈল। এখনি না কৈল বৃদ্ধাবস্থায় করিল॥ তাহাতে বা হানি লাভ কি দোষ আছয়। প্রহ্লাদ কহয়ে এইবাক্য গ্রাহ্য নয়॥ দুর্লভ যে কৃষ্ণভক্তি সাধারণ নহে। কেচিৎ বড় ভাগ্য যার ভাগ্য সিন্ধু বহে॥ অনেক যতনে তারে মিলে এক বিন্দু। জলচর দেখে যেন সিন্ধু মধ্যে ইন্দু॥ হেন ধন হেলা কি করিতে কেহ পারে। উন্মত্ত পাগল বিনা সম্বরিতে নারে॥ স্পর্শমণি পাইয়া কি কহেন কোন জন। আজি নাহি কালিলব থাকুক এখন॥ তবে যে কহয়ে সেই নির্ব্বোধ উন্মত্ত। কালি মিলে কি না মিলে নাহি বুঝে তত্ত্ব॥ হরিভক্তি রত্ন ভাই দুর্লভ পদার্থ। পরাৎপর বস্তু আর নাশে সর্ব্বানর্থ॥ যাতে হেন ধন ভাই যখন পাইব। তখন ঐ মণি হৃদ্ মাঝারে লইব॥ পাষাণ চিরিয়া তার সারাংশ যথায়। তারে সমাদর করি রাখহ তথায়॥ লোকালয় সর্ব্ব ত্যজ্য দুর্জ্জনের ভয়ে। পরম রতন পাছে ছিনাইয়া লয়ে॥ অতি সাবধানে ভাই যতনে রতন। রক্ষ অর্থে সর্ব্বত্যাগী কর ভিক্ষাটন॥ তাহার বর্দ্ধন হেতু সৎ সঙ্গ বিনাশ। করহ একান্ত কর জীবনের আশ॥ যেই মূর্খ কহে কৃষ্ণ পশ্চাৎ ভজিব। এমনি কি হৈল কত দিবস বাঁচিব॥ সেই মূঢ় রজোগুণ স্বভাবে কহয়। বায়ুগ্রস্ত লোক যেন প্রলাপ করয়॥ মোহমুগ্ধ নাহি বুঝে স্বভাব আপন। মনে করে মুঞি বড় সুবুদ্ধি ভাজন॥ পরীব্যাজ ক্ষণধ্বংশা কোন ক্ষণে যায়। তাহার নিশ্চয় নাহি ভরসা কি তায়॥ পশ্চাৎ ভজিব বলি নিশ্চিন্তে রহিলে। দেহ রৈল বসি হরি বঞ্চিত হইলে॥ কিম্বা নানা বিঘ্ন হয় বিষম কুসঙ্গ। স্ত্রীসঙ্গেতে হয় মোহ যাহে সর্ব্বভঙ্গ॥ অতএব কৃষ্ণভক্তি যখন পাইবে। তখন ভজিবে ভাই গৌণ না করিবে॥ যদ্যপি তাহার রস অনুভব নাই। তথাপিহ সাধুজনার ভজি দেখি ভাই॥ মনেতে চিন্তিয়া কর অনুভব সার। ভক্তিরস না জানি কেমন চমৎকার॥ সর্ব্বানর্থ বিষয় দুস্ত্যজ্য নারী পুত্র। ত্যজি মজিয়াছে সকলেতে যাতে মাত্র॥ হেন কৃষ্ণ রূপ গুণ লীলার মাধুরী। না জানি কি মধু সেই গুণের গাগরি॥ ইহা অনুভব মনে আশা মাত্র স্থাপি। সে মধুর উদ্দেশ কর

আজনম ব্যাপী ॥ অবশ্য মিলিবে তার কথার আস্বাদ। ক্রমেতে বর্দ্ধিষ্ণু হবে ঘুচিবে বিবাদ ॥ চতুর্ব্বর্গ বাধা আশা সংসার বিবাদ। মায়াধন্দ যাবে পাবে পরম আহ্লাদ ॥ আর বলি শুন ভাই সুবিচার কাব্য। হয় নয় বুঝহ মনেতে করি ঐক্য ॥ বাল্য পৌগণ্ড লভে ভজনের কাল। ইহার অধিকে দেখ অনেক জঞ্জাল ॥ এ দুই সময় অতি স্বচ্ছন্দ অন্তর। কোন চিন্তা নাহি নহে উদ্বেগ কিঙ্কর ॥ অনায়াসে শ্রীকৃষ্ণভজহ নিরুদ্বেগে। ক্রমেতে বর্দ্ধিষ্ণু হও বিঘ্ন নহে আগে ॥ ব্যবস্থায় সংস্কারে পাষাণের দাগ। কভু নাহি টুটে দৃঢ় হয় অনুরাগ ॥ কৈশোর হইতে হয় বিদ্যাদির চেষ্টা। যৌবন উদ্রেক হয় নারী সাঙ্গ তৃষ্ণা ॥ ধনবান জয় পরাজয় সদা চিত্তে। রাগ দ্বেষ ঈর্ষায় নিন্দয়ে যশোমত্তে ॥ বার্দ্ধক্য সময়ে ভাই বিঘ্নময় মাত্র। কাশ শ্বাস জরা ব্যাধি লোলচর্ম্ম গাত্র ॥ সমস্ত ইন্দ্রিয় অপাটব ক্রমে হয়। সদাই অসুস্থ মনঃ বুদ্ধি না স্ফুরয় ॥ কৃষ্ণ নাম লইতে যদ্যপি মন করে। কাশ শ্বাস উঠে লইবারে নাহি পারে। ভজন করিবে কিবা অপাটব। জীবনে মরণে তুল্য কোথা ধ্যান জপ ॥ অতএব কৈশোর যৌবন বিঘ্ন করে। বার্দ্ধক্যেতে জরা বিঘ্ন বুদ্ধি নাহি স্ফুরে ॥ সেই হেতু বাল্যাবস্থা ধন্য করি মানি। নির্ব্বিঘ্নে ভজন হয় সংসার বাধানি ॥ সেই সংস্কার দৃঢ় নিষ্ঠা স্থায়ী হয়। যত বাদি মতে কভু মন না চলয় ॥ এত শুনি শিশুগণ প্রহৃষ্ট হৃদয়। প্রহ্লাদের পুনঃ পুনঃ প্রশংসা করয় ॥ আলিঙ্গন করে সবে গদ গদ ভাবে। পাইনু দুর্ল্লভ জ্ঞান তোমার প্রভাবে ॥ পিতা মাতা বন্ধু ভাই গুরু জ্ঞান দাতা। তুমি সে পরম ভবসাগরের ত্রাতা ॥ বহু স্তুতি করেন নয়নে অশ্রু বহে। নির্ম্মল হইল চিত্ত কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহে ॥ হরেকৃষ্ণ বলিয়া বলিয়া সবে নাচে। আগুসার প্রহ্লাদ বালকগণ পাছে ॥ প্রহ্লাদ যে আনন্দের সাগরে ভাসিল। হরি সঙ্কীর্ত্তন ধ্বনি গগন উঠিল ॥ ষণ্ডামার্ক দূরে হৈতে শুনি কলরবে। ধাইয়া আইল দ্বিজ অতি ক্রোধভাবে ॥ দেখয়ে আসিয়া করে হরি সঙ্কীর্ত্তন। ক্রোধাবেশে করে দ্বিজ তাড়ন ভর্ৎসন ॥ হাঁরে

শিশুগণ এ কি বিপরীত কার্য্য। পুনঃ পুনঃ মানা করি তবু করে আর্য্য॥ প্রহ্লাদিয়া ছোড়া দেখ পাগল হইল। পাড়ার বালকগণ সব বিগড়িল॥ ও নাম পালিয়ে কোথা কেবা শিখাইল। বুঝিলাম তোর মৃত্যু নিকট হইল॥ মহারাজা দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে প্রচণ্ড। তাহার রিপুকে ভজ হায়ে মূঢ় ভণ্ড॥ পুত্র হয়ে কর প্রতিকূলের আচারে। তোমারে বধিবে আর বধিবে আমারে॥ এত শুনি শিশুগণ মৌন হইলা। মনে মনে কৃষ্ণ নাম জপিতে লাগিলা॥ প্রহ্লাদ না শুনে তাহা কেবা কহে কাকে। কর্ণে শব্দ মাত্র যেন ঝিঁঝিঁপোকা ডাকে॥ শ্রীকৃষ্ণচরণে মন অর্পণ করিয়া। আঁখি মুদি থাকে ধারা পড়য়ে বহিয়া॥ দ্বিজ মনে ভাবে বুঝি ভয়েতে প্রহ্লাদ। কান্দয়ে নয়ন মুদি করিয়া বিষাদ॥ নিকটস্থ হইল কিছু তুষিয়া কহয়। আইস পড়হ বাবু কিছু নাহি ভয়॥ হেন কর্ম্ম কভু বৎস আর না করিহ। পিতৃ পিতামহ যেই সেই ধর্ম্মে রহ॥ যণ্ডামার্ক শিষ্যে ভাল উপদেশ দিল। ত্রিভুবনে লোক যাহা শুনিয়া হাসিল॥ কতেক দিবসে রাজা পুত্রে বোলাইল। যণ্ডামার্ক প্রহ্লাদেরে লইয়া চলিল॥ দেখাইয়া বুঝাইয়া অনেক কহিল। রাজা অগ্রে কৃষ্ণনাম কদাচ না বল॥ তবে দ্বিজ লয়ে গেল রাজার সভায়। প্রহ্লাদ আইসে যেন চন্দ্রের উদয়॥ স্থূলবপু চিক্কণ শ্যামল পদ্মনেত্র। সর্ব্ব অঙ্গে অলঙ্কার বসন বিচিত্র॥ পীন বুকে মণিহার আন্দোলায়মান। ধীরে ধীরে পদন্যাস গজেন্দ্রগমন॥ সঙ্গে পারিষদগণ সমান বয়সে। সমান চরিত্র সব আভরণ বেশ॥ রাজমন্ত্রিগণ অনুব্রজী সঙ্গে সঙ্গে। দেখিবারে আইল গ্রামের লোক সঙ্গে॥ মান অপমান আর বসন ভূষণে। কিঞ্চিৎ নাহিক ক্ষোভ উপেক্ষায় মানে॥ কিছু মাত্র চেষ্টা নাহি অনন্যবাসনা। সর্ব্বভার মাত্র কৃষ্ণচরণ ভাবনা॥ ধীরে ধীরে সভামধ্যে আসি প্রবেশিল। চৌদিকে সকল লোকে চাহিয়া রহিলা॥ প্রহ্লাদের রূপ দেখি রাজার আনন্দ। সগর্ব্বেতে নৃপবর কহে মন্দ মন্দ॥ আইস আইস বৎস জীবন আমার। জুড়াক পরাণ ক্রোড়ে করি এক-

বার॥ বাহু পসারিয়া রাজা ক্রোড়ে বসাইলা। মস্তক আঘ্রাণ মুখ চুম্বন করিলা॥ জিজ্ঞাসয়ে বহু বাপু কি বিদ্যা পড়িলা। কিবা নীতি কিবা ধর্ম্ম সার কি বুঝিলা॥ রাজনীতি কি জানিলে ধনুর্ব্বিদ্যা আদি। রাজ্যের পালন যাতে বিজয়ী বিবাদী॥ কর-যোড়ে প্রহ্লাদ কহয়ে ঋজুভাবে। আজ্ঞা যদি হয় মহারাজ কহি তবে॥

ত্রিপদী। নীতি আর ধর্ম্ম যত, ধনুর্ব্বিদ্যা আদি শত, রাজ্য আর জয় পরাজয়। সকলি কেবল ব্যর্থ, সংসার হেতু অনর্থ, যাতে কৃষ্ণ মতি না জন্ময়॥ মহারাজ বিবেক ভজহ হৃদিমাঝ। এই যে সংসার সুখ, পরিণামে দুঃখোন্মুখ, হেন রাজ্যসুখে কিবা কাজ॥ সেই সুখ রাজ্যাস্পদ, সেই সর্ব্বৈশ্বর্য্য মদ, সেই বিদ্যা রিপু পরাজয়। সম্পদের সার যেই, সেই তপ তীর্থ সেই, যদি কৃষ্ণে ভক্তি উপজয়॥ নতুবা বিফল দেহ, সঙ্গে নাহি যাবে কেহ, স্ত্রী পুত্র ধন মান গর্ব্বে। একেলা উলঙ্গবেশে, আসিয়া সংসার বাসে, অয়নি গমন পুনঃ সর্ব্বে॥ আসি দিন কত কাল, মিথ্যা মদান্ধে আস্ফাল, করিয়া ফিরয়ে মোর মুঞি। কলহ মেদিনী লয়ে, মিথ্যা জয় পরাজয়ে, দ্বি আঁখি মুদিলে কিছু নাই॥ অত-এব মহারাজ, সাধু মানি জগমাঝ, সেই যেই কৃষ্ণাশ্রয় করি। বিষ্ণুময় সদা হিয়া, গৃহকূল তেয়াগিয়া, বনেতে গমন শান্তি ধরি॥ ছাড়িয়া অনিত্য রাজ্য, চিন্তহ আপন কার্য্য, অজ্ঞ আশা দ্বেষ রাগ ছাড়ি। ভজহ শ্রীকৃষ্ণপদ, দুর্ল্লভ সে সুসম্পদ, ঘুচিবেক মায়া দৃঢ়বেড়ী॥ শুনিতে শুনিতে রাজা, ত্রিবিজয়ী মহাতেজা, ক্রোধে কালান্তক যমসম। দুই নেত্র জ্বলে যেন, জ্বলন্ত অঙ্গার হেন, থাকু কম্পমান যম॥ সৈন্য সামন্ত জন, অমাত্য পার্ষদগণ, সভা-সদ্ আদি দেব নর। সবে কম্প কম্পান্বিত, ভয়ে বুদ্ধি শুদ্ধি হত, প্রহ্লাদের নাহি কিছু ডর॥ কৃষ্ণের কিঙ্কর যেই, ত্রৈলোক্য বিজয়ী সেই, ভয় কোথা কাল নহে প্রভু। স্বরক্ষায় শক্ত নহে, মৃত্যুর কিঙ্কর তাহে, সে কি পীড়া দিতে পারে কভু॥ তবে রাজা

ভয়ানক দূতগণে, উচ্চরবে দুর্ব্বচনে, কহে শিরঃ ছেদন ইহার॥ আমার শত্রুর গুণ, কহে দুষ্ট পুনঃ পুনঃ, আর মোরে ভজিবারে কহে। গুরুর সমান হয়ে, কহে জ্ঞান শিক্ষা দিয়ে, এ দুঃখ কি পরাণেতে সহে॥ দূতগণ খড়্গ করে, যাইয়া আঘাত করে, প্রহ্লাদের অঙ্গ নাহি বাধে। উদ্যম বিফল সেই, শিশু যেন কোপে যাই, থুথু ক্ষেপণ করে চাঁদে॥ চাঁদে সে লাগিবে কোথা, পড়ে নিজ মুখে যথা, তেমতি অসুরগণ মতি। প্রহ্লাদে হানয়ে দণ্ড, খায় আপনার মুণ্ড, তেঁহত অক্ষয় নিশাপতি॥ অস্ত্র নাহি পৈশে দেহে, হেরিয়া নৃপতি কহে, কিবা মন্ত্র শিখিল কোথায়। অস্ত্রাঘাতে না মরিবে, পর্ব্বত উপরে তবে, উচ্চ হৈতে ডারহ উচায়॥ তবে দূতগণ লয়ে, পর্ব্বত উপরে যায়, অতি উচ্চ হইতে ডারিলা। পতনে মরণ কোথা, স্নেহেতে জননী যথা, ক্রোড়ে হৈতে ভূমে শোয়াইল॥ শুনি রাজা বিবরণ, চিন্তায় বিরস মন, পুনঃ কহে অগ্নিতে ডারহ। জাজ্জ্বল্য অগ্নির মাঝে, ডারয়ে ভকতরাজে, পোড়াবে কি সেবে তার দেহ॥ পুনঃ সাগরের জলে, বুকেতে বান্ধিয়া শিলে, ফেলে লয়ে সুদূর গম্ভীরে। কৃষ্ণের ভকত জানি, তীর্থগণ শিরোমণি, না ডুবায় ধরি রাখে শিরে॥ তথা হৈতে আনি পুনঃ এ আর কৌতুক শুন, করি পদতলে দিলা ডারি। হস্তী পশু কিবা জানে, হরির ভকত গুণে, পৃষ্ঠে বসাইল শুণ্ডে ধরি॥ মারিতে অনেক চেষ্টা, করে মূঢ়মতি শ্রেষ্ঠা, কোন মতে না মৈল বালক। তথাচ না বুঝে মন্দ, পুনঃ করে নানা ছন্দ, উপায় কি ভাবি তিন লোক॥ দণ্ডত অনেক কৈল, কোন মতে নাহি মৈল, তবে সাম দান ভেদমতে। বিবিধ উপায় করি, কোন মতে মোর বৈরী, নাহি ভজে ক্ষময়ে যাহাতে॥ এতেক চিন্তিয়া মনে, পাঠায় মায়ের স্থানে, বুঝাইতে কহি পাঠাইলা। কয়াধু সুমতি রাণী, ভুবনপাবনী ধনী, প্রহ্লাদের কোলে করি লৈলা॥ ঘন মুখ চুম্বয়ে, মস্তকে আঘ্রাণ লয়ে, চিবুক ধরিয়া হেরে মুখ। আহা মরি বৎস মোর, নির্দ্দয় সুকঠোর, পিতা তোর কত দিল দুঃখ॥ নিজে কইয়া রাণী, কহয়ে জন্মতরাণী,

হিতাহিত সাধুর সম্মত। আমার গুণের নিধি, কুরু তোমা নিরবধি কুলের প্রদীপ লোকখ্যিত॥ শ্রীকৃষ্ণ ভকতি নিধি, হৃদয়ে রাখহ বাঁধি, দুষ্টের কথায় নাহি ভুল। ভয় কি অসুর হৈতে, শ্রীকৃষ্ণ সহায় যাতে, বিঘ্নরে সে বিঘ্ন অনুকুল॥ দুষ্টমতি রাজা তোরে, প্রতিকূল বুঝাবারে, আমারে কহিয়া পাঠাইলা। হাহা কি দুর্দ্দৈব গতি, কি দুষ্ট অসুর মতি, বিধিনিধি বঞ্চিত করিলা॥ কৃষ্ণপ্রেম সুধাধার, নাহি যার পারাবার, হেন সুখে বঞ্চিত হইলা। আর কাহে নিন্দে দুষ্ট, বিষয় গরলে পুষ্ট, হিতাহিত বুঝিতে নারিলা॥ তুমি যে হরির ভক্ত, তোমা দ্বেষে অনুরক্ত, ইহাতে মঙ্গল কভু নহে। অচিরাতে হবে নাশ, মরণে হইবে দাস, এ দৌরাত্ম্য ধর্ম্মে নাহি সবে॥ তুমি মাত্র শ্রীচরণ, রাখিহ করিয়া পুণ, হৃদয় মাঝারে দৃঢ় করি। জনম জীবন মন, তাঁরে কর সমর্পণ, সদা রক্ষা করিবেন হরি॥ এতেক কয়াধু সতী, বুঝাইল পুত্র প্রতি, স্নান ভোজন করাইয়া। নানা মণি হার হীরা, বিচিত্র বসন চীরা, চন্দনাদি দিল পরাইয়া॥ সুগন্ধি পুষ্পের মালা, কণ্ঠেতে করিল আলা, ভালে দিল তিলকমঞ্জরী। ভুবনমোহন রূপ, স্বরূপগণের ভূপ, কিবা হৈল অপূর্ব্ব মাধুরী॥ রাজা পুনঃ বোলাইলা, রাণী পাঠাইয়া দিলা, সাজাইয়া সাধে রাজসভা। দেখিয়া পুত্রের রূপ, আনন্দিত হৈল ভূপ, চিত্ত মন নয়নের লোভা॥ অন্তরে ভাবে ভূপতি, প্রহ্লাদের সে কুমতি, ঘু'চ গেল মায়ের বাক্যেতে। সুবুদ্ধি কয়াধু রাণী, বুঝাইয়া নীতি বাণী, পাঠাইয়া দিলেন সভাতে॥ ডাক দিয়া হাতসানি, পসারিয়া দুই পাণি, আইস মোর পরাণ প্রহ্লাদ। হৃদয় মাঝারে রাখি, তোমার বদন দেখি, ঘুচুক যে বদনে বিবাদ॥ এতেক আদর করি, প্রহ্লাদের করে ধরি, বসাইল আপন নিকট। অঙ্গে হাত বুলাইয়া, কহে রাজা বুঝাইয়া, মোর সনে না করিহ হঠ॥ শুন বৎস নীতিবাণী, মুঞি যারে নাহি গণি, মোর সুত হৈয়া তারে ভজ। অতি অনুচিত হয়, কাপুরুষ তার ন্যায়, অতএব হেন বুদ্ধি ত্যজ॥ প্রহ্লাদ কহে যে পুনঃ, মহারাজ কহি শুন, যতেক কহিলে নীতি

যাণী। সকলি অনিত্য হয়, সংমার্গ বিপর্যায়, নিন্দিত অগ্রাহ্য দূষ্য মানি॥ যার সনে কর হট, সেই প্রাণেন্দ্রিয় পট, তাহা বিনা পড়িয়া রহয়। শৃগাল কুকুর ভক্ষ, এই যে সুখের পক্ষ, ক্ষণমাত্র উড়িয়া পলায়॥ মহারাজ হবে পদ অভয় স্মরণ। কাপুরুষই যেই জন, নাহি ভজে শ্রীচরণ, করে সেই নরক ভাজন। তাহারে গণয়ে সেই, জগতে অনিত্য সেই, নিশ্চয় বিধাতা তারে বাম। সংসার যাতনা ভোগ, সদা সেবে শোক রোগ, কদাচিত পূর্ণ নহে কাম॥ ইন্দ্রিয় বিষয় জ্ঞানে, দুঃখ সুখ করি মানে, নাসিকায় মায়ারজ্জু বশে। অবিদ্যা যাহার দাসী, পরাপর সুখরাশি, না বুঝিয়া বঞ্চিত সে রসে॥ অতএব মহারাজা, অন্তরে ত্যজহ দুজা ভজ হরি অভয় চরণ। বিষয় যে কুটিনাটি, ছার অজ্ঞ পরিপাটি, সদা কর অনন্তশরণ॥ এতেক শুনিয়া রাজা, অসুরাগ্র মহা-তেজা, ক্রোধে যেন প্রচণ্ড অনল। প্রলয়ের বায়ু হেন শ্বাস বহে ঘন ঘন,, রক্তবর্ণ নয়নযুগল॥ উচ্চৈঃস্বরে কহে ছার, অরে তুই কুলাঙ্গার, তথাচ ঐ নাম পুনঃ লবি। মস্তক ছেদিব তোর, না জান প্রতাপ মোর, আজি তুই যমালয়ে যাবি॥ এত বলি কোষ হৈতে, খড়্গ লইল হাতে, চোট হানিবারে মনে করে। নাহি মারে খড়্গাঘাতে, সে কথা আছয়ে চিতে, লজ্জায় না পারে মারি-বারে॥ ধীরে ধীরে কহে পুনঃ, মোর এক বাক্য শুন, এই যে যতেক লোক আছে। কেহ বা না ভজে কেন, তুমি কেন পুনঃ পুনঃ, ভজিবারে যাও তার পিছে॥ জিজ্ঞাসি তোমার ঠাঞি, মিথ্যা যে কহিবে নাই, আর কিছু নাহি চাহি আমি। বিষ্ণুর ভজন প্রতি, কে তোমার হেন মতি, দেয় কার ঠাঁই শিখ তুমি॥ তবে কহে শিশুবর, কহি আগে যুড়ি কর, মহারাজ করি নিবেদন। এই যে যতেক জন, নাহি ভজে নারায়ণ, যে কহিলে শুন বিবরণ॥ কৃষ্ণভক্তি মহাবিভু, বিনা সাধু কৃপা কভু, নাহি হয় শাস্ত্রের প্রমাণ। দুর্লভ যে শুভোদয় সাধারণ কথা নয়, যার হয় সেই ভাগ্যবান॥ মহারাজ কৃষ্ণে মতি, অতি সে দুর্লভ। স্বতঃ কি পরতঃ নহে, গৃহ ব্রত ধর্ম্ম নহে, মৈথুন ক্রিয়াতে যার লোভ। কৃষ্ণে মতি

কোথা তার, অনন্ত শয়ন যার, দিবসে বিষয় কর্ম্মে ফিরে। নিশিতে করি শয়ন, পুনঃ সেই চিন্তন, করে যেন গোধন জাগরে॥ রাজা শুনি পুনঃ কহে, কৃষ্ণ তোর কোথা রহে, প্রহ্লাদ কহেন সর্ব্বস্তরে। স্থাবর জঙ্গম কীট, পতঙ্গ পাবক কীট, চরাচর সবার অন্তরে॥ রাজা বলে যদি হয় স্তম্ভ যে স্ফটিকময়, ইহাতে আছয়ে তোর হরি। পুনশ্চ প্রহ্লাদ কহে, সে কভু অন্যথা নহে, শুনি কোপে উঠে খড়্গ ধরি॥ ধাইয়া অসুরবরে, তাহাতে আঘাত করে, স্তম্ভরাজ দুই খণ্ড হৈল। শুনহ অপূর্ব্ব কথা, অদ্ভুত মঙ্গল গাথা, তাহে এক বস্তু নিকষিল॥ যাহা লাগি গোপীগণ, একান্তে করয়ে ধ্যান, ছাড়ি সর্ব্ব বিষয়বাসনা। শ্রুতিগণ নিরন্তর, যাঁর অন্বেষণপর, বিচার বিতণ্ডা করে নানা॥ যার যশোগুণ কর্ম্ম, ছাড়িয়া সকল ধর্ম্ম, সাধুগণ পুলক অন্তরে। গায় শুনে করে ধ্যান, ছাড়ি রাজ্য অভিমান, স্বজন বান্ধব করি দূরে॥ সর্ব্ব আত্মা অন্তর্য্যামী, সবার জীবনস্বামী, এক বিভু ত্রৈলোক্য অন্তরে। সৃজন পালন কর্ত্তা, সংহারের সংহর্ত্তা, ত্রিভুবন যাঁর গুণোপরে॥ ত্রৈলোক্যে যে বৈভব, সকলি নশ্বর সুলভ, সুদুর্ল্লভ যাহা নাহি মিলে। হেন বস্তু স্তম্ভ হৈতে, স্বভক্তের অভিমতে নিকষিলা প্রপঞ্চের নীলে॥ আহা কি লোকের ভাগ্য, কিবা মূঢ় কিবা প্রাজ্ঞ, কিবা সুর অসুর রাক্ষস। নয়নগোচর হৈল, ভবান্ধ নির্ব্বাণ হৈল, শেষে হৈল জঠর নিবাস॥ যবে স্তম্ভে নিকষিল ক্ষুদ্রটী প্রতীত ভেল, দেখিতে দেখিতে মহাশয়। স্বর্গ মর্ত্ত্য নভো ব্যাপী রৌদ্র প্রচণ্ডরূপী, মহাবিকরাল মূর্ত্তি হয়॥ কটি অধে নরাকৃতি, শ্যামল সুন্দর ভাতি, পীতাম্বর মণি আভরণে। শ্রীচরণ কটি অধে, ভক্ত দত্ত অনুরোধে, শক্ত নহে অন্যথা কারণে। উর্দ্ধে হরি ভয়ঙ্কর, রূপ কিন্তু মনোহর ভক্তজনের আনন্দদায়ক। ভক্ত অনুরোধ করি, রূপ ধরি নরহরি, ক্রীড়া করে যেমন বালক॥ অতঃপর শুন তবে, হিরণ্যকশিপু যবে, দেখে সেই বৃহৎ স্বরূপ। দুঃশীলা অসুর রতি, কোপেতে বিবশ মতি, নাহি বুঝে নিজ শুভাশুভ॥ মুদ্গর মুষল ভেলা, বৃক্ষ বৃহতী শীলা, শেল শূল নানারূপ

অস্ত্র॥ বিক্রম করিয়া মারে, প্রভু তাহা লুফি ধরে, উলটিয়া মারে সেই অস্ত্র॥ ইতর অসুরগুলা দূরে হৈতে মারে ঠেলা, সে গুলার গ্রীবা ধরি ধরি। ভূমেতে আছাড় মারে, ছটফট করি মরে, কতগুলা পলায় তা হেরি॥ পুনরপি দুই জন, বাহুযুদ্ধ অনুক্ষণ, পৃথিবীকম্পিত পদভরে। স্বর্গ মর্ত্ত রসাতল, তলাতলাদি পাতাল, সুমেরু কাঁপয়ে থরে থরে॥ যুদ্ধ লীলা কতক্ষণ, করি প্রভু সনাতন, দৈত্যরাজে ধরিয়া শ্রীহস্তে। উরুর উপরে ধরি, উদর পাড়য়ে চিরি, ক্রোধাবেশে যেন বেণাপত্রে॥ উদরের নাড়ীগুলা, মালা করি গলে দিলা, অতি বিকরাল রূপ হৈলা। প্রলয় অনল যেন, দুই চক্ষু জ্বলে হেন, রোমাবলি উত্তান করিল॥ নাসাপুটে বহে শ্বাস, শাখা বৃক্ষ আশ পাশ, উপড়িয়া পড়ে গিয়া দূরে। দশন অচল শৃঙ্গ, হরধনু যেন ভঙ্গ, কট মট শব্দ ব্যাপে পুরে॥ শিরে জটা ঘুর্ণমাণ, ছিন্ন ভিন্ন মেঘগণে, দেবগণ পলায় ধাইয়া॥ মহাতেজা মহাবল, প্রতাপ প্রদীপ্তানল, কালের অন্তক রৌদ্র কায়া॥ দুঃসহ চীৎকার রবে, গর্ভবতীর গর্ভ স্রাবে, সুরাসুর নর নারায়ণ। মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে, সুমেরুর শৃঙ্গ নড়ে, কটাহ কাটিল কিবা আন॥ মহোগ্র রূপ প্রচণ্ড, কালান্তক কাল দণ্ড, ভয়ানক কাণ্ড মহারৌদ্র। চরণ অস্ফাল ভার, ক্ষিতি টলমল করে, সৃষ্টির সংহারে যেন রুদ্র॥ দেখিয়া চিন্তিয়া মনে, ব্রহ্মা আদি দেবগণে, হাহাকার করয়ে সবাই। অকালে প্রলয় হয়, কি কর্ত্তব্য কি উপায়, ত্রাস্ত পরস্পর ধাওয়াধাই॥ শিব ব্রহ্মা ইন্দ্র আদি, স্তব করে আঁখি মুদি, সুদূর হইতে ভয় মতি। আঁখি না মেলিতে পারে, নিকটে যাইতে নারে, কম্পিত হইয়া তীক্ষ্ণ ভীতি॥ কেহ কহে লক্ষ্মী দেবী, তাঁহার চরণ সেবি, আন যাই বৈকুণ্ঠ হইতে। তেঁহ যদি আসি কহে, তবে এই সৃষ্টি রহে, প্রভুর এ রূপ সম্বরিতে॥ পরামর্শ প্রশংসিয়া, সবে বহু আরাধিয়া, স্বধাম হইতে তাঁরে আনে। ভয়াল বিকট রূপ, নরসিংহ স্বরূপ, হেরি মাত্র মুদিয়া নয়নে॥ মুখ ফিরাইয়া ধায়, চলি যায় নিজালয়, ভয়ে ভীত কমলা হৃদয়। পুনরপি একোপায়, স্থির কৈলা

দেবচয়, ভকতবৎসল প্রভু হয়॥ প্রহ্লাদের কর স্তব, পূরণ হইবে সব, রক্ষা হবে জগৎ সংসার। ইহা চিন্তি সবে মিলি, অন্তরে সকুতুহলী, স্তব করে করিয়া বিচার॥ প্রহ্লাদ যনাই যায়, অন্তরে অকুতোভয়, সিংহের তনয় যেন সিংহে। হেরিয়া নাহিক ডরে, ক্রোড়ে বসি ক্রীড়া করে, মাতা পিতা বক্ষে রাখে স্নেহে॥ এমত কৌতুক দেখি, ত্রিজগত হয় সুখী, সর্ব্বলোক যাহায় শ্রবণে। তাহার যে বিবরণ, শুন সবে দিয়া মন, পরম আনন্দ পায় মনে॥ সম্মুখে দাণ্ডায় সাধু, বিধু যেন স্রবে সাধু, স্তব করে সুমিষ্ট বচনে। দেবগণ তাহা শুনি, মুখে না নিঃস্বরে বাণী, নিরক্ষয়ে অনিমিষ নয়নে। আর্দ্রীভূত অন্তরে, দু নয়নে বারিঝরে, পুলকিত অঙ্গ সবাকার। প্রভু প্রহ্লাদের পানে, স্নিগ্ধদৃষ্টি স্বনয়নে, স্নেহভাবে হেরে বার বার॥ গ্রীবা হেলাইয়া চাহে, বদন নিরখি রহে, ক্রোড়ে তুলি হৃদয়ে লইয়া। শ্রীহস্ত অঙ্গেতে দিয়া, শিরে হাত বুলাইয়া, বদন চুম্বন বহু কৈলা॥ পশুরূপ ধরি হরি, পশু ভাব ভঙ্গী করি, স্নেহে প্রহ্লাদের অঙ্গ চাটে। কিবা ভক্তপ্রিয় প্রভু, কিবা দয়াময় বিভু, যত্নে রাখ হৃদয়সম্পুটে॥ হেন যে দয়ার নিধি, তাঁরে ভজ নিরবধি, অন্য ধর্ম্ম বাসনা ত্যজিয়া॥ কাহারে ভজিবে আর, কি ধন লাগিয়া ছার, কাঁচ লাগি কাঞ্চন ছাড়িয়া॥ সাক্ষাতে দেখহ ভাই, হেন দয়াল আর নাই, নয়ন বিবাদ তেয়া-গিয়া। হেন দয়াল কেবা আছে, শুদ্ধ প্রেমানন্দ যাচে, পরাৎপর নিন্দিয়া অমিয়া॥ প্রহ্লাদের কিবা ভাগ্য, কিবা প্রাজ্ঞ কিবা যোগ্য, কিবা দীর্ঘ সৌভাগ্য শোভন। ত্রিভুবন নাথ বিভু, হরতা করতা প্রভু, যার লাগি হৈল প্রকটন॥ কণ্ঠেতে ধরিয়া পুনঃ সুকোমল বৎস যেন, স্নেহে অঙ্গ চাটয়ে গোধন। অঙ্গে হাত বুলাইয়া, অশ্রু জলে ভিজাইয়া, পুনঃ পুনঃ হেরয়ে বদন॥ প্রহ্লাদ গম্ভীর মতি, না ভিজে আদর প্রতি, শুদ্ধ নির্ম্মল প্রেম গতি। যাহাতে সুস্নিগ্ধ মন, গাত্রে ধরি শ্রীচরণ, কেবল সেবন মাত্র মতি॥ অপার গুণের সিন্ধু, মো সবার পরম বন্ধু, তাহার চরণরজো কণা। তাহে অনাদর করি, নানাপথে সদা ফিরি, কৌতুকেতে সংসার

বাসনা॥ বৈষ্ণব না না কৈনু মতি, খাইয়া আপন গতি, হায় হায় কি দুর্দ্দৈব দশা। পড়িল মস্তকে বাজ, ঐছন বৈষ্ণবরাজ, তাঁর পদে না জন্মিল আশা॥ নানাযোনি সদা ফিরি, কদর্য্য ভক্ষণ করি, নানা কর্ম্ম করি চাহি অর্থ। যে অর্থ অনর্থ মাত্র, বিশেষতঃ স্ত্রী পুত্র, স্বর্গ অপবর্গ যেহ ব্যর্থ॥ বৈষ্ণব সেবন সার, ধর্ম্ম মধ্যে পরাৎপর, যাতে সর্ব্ব অর্থ লভ্য হয়। অন্ত ফলের কিবা কথা, তুচ্ছমাত্র সব বৃথা, যাতে কৃষ্ণপ্রেম উপজয়॥ হেন বৈষ্ণবের পদে, মতি না করিনু মদে হারাইনু পাইয়া রতন। যে ভাগ্যে এ পদ মিলে, বুঝি কভু কোন কালে সেই ভাগ্য না কৈনু কথন॥ এবে দন্তে তৃণ ধরি, অঞ্জলি মস্তকে করি, শ্রীচরণে করি নিবেদন। হে হে শ্রীল শ্রীপ্রহ্লাদ, ঘুচাহ মনের বাদ, মোরে দেহ ভকতি রতন॥ পুরুষ রতন তুমি, কি আর বলিব আমি, কৃপাদৃষ্টি কিঞ্চিৎ করহ। চরণে শরণ লৈনু, বিনামূল্যে বিকাইনু, মো পাপী আপন করি লহ॥ তোমার হৃদয়কোষে, অশেষ দারিদ্র নাশে, আছে তথা অমূল্য রতন। দরিদ্র আমার মন, নাহি কৃষ্ণ প্রেম ধন, কিছু দেহ হেরিয়া কৃপণ॥ অনুচর কর মোরে, চরণ ধরহ শিরে ভৃত্য ভাবে কর অঙ্গীকার। শ্রীকৃষ্ণ ভকতি রস, তোমার যে গ্রাস আশ, দেহ পাতি আছি নিজ কর॥ পরিহার শ্রীচরণে, কিঞ্চিৎ নয়ন কোণে, নেহার হে দয়ার ঠাকুর॥ দীন হীন কৃষ্ণদাস কৃপালেশ করে আশ, কর নিজ উচ্ছিষ্ট কুক্কুর॥

ইতি ভক্তমালে প্রহ্লাদ ভক্তরাজগুণ কথনং।

সপ্তম মালা।

জয় শ্রীচৈতন্য হরি জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্ত বৃন্দ॥ জয় রূপ সনাতন ভট্টরঘুনাথ। শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ॥ কংসের আদেশে সাধু শ্বফলক পুত্র। অক্রুর ভরতরাজ যশস্বী পবিত্র॥ শ্রীকৃষ্ণেরে লইবারে ব্রজপুরে গেলা

যবে। তাহার মহত্ব কিছু কহি শুন সবে॥ অপূর্ব্ব স্বর্ণের রথে চড়ি ব্রজে গেলা। পথে পথে নানা তর্ক করিতে লাগিলা॥ মুক্তি হীনমতি অতি ভকতি বিহীন। মোর চক্ষু গোচর কি হবে ভক্তাধীন॥ নয়নে গলয়ে ধারা যেন মেঘ বর্ষে। রামকৃষ্ণ দরশন মোর নাহি অর্শে॥ হেন কি আমার কবে হইবে সুদিনে। হেরিব শ্রীহলধর নন্দের নন্দনে॥ শ্রীচন্দ্রবদন হেরি চরণে পড়িব। খুড়া বলি উঠাইয়া আলিঙ্গন দিব॥ এইমত মনোরথ করিতে করিতে। শ্রীচরণ চিহ্ন দেখে ব্রজে প্রবেশিতে॥ পুলক হৃদয়ে দেহ অশ্রু বহে ধারে। গড়াগড়ি দিয়ে তাহে দণ্ডবৎ করে। পুনঃ পুনঃ উঠে পড়ে উন্মত্তের প্রায়। কভু হাসে কভু কান্দে প্রেমের আশয়॥ অষ্টাঙ্গে প্রণাম করি চলে মহাশয়। দেখে গোষ্ঠে রাম কৃষ্ণ চন্দ্রের উদয়॥ আনন্দ সাগর মাঝে ডুবিল মহান্ত। কি সুখে সাঁতারে তার নাহি হয় অন্ত॥ কৃষ্ণ বলরাম দুই ভাই পূর্ণশশী। হেরিয়া অক্রূরে আলিঙ্গন কৈল আসি॥ করে ধরি গৃহে আনি আতিথ্য ব্যাভারে। নানা মত সেবা কায়মনো বাক্যে করে॥ নরলীলা লৌকিক ব্যাভারে দুই ভাই। অক্রূরে সেবায়ে পান ভোজন করাই॥ অক্রূরের প্রেম-ভক্তি শুন জগজনে। আপনা কান্দিয়া লোক করয়ে বাখানে॥ তেঁহ যদি কিঞ্চিৎ কটাক্ষ দৃষ্টে হেরে। ক্ষুদ্রজীব মো সবার দুঃখ যায় দূরে॥ সিন্ধু জল বিন্দু যেন টুনিপক্ষী খাইলে। উদর পুরয়ে সিন্ধু নাহি টুটে জলে॥ অতএব ক্ষুদ্র মোরা চাহি মাত্র এই। সেই প্রেমরস সিন্ধুকণা যদি পাই॥

চরিত্র শ্রীবলি মহারাজার।

বলি মহারাজ রাজ ভুবনে বিখ্যাত। মহামহিমার সীমা শাস্ত্র অভিমত॥ কি কব অধিক দেখ ত্রৈলোক্যের নাথ। স্বয়ং যারে দ্বারীরূপে রহে রমানাথ॥ ধন জন দারা সহ ত্রৈলোক্যের রাজ্য। আত্ম মন সমর্পিল সাধু মহাবীর্য্য॥ কৃপাসিন্ধু বলিরাজ শাস্ত্রমতে শুনি। কোথা যজ্ঞ করে কোথা মিলে গুণমণি॥ কর্ষণ করিতে মিলে স্পর্শমনি ধন। যতন বিহীন যেন মিলয়ে রতন॥

অতএব তাঁহার চরিত্র কিছু শুন। শ্রবণে সুখদ অতি সুধাধার যেন॥ আনন্দজনক তার সংসার তারক। দ্রোহক নাশক কৃষ্ণ প্রেমাব্ধিদায়ক॥ দেবরাজ প্রার্থনাতে আপনে শ্রীহরি। অবতীর্ণ হইলা বামন রূপ ধরি॥ দেবতার কার্য্য মাত্র ছল মাত্র করি। ভুবন পাবনলীলা কৈলা অবতরী॥ মহাতেজঃপুঞ্জ বটু ব্রাহ্মণ রূপেতে। উপনীত হৈলা যাই বলির যজ্ঞেতে॥ বলিরাজ দেখি চমৎকার হৈল চিত্তে অনিমিষে চাহে যেন পুত্তলিকা ভিত্তে॥ বহু সমাদর বহু নতি স্তুতি করি। বসাইলা উচ্চ রত্নসিংহাসনোপরি॥ কর যোড় করি কহে মৃদু মৃদু ভাষে। কিবা অর্থে আগমন কিবা অভিলাষে॥ বটু কহে ভূপতি আইনু তোমা স্থানে। অভিলাষ হয় কিছু যাচ্ঞা কারণে॥ যদি দেহ তবে বলি নৈলে কেন ব্যর্থ। রাজা কহে যাহা চাহ দিব সেই অর্থ॥ গুরু শুক্রাচার্য্য শুনি হইয়া উটস্থ। ভৎর্সয়ে নৃপরে আগে করিলি অনর্থ॥ বিষ্ণু ছদ্মরূপে আইলা বুঝিতে নারিলি। আপনার দোষেতে আপন মাথা খালি॥ প্রতিশ্রুত হৈয় দিলি ব্রাহ্মণে র বাক্য। বিপ্র নহে ওরে তোর বিপক্ষের পক্ষ॥ রাজা বলে গোসাঞি যে আপনে কহিলে। ছদ্মরূপে বিষ্ণু আইল যাচ্ঞার ছলে॥ তবেত ইহার পর ভাগ্য কি আছয়। যাহা চাহে তাহা দিব সেই ধন্য হয়॥ রাজা পুনঃ বটুর চরণে নিবেদয়। কি অর্থ মাগহ কহ করিয়া নিশ্চয়॥ বটু কহে ধন রত্ন কিছু মাগি নাহি। মোর পদ সম মাত্র ত্রিপাদ যে ভূমি চাই॥ শুক্রাচার্য্য পুনঃ পুনঃ আঁখি মটকায়। বাক্য অপহরণ করিতে যে কহয়॥ রাজা তাহা দেখি যেন নাহিক দেখয়। বটু স্থানে কহে পুনঃ করিয়া বিনয়॥ স্বল্প অর্থ চাহ দ্বিজ সুবুদ্ধি হইয়া গ্রাম রত্ন ধন ধান্য আদি তেয়াগিয়া॥ তেঁহ কহে আমি হই তপস্বী ব্রাহ্মণ। ধন ধান্য কিছু মোর নাহি প্রয়োজন॥ তপস্যার লাগি মাত্র স্থান কিছু চাহি। যোগের নির্ব্বাহ যাতে তাৎপর্য্য এই॥ রাজা কহে তোমার স্বেচ্ছায় হয় যেই। তাহাই করিব দান কর্ত্তব্য যে সেই॥ এত কহি মহারাজ সম্মতি পূর্ব্বক। দান করিবারে তবে হইয়া উৎ-

শুক্র॥ মুনি কোপে কহে তবে হায় রে দুর্ম্মতি। সর্ব্বনাশ হইল যে না দেখ তার প্রতি॥ ছল করি বিষ্ণু তোর সর্ব্বস্ব হরিতে। আইল বামন রূপে ইন্দ্রের প্রেরিতে॥ রাজা কহে বিষ্ণু যদি প্রতিগ্রহ করে। তাহার অধিক ভাগ্য কি আছে সংসারে॥ নতুবা ও যদি হয় ছদ্মী ব্রাহ্মণ। প্রতিশ্রুত হয়ে পুনঃ অন্যথা কারণ॥ নরকের দ্বার সেই অযশঃ ভুবনে। জীয়ন্তে মরণ তুল্য ধিক্কার জীবনে॥ পুনরপি মুনি কহে যথা সর্ব্বনাশ। অর্থের রক্ষণে মিথ্যা কহেন না দোষ॥ অতএব মম বাক্য হেলন করিবে। অচিরাৎ রাজ্য আদি শ্রীভ্রষ্ট হইবে॥ যদ্যপিও মুনি রাজে অভিশাপ দিলা। তথাপিহ রাজা রাণী দৃকপাত না কৈলা॥ রাণী বৃন্দাবলী দূরে দাণ্ডাইয়া ছিলা। মুনির বারণ শুনি দুঃখিতা হইলা॥ পরম রূপসী রাণী সুশীল চরিত্রা। নানা আভরণ অঙ্গে মাণিক মুকুতা॥ শত শত দাসীগণ চৌদিকে বেড়িয়া। তথাপিহ শীঘ্র এক জল ঘট লৈয়া॥ ক্রোধ গর্ব্ব সহ যজ্ঞ স্থানে রাজা স্থানে। আসিয়া কহয়ে কিছু কুপিত বচনে॥ মহারাজ শ্রীচরণ শীঘ্র ধৌত কর। সাধুর সম্মত নিজ মঙ্গল আচর॥ মুনি ঠাকুরের শাপে যে হয় হউক। রাজ্যশ্রীঃ অর্থ যায় বরঞ্চ যাউক॥ প্রতিকূল মুনি বাক্য সব তেয়াগিয়া। যাহা চাহে তাহা দেহ সৌভাগ্য মানিয়া॥ এ হেন ভাগ্যের সীমা সাধুর দুর্লভ। আজু সে তোমার অগ্রে সংপ্রতি সুলভ॥ অতএব অতি শীঘ্র শ্রীচরণ আগে। সমর্পণ কর ধন প্রাণ যাহা মাগে॥ এত বলি বৃন্দাবলী জল ঢালে পদে। মহারাজ বলিরাজ প্রক্ষালে আমোদে॥ দুখানি সুন্দর পদ প্রক্ষালন করি। হৃদয়ে ধরিয়ে পুনঃ চক্ষে বক্ষে বারি॥ শ্রীচরণ ধৌত জল মস্তকে ধরিল জনম সফল কৃতকৃতার্থ মানিল॥ যে চরণ রজঃ শিবঅদ্যাপি যতনে মস্তকে ধারণ করি শিব করি মানে॥ বারি ঝারি কুশ তিল তুলসী লইলা। ত্রিপাদ ধরণী দানে উদযুক্তা হইলা॥ তথাপিহ শুক্র পুনঃ বারণ করয়। ফিরিয়া না চায় রাজা কর্ণে না শুনয়॥ হরির চরণে যার প্রবেশিল মন। অন্য বিঘ্ন কি

করিবে কালের দুর্গম॥ একান্ত যদ্যপি রাজা না শুনিল বাক্য॥ বিচার করিলা এক মনেতে কুতর্ক। সূক্ষ্মরূপে প্রবেশিল ঝারির ভিতরি। জল চলিবার দ্বার পথ রুদ্ধ করি॥ দানের সঙ্কল্প হেতু ঝারি লয়ে করে। জল ঢালিবারে চাহে জল নাহি পড়ে॥ ব্যস্ত ত্রস্ত হয়ে রাজা কুশা এক লইয়া। কিসে রুদ্ধ হৈল বলি নলে চালাইলা॥ প্রভুর স্বেচ্ছায় এক কৌতুক হইল। কুশাগ্র যাইয়া মুনির চক্ষেতে বিন্ধিল॥ বেদনা পাইয়া বিপ্র বাহির হইল। সেই হৈতে মুনির এক চক্ষু অন্ধ হৈল॥ রাজা শ্রীবামনদেবে ত্রিপাদ ধরণী। বিধিমতে দান করে করি যোড়পাণি॥ দেবতাগণের কার্য্য বলিরে করুণা। ভুবনপাবন লীলা এ তিন বাসনা॥ তিন কার্য্য সাধে আর অবান্তর বহু। তাহার বৃত্তান্ত চমৎকার শুন পহু॥ বামন আছিলা প্রভু অবামন হৈলা। দেখিতে দেখিতে রূপ বৃহৎ করিলা॥ স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল ত্রিভুবন নভোব্যাপি। অপ্রমেয় চমৎকার ত্রিবিক্রমরূপী। এক পদে ব্যাপি নিল ভুমণ্ডল আদি। দ্বিতীয়ে ব্যাপিলা ভুর্ভবস্বর প্রভৃতি॥ ব্রহ্মলোক ঊর্দ্ধে যায়ে কটাহ ভেদিল। যে চরণে ত্রিপাদ বলি গঙ্গা জনমিল॥ তৃতীয় চরণ ধরিবারে স্থান নাই। বলিয়ে বলয়ে দেহ স্থান আর কই॥ মহারাজ বলে প্রভু আর কিবা পাব। কি ধন আছয়ে আর শ্রীচরণে দিব॥ প্রভু কহে প্রতিশ্রুত হইয়া বঞ্চিলে। আজি তুমি মম স্থানে দণ্ডার্হ হইলে॥ এত কহি বলিরাজে বন্ধন করিল। মহারাজ প্রেমাবেশে আনন্দিত হৈলা॥ প্রভুর যে গূঢ়াশয় কে বুঝিতে পারে। কোন ছলে অনুগ্রহ নিগ্রহ বা কারে॥ ব্রহ্মা শিব ইন্দ্র আদি যত দেবগণ। নারদ প্রহ্লাদ আদি করয়ে স্তবন॥ বলিরাজে কহে কিছু অপূর্ব্ব কথন। তাহা কিছু কহি শুন কর্ণের শোধন॥ বলিরাজ কহে প্রভু দয়ার সাগর। তুমি সে সারথ্য প্রভু জগৎ ভিতর॥ মুঞি হেন মূঢ় পাপী অধম অগ্রাহ্য। পরদ্রোহকারী নীচ সতের অভুজ্য॥ এ হেন পামর জনে এত কৃপা কৈলা। ভজন সাধন কিছু হেতু না গণিলা॥ তোমার কৃপার কোন রূপে নাহি পার।

প্রহ্লাদের পৌত্র এক হেতু দেখি মাত্র॥ তোমার আশয় প্রভু অতি সে গম্ভীর। বুঝিতে আছয়ে কোন জন এত ধীর॥ পুরন্দর পক্ষ হয়ে ছলিতে আমারে। তাহার অনর্থ দিয়া অর্থ দিলে মোরে॥ দেবরাজ মূর্খ হইয়া বুঝিতে নারিলা। ক্ষুদ্র অর্থ সাধনে তোমারে পাঠাইলা॥ তুমি হেন ধন নাহি চিনিল বর্ব্বর। কাঞ্চন বেচিয়া নিল সুতুচ্ছ কঙ্কর॥ সাধুর অগ্রাহ্য রাজ্য অনিত্য অসার। হেন তুচ্ছ ধন হেতু হারাইল সার॥ তুমিত দুর্ল্লভ ধন সারাৎসার বস্তু। না চিনিল মূঢ় মন্দমতি বস্তুতস্তু॥ বড় কৃপা কৈলে মোরে মায়াফাঁস হতে। মুক্ত করি দিলে নিজ চরণ অমৃতে॥ ব্রহ্মা আদি দেবগণ বলিল বচন। শুনিয়া প্রশংসা করে আনন্দিত মন॥ ইন্দ্র দেবরাজ শুনি সলজ্জ হইল। বলি-রাজে ধন্য মানি আপনা নিন্দিল॥ অন্তরে আনন্দ প্রভু বলির বচনে। যথার্থ কহিল বলি প্রশংসয়ে মনে॥ বলি প্রতি দয়া অতি যদ্যপি প্রবল। প্রতিকূল ন্যায় বাহ্য কহয়ে দুর্ব্বল॥ হাঁরেরে দুর্ম্মতি মোর তৃতীয় চরণ। কোথায় রাখিব কহ শীঘ্র দেহ স্থান॥ বলি বলে শ্রীচরণ রাখিবার যোগ্য। আমার মস্তক এই স্থান হয় দীর্ঘ॥ ইহাতে রাখহ পদকমল সুন্দর। বাক্যদত্ত হৈতে মুক্তি হৈনু অবসর॥ তোমার জগৎ এই শরীর তোমার। তোমার চরণে সঁপিলাম সে নির্দ্ধার॥ তুমি প্রভু তুমি বিভু তুমি জগন্নাথ। বিশেষতঃ হও তুমি অনাথের নাথ॥ যেই ইচ্ছা কর তুমি শরণ লইনু। আত্ম নিবেদন এবে চরণে করিনু॥ বলির সৌভাগ্য কিবা কহনে না যায়। জগন্মঙ্গল পদ ধরিলা মাথায়॥ জয় জয় ধন্য ধন্য নমো নমঃ শব্দ। ত্রিজগতে কোলাহল হৈল কর্ণলুব্ধ॥ বন্ধন ঘুচায়ে প্রভু গদ গদ ভাবে। আলিঙ্গন করি প্রভু তোষে মৃদুরবে॥ তুমি মোর প্রিয় আমি তোমার বিক্রীত। হইলাম নিত্য বন্ধ পরাণ সহিত। এত বলি আজ্ঞা দেন দেব শিল্পকারে। পাতাল ভুবনে এক পুরী রচিবারে॥ অপূর্ব্ব অমরাবতী তুল্য যে করিয়া। মণিময় পুরী দিল নির্ম্মাণ করিয়া॥ [illegible] হরি [illegible]

প্রভু দ্বারী হৈলা ॥ নিত্য দরশন করে বিরাজয়ে রাজ। দিবা নিশি ভাসে রাজা প্রেমের তরঙ্গে ॥ অতএব ধন্য ধন্য বলি মহা-শয়। যাঁর গুণ যশঃ কীর্ত্তি ত্রিভুবনে গায় ॥ তাঁহার চরণরেণু ভুবনপাবন। যদি কোন ভাগ্যে মিলে তার এক কণ ॥ তবে এই সংসার বাড়বানল হৈতে। এড়াই সমূহ দুঃখ যমযন্ত্রণাতে ॥ কৃষ্ণভক্তি নিত্য সুখ পরম আনন্দ। পরাপর লাভ হয় ছুটে ভববন্ধ ॥ শুন ওহে শ্রীল বলিরাজ কৃপা কর। কৃষ্ণদাস মস্তকে চরণযুগ ধর ॥ কতিপয় ভক্তগণ নাম সঙ্কীর্ত্তন। করিলাম মাত্র আত্মশুদ্ধির কারণ ॥ হরি কৃপাবশ আস্বাদি ভক্ত যাতে। ভক্তিমহারত্ন লভ্য যাঁর স্মৃতি মাত্রে ॥ শ্রীশঙ্কর শুকদেব সনকাদি মুনি। কপিল নারদ শ্রেষ্ঠ দয়ালু বাখানি ॥ হনুমান বিশ্বকসেন প্রহ্লাদ বলী ভীষ্ম। অর্জ্জুন অম্বরীষ ধ্রুব সর্ব্ব ব্যক্ত বিশ্ব ॥ বিভীষণ অক্রুর উদ্ধব অধিকারী। ভগবন্ত প্রসাদ যাহার প্রতি ভারি ॥ ইহা সবার পদরেণু মহিমা অপার। কৃতকৃতার্থ হই যদি পাও মুক্তি ছার ॥ পরমাত্ম হরিগুণ সদা ধ্যানপরা। তাঁসবার শ্রীচরণ ধ্যানে হও ভোরা ॥ অগস্ত্য পুলহ আর পৌলস্ত চ্যবন। বশিষ্ঠ সৌভরি অত্রি কর্দ্দম সুজন ॥ ঋচিক গৌতম গর্গ শ্রীব্যাস লোমশ। ভৃগু দানগলভ্য শৃঙ্গী অঙ্গিরা চমস ॥ মাণ্ডব্য দুর্ব্বাসা শিষ্য সহস্র আটাশী। বিশ্বামিত্র জামদগ্ন্য জাবালিক ঋষি ॥ কাশ্যপ পর্ব্বত পরাশর পদব্রজ। সংসার ত্রাণে অগ্রসর উচ্চ ধ্বজ ॥ ৫৬ ॥

পুরাণ সংখ্যা অত্র শ্রীমদ্ভাগবতে মহিমা কথন।

শ্রীল ব্যাসদেব ইতিহাস আদি শাস্ত্র। অষ্টাদশ পুরাণ বর্ণিলা সুপবিত্র ॥ তথাচ প্রসন্ন যে নহিল বুদ্ধি মন। শ্রীমন্না-রদ উপদেশ দিলা বিচক্ষণ ॥ ত্রৈলোক্য পাবন শ্রীভাগবত শাস্ত্র। সাধুজন চকোরের সুধা পান পাত্র ॥ জগৎ মঙ্গলনিধি বিধি নিরমিলা। সম্প্রদায় ক্রমে আইলা শুক প্রচারিলা ॥ ব্যাস গোস্বামী যত্ন গ্রন্থন করিয়া। জগতে রসের মালা দিলা পরা-ইয়া ॥ যতেক পুরাণ তাহা তাহা কহি শুন। তামস রাজস আর

সাত্ত্বিক নির্গুণ॥ মৎস্য আর কূর্ম্ম তথা লিঙ্গ আর স্কন্দ। আর অগ্নি এই ছয় তামস প্রবন্ধ॥ ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মবৈবর্ত্ত আর যে মার্কণ্ড। ভবিষ্য বামন ব্রহ্ম রাজস ষট্‌খণ্ড॥ বিষ্ণু আর নারদীয় গরুড় পুরাণ। বরাহ ভাগবত পদ্ম সাত্ত্বিক উত্তম॥

সংখ্যা ব্রহ্মবৈবর্ত্তে।

মৎস্য কূর্ম্মং তথা লিঙ্গং শৈবং স্কন্দং তথৈব চ।
আগ্নেয়ানি পুরাণানি তমসানি নিবোধমে॥
ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মবৈবর্ত্তং মার্কণ্ডেয়ং তথৈব চ।
ভবিষ্যং বামনং ব্রাহ্মাং রজস'নি মুনিষীভি॥
বৈষ্ণবং নারদীয়ঞ্চ তথা ভাগবতং শুভং।
গারুড়ঞ্চ তথা পাদ্মং বরাহং শুভদর্শনং॥
সাত্ত্বিকানি পুরাণানি বিজ্ঞেয়ানি মুনিষীভিঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত হয় বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক। মহিমাতে নাহি যার সমান অধিক॥ শ্রবণসুখ ভক্তি রসময় নিধি। একবার যেই শুনে ভজে নিরবধি॥ গুণের অবধি নাহি একতাতে শুন। শ্রবণ করিব বলি চিত্তে যেই জন॥ তাহার হৃদয় পুরে শ্রীকৃষ্ণ সুন্দরে। তৎক্ষণাৎ বদ্ধ হন প্রসন্ন অন্তরে॥ তমোরজঃ সত্ত্বগুণে পুরাণ যে কহিল। তাহার বিশেষ কহি শাস্ত্রে যে শুনিল॥ তামস যে মৎস্য আদি পুরাণ আখ্যানে। সত্ত্বধর্ম্মী প্রসঙ্গ আছয়ে স্থানে স্থানে॥ তবে যে তামস নাম তাহার কারণ। তমের আখ্যান হয় অধিক বর্ণন॥ সাত্ত্বিক শাস্ত্রের যত বিরোধ যথায়। নানামত কুতর্কাদি তায় প্রকাশয়॥ রাজস পুরাণে রজোগুণের আধিক্য। সাত্ত্বিক পুরাণে সত্ত্বগুণের আধিক্য॥ তমঃ কল্পে যেই যেই পুরাণ বর্ণিলা। সেই সেই তমোভাবে উৎপন্ন হইলা॥ রাজস সাত্ত্বিক রস ঐ মতে হৈলা। নির্গুণ যে ভাগবত মতে প্রকাশিলা॥ যদি বল অষ্টাদশ ভাগবত সহ। ঊনবিংশ কহিলে যে বড়ই সন্দেহ॥ তাহার কারণ ভাগবতের টীকাতে। বৃহৎ তোষণী আর সন্দর্ভ গ্রন্থেতে॥ সিদ্ধান্ত আছয়ে তাহা কহি এবে শুন। না জানিয়া অজ্ঞ লোকে চিন্তে পুনঃ পুনঃ॥ প্রথম ভাগবত নামে চারি হাজার শ্লোকে। বর্ণিলা শ্রীব্যাসদেব পুরাণ সাত্ত্বিকে॥ পরে যবে শ্রীনারদ উপ-

দেশ দিলা। শ্রীমদ্ভাগবত নাম তাহার হইলা॥ কভু ভাগবত বলি লোকেতে কহয়। উপপুরাণের মধ্যে গণনা করয়॥ অষ্টা-দশ উপপুরাণ পুরাণ সপ্তদশ। মহাপুরাণ ভাগবত মহাগুণ যশ॥ দশম লক্ষণাক্রান্ত মহিমার সীমা। গাইল তাহার গুণ করিয়া গরিমা॥ বহুশাস্ত্রে ভাগবতের মহিমা কহয়। কত কহা যায় মাত্র কহি শ্লোকত্রয়॥

গারুড়ে। অর্থোয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভাগবতার্থবিনির্ণয়ঃ।
গায়িত্রী ভাগারপাসৌ বেদার্থং পরিবৃংহিতঃ॥
পুরাণানাং সামরূপ সাক্ষাৎ ভগবতোদিতঃ।
দ্বাদশস্কন্ধযুক্তোয়ং শতবিচ্ছেদ সংযত।
গ্রন্থোঽষ্টাদশসাহস্র ং শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ॥

পাদ্মে। পাদজদিয় প্রথম দ্বিতীয়ৌ তৃতীয় তুর্যঃ কথিতৌ
যচ্চুরুণাভি স্তথা পঞ্চম এব ষষ্ঠে ভুজান্তরং দোর্যুগলং
তথান্যৌ কণ্ঠন্ত বজিন্র বমোযদীয়।
মুখারবিন্দ দশমঃ প্রফুল্লং একাদশো যস্য ললাটপট্টং শিরোপি
যো দ্বাদশ এব ভাতি॥
তমাদি দেবং করুণানিধানং তমালবর্ণ সহিতাবতারং।
অপারসংসারসমুদ্রসেতুং ভজামহে ভাগবতস্বরূপমিতি॥

শ্রীমদ্ভাগবত হয় কৃষ্ণের স্বরূপ। তদীয় ভাবেতে ব্যক্ত অতি সে অনুপ॥ অতএব তদীয় শাস্ত্র পুরাণ সম্ভূত। অপার গুণের মধ্যে গাই এক লব॥ তার মধ্যে ভাগবত সর্ব্ব উত্তম। ত্রিজগতে পরাৎপর শাস্ত্র অনুপম॥ গায়ত্রী ব্রহ্মসূত্রার্থ বেদার্থ ভারত। সর্ব্বময় সারাৎসার শ্রীমদ্ভাগবত॥ অন্য পুরাণ শাস্ত্রে অন্য ব্যাখ্যান। শ্রীমদ্ভাগবতে মাত্র কৃষ্ণগুণ গান॥ অন্য শ্রবণে মনঃ অন্য পথে যায়। ভাগবত শ্রুতমাত্র কৃষ্ণে মনঃ ধায়॥ অতএব জীবের যে একান্ত কর্ত্তব্য। শ্রীমদ্ভাগবত কথা অবশ্য শ্রোতব্য॥ এক ভাগবত হয় ভক্তিরস পাত্র। আর ভাগবত হয় ভাগবত শাস্ত্র॥ সাধু মুখে এই বাক্য শুনিয়া শ্রবণে। শরণ লইনু মুঞি তাঁহার চরণে॥ ভাগবত শ্রবণের পদ্ধতি শুনিল। যবেক কচ কাহি কাষ্ঠেতে পড়িল॥ স্বজাতি অন্তর

সাধু সঙ্গেতে বসিব। শ্রীমদ্ভাগবত কথা আস্বাদ করিব॥ তবে সে শ্রবণসুখ অধিক জন্ময়। নতুবা শ্রবণে রস তাদৃক না হয়॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ।

সজাতীয়াশয়স্নিগ্ধ সাধুসঙ্গতোবরে।
শ্রীমদ্ভাগবতার্থানামাস্বাদো রসিকৈঃ সহ॥

অবৈষ্ণব স্থানেতে শ্রবণ নহে ইষ্ট। দুগ্ধ হেন বস্তু যেন সর্পের উচ্ছিষ্ট॥

পাদ্মে। অবৈষ্ণবাৎ মুখোদ্গীর্ণং শ্রবণং ভগবদ্যশঃ।
ন শ্রোতব্যং বৈষ্ণবানাং সর্পোচ্ছিষ্ট যথাপয়ঃ॥

ভাগবত হেন ধন পাইয়া করেতে। চিনিতে নারিনু দুর্দ্দৈব বিপাকেতে॥ দন্তে তৃণ ধরি করি অঞ্জলি মস্তকে। হে শ্রীমদ্ভাগবত কৃপা করহ আমাকে॥ তোমার চরণে রতি মতি দেহ মোরে। কৃষ্ণদাস নিবেদয়ে একান্ত অন্তরে॥

অষ্টাদশ স্মৃতি গুণ কথনং।

অষ্টাদশ স্মৃতি প্রকাশিলা ঋষিগণ। মস্তকে ধরহ তাহা সবার চরণ॥ কৃষ্ণভক্তি গ্রন্থের তাৎপর্য্য অর্থ হয়। না বুঝিয়া কর্ম্মী জ্ঞানী অন্যথা করয়॥ উপক্রম অভ্যাস উপসংহার আদি ছয়। লক্ষণে প্রাধান্য মাত্র ভক্তির আশ্রয়॥ অতএব অষ্টাদশ স্মৃতি নাম শুন। যাতে সর্ব্ব পাপ হরে জন্ম নহে পুনঃ॥ মনু আর অত্রি বৈষ্ণবী হারীত। জ্ঞানী যাজ্ঞবল্ক্য আর অঙ্গিরা বহুব্রত॥ নিশাচর সামুকৃত কাত্যায়ন দাসী। সাণ্ডিল্য গৌতমী তথা বশিষ্ঠ সুভাষী॥ সুরগুরু শতাতপী পরাশর ক্রতু। আশা পাশ মুক্তিদাতা ভক্তির নির্হেতু।

শ্রীরামচন্দ্র পার্ষদগণ গুণকথন নাম সঙ্কীর্ত্তনং।

শ্রীরামচন্দ্র পার্ষদ পদ শরণ যে করে। অনপায়িনী ভক্তি পায় সে অদূরে॥ বভুব বিজয়ী সর্ব্ব মঙ্গলের ধাম। নিত্যসিদ্ধরূপী চিদানন্দ অভিরাম॥ মুনিবর্গ আদি যত অসংখ্য গণন। পবিত্র লাগিয়া কিছু করি সঙ্কীর্ত্তন॥ যাহার কীর্ত্তনে সর্ব্ব পাপ বিঘ্ন হরে। অনায়াসে রঘুমণি বসয়ে অন্তরে॥

কেশরীর দধি মুখ দ্বিবিদ। পনস ঋক্ষপতি যেহ প্রিয় রামপদ। উল্কা সুভট আর দধিমুখ নল। নীল আর সুষেণ কুমুদ মহাবল॥ পনস গবাক্ষ শরভঙ্গ অতিবল। অঙ্গদ যুবরাজ গন্ধমাদন সকল॥ ইত্যাদি আঠারা পদ্মাযুক্ত মন্ত্রী হয়। আর কত শত তারা সংখ্যা কে কয়॥ সবা পদরজো বৃষ্টি শুভদৃষ্টি করি। মো পাপীর শিরে কর কৃপণ বিচারি॥

ইতি শ্রীভক্তমালে অক্রূরাদি ভক্তগণ চরিত্র বর্ণনং অষ্টমমালা॥ ৮॥

জয় শ্রীচৈতন্য হরি জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর-ভক্ত বৃন্দ॥ জয় শ্রীরূপ শ্রীনিবাস জগদানন্দ। জয় রায় রামানন্দ প্রেমানন্দ স্কন্ধ॥ জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ। শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ॥ ব্রজের বড় বড় গোপ প্রধান পর্যন্ত। ত্রিলোকে যাহার বড় সম নাই অন্য॥ শ্রীকৃষ্ণের পিতামহ অধিক কিঙ্কর। জগতের আর্য্য পুজা মঙ্গলের সার॥ ত্রিভুবনে শ্রেষ্ঠ ইষ্ট শ্রেষ্ঠ সুচরিত। সর্বোত্তম চয় শুভ পুত্র মনোনীত॥ কামনা করিয়া ঘোরতর তীব্র তপ। ধেয়ান সমাধি বৈকলনানাবিধ জপ॥ তাহাতে জন্মিল সাত পুত্র শুভোদয়। সুধন্য মেদিনী জাতি আনন্দ হৃদয়॥ সুশীল সুদান্ত শান্ত উদার চরিত। সর্ব্বগুণাকর সর্ব্ব লোকের পূজিত॥ নিরীহ নির্গুণ নিত্য চিদানন্দময়। স্বাভাবিক অজ ভন্ম লৌকিকেত প্রায়॥ তাহার মধ্যে শ্রীল নন্দরায় মহাশয়। যাহার মহিমা লোকে বেদে সদা গায়॥ তাহার মহিমা গুণ কেন কে সংসারে। কোটি অংশের সব কহিবারে পারে॥ কি কহিব চমৎকার মুখে না যুয়ায়। পূর্ণব্রহ্ম সনাতন যাহার তনয়॥ লালন পালন করে তাড়ন ভর্ৎসনা। গৃহস্থলী পাতিয়াছ ত্রিলোক রঞ্জনা॥ তাহার সৌভাগ্য দেখি অজ ভব আদি। আপনা নিন্দয়ে গায় গুণ নিরবধি॥ ত্রিজগতে গান ছলে সর্ব্বলোকে গায়। দুস্তর সংসার হৈতে যাহাতে এড়ায়॥ কৃষ্ণ প্রেমভক্তি সুধা সাগরে

পড়িয়া। ডুবি ডুবি খায় সদা উদর পুরিয়া॥ তাহার মহিমা আমি কি কহিতে জানি। বামন হইয়া চাঁদ ধরিবারে গণি॥ ছার মূর্খ মূঢ় দুরাচার জ্ঞানহীন। ভকতিবিহীন তাহে ইন্দ্রিয় অধীন॥ হেন ব্যক্তি করে হেন বিচারেতে কাম। লোকে উপহাস্য যে কেবল ধার্ষ্ট তাম॥ তথাপিহ গড়াগড় করি জোড়েজাড়ে। রচিবাতে যদি সে চরণ মনে পড়ে॥ তাঁহার শরণে মতি পবিত্র কারণ। রচনা উদ্যম নহে পৌরুষ ভাজন॥ পর্য্যানের সপ্ত পুত্র তা সবার নাম। ক্রমে কহি শরণ মঙ্গল অভিরাম॥ ধরানন্দ ধ্রুবানন্দ তৃতীয় উপনন্দ। অভিনন্দ চতুর্থ পঞ্চম তথা নন্দ॥ ষষ্ঠ সুনন্দ আর সপ্তম শুভানন্দ। আশ পাশ গ্রামবাসী সহ পঞ্চবৃন্দ॥ ধরানন্দ বড় পুত্র রাজ্যে অভিষেক। করিতে উদ্যোগ কৈল সভার অনেক॥ তেঁহ অসম্মতি হৈলা সকলে মিলিয়া। নন্দেরে পঞ্চম ভ্রাতার পতির লাগিয়া॥ কহিলা পার্যন্যরাজে রাজা না হইব। নন্দ রাজা হৈলে মোরা তাহে সুখী হব॥ অতএব ব্রজে রাজা নন্দরায় হৈলা। জগন্মাতা শ্রীযশোদা মহিষী হইলা॥ তাঁহার অশেষ গুণ অতুল মহিমা। বেদ বিধি শুক আদি নাহি পায় সীমা॥ ভাগবতে শুকদেব করিলা কীর্ত্তন। কহিবারে নাহি জানি শ্রান্ত কেকারণ॥ কিবা সে সৌভাগ্য কৃষ্ণ জননীর পাত্রী। লালন পালন কৃষ্ণে শুভ স্তনদাত্রী।

শ্রীভাগবতে। নন্দ কিমকরোদ্ ব্রহ্মন্ শ্রেয় এব মহোদয়ং।
যশোদাবা মহাভাগা পপৌ যস্যা স্তনং হরিঃ॥

তেঁহ মোর ঠাকুরাণী তাঁহার চরণ। কবে মুঞি ধোয়াইব করিয়া যতন॥ কবে তেঁহ আজ্ঞা দিবে শ্রীকৃষ্ণ লাগিয়া। রচিবারে মিষ্ট অন্ন অঙ্গুলি হেলাইয়া॥

সুগ। বালবৃদ্ধনরনারী গোপহো অর্থী উনপাদরজ॥ গোপনন্দ উপনন্দ ধ্রুব ধরানন্দ মহরী যশোদা। কীরতি বৃষভানু কুন্দরি সহচরী বিহতি মনোমোদ॥ মধুমঙ্গল সুবল সুবাহু ভোজ অর্জ্জুন সুদামা। মণ্ডলী গয়াল অনেক শ্যাম সঙ্গি বহুনামা॥ ঘোষনিবাসকিনী কৃপাসুরনরবাঞ্ছিত আদি অঙ্গ। বালবৃদ্ধনরনারী

গোপহো অথী উন পাদরজ। ব্রজরাজ সুবল সঙ্গ সদন বন অনুগ সদা তৎপর রহে॥ রক্তপত্রক আর পত্রি সবহী মন ভাবে। মধুকণ্ঠ মধুবর্ত্ত রসাল সুবিশাল সুহারে॥ প্রেমকন্দ মকরন্দ আনন্দ সদা চন্দ্রহাসা। পয়োদ বকুল রসদান সামোদা বুদ্ধি প্রকাশা॥ সেবা সমে বিচারিকে চারু চতুর চিতকি নহে। ব্রজরাজ সুবলসঙ্গ সদন অনুগ সদা তৎপর রহে॥

ব্রজের গোপ বাল বৃদ্ধ যত নারী। পশু পক্ষ বৃক্ষ বনস্পতি আদি করি॥ নিত্য সুখময় অপ্রাকৃত চিদানন্দ। পরম উপাস্ত সবা চরণারবিন্দ॥ ব্রজময় ধাম শ্রীল বৃন্দাবন ভূমি। যোগী যতি তপস্বী অগম্য জ্ঞানী কর্ম্মী॥ তাঁহার মহিমা করিবার শক্তি কার। অনুভব কর নিত্য ধ্যান কর যাঁর॥ নিত্য বাসের স্থান কৃষ্ণ বল-রাম। শ্রীনন্দাদি যশোদা রোহিণী অনুপম॥ শ্রীযশোদা জগন্মাতা মহিমা আভাব। কিঞ্চিৎ কহিল পূর্ব্বে না পূরিল আশ॥ পুনর্ব্বার কিছু কহিবারে মনে করি। নিজে মূর্খ নাহি জানি আকু পাকু করি॥ শ্রীরোহিণী মাতা আর শ্রীযশোদা সুন্দরী। দুই মাতা সম দুই গুণের সাগরী॥ ত্রিভুবনে পূজ্য মান্য ধন্য সদুপাস্ত। শান্ত নিষ্ঠ সুশীল সুস্নিগ্ধ প্রিয়ভাষ্য॥ মর্য্যাদক সমর্য্যদা সকলের আর্য্য। সবারে সমান যথাযোগ্য আদি শৌর্য্য বীর্য্য॥ অধিক কি কব রাম কৃষ্ণের জননী। যাঁর স্তন পান করে সুধাধিক মানি॥ পুতনা রাক্ষসী মাতৃবেশে স্তন দিল। জীবহিংসা করিয়া মাতৃগতিকে পাইল॥ অতএব মহামতি মাতা শ্রীযশোদা। ভুবনপাবনী সর্ব্ব অর্থ সিদ্ধিপ্রদা॥ তাঁহার মহিমা বেদবিধি অগোচর। আত্মা-রাম শুকদেব প্রশংসে বিস্তর॥ তাঁহার আশ্রয় আদি পদের যে অর্থ। বর্ণিব বিস্তার কিছু যেমন সামর্থ॥ গোপ গোপী আদি গুণ ক্রমেতে গাইব। শ্রীচরণে প্রেমভক্তি মাগিয়া লইব॥ শ্রীকৃ-ষ্ণের জ্যেঠা জ্যেঠী খুড়া খুড়িআদি। মামা মাসিআদি করি পুলিন্দ অবধি॥ নাম সঙ্কীর্ত্তন করি নিজাভীষ্ট লাগি। দুর্ম্মতি শোধন আর প্রেমানন্দ ভাগী॥ শ্রীমদ্রূপ গোস্বামীর বর্ণন মাধুরী। গণোদ্দেশদীপিকা যে গ্রন্থ অনুসারি॥ বর্ণিব কিঞ্চিৎ মাত্র

তাঁহার অন্তরে। অগ্র পশ্চাৎক্রম না জানি বিচারে॥ অক্রুর মিলন হেতু যথা আইসে মনে। অপরাধ ক্ষম বিপর্য্যয় যে বর্ণনে॥

গারুড়োক্তঃ।

শ্রীনন্দরাজসখা রাজা বৃষভানু। নন্দরাজমহিষী যশোদা শ্যামতনু॥ শক্র ধনু বর্ণ বাঙন স্থূলরূপা। কিঞ্চিৎ দীর্ঘল মাত্র সুন্দরী সুকেশা॥ অন্য নাম দেবকী দেবকী যার সখী। ঐন্দবী নামেতে আর সখী সুচিমুখী॥

আদিপুরাণোক্তঃ।

শ্রীকৃষ্ণের রুহম্মাতা দেবী শ্রীরোহিণী। বলদেব হৈতে কৃষ্ণে স্নেহ কোটি গুণি॥ মতান্তরে নন্দ মহারাজ পাঁচ ভাই। তাহা ব্যতিরেকে যে খুড়াত হয় দুই পূর্ব্ব কথিত নামে কিছু হয় ভেদ। সকলি সম্ভবে যাহা কহে সাধু বেদ॥ কেহ কহে সপ্ত ভাই কেহ পঞ্চজন। কল্পভেদে কিম্বা কিছু থাকিবে কারণ॥ শ্রীল উপনন্দ আর অভিনন্দ দুই। শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠতাত স্নেহেতে একই॥ সনন্দ নন্দন দুই কাকা সমতুল। সদাই শ্রীকৃষ্ণ স্নেহা-নন্দেতে বিহ্বল॥ উপনন্দ পীতারুণ বর্ণ হরিদ্বস্ত্র। তাঁহার ঘরণী তুঙ্গী কৃষ্ণে মন ন্যস্ত॥ ভ্রমরের ন্যায় বর্ণ নারঙ্গ বসন। অভিনন্দ কৃষ্ণবস্ত্র শঙ্খের বরণ॥ অন্য ভার্য্যা পাবরী নাম পাটল বরণ। নীলবস্ত্র ধরি তেঁহ কৃষ্ণ প্রাণধন॥ সনন্দের সুনন্দ দ্বিতীয় নাম হয়। চতুর্থ ভাই যে এই সুন্দর আশয়॥ কুন্দবন শ্যামবস্ত্র অল্পপক্ক কেশ। কৃষ্ণেতে পরম স্নেহ না জানি বিশেষ॥ মহিষ দুগ্ধেতে যে শরীর পুষ্ট হয়। সে হেতুক কৃষ্ণ লাগি মহিষ রাখয়॥ ভার্য্যা যে অঙ্গনা রক্তবস্ত্র পদ্মবর্ণ। কৃষ্ণমুখ বাক্যে যেই পাতি রহে কর্ণ॥ নন্দন পঞ্চম ভাই একত্র বসতি। বিশেষ কৃষ্ণেতে অনুরাগ মহামতি॥ শিখিকণ্ঠ বর্ণ হয় গুণের বিধান। চণ্ড পুষ্পের বর্ণ সম বস্ত্র পরিধান॥ অতুলা তাহার ভার্য্যা বিদ্যুতের কান্তি। মেঘাম্বর পরিধান কৃষ্ণময় ভ্রান্তি॥ কাণ্ডব দণ্ডব শ্রীনন্দের খুল্লপুত্র। সুদামা কাণ্ডব স্ত্রীগণেতে পবিত্র॥ দণ্ডবের পত্নী নাম সুরূপা সুন্দরী। রূপে গুণে সম দুহেঁ প্রেমের গাগরি॥

বটুক চটুক আর দুই ভাই জ্ঞাতি। দধিসার হরিসার দুইঁ। দুয়ের স্ত্রী॥ নন্দের ভগিনী দুই সানন্দা নন্দিনী। শ্রীকৃষ্ণের পিসি স্নেহে সমান জননী॥ কৃষ্ণবর্ণ বসন কিঞ্চিৎ উঁচা দন্ত। শ্যামল চিকণ বর্ণ মতি শিষ্ট শান্ত॥ সানন্দার স্বামী মহানীল হয় নাম। নন্দিনীর স্বামী সুনীল গুণধাম॥ নন্দরাজের ভগ্নী-পতি শ্রীকৃষ্ণের পিসা। স্নেহময়ী প্রেমামৃতে সদাই পিয়াসা॥ শ্রীকৃষ্ণের মাতামহ মহোৎসাহ যুক্ত। সমুখ তাহার নাম স্নেহ অতিরিক্ত॥ শঙ্খবর্ণ লঘুবর্ণ শ্মশ্রুষুহ শর কান্তি। মাতামহী তস্য পত্নী পাটলা সুমতী॥ সহস্র দধির বর্ণ হরিত বসন। শিরে কেশ পাটল পুষ্পের যে বরণ॥ তার সহচরী হন মুখরা বড়াই। যশোদা মাতার ধাত্রী স্নেহে অধিকাই॥ সুমুখের ছোট ভাই চারুমুখ নাম। অঞ্জন বরণ তার রূপ অনুপম॥ অস্য ভার্য্যা বলাকা কুলটি পুষ্প বর্ণ। পাটলের ভ্রাতা গোল বানর আনন॥ বানর আকৃতি মুখ হেরিয়া সুমুখ। শ্যালভাবে শাদিলা তাহাতে পাইলা দুঃখ॥ দুর্ব্বাসা মুনির বহু আরাধনা কৈল। বর মাগি তেঁহ বড় কুলীন হইল॥ তাহার ভার্য্যার নাম জটিলা কর্কশা। অভিমন্যুর মাতা তেঁহ শ্রীমতীর শ্বশ্রা॥ কাকের বরণ তার হয় ও উদর। কলহেতে প্রিয় সদা সহজে মুখর॥ কৃষ্ণের মহামতি ভ্রাতা তাহার যে হন। অভিমন্যুর মাতুল সম্পর্ক সেকারণ॥ যদ্যপি বিপক্ষ হয় জটিলাদি যেহ। আনন্দ মূরতি কৃষ্ণে তথাপিহ স্নেহ॥ যস্য সব যশোদেব সুদেব আদি আর। কৃষ্ণের মাতুল সহোদর যশোদার॥ অতসী পুষ্পের বর্ণ পাণ্ডুর বসন। তাহা-দিগের ভার্য্যাগণ কৃষ্ণ অন্ত প্রাণ॥ রেমা বেমা সুবেমা যে ক্রমেতে তিনের। স্বরণীর নাম স্নেহে সমান মায়ের॥ মামা মামী স্থানে কৃষ্ণ সোহাগ ভাবেতে। বস্ত্র ধরি আখুটী কয়য়ে কত মতে॥ কর্কটী পুষ্পের বর্ণ ধূম্রবর্ণ পট। কৃষ্ণ প্রেমে উন্মত্ত নাচে হৃদি নট॥ মাতার ভগিনী দুই শ্রীকৃষ্ণের মাসী। যশো-দেবী যশোস্বিনী রূপ গুণরাশি॥ দধিসারা হরিসারা দ্বিতীয় দুই নাম দুই দুই নাম দুহেঁ রূপ অনুপম॥ স্বাভাবিক মাতা হৈতে

মাসীর বড় স্নেহ। তাতে কৃষ্ণ স্নেহ পাত্র মাসী হয় এহ॥ জ্যেষ্ঠা যশোদেবী শ্যামল বরণ যাহার। কনিষ্ঠ যে যশোম্বিনী গৌরাঙ্গ তাহার॥ হিঙ্গুল বরণ বস্ত্র হয় দুইকার। চাটু বটু নাম দুই স্বামী দুজনার॥ মাতুম্বা কৃষ্ণের জ্ঞাতি ভাই উপনন্দের। মিষ্টান্ন পাঠান বহু লাগি বালকের॥ জ্যেষ্ঠা যশোমতী মাসী তার এক পুত্র। সুরূপ সুচারু নাম সুন্দর চরিত্র॥ গোল যে অভাগির অভিমন্যু জনক। তাহার ভ্রাতার কন্যা সুচারু যোটক॥ তুলাবতী নাম তার প্রেমে অধিকাই। রূপে গুণে শীলে শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ ভোজাই॥ অহ পিতামহ তুল্যগণ শ্রীকৃষ্ণের। কৃষ্ণসুখে সুখী চেষ্টা নাহিক দোঁহের॥ তা সবার নাম গুণ কীর্ত্তন করিয়া। প্রেমধন মাগি হৃদে টীকরা পাতিয়া॥ তুণ্ড আর কুঠের পণ্ড বেদনা কিনান্ত। কুপিট পুরটা নাট পিতৃ তুল্য তাত॥ অনেক আছয়ে আর কে কহিতে পারে। মাতামহগণ মধ্যে কিছু কহি আরে। ধীরামোহ ধরারোহ কনেউ কারণ্ড। তীরসেন বীরসেন আদি আর গোণ্ড॥ বৃদ্ধা পিতামহী তুল্যা ভারুণী ভাঙ্গলা। ভের স্বয়ম্বরা ভঙ্গীভাব সাথি লীলা॥ শিখা আদি বৃদ্ধা আর অনেক আছয়। মাতামহী তুল্যা মধ্যে কহি যেবা হয়॥ ভারুণ্ডা জটিলা ভেলা করিলা ঘর্ঘরা। ঘর্ঘরী চমসী বেণ্টা মুণ্ডি ঘোরা॥ করনাণী সুখট্রিকা চৌট্রিকা ডিণ্ডিমা। ডামনি ডানরি তঙ্কা পুণ্ডাদি অসীমা॥ জমকের সম হয় অনেক ক্রমেতে। শ্রীনন্দ রাজের সখা ভ্রাতাদিক মতে॥ মঙ্গল পিঙ্গল পিঙ্গ মাঠর পট্টিশ। শঙ্কর শঙ্করোপীঠ ভৃঙ্গ হরিকেশ॥ ঘুনিঘাটিশ সার যাদগুকে পর। ধুধীন ধুর্ব্ব চক্রাঙ্গী সৌরভেয়॥ কলাঙ্কুরা উৎপালাদি মঙ্গরো কম্বলা। সুপক্ষ সৌর হারিতা কৃষ্ণ নহে ভোলা॥ উপতুল্য আদি পিতা তুল্য বহু হয়। অনন্ত কহিতে নারে অন্যের কি দায়॥ পর্য্যন্ত সুখন দুহে বাগন্ধ বন্ধুত্ব। কিশোর আরোত দুই ইহাদিগের মিত্র॥ নন্দ আদি নামে মিত্র অনেক আছয়। কতেক তাহার কিছু না হয় বর্ণন॥ মাতা তুল্য মধ্যে কৃষ্ণের করিব কীর্ত্তন। প্রেম অর্থ মিলে যায় সংসার যাতন॥

তাংঙ্গাক্ষী উর্ব্বলিকা শুভদা মালিকা। অঙ্গদা বৎসলা তালি মেদুরা মালিকা। কুশনাম কলা কৃপা শঙ্কিনীধি দ্বিনী। মুদ্রা-প্রভা নীভধরা সুভগা ভগিনী॥ হিঙ্গুলাকপিলা কুণ্ডী ধমনী পটিকা। পঙ্কতি রঞ্জনা তুষ্টি সুভণ্ডা বর্ত্তিকা॥ সঙ্ককী বন্ধবী বেলা আদি ভ্রাতৃসমা। স্তনদাত্রী ধাত্রীমাতা দুই অনুপমা॥ অম্বিকা কিলিম্বা নাম কৃষ্ণে স্নেহবতী। যশোদা মাতার স্থানে সদা অনুমতি॥ কৃষ্ণধন কৃষ্ণপ্রাণ কৃষ্ণসুরবস। তিল আধ কৃষ্ণ বিনা রুদ্ধ হয় শ্বাস॥ দুই মধ্যে শ্রেষ্ঠা ব্রজেশ্বরীর প্রিয়সখী। অম্বিকা হয়েন মুখ্যা সদা হাস্যমুখী॥ অথ মহাগুরু দ্বিধ গোকুলে বসতি। পুরোহিত কেহ কেহ আশীষক রীতি॥ বষটকার স্বধা-কার প্রকারাদি দ্বিজা। আশীর্ব্বাদক মান্য সবে করে তাঁর পূজা॥ সামি বিনি মহাকরব্যা বেদিকাতি সতী। ব্রাহ্মণের স্ত্রীগণের ক্রমেতে গণিতী॥ পুরোহিত বেদ গর্গ মহাযশা আর। ভাগুরি আদিক পুরোহিত কুলাচার॥ ক্রমে তাহাদিগের পত্নী শ্রীগৌতমী সার্ব্বি॥ কৃষ্ণক্রীড়া অনুকূল বিশেষত গার্গি॥ পুরোহিত বহু অন্য ব্রাহ্মণী অনেক। ব্রজেশ্বরী অনুগত পূজ্য প্রত্যেক॥ কুঞ্জিকা বামনী স্বাহা শাণ্ডিলী সলভা। গার্গবী ইত্যাদি স্বধা সুপূজ্যা দুর্ল্লভা॥ পৌর্ণমাসী ভগবতী সান্দীপনী সুতা। তেজিয়া অবন্তী পুরী ব্রজে অনুগতা॥ শ্রীমন্নারদ শিষ্যা মহা তপস্বিনী। কৃষ্ণলীলা কুতুহলী সর্ব্ববিধায়িনী॥ যোগমায়া অংশ হন চিচ্ছক্তি-ময়ী। মায়া আচ্ছাদিয়া কৃষ্ণলীলার বিধায়ী॥ ব্রজেশ্বর ব্রজেশ্বরী আদি ব্রজপুরে। সকলের মান্য পূজ্য সর্ব্বত্রে বিহরে। নিবিড় বনেতে বাস পত্রের কুটীরে। রাধাকৃষ্ণ মিলন উপায় ধ্যান করে॥

গোপীযূথ আদি ভেদ।

অথ যূথ গোপীগণের দুই মত হয়। বয়স্যা দ্বারিকা অন্তঃপাতী দুতীচয়॥ ইহাতে ত্রিকুল এই যূথের অন্তরে। কুল মধ্যে মণ্ডল যে বর্গ তথা পরে॥ বর্গ হৈতে গণ্য গণে হয় সমবায়। সমবায় হৈতে তথা হয়েন সঞ্চয়॥ সঞ্চয় হইতে হয় সমাজ আখ্যান।

সমাজ হইতে স্বয়ম্বয় প্রিয়জন॥ নয়ভেদক্রমে লঘু ইহাতে বিশেষ। প্রেম তার ভময়য়ে উচ্চ মধ্যে শেষ॥ ইত্যাদি অনেক ভেদ কত কহা যায়। তাৎপর্য্য নাহি মাত্র পুস্তক বাড়য়॥ যতেক কহিল ব্রজপরিকর ধন্য। ত্রৈলোক্য উপাস্য দেবতার পূজ্য মান্য॥ বিশেষ গোপীর কিছু মহিমা বিরল। চতুর্দ্দশ ভুবনে মহিমা নাহি স্থল॥ বৈকুণ্ঠেও যাঁর যশ গায় লক্ষ্মীগণ। আশ্চর্য্য কথনে নিরময়ে শ্রুতিগণ॥ অতএব কহি কিছু গোপিকা চরিত। কৃষ্ণসুখানন্দময় রসময় গীত॥ বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী আর দ্বারিকা মহিষী। অষ্টোত্তর শত যোল হাজার রূপসী॥ তিলেক কৃষ্ণের মন হরিতে না পারে। গোপী ভ্রুকুভঙ্গী মাত্রে বিন্ধে কামশরে॥ সমর্থ সুস্নিগ্ধা রতি আত্ম-সুখার্থী। আদরণীয় ত্রিভুবনে সবদের আর্য্য॥ শুদ্ধ প্রেমানন্দের ভাব মধু যার পূর। কামগন্ধ নাহি মাত্র আস্বাদে মধুর॥ প্রেমা-নন্দ ডগমগ সুধার সাগরে। ডুবিয়ে ডুবিয়ে পিয়ে তৃপ্তি না সঞ্চারে॥ কৃষ্ণপ্রাণ কৃষ্ণধন কৃষ্ণতনু মন। কৃষ্ণ যে সখের নিধি পরম রতন॥ কুল শীল ধর্ম্ম কর্ম্ম লোক লজ্জা ভয়। দেহ গেহ সম্পদ যে নাহি কি আছয়॥ মদিরা মদান্ধ যেন কটির বসন। আছে কি না আছে তাহে নাহি আলোচন॥ তবে যে গৃহের কর্ম্ম রন্ধন ভোজন। দেহের অভ্যাস করে নাহি তাহে মন॥ শরীরের মার্জ্জন ভূষণ বেশ বিন্যাস। যতন করিয়া করে তাহাতে উল্লাস॥ কৃষ্ণ যাতে বড় কৃষ্ণ সুখের বিলাস। অতএব দেহের সৌন্দর্য্য অভি-লাষ। কৃষ্ণসুখে সুখী গোপী কামগন্ধহীন। শুদ্ধ প্রেমময় ভাব কহয়ে প্রবীণ॥ গোপীর মহিমা কিবা আশ্চর্য্য কথন। ন ভূত ন ভবিষ্যৎ নহে বর্ত্তমান॥ কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা ভগবদ্গীতা শাস্ত্রেতে। যে যৈছে ভজে ভজে ভাব যোগ্য রীতে॥ সত্য সঙ্কল্প সেই গোপী-কার স্থানে। বিফল হইল কৃষ্ণ বদ্ধ হৈল ঋণে॥ ইহার প্রমাণ ভাগবত পঞ্চাধ্যায়। জগতে প্রসিদ্ধ হয় সর্ব্ব লোকে গায়॥ বিচার করহ আত্মারাম আদি ভক্ত। বড় কিন্তু কোথা কৃষ্ণে তেন অনুরক্ত॥ রূপ গুণ শীল প্রেম সৌভাগ্য বিদগ্ধ। সদ্বক্তা সুমিষ্ট-ভাষী শুদ্ধমতি স্নিগ্ধ॥ শ্রীলক্ষ্মীর রূপের কণার কোটি অংশ।

ত্রিভুবনব্যাপী তার একাংশ রূপাংশ ॥ হেন লক্ষ্মীদেবী ব্রজে গোপিকার আগে। রূপেতে অধিক থাকুক সমান না লাগে ॥ গুণ প্রেম সৌভাগ্যাদি তেমনি জানিবে। প্রেম বিদগ্ধা অংশ শতাংশ না হবে ॥ শুদ্ধ যে সমর্থা রতি মাধুর্য্য বিরল। বিদগ্ধার শিরোমণি গোপিকা প্রবল ॥ লক্ষ্মীঠাকুরাণী সমঞ্জসা ভাব রতি। ঐশ্বর্য্য দেখিয়া নিজে হয় দাসমতি ॥ সমতা নহিলে নহে রসের পুষ্টিতা। অতএব গোপী সম নহে বিদগ্ধতা ॥ কৃষ্ণসঙ্গে রাস-কেলী করিবারে ব্রজে। আসি তাহা না পাইলা তাপ করে লাজে ॥ ব্রজের রমণীবিনা বৃন্দাবনশশী। কাহারে না স্পর্শে যদি হয় রূপ রাশি ॥ ব্রজকুমুদিনীগণ কৃষ্ণশশী বিনা। নারায়ণ আদি সূর্য্য না করে গণনা ॥ গোপী কৃষ্ণ গোপী ? নাহি জানে মনে। অতএব প্রেমরূপে নাহিক সমানে ॥ যার সম অধিক বৈকুণ্ঠে না সম্ভবে। ইহাতেই গোপিকার মহিমা জানিবে ॥ ত্রৈলোক্যের মধ্যে শ্রীউদ্ধব মহাশয়। ভক্তগণ গণনাতে এক শ্রেষ্ঠ হয়। লোক বেদ সর্ব্বশাস্ত্রে দৃঢ়তর গায়। গোপিভাব দেখি তেঁহ চমৎকার হয় ॥ অষ্টাঙ্গ করিয়া সাধু ভুমেতে লোটায়। পদ রজ আশা করি আপনা নিন্দয় ॥ ব্রজে গুল্মলতা জন্ম প্রার্থনা করয়। গোপী পাদরজঃ অঙ্গে যদ্যপি লাগয় ॥ গোপীকার অনুজ্ঞা বিনা ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে। কদাচ না মিলে ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দনে ॥ সাধারণ বৈষ্ণব চরণে রতি বিনে। কৃষ্ণ নাহি পায় ভক্তি রস নাহি জানে ॥ বিশেষে গোপিকা সাধ্য সাধন সিদ্ধিদ। অতএব ভজনীয় বস্তু একান্তিদ ॥ কৃষ্ণ না ভজিয়া ভজে গোপীর চরণ। রাধাকৃষ্ণ পায় ব্রজে পায় প্রেমধন ॥ গোপী ছাড়ি কৃষ্ণ ভজনে নাহি ফল। ব্রজে রাধা-কৃষ্ণ প্রাপ্তি দুর্ল্লভ প্রবল ॥ সদগুরু চরণাশ্রিত সৎসঙ্গতি ক্রমে। শ্রীরূপ সনাতন মর্ম্ম বুঝে যেই জানে ॥ সেই জানে পরিত্ব ভজ-নের তত্ত্ব। রাধাকৃষ্ণ প্রাপ্তি বর্ত্ম ব্রজের মহত্ত্ব ॥ কুতার্কিক শুষ্ক-জ্ঞানী কর্ম্মির অগম্য। না উল্লুক জানে জানে রবিকর মর্ম্ম ॥ ত্রৈলোক্য ভূষণ শ্রীবৃন্দাবনধাম। তাহার ভূষণ রাধাকৃষ্ণ অনু-পম ॥ তাঁর লীলারস ভূষা গোপিকা সুন্দরী। সুধীর ললিত

কৃষ্ণে কহে যাতে করি। তার মধ্যে শ্রীরাধিকা সর্ব্বশিরোমণি। মহাভাব স্বরূপাহ্লাদিনী শক্তি গণি॥ কায়ব্যয়রূপ তাঁর সর্ব্ব গোপীগণ বহুরূপ বিনা নহে লীলার পোষণ॥ অত্যন্ত বল্লভা রাধা শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী। তিল আধ না দেখিলে ম্লান মুখশশী॥ এক আত্মা দেহ রূপ মাত্র ভেদ। দোঁহা না দেখিয়া দোঁহে প্রাণ করে খেদ॥ প্রেম পরাকাষ্ঠা যাঁর পরে আর নাই। দুজনার বালাই লইয়া মরে যাই॥ কিশোর কিশোরী দুটি সুন্দর সুন্দরী। প্রাণ চিরি তথা রাখি তারে অনাদরি॥ হৃদয় কোমল তাঁর মৃদু সার ভাব। বিছাইয়া রাখি চলাইতে রাঙ্গা পাদ॥ লুকাইয়া যদি পাই হিয়া মাঝে রাখি। বিরলে চরণ দুটী ক্ষণে ক্ষণে দেখি॥ বৃন্দাবন শশী কৃষ্ণ রাই কুমুদিনী। গোপীগণ চকোরী ভ্রমরী সরোজিনী॥ লীলায় সামৃত পুষ্টি নহে গোপী বিনে। গোপী ধন্য পূজ্য মান্য বেদেতে বাখানে॥ অতএব পঞ্চ পুরুষার্থ পরাৎপর। যদি চাহ গোপীপদ ভজ বার বার॥

ত্রিপদী। গোপী কল্পতরুবর, গাঢ়চাড়া স্নিগ্ধবর, তার তলে করহ আশ্রয়। ভগবতাগতি শান্তি, পাপ আশা তৃষ্ণা ভ্রান্তি, দূরে যাবে যুড়াবে হৃদয়॥ দুঃখ যাবে সুখ পাবে, প্রেমফল আস্বাদিবে, অমৃত নিন্দিত রসরাশি। পাইয়া এ রসার্ণবে, পরম আনন্দ পাবে, গলার খসিবে মায়াফাঁসি॥ যুগল চরণে প্রেম, যেন জম্বুনদ হেম, যদি তাহে আশা কর মনে। হৃদি দরিদ্রতা যাবে, পরম ধনাঢ্য হবে, ধর তবে গোপীর চরণে॥ প্রেম স্পর্শমণি রত্ন, প্রাপ্ত্যুপায় কর যত্ন, গোপীহৃদে কোষ পরিপূর্ণ। তাহার শরণ লহ, না রহিবে এ নিগ্রহ, মনোরথ হইবে সম্পূর্ণ। তোহার শরণ বিনে, নাহি অন্য ত্রিভুবনে, তপ জপ জ্ঞান যোগ মিলে। সামান্য রতন আশ, স্বর্গাদি বাসনা ফাঁস, মুক্তিনাশা গ্রাহক প্রবলে॥ তাহে হও সাবধান, দূরে ত্যজ কর্ম্ম জ্ঞান, যেহ অর্থপ্রাপ্তির সাধক। তৎপরেতে নিরমল, মতি কর অচঞ্চল, বান্ধ দিয়া সে প্রেমবাধক॥ অতএব গোপী ভজ, তাহার চরণে মজ, এই ব্রজ মাত্র কর সার। অশক্ত দুর্ব্বল মতি, কৃষ্ণদাস তার প্রতি, জড় প্রায় বিঘ্নের কিঙ্কর॥

পয়ার। অতঃপর কিছু রূপ গুণ আদি নাম। কীর্ত্তন করিব চমৎকার অভিরাম॥ পরম শ্রেষ্ঠ সখী হন সকলের শ্রেষ্ঠ। তার মধ্যে দুই ভেদ বর আর বরিষ্ঠ॥ বরিষ্ঠ সবার মান্য উত্তমোত্তমে গণ্য। তাহা সবার তুলনাতে নাহি কেহ অন্য॥ রূপে গুণে শীলে প্রেমে বিদগ্ধাদি মতে। শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রিয় সকল সেবিতে॥ অতি অন্তরঙ্গ সদা নিকটে থাকেন। গুহ্য যে রহস্য কথা কহেন শুনেন॥ অপার গুণ রূপাদি মাধুরি ভূষিতা। অন্য সমা ঊর্দ্ধ সর্ব্ব মধ্য সুবিখ্যাতা॥ ললিতা বিশাখা চিত্রা চম্পকলতিকা। তুঙ্গবিদ্যা ইন্দুলেখা রঙ্গদেবী সুদেবিকা॥

চরিত্র শ্রীললিতা।

অত্র শ্রীললিতা আদ্যা অষ্ট মধ্যে শ্রেষ্ঠা। সপ্তেরো দিনের শ্রীমদ্রাধা হৈতে জ্যেষ্ঠা॥ অনুরাধা অন্য নাম বামা প্রখরা। গোরচনা নিন্দা কান্তি শিখি পিচ্ছাম্বরা॥ সর্ব্ব কর্ম্মে নিপুণতা সর্ব্বার্থসাধিকা। সকলের মান্য শ্রেষ্ঠ প্রাধান্য পত্রিকা॥ দরশন মাত্রে দুইার আনন্দজনকা। দোঁহে বশীভূত দৃঢ় বাধ্য ধন আধিকা॥ অষ্টমধ্যে প্রিয় তথা শ্রীরাধা কৃষ্ণের। নিগূঢ় সুগ্রাহ্য বাক্য বাক্য বাধকের॥ বিশোক নামেতে মাতা পিতা বিশারাণা। গোবর্দ্ধন মল্ল তথা ভৈরব গোস্বামী॥ প্রিয়া প্রিয় সখী মুখে তাম্বুল অর্পিয়া। আনন্দসাগরে ভাসে প্রেমময় হৈয়া॥

অথ বিশাখা।

দ্বিতীয় বিশাখা ললিতার সম গুণে। প্রিয়সখী সম বয় জন্ম এক গ্রামে॥ তারাবলী বস্ত্র অঙ্গ বর্ণা বিদ্যুতা। পাবনের কন্যা মুখ রা দক্ষিণ্যা॥ জটিলার ভগ্নীপুত্রী দাক্ষিণা মাতারী। পতি অভিমানী নাম বাহ্লিক আভিরী॥ প্রেমমর্ম্ম সখী ইহ সুকর্মকুশলা। মন্ত্র উক্তি সুকৌশল্যা সুমন্ত্রী প্রবলা॥ দূতকর্ম্মে পাণ্ডিতা সান্ধতে বুদ্ধিমান। চতুষ্টয় জ্ঞাতা ভেদদণ্ডসামদান॥ পত্রাবলীরচনায় বাদ্যনৃত্যগীতে। সর্ব্বতো ভদ্রমণ্ডল চিত্র যে করিতে॥ বেণীবেশরচনায় সূচীকর্ম্ম আদি। সূর্য্যপূজা সামগ্রীর আবিষ্কারে সুধী॥ শ্রীরাধিকা মনোবৃত্তি কহিতে আনন্দ।

গলাগলি দোঁহে কৃষ্ণ কথায় প্রবন্ধ॥ রঙ্গণ মাধুরী আর ললিতাদি সখী। সহ অধিকারী বৃন্দাবনেতে নিরখি॥

তত্র শ্রীচম্পকলতা।

তৃতীয়া চম্পকলতা চম্পকবরণ। চাসপক্ষী বর্ণ পরিধেয় যে বসন॥ এক দিবসের ছোট প্রিয়সখী সহ। মাকরিবটিকা পিতা আরাম গোদেহ॥ চণ্ডাক্ষ সোয়ামী গুণে বিশাখার সম। সর্ব্ব কর্ম্মে বিজ্ঞ দৌত কর্ম্ম অনুপম॥ রাধাকৃষ্ণ ঘটনায় যুক্তিবিশারদা। প্রতিপক্ষ প্রতারণ আকর্ষণে সদা॥ ফল আদি গুণ দৃষ্টিমাত্র অনুভবে। মিষ্টান্ন পাক কি শিল্প নানা গুণে স্রবে॥ বনান মৃত্তিকা পাত্র অদ্ভুত রচনে। দাসী সহ কতেক বা প্রকার বনানে॥ দ্রুমলতা গুল্ম আদি গোপনেতে পটু। ষড়রস পরখে মিষ্টাদি তিক্ত বটু॥ কৃষ্ণ লাগি নানা শিল্প বৈদগ্ধ চাতুর্য্য। সদা ঐ চিন্তা মাত্র আন চেষ্টা বর্জ্জ॥

তত্র শ্রীচিত্রা। চিত্রা চতুর্থী গৌরী কাশ্মীরবরণী। কাঁচাম্বরা কনিষ্ঠা শঙ্কীসতীর জননী॥ সূর্য্যমিত্র বৃষভানু পিতৃব্য চন্দন। চতুরাখ্য পিতা চর্ব্বিকাখ্যা মাতাখ্যান॥ পিঠর নামেতে পতি গোষ্ঠপরায়ণ। কৃষ্ণসুখে সুখী যোগ মায়ার কারণ॥ বিচিত্র চাতুর্য্য সর্ব্ব স্থানে প্রবেশিনী। যশোমন্ত প্রিয়ম্বদা সুমৃদুভাষিণী অখিল কর্ম্মেতে পটু ইঙ্গিতে বুঝেন। নানা দেশভাষা সর্ব্ব বুঝেন কহেন॥ দৃষ্টিমাত্র সবার আশ্রয় অনুভবে। মধুক্ষার আদি কর্ম্মে প্রশংসয়ে সবে॥ কাঁচময় পাত্রাদি নির্ম্মাণে বিচক্ষণ। মন্ত্র তন্ত্র জ্যোতিষ শাস্ত্রেতে বিচক্ষণ॥ পশু বৈদ্য বিদ্যা বৃক্ষ উপচার শাস্ত্রে। প্রিয়বস্তু রন্ধনাদি করণ সমস্তে॥ অতি দক্ষ সখ্য কৃষ্ণচন্দ্রে সুখ দিতে। বনস্পতি আদি অধিকারী সখী সাতে॥

তত্র শ্রীতুঙ্গবিদ্যা। তুঙ্গবিদ্যা পঞ্চমী সুপাণ্ডিত্য নিপুণা। অষ্টাদশ বিদ্যারস শাস্ত্রে বিচক্ষণা॥ নাটক নাটিকা আর গন্ধর্ব্ব বিদ্যায়ে। আচার্য্যের উপাসিতা পাণ্ডিত্য বিনয়ে॥ বিশেষতঃ গীতামার্গে বীণার বাদনে। দৌত্যকর্ম্মে সুপণ্ডিতা সন্ধিকর্ম্ম স্থানে॥ সখী সঙ্গে গান আর মৃদঙ্গাদি বাদ্যে। নানা রস রঙ্গ

ভঙ্গী নৃত্যকলাপদ্যে॥ কৃষ্ণসুখে সুখী সুখ দিতে সুপণ্ডিত। বৃন্দাবনে অধিকারী সখীর সহিত॥

অথ ইন্দুলেখা। ইন্দুলেখা যষ্ঠি হরিতাহের বাসনা। দাড়িম্ব পুষ্পাম্বরা তিন দিনের যে ন্যূনা॥ বেলা নামে পিতা মাতা সাগর নামা। স্বামী দুর্ব্বলস্বভাব প্রখরতা বামা॥ প্রিয়সখী অর্থে বশীকর মন্ত্র তন্ত্রে। সামুদ্রিক আদি বিশারদ নানা যন্ত্রে॥ কৃষ্ণ আকর্ষণী কাজ কত ছন্দো বন্দ। চিটা ফোটা আদি জানে কতেক প্রবন্ধ॥ হারাদি গ্রন্থনে আর দশন রঞ্জনে। অতি পটু আর সর্ব্বরত্নপরীক্ষণে॥ পট্ট থোপ ডোর ঝাপা পুষ্পাদি নির্ম্মাণে। সুবেশ করণে কেশ বেণীর রচনে॥ সৌভাগ্য তিলক যন্ত্র কপালে লিখনে। দৌত্যকর্ম্মে নিপুণা অভিসারাদি মিলনে॥ প্রিয়া প্রিয়সখী অর্থ গুণের অর্পণ। সমর্পণ দেহ গেহ আদি প্রাণ· ধন॥ রহস্য নিগূঢ় কথা কথনের যোগ্য। সর্ব্ব গুণময়ী যুগলের সুমনোজ্ঞ॥ কালিন্দী প্রভৃতি সখী সঙ্গে নর্ম্মদক্ষ। দুই সুখে-সখী বৃন্দাবনের অধ্যক্ষ॥

অথ রঙ্গদেবী। রঙ্গদেবী সপ্তম পদ্ম কিঞ্জল্কবরণী। সপ্ত রাত্রি কনিষ্ঠা রক্তবরণবসনী॥ চম্পককলিকা সমগুণের গাগরী। তরুণ নামেতে পিতা রঙ্গন মাতারি॥ ললিতার পতি যেহ ভৈরব কনিষ্ঠ। বক্রেক্ষণ নাম পতি মাতা তার জ্যেষ্ঠ॥ সদাই উত্তুঙ্গ হাস্য রঙ্গেতে রঙ্গিণী॥ রঙ্গদেবী যথা নাম মূর্ত্তিমান মানি॥ কৃষ্ণ প্রিয়সখী অগ্রে নর্ম্ম কুতূহলী। কত রঙ্গভঙ্গী গান নৃত্য সহ আলি॥ আপনি যেমন রঙ্গী সঙ্গিনী তেমতি। পরমানন্দিত হেরি যুগলের মতি॥ নর্ম্ম পরিহাস্য সদা পরম উৎসুকা। কৃষ্ণ হয়ে প্রশংসেন শ্রীমতী কৌতুকা॥ আনন্দ পাইয়া উঠে আলিঙ্গন করে। কৃষ্ণ আলিঙ্গিতে কত সরঙ্গ বিথারে॥ যড়-গুণে চতুর্থ গুণে যুক্তিতে নিপুণ। কৃষ্ণ আকর্ষণ মন্ত্রতন্ত্রবিচক্ষণ॥ বিচিত্র অষ্টাঙ্গ রাগে পশু শুকবশ। অঙ্গের সৌরভ যাতে শ্রীকৃষ্ণ বিবশ॥ সুগন্ধ শ্রীবৃন্দাবনে পুষ্পাদি অধ্যক্ষ। সখী সঙ্গে আনন্দে ফিরয়ে দুহু পক্ষ॥

অথ শ্রীসুখদেবী। সুখদেবী অষ্টমী রঙ্গদেবীর বহিন। দুই ভগ্নী জয়াক বাপ্য গুণেতে প্রবীণ॥ একই আকার গুণ চিনা নাহি যায়। দুহা দরশনে চিত্তভ্রান্তি জনময়॥ বহিনীর পতি বক্রেক্ষণের কনিষ্ঠ। স্বামী এক গৃহের সে সহিতজা জ্যেষ্ঠ॥ করে সংস্কার তথা অঞ্জন প্রদান। শ্রীঅঙ্গ মার্জ্জন আর অঙ্গ সংবাহন॥ ইহাতে নিপুণা সদা পার্শ্বেতে থাকিয়া। আহ্লাদোৎসব মনে আগ্রহ করিয়া॥ শারিকায় নানা কাব্য রহস্য পড়ানে। সর্ব্ব পশু পক্ষ্যাদির বচন বুঝনে॥ নানা বিদ্যা অভ্যাস কাব্য রস উদ্গীরণে। তুঙ্গ উদ্বর্ত্তনে ধীর সর্ব্ব বুধগণে॥ রিঙ্গতম পুষ্পাদির শয্যাদি রচনে। প্রতিপক্ষগণের যে আশয় সন্ধানে॥ ধূর্ত্ত নানা বেশ রচনায়েতে নিপুণ। কোন কার্য্যে নহে ন্যূন বিশেষ এ গুণ॥ পিকদানী হস্তে সদা নিকটে থাকেন। নম্রবাক্যে যুগলের প্রহৃষ্ট করেন॥ বৃন্দাবনে মৃগ পক্ষী বনদেবীগণ। সখীসহ সকলের অধিকারী হন॥ কৃষ্ণদাস মাগে রাঙ্গা চরণে শরণ। নিজ দাসী করি মাথে ধরহ চরণ॥

অথ বর। বরিষ্ঠ করিনু এবে বর পরশ্রেষ্ঠ। নাম গুণ আদি গান করি জানি ইষ্ট॥ প্রথম মণ্ডল অষ্ট দ্বাদশ করিয়া। শ্রীরাধিকার প্রিয়তমা শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া॥ কলাবতী শুভাঙ্গদা হিরণ্যাঙ্গী করি। রত্নলেখা শিখাবতী কন্দর্পমঞ্জরী॥ ফুল্লকলিকা আর অনঙ্গমঞ্জরী। যৌবন উদ্রেক এই অষ্ট নারী গৌরী॥

কলাবতী হরিচন্দন বর্ণ বস্ত্র পরিধেয়। পরম সুন্দরী কলাবতী নাম ধেয়॥ ভানুর মাতুল কলাঙ্কুর নাম পিতা। সুশীলচরিতা সিন্ধুমতী নাম মাতা॥ বাহিকের অনুজ কপোত নামে পতি। কৃষ্ণধন কৃষ্ণপ্রাণ কৃষ্ণে ন্যস্ত মতি॥

সুভঙ্গদা বিশাখার অনুজা অনুজভগিনী। তড়িতবরণ কান্তি স্নিগ্ধ সুনয়নী। পিঠরের অনুজ পত্রী নামে পতি। জ্যেষ্ঠ ভগিনী সহ একত্রে বসতি॥

হিরণ্যাঙ্গী। হিরণ্যাঙ্গী হরিণীর গর্ভেতে জনম। হিরণ্যবরণ কান্তি শোভা লক্ষ্মীসম॥ হরিণীর গর্ভজাত তাঁহার বিশেষ।

কহি যে শুনিনু যাহা গ্রন্থগণোদ্দেশ ॥ মহাবসু নাম গোপ ভানু-রাজ মিত্র। সুন্দরী তনয়া কামসুন্দর সুপুত্র ॥ যজ্ঞ করিলেন তাহে চরু যে উঠিল। আঙ্গিনায় রাখি ভ্রমে কর্ম্মান্তরে গেল ॥ রঙ্গিণী মৃগীর কন্যা সুরঙ্গী আখ্যান। কিঞ্চিৎ তাহার সেই করিলা ভক্ষণ ॥ অপর তাহার স্ত্রী সুচন্দ্রা খাইলা। চরুর প্রভাবে দুহে গর্ভিণী হইলা ॥ সুচন্দ্রার গর্ভে স্তোক কৃষ্ণ কৃষ্ণ সম। হরিণীর গর্ভে কন্যা হরিণাঙ্গী নাম ॥ জন্মিলা অপূর্ব্ব পুত্র কন্যা সুরূপিণী। গোষ্ঠে প্রবেশিলা সেই সুরঙ্গিহরিণী ॥ চরুর বৃত্তান্ত জানি গোপ মহাবসু। লালন পালন করে কন্যা আর শিশু ॥ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়সখী শ্রীরাধিকার সখী। কৃষ্ণাপরাজিতা বর্ণ বস্ত্র চন্দ্রমুখী ॥ জরদ্গাব নামে পতি মহিষ বিস্তর। অতি বলবান আলবেলিয়া অন্তর ॥

রত্নলেখা।

ভানুরাজ মাসির তনয় পয়োনিধি। তার পত্নী মিত্রা নাম পুত্রবান যদি ॥ তথাপিহ কন্যা অভিলাষে পূজে সূর্য্য। তাহাতে জন্মিলা রত্নলেখা সখি আর্য্যা ॥ গৌরিক বরণ ভ্রমরের বর্ণ বস্ত্র। কড়ার নামেতে পতি কুঠারিকাপুত্র ॥ কৃষ্ণ সঙ্গে অভিলাষ প্রিয়-সখী লাগি। সূর্য্যের পূজায় তেঁহ অতি অনুরাগী ॥

শিখাবতী।

কৃষ্ণে ভোজাই কুন্দলতার ভগিনী। শিখাবতী কর্ণিকার পুষ্পের বরণি ॥ তিত্তিরী পক্ষীর ন্যায় বরণ বসনি। ধেনুধন্যা পিতৃ নাম সুশিখা জননী ॥ গরুড়ক্ষ নামে পতি সদা গোষ্ঠে বাস। এখানে নির্ব্বিঘ্নে কৃষ্ণ সঙ্গেতে উল্লাস ॥

কন্দর্পমঞ্জরী।

কন্দর্পমঞ্জরী কান্তি অশোকবরণ। কৃষ্ণের মনোজ্ঞরূপ বিচিত্র বসন ॥ পুষ্পাকর নামে পিতা কুরুবিল্ল মাতা। কন্যাটী রূপসী দেখি মনে অভিমতা ॥ কৃষ্ণেরে বিবাহ দিব যদি বিধি করে। পরকীয়া নিত্য কান্তা সে বারতা দূরে ॥

ফুলকলিকা।

ফুলকলিকা ইন্দিবর শ্যামবরণ। নাসায় তিলক শোভা করে স্বর্ণ বর্ণ॥ শ্রীমন্নাথ নামে পিতা কমলিনী মাতা। বিদুর নামেতে স্বামী মহিষ রক্ষিতা॥

অনঙ্গমঞ্জরী।

অনঙ্গমঞ্জরী শ্রীমতীর সহোদরা। গুণের তুলনা নাহি রূপে মনোহরা॥ বর্ণন না হয় রূপ গুণের কাহিনী। যেমন ভগিনী প্রায় তেমতি আপনি॥ দুর্ম্মদ নামেতে পতি প্যারীর দেবর। নাম তুল্য মন কিন্তু কৃষ্ণ মনোচোর॥ দুই ভগ্নী এক ঘরে একত্রে বসতি। ললিতা বিশাখার প্রিয়সখী শুদ্ধমতি॥ বসন্ত কেতকী বর্ণ ইন্দিবর বস্ত্র। কৃষ্ণের প্রেয়সী জ্ঞাত সর্ব্বরসশাস্ত্র॥

অথ বর দ্বিতীয় মণ্ডল।

অথ বর দ্বিতীয় মণ্ডল কোন কহি। গাইয়া অভিষ্ট বর প্রেমভক্তি চাহি॥ পূর্ব্ব হৈতে এঁহ সবার সৌভাগ্যাদি। প্রেম সৌন্দর্য্যের চতুরাই কিন্তু ন্যূন॥ তাহে দুই বর্গ অন্যা সম স্নেহা। নিত্য আর সাধন সিদ্ধ নাহিক গণনা॥ নিত্যসিদ্ধা দশ কোটিগণ যেন প্রধানা। অসংখ্য সমান সিদ্ধা নাহিক গণনা॥ যতেক সাধন সিদ্ধা নাহিক প্রসমা। প্যারি প্রিয় কৃষ্ণ কোটি প্রাণের উপমা॥ অষ্ট যে পরম শ্রেষ্ঠ সখির অনুগা। সকল সুন্দরী কৃষ্ণ রসের অধিকা॥ তার মধ্যে বহু যূথা আদি ভেদ হয়। বহু যূথেশ্বরী তার সঙ্খ্যা কে করয়॥ কৃষ্ণ গণোদ্দেশ দীপিকাতে যে শুনিল। শ্রীরূপ করুণা করি ভূমি প্রকাশিল॥ তাঁর উপদেশ মতে সেই মম গাই। তাহা বিনা ভাল মন্দ কিছু জানি নাই॥

অথ যূথেশ্বরী।

সুমুখী ধনিষ্ঠা কলহংসি কলাপিনী। মাধবি মালতী চন্দ্ররেখিকা হরিণী॥ কুঞ্জরি চপলা শুভাননা কুরঙ্গাক্ষি। ভূচরিতা সুরতি মণ্ডলি পঙ্কজাখি॥ সৌরসোমি সমান্দরা বালিকা চন্দ্রিকা। রসালিকা তিলকিনি চন্দ্রলতিকা॥

অত্র সুগন্ধিকা।

সুগন্ধিকা মণিকুণ্ডলা মদনামোদিনি। সুসাধ্যা কামনা গৌরী সর্ব্বগুণখনি॥ কামেরী নাগরকা কন্দর্প সুন্দরী। সুকেশি চারুকবরী প্রেমামঞ্জরী॥ মঞ্জু মেধা সমধুরা কামলতিকা। বিচিত্রাঙ্গী কলকণ্ঠি মঞ্জকেলিকা॥ সুন্দরী মদনালসা কমলা হারচুয়া। মধুবিন্দিয়া শশিকলা হারকণ্ঠি মগ্না॥ মহাহীরা মনোহর বিচিত্র লেখিকা। মধুরেক্ষণা তনুমধ্যা রঙ্গবাটিকা॥ মধু স্বাল্পা গুণ চুরা বহুগুণ যুক্তা। বরঙ্গদা তুঙ্গভদ্রা আদিসুসঙ্গতা॥ রসতুঙ্গা আদি আর যতেক গোপিনী। সকলের মান্যা শ্রেষ্ঠা রাধাঠাকুরাণী॥ সকলেই সেবাপরা আনন্দ কৌতুকে। কারে কোন আজ্ঞা হয় কর্ণপাতি থাকে॥ কেহ বেশ রচনাতে কেহ বীণাবাদ্য। কেহ নৃত্য করেন সকল রসে সিদ্ধ॥ সকলেই সর্ব্ব কর্ম্ম যদ্যপি জানেন। তথাপিহ একে একে নিযুক্ত থাকেন॥ কেহ না নিয়মে নহে উপস্থিত মতে। সকলি করেন সদা থাকেন পার্শ্বেতে॥ বয়স্যা এঁহার সহিত কহিব দাসিকা। ইহারাও অন্য সখি নামেতে অধিকা॥ পরম শ্রেষ্ঠ প্রধানা যে ললিতা সুন্দরী। অনুগতা তাহার সর্ব্বে সবার আপরি॥ তেঁহ সর্ব্ব গুণধাম সবার আরাধ্যা। সকলের শ্রেষ্ঠা তেঁহ সকলেই বাধ্য॥ মালাকর রজক নাপিত কন্যা আদি। সকলের অধ্যক্ষ যে উচ্চ নীচাবধি॥ বৃন্দাবনের অধ্যক্ষ বনদেবীগণ যত। শ্রীমতী ললিতা দেখি সবার সম্মত॥ যে দেবীগণ যে তাঁহার আজ্ঞাকারী। রাধাকৃষ্ণ সমহি করেন যারে হেরি॥ যার ভয়ে প্যারীজিউ মান নাহি করে। করিলেও কভু ভয়ে ত্যজিতে না পারে॥ ললিতা সুবুদ্ধি তার পরামর্শ বিনা। জল নাহি খাব যথা তাহার অধীনা॥ যে সব সুন্দরী কর্ম্মে নিযুক্ত হয়েন। তাহারা বিশেষ গুণে বিদগ্ধা হয়েন॥ মানের পুষ্টিতা যেন করে পক্ষপাতে। কৃষ্ণেরে ভৎর্সনা আদি করেন সাক্ষাতে॥ সন্ধি যে করিতে নানা কৌশলেতে পটু। কখন প্রণয় বাক্য কভু নহে কটু॥ পুষ্পমণ্ডলশয্যা আদি রচনায়। ইঙ্গিতে করেন কার্য্য বুঝিয়া আশয়॥ রত্নলেখা রতি-

কলা দুই সহচরী। ললিতার অতিপ্রিয় গুণে বশীকরি॥ সকলের শ্রীচরণ মস্তকে ধরিয়া। বর মাগি তোমাসবার দাসীর লাগিয়া॥

অথ শিল্পনিপুণা। বাক্যে চাতুর্য্য রসে কৃষ্ণ পরাভব। কৃষ্ণের শ্রীরাধিকার নামের উদ্ভব॥ ইত্যাদি করিয়া শিল্পনৈপুণ্য যতেক। প্যারীজির পক্ষপাত হয়েন অনেক॥ পিণ্ডকেলি বিতণ্ডিকা আদি পুণ্ডরিকা। সীতাখণ্ডি চারুচণ্ডি সখী সুদন্তিকা॥ কুণ্ঠিতা কলা নন্তি বাসঠি মাঠকা। কৃষ্ণসুখজনক রসরঙ্গেতে অধিকা॥

অত্র পিণ্ডকেলি। অত্র পিণ্ডকেলি তাম্রবরণ বসন। পিক অর্থবর্ণ সদা শ্লেষ বচন॥ ছলে অপরাধী করি কৃষ্ণে লজ্জা দেন। প্যারীজীর পক্ষ লৈয়া মানাদি বাড়ান॥

বিতণ্ডিকা। বিতণ্ডিকা হরিতবর্ণ হরিৎ বস্ত্র হয়। মিলিয়া যে মর্ম্মসখা সুবলাদিচয়॥ বিতণ্ডা করিয়া কৃষ্ণে করি অপরাধী। প্রিয়সখীর জয় করে ছলোন্মায় সাধি॥

পুণ্ডরিকা। পুণ্ডরিকা অঙ্গ বস্ত্র পদ্মের বরণ। অপরাধী ছলে কৃষ্ণে করয়ে তর্জ্জন॥

সীতাখণ্ডী।

সীতাখণ্ডী ইহার পূর্ব্ব নাম আছে গৌরী। সীতাখণ্ডী নাম কৃষ্ণ রাখে ভঙ্গি করি॥ মিষ্টবাক্যে ভর্ৎসে তাতে মধুর কটুত্ব। তাহে সীতাখণ্ডীর মিছরিখণ্ড অর্থ॥ গৌউরবরণ পীতবরণ বসন। কৃষ্ণ আনন্দিত তার শুনিয়া ভর্ৎসন॥

চারুখণ্ডী। চারুখণ্ডী সীতাখণ্ডীর অনুজা ভগিনী। ভৃঙ্গবর্ণ তড়িৎ বস্ত্র ক্রোধান্বিত বাণী। যে লেতুক চারুখণ্ডী নাম কৃষ্ণ কহে। সেই ক্রোধ ভঙ্গিবাক্যে কৃষ্ণ মনোমোহে॥

সুদন্তিকা। সুদন্তিকা শিরীষ বর্ণ কুঙ্কুম বাস। উজ্জ্বল বাক্যের অর্থ অনুজ্জ্বল ভাষ॥

কলাকান্তি। কলাকান্তি ক্ষীরোদ বরণ বসন। সুন্দরী বিদগ্ধা কুলি পুষ্পের বরণ॥ শ্রীরাধিকা আগমনে সমাদর করি। অনু-

রঞ্জি আনিয়া বসান করে ধরি॥ প্যারীজীর পক্ষপাত বাক্যের চাতুরী। চাটুবাক্য কহেন নয়ন ভঙ্গি করি।

বামঠি। ললিতাজীর ধাত্রীমাতার কন্যা। গৌরবর্ণ অশোক বন রূপে ধন্যা॥ কৃষ্ণ যে চতুর তার পর চতুরাই। তর্জ্জনে কম্পায়মান করেন তথাই॥

মঠিকা। মঠিক যে পিণ্ডপুষ্প রুচি বস্ত্র পাণ্ডু। কৃষ্ণবাক্যে ছল করি ঝগড়াতে চণ্ডু॥ শঠতা করিয়া বহু করি অপরাধী। প্রিয়সখী শ্রীচরণে ধারণ নিরখি॥

দূতী। মান আদি কলহ কারণে রত দূতী। সখিগণ সহিত সখ্যতা নর্ম্মবতী॥ পেটরী গারুড়ী ঠারি কোটরা কেটরা। কলি-টিপ্পনী নাম রজকের দারা॥ মোরুণ্ডা মোরটা চূড়া কুণ্ডরী গোণ্ডিকা। পিণ্ডকেলি আদি সদা নিকটবর্ত্তিকা॥

ছত্র পেটরী। ছত্র পেটরী বৃদ্ধ গুজরী জাত্যংশে। মৃণালের বর্ণ জটা চতুর সর্ব্বাংশে॥

গারুড়ী গারুড়ী গারুড়া বেণী ঠারি কুরায়ির। ভগ্নী তপস্বিনী কাত্যায়নী ব্রহ্মীর॥

কোটরা। কোটরা সুপক্ক কেশ জাতি আভিরিণী।

কলিটিপ্পনী। কলিটিপ্পনী বৃদ্ধা জাতিতে রজকিনী॥

মরুণ্ডা। মরুণ্ডা মণ্ডিরাশিরা পাণ্ডুর বদন। কপালে লোলিত মাংস লগুড় ধারণ।

মোরটা। মোরটা জাঙ্গালি জাতি কাশ পুষ্প কেশ।

কুণ্ডরী। কুণ্ডরী ব্রাহ্মণ কন্যা তপস্বিনী বেশ॥ স্তুতি করেন কৃষ্ণচন্দ্র মান্য প্রকরণে। রসের প্রসঙ্গে কিছু সলজ্জ বদনে॥

গোণ্ডিকা। গোণ্ডিকা সুবৃদ্ধা পাণ্ডুবর্ণ শিরে কেশ। দ্যূত কর্ম্মে পটু রসপ্রসঙ্গে বিশেষ॥

অথ সন্ধিদূতী। অথ দূতী সন্ধি আদি করণে পারগা। দুর্জ্জয় মানের ভঞ্জনা দিতে অগ্রগা॥ মাধবের পরিবারে মমতা অধিক। স্নেহক্রমে দেন বহু সুপারিতোষিক॥ মানের সন্ধিতে সুচতুরা বুদ্ধিমান। উভয়ে মিলায় রাখি উভয়ের মান॥ কলহান্তরিতা

দশা যবে শ্রীরাধার। তাঁর পক্ষ যদ্যপি ইঙ্গিতে ললিতার॥ কৃষ্ণ পক্ষ হইয়া কহেন চাটু উক্তি। যেন পুনঃ না করে হয় মানেতে বিরক্তি॥ হিতকারী শ্রীললিতা হিত মন্ত্রণাতে। কৃষ্ণ বিচ্ছেদ দুঃখ নাহি হয় যাতে॥ সন্ধি করণেতে দতী উভয়ের প্রিয়। যাহা সবার চরিত্র শ্রবণে সুখোদয়॥ বাযনী শিবদা দুই পরম সুন্দরী। শেষ বংক্ষাচা বহু জানেন চাতুরী॥ পোরবি সুপ্রসাদ যে শাস্ত্র রূপস্বিনী। শান্তিদা কান্তিদা দুই ব্রাহ্মণ নন্দিনী॥ শ্রীনারদ প্রসাদে ইহা সবার ব্রজে বাস। রাধাকৃষ্ণ সেবা ত্যক্তকর্ম্মেতে সুযশঃ॥

অথ শিল্প পুষ্পমণ্ডল। এবে কহি শিল্পপুষ্প মণ্ডল যতেক। যথা কৃষ্ণ স্মরণীয় তথা পরতেক॥ নানা পুষ্পে নানা অলঙ্কার শয্যা আদি। যাহার কীর্ত্তন যে সংসার মহৌষধি। কিরীট কুণ্ডল আর নানা কর্ণভূষা। কেশ বন্ধডোলি নানা টিক্কা অমোনাশা॥ গ্রৈবে-রক অঙ্গট কঙ্কণ কঞ্চুলিকা। ঝাম্পাদি হংসকরত্ন হইতে অধিকা॥ কিশোর কিশোরী দোহে ভূষণে ভূষিত। রতন হইতে দোঁহাকার মনোনীত॥

অথ সখা। ব্রজের বালকগণ গোপের নন্দন। তা সবার গুণ কিছু করিব বর্ণন॥ শ্রীরাম কৃষ্ণের সখা অতি প্রিয়তম। দুইাতে পিরীতি রূপে গুণে দুই সম॥ দুই সনে সদা হাতাহাতি কোলাকোলি। সহাস্য কৌতুক রসে অঙ্গ ঠেলাঠেলি॥ খেলা রঙ্গে পণ করি স্কন্ধে চড়াচড়ি। মল্লযুদ্ধ করি যায় ভূমে গড়াগড়ি॥ পলছায়া আগে ছুঁইবারে বড়াবড়ি। ফুল তুলি পরস্পর ... কাড়াকাড়ি॥ কৃষ্ণ অঙ্গ ছুইবারে সবে ছুটি ধায়। মুঞি আগে ছুঁইল বলি সবাই কহয়॥ এই মত অনন্ত কৌতুক লীলা করে। সহস্র বদনে নাহি কহিতে যারে পারে॥ কৃষ্ণ তুল্য কৃষ্ণের পার্ষদগণ হয়। বিশেষ আশ্চর্য্য কিছু ব্রজ শিশুচয়॥ ঐশ্বর্য্য দেখিয়া নাহি ভাবান্তর হয়। মাধুর্য্যের পরাকাষ্ঠা শুদ্ধ প্রেমময়॥ ঐশ্বর্য্য দেখিয়া অর্জ্জুন মহাশয়। তটস্থ হইয়া বহু স্তবন করয়॥ ব্রজবাসী আবাল বণিতা যত জন। ঐশ্বর্য্য দেখিয়া নাহি করয়ে

গমন ॥ অতএব শ্রীকৃষ্ণের সখার চরিত্র। কিঞ্চিৎ কহিব লাগি আপন পবিত্র ॥ অনন্ত অর্ব্বুদ শ্রীকৃষ্ণের সখিগণ। অনন্ত নাহিক পারে করিতে গণন ॥ শ্রীরূপ গোস্বামী যাহা প্রকাশিলা ক্ষিতি। তাহাই কীর্ত্তন করি তরিতে দুর্গতি ॥ যাহার কীর্ত্তনে ভব সংসারের ক্ষয়। সেই তুচ্ছ ফল কৃষ্ণে প্রেম উপার্জ্জয় ॥ সেই বটে কিন্তু বিচারেতে তর্ক হয়। কৃষ্ণপ্রেম কারণ সখাগণেরে বুঝায় ॥ কার্য্য কারণ আর সাধন আশ্রয়। কৃষ্ণ কৃষ্ণ সখা দুই প্রেমের বিষয় ॥ দুহাঁর কীর্ত্তনে দুহুঁ প্রেম উপজয়। যেই কৃষ্ণ সেই সখা প্রেম ফলময় ॥ ব্রজের উপাস্য সর্ব্ব পশু পক্ষী আদি। ভাবে তারতম্য মাত্র নাহিক বিবাদী ॥ তার সখী ব্রজে অনুগত্য শ্রেষ্ঠ কল্প। অতএব ব্রজপুরে কেহ নহে অল্প ॥ নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণবৎ পিতৃ আদি মিত্র। প্রকটা প্রকট ভবে জন্মবাদ মাত্র ॥

অথ সখা চারি প্রকার। সুহৃদ সখা প্রিয় সখা আর ভ্রন সখা। অনেক মণ্ডলী তার নাহি লেখা জোখা ॥

অথ সুহৃদ সখা। সুহৃদ সখা গোষ্ঠে ভদ্রাঙ্গ বীরভদ্র। ভদ্রবর্দ্ধন কুলবীর মণ্ডল ও ভদ্র ॥ সখোন্দ্র ভট মহাভীম আদি শক্তি। জ্যেষ্ঠকল্প ইহারা যে বলবান অতি ॥ কংসভয়ে মাতা পিতা ইহাদের হস্তে। অর্পণ করেন কৃষ্ণের রক্ষার নিমিত্তে ॥

অত্র সখা। বিজয় বিশাল দেব প্রস্থ মণিমন্দ। বৃষভ আর বরূথপ ও জম্বি মকরন্দ ॥ মকরন্দ মন্দর কুসুমপীড় নন্দ। চন্দন কুলিন্দ কুলিক সখাবৃন্দ ॥ ইহার কনিষ্ঠকল্প সেবাতে আগ্রহ। কৃষ্ণ সুখে সুখী সদা কর্ম্মে আজ্ঞাবহ ॥

অথ প্রিয় সখা। প্রিয় সখা স্তোককৃষ্ণ কিঙ্কিণী সুদাম। অংশু ভদ্রসেন আর বসুদামাদাম ॥ বিলাসী বিকটা কলবিঙ্ক পুণ্ডরীক। সুদামাদি শ্রীদাম যে প্রণয়ে অধিক ॥ ইহার কৃষ্ণের খেলা যুদ্ধ সুখ দেন। অতএব পীঠমর্দ্দ হয় যে আখ্যান ॥ সর্ব্ব সখা মধ্যে ভদ্রসেন সেনাপতি। সর্ব্বাধ্যক্ষ খেলা রবে সবে করে স্তুতি ॥ স্তোক কৃষ্ণ যথা নাম রূপের নিধান। গুণবান সকলেই কৃষ্ণের সমান ॥ বিজয় নামেতে যেঁহ তাঁর বিবরণ। শুনিতে

শ্রবণ সুখ অপূর্ব্ব কথন॥ শ্রীকৃষ্ণের ধাত্রীমাতা অম্বিকা নামেতে। কিবা আর্ত্তি কিবা স্নেহ প্রেম শ্রীকৃষ্ণেতে॥ রক্ষক কৃষ্ণের যে যদ্যপি লক্ষ্য হয়। তথাপিহ তার মনে প্রীতি না জন্ময়॥ বলবান পুত্র কাম্যে তপস্যা করয়। বনে কৃষ্ণ রক্ষা করিবার যে আশয়॥ তাহাতে জন্মিল পুত্র বিজয় নামেতে। কৃষ্ণ রক্ষা হেতু নিয়োজিলা নিজ সুতে॥ দেহ গেহ পুত্র ধন যতেক উদ্যম। কৃষ্ণের তাৎপর্য্য মাত্র নাহি কিছু কাম॥

অথ প্রিয়নর্ম্ম সখা। সুবল অর্জ্জুন গন্ধর্ব্ব সনন্দন। বসন্ত উজ্জ্বল কোকিলাদি পক্ষিগণ॥ বিজ্ঞ চতুর সুরতজ্ঞ প্রেমবান। তার মধ্যে সুহৃদ বিশেষ সনন্দন॥ উজ্জ্বল চিন্ময় মূর্ত্তিমান বয়োর্জ্জুন। বিলাসী শেখর কৃষ্ণ যে রসে বিভিন্ন॥ যে অঙ্গ অঙ্গ অধ্যক্ষ যে প্রকৃত। ব্রজে নাম উজ্জ্বল নিগুর্ণ রূপযুক॥ নর্ম্মসখা মধ্যে বিদূষক হাস্যকারী। পুষ্পাঙ্গভা রতিবন্ধ করার আদি করি॥ গন্ধবেধ শ্রীমধুমঙ্গল বুদ্ধিমান॥ রহ স্থানে থাকেন যে তাহে বিটাখ্যান॥ শ্রীকৃষ্ণ থাকেন যবে প্রেয়গণ সনে। তথায় যাইতে পারে নর্ম্মসখাগণে॥ বিশেষ রহস্যকারী বিদূষক দল। তার মধ্যে বিশেষতঃ শ্রীমধুমঙ্গল॥ প্রেয়সীসম্বন্ধে নানা রসের কথনে। কৃষ্ণে সুখ দেন বহু রঙ্গের বচনে॥

অথ চেট। বিবিধ সেবক হয় সেবা পরায়ণ। সখা কিন্তু দাস অভিমানী কত জন॥ ভঙ্গদ ভৃঙ্গার আদি সন্ধিক গ্রহিলা। দাস্য অভিমানে সে যে সখে খেলা লীলা॥ শুদ্ধ দাসে তারে হয় রক্তক পত্রক॥ পত্রি মধুরকণ্ঠি আর তাম্বী কপালিক॥ মধুব্রত লীলা মানু আর মালাধর। গুণের সাগর রূপে দৃষ্টি মনোহর॥ শৃঙ্গী বেণু যষ্টি পাশ ইহারা রাখেন। যথায় শ্রীকৃষ্ণদাস তথায় থাকেন॥ কুঞ্জক্রীড়া আদি যবে নিশিতে গমন। অনুযোগ করি রহে উৎকণ্ঠিত মন॥ আজ্ঞাক্রমে সখাগণ আসিয়া ঘটান। গৈরিক কুসুম গুঞ্জা সদাই যোগান॥ আর অল্প বয়স কতগুলি দাসগণ। কথারস আলাপেতে আনন্দ জন্মান॥ সদা পার্শ্বস্থিত আর বিদগ্ধ রঙ্গিশ। পল্লব মঙ্গল কল কোমল কপিশ॥ গৃহে

সদা সেবারত আর দাসাবলী। সুবিলাস বিলাস রসাল রসশালী॥ অম্বলাদি তাম্বুল রচনে বিলক্ষণে। পয়োদ বারিদ নীর সংস্কার কারণে॥ প্রেমকন্দ মহাগন্ধ মকরন্দ শৈরেন্দ্র। মধুযঙ্গশাদি যে ভৃঙ্গারধর মাত্র॥ সুমনা কুসুম কাশ পুষ্পাগাম আর। আদি গন্ধ অঙ্গরাগ পুষ্প অলঙ্কার॥ মাল্যাদি রচন আর সৌগন্ধ লেপন। শ্রীঅঙ্গে সুবেশ কার্য্য অতি বিচক্ষণ॥ ব্রজে কৃষ্ণদাস-গণ মধুর চরিত। নব নব নাম কৃষ্ণ সেবার উচিত॥ দেখাতে সুন্দর নানা ভূষণে ভূষিত। সদা প্রেমানন্দে মগ্ন চাহে কৃষ্ণ হিত॥ কৃষ্ণ সুখে সুখী মাত্র অন্য ভাবনা। নিজ সুখে বিরাগ শ্রীকৃষ্ণ সুখ বিনা॥ বুদ্ধিমান বিচক্ষণ কার্য্যের কৌশলে। মনোবৃত্তি বুঝি কার্য্য করে কুতূহলে॥ ভৃত্য কার্য্যে সুপণ্ডিত স্নেহ বন্ধু সম। সঙ্কর্ষণ প্রেমসেবা নাহিক বিশ্রাম॥ জগন্মাতা শ্রীযশোদা শ্রীমতী রোহিণী। তেঁহো আনন্দ বড় যুড়ায় পরাণী॥ সন্তুষ্ট সতত পুত্রবৎ স্নেহ করে। তাঁহারাও ঠাকুরাণীগণ ভক্তি ধরে॥ মাতা-গণ অতি ভালবাসে তা সবারে। প্রধান প্রধান যাহা তাঁর যুথ-বরে॥ তা সবার নাম কিছু সঙ্কীর্ত্তন করি। শ্রীচরণে ঐকা-ন্তিক মতি যে বিচারি॥ যে কোন সুকৃতি জন্মে জন্মে থাকে যেন। তাঁহাদিগের শ্রীচরণে মতি হউক তেন॥ মধুকণ্ঠ পত্র পাত্রী মধু কণ্ঠরদা। মধুবন্ত সুবিলাস রসাল শারদা॥ প্রেমকন্দ মকরন্দ নন্দ চন্দ্রহাস। পয়োদ বকুল রসদান সুপ্রকাশ॥ ইত্যাদি করিয়া কৃষ্ণদাস বহুতর। শত শত সেবাপর আনন্দ অন্তর॥ অপ্রাকৃত চিদানন্দময় নিত্যরূপ। সকারাধ্য সাধ্যসিদ্ধ পূজাগণ ভূপ॥ তাঁসবার চরণ অনুগ সুভক্তি মতে। সে সুকৃতি ভজে ব্রজে রাগাত্মিকা মতে॥ সেই ব্রজে কৃষ্ণ পায় ব্রজবাসী মতে। অন্যথা না পায় শত কল্প যে ভাজতে॥ কদাচ না পায় ভক্তিহীন কৃষ্ণ ব্রজে। এইমত সিদ্ধান্ত হয় সাধুর সমাজে॥ অতএব কৃষ্ণদাস ভক্ত করি ব্রত। রাগাত্মিকা ভক্তিমার্গে হয় অনু-গত॥ কৃষ্ণসুখ যার মতি হয়ত উল্লাস। তাঁর শ্রীচরণরজ মাগে কৃষ্ণদাস॥

অথ নাপিত। কর্পূর সুগন্ধা যক্ষা কুমুদ মকরন্দ। আদি কেশ সংস্কারের দিয়া নানা গন্ধ॥ শ্রীঅঙ্গ মার্জ্জন আর দর্পণ অর্পণ। বর্ণবত্তুল কারে নাপিতেরগণ॥

অথ ভাণ্ডারি। স্বচ্ছ আর শীতত্ব গুণ আদি করি। খাদ্য আর বস্ত্রাদিক ভাণ্ডারে ভাণ্ডারি॥ পীঠ আদি দানে ভক্ষ্য স্থানাদি কারণ। কমল নির্ম্মল আদি পটু সুরচনে॥

অথ দাসীগণ। ধনিষ্ঠা চন্দনকলা গুণমালা শোভা। রতি-প্রভা ইন্দুলেখা ভবানী আর রম্ভা॥ ইত্যাদি ইহারা পরিচারিকা গৃহের। ক্ষীর আবর্ত্তনে গৃহ মার্জ্জনে তৎপর॥ কুরঙ্গা ভৃঙ্গার আদি সুলম্বা লম্বিকা। চিত্রকর্ম্মে সুচতুরা ধীমতী অধিকা॥ নানা বেশে নানা ছান্দ সদাই বেড়ান। সুন্দরী যুবতীগণে করেন সন্ধান॥ দত্তার্ঘ্যা মত্তে সব ভাণ্ডার যে আর। তুঙ্গ বাবদূক মনোহরা নীতিসার॥ কেলিকলহেতে বিশারদা ইত্যাদিক। যাহাতে কৃষ্ণের প্রেম জন্মায় অধিক॥ কুঞ্জ সংস্কার করে বৃন্দারিকা মলা। কুললা ইত্যাদি করি শিল্পে নিপুণা॥ তার মধ্যে বৃন্দাদেবী সর্ব্ব বরীয়সী। রাধাকৃষ্ণ মনোনীত সর্ব্ব সমঞ্জসী॥ রাধা নামে শ্রেষ্ঠা দূতী সুখ্যাতা পূজিতা। তপস্বিনী বনে বাস ব্রাহ্মণ দুহিতা॥

অথ দীপক।

মশালধারণে সদা তিমির নিশাতে। দাণ্ডাইয়া রহে গৃহে যাতায়াত পথে॥ শোভন দীপন নাম আদি বহুজন। কৃষ্ণ আগে চলে যবে নিশাতে গমন॥

অথ বন্দী। বন্দী বিচিত্র বার আর মধুবার। পার্শ্বে স্তুতি করে দুঁহে প্রেমানন্দ তার॥

অথ নর্ত্তক। চন্দ্রহাস ইন্দুহাস চন্দ্রমুখ আদি। সভাতে করয়ে নৃত্য রাত্রে নিরবধি॥

অথ বাদ্যকর। মৃদঙ্গী সারঙ্গ সুনীনাদ সুধাকর। আদি বহু গুণ-বন্ত অতি মিষ্টকর॥ কলাকণ্ঠা আদি অতি গুণের সাগর। যার বাদ্য শুনি কৃষ্ণ আনন্দ অন্তর॥ নানাবিধ বাদ্য জানে নিপুণ বীণাবাদ্যে। চিত্ত মনোহরণ করয়ে যার নাদে॥

অথ গায়। রসজ্ঞতা লব্ধি সর্ব্ব প্রবন্ধে নিপুণ। কৃষ্ণ মনোহারী তার কি কহিব গুণ॥ কলাকণ্ঠ সুকণ্ঠ যে সুধাকণ্ঠ আদি। গায়ব সুধীর উগারয়ে সুধানদী॥ তাল ধরি ভাবেন সারদা সারসাদি। সৌচিক রৌচিক আদি সিংঞে কঞ্চুকাদি॥

অথ রজক। রজক স্মমুখ আর দুর্ল্লভ রঞ্জন। ইত্যাদি পারগ ধৌত করিতে বসন॥

অথ হড়্ডি। হড়্ডি পুণ্য পুণ্ড ভাগ্যবাসী দুই নাম। স্বর্ণকারে রঙ্গন টঙ্গন গুণধাম॥ প্রতিদিন নূতন বসন কৃষ্ণ লাগি বানান অপূর্ব্ব যে সঙ্গে অনুরাগী॥

অথ কুমার। কুমার মস্থনি তুম্বর্ত্তন নির্ম্মাণ। করেন সে পবন কর্ম্মঠ অভিধান॥

ছুতার। ছুতার মস্থনি দণ্ড খট্টাদি নির্ম্মান। করেন অপূর্ব্ব বদ্ধকির বুদ্ধিমান॥

অথ শিল্পকার বিশেষ।

শিকা সম্পুটের রজ্জু পেটারিয়া আদি। বানাইতে কারণ কুণ্ডল আদি সুধী॥

অথ গাভী। কৃষ্ণের সুপ্রিয়া গাভী পিঙ্গলা ধুম্রলা। গঙ্গা হংসী মণিকস্তরা বংশী পিঙ্গলা॥ আদি করি হয় উত্তম গোধন। কৃষ্ণ না দেখিলে নাহি ধরয়ে জীবন॥ কুকুর দুই যে ব্রহ্ম ভ্রমর আখ্যান। রাজহংস এক এক কলস্বন নাম॥ শিখী তাণ্ডবি নাম শুক বিচক্ষণ। বৃন্দাবন মহোদ্যান সুখের নিধান॥ বৃন্দাবন ধামের যে অপার মহিমা। কহিব পশ্চাৎ কিছু যথা বুদ্ধি সীমা॥ ক্রীড়া গিরিরাজ শ্রীমান গোবর্দ্ধন স্থলা। নীলমণ্ড পিপিকাঘট্ট কন্দ বামস্তি কন্দলি॥ তাহার মহিমা ত্রিভুবনে কে বাখানে। কোটী শতাংশের অংশ দেব নাহি জানে॥ যাঁহার শরণ নাম দর্শনের আশ। কৃত মাত্র হয় প্রেম ভব যায় নাশ॥ মানস গঙ্গার ঘাট নাম যে পরাঙ্গ। সুবিলাসা তার নাম তরণী সুরঙ্গ॥ নন্দীশ্বর নাম শৈল সুবর্ণ আলয়। ইন্দিরাবিলাসে সদা সর্ব্ব সুখময়॥ নন্দরাজ গৃহমাতা যশোদা গৃহিণী। পাতিয়াছে

সংসার লইয়া গুণমণি॥ চবুতারা মণ্ডপ পঞ্চবর্ণ শৈলাসন। বরুণ উজ্জ্বল নাম আমোদবর্দ্ধন॥ সরোবর পালন ক্রীড়া কুঞ্জ-পুঞ্জ তট। তত্তীর ন্যগ্রোধরাজ নাম বৃহদ্বট॥ কালিদহে কদম্ব কদম্বঘাট নাম। মণির কুট্টিমা কামতীর্থ কৃষ্ণধাম॥ অনঙ্গ রঙ্গভূ নাম পুলিন মহত্ব। অতুল যমুনা গুণ নাম মহাতীর্থ॥ খেলাতীর্থ নাম যমুনার ঘাট তথা। পরম শ্রেষ্ঠি সঙ্গী সঙ্গে সদা ক্রীড়া যথা॥ শঙ্খাদি ব্যজন মধু মারুত আখ্যান। শরহিন্দু নামে যে মুকুর বিলক্ষণ॥ নীলপদ্ম প্রফুল্লিত হস্তপদ্মে সদা। সুচিত্র কোরক নাম গণ্ডুক সুখদা। দুইদিকে স্বর্ণবদ্ধ ধনুক চিত্রিত। বিলাস কার্ম্মুক নাম রত্নমুষ্টিযুত। চণ্ডঘোষ নাম যে বিশাল মুখ-বংশী। ভুবনমোহিনী রাধা হৃন্মীন-ডংশী॥ তেঁহ যে দ্বিতীয় মহানন্দা নামবতী। ছয়রন্ধ্র বেণু নাম মদনালঙ্কৃতি॥ মুরলী সরলা নাম যাহার ধ্বনীতে। পিক মূক হইয়া থাকয়ে শুন্দরীতে॥ গৌরী গুঞ্জরী দুই গানে অতি প্রীত। রাধা নাম জপ রাধা রূপ মনোনীত॥ দণ্ডমণ্ডল নাম বীণা তরঙ্গিণী। পাশ যে দুই দোহনী অমৃত দোহনী॥ ভুজ রক্ষাবন্ধ মাতা যশোদা অর্পিত। নব রত্ন নাম নানা রত্নেতে খচিত॥ অঙ্গদ রঙ্গদ, নাম কঙ্কণ চঙ্কণ। মুদ্রারত্নমুখী পীত বসন নিগম॥ কিঙ্কিণী ঝঙ্কার নাম হরে তার মণি। মঞ্জরী হংস গঞ্জন হেরি ভুলয়ে কামিনী॥ মণিমালা তড়িৎ প্রভা নিশক মোহন। রাধা রূপ বদ্ধ তাহে হৃদয়ে ধারণ॥ নাগপত্নী দত্ত যে কৌস্তুভ মণি নাম। নিত্য সিদ্ধ মহারত্ন যেই জীবধাম॥ মকর কুণ্ডল নাম রতি রাগ অতি। অধিদেব যাহা হেরি মাতয়ে যুবতী॥ রত্নপারা নাম হয় কিরীট সুন্দর। চামর ডামরি নাম চূড়া মনোহর॥ শিখণ্ড মুকুট নবরত্ন বিড়ম্বন। গুঞ্জহার নাগবল্লী নাম সুমোহন॥ তিলক-মোহন নাম বনমালা নামে। পত্র পুষ্পময়ী সদা বক্ষঃস্থলে রমে॥ পঞ্চ বর্ণ পুষ্পমালা বৈজয়ন্তী নাম। বক্ষঃস্থলে শোভে সদা রাধা মনোধাম॥ জন্ম তিথি ভাদ্রকৃষ্ণা অষ্টমী রজনী। নিশাকর উদিত সপ্রেয়সী রোহিণী॥

অথ শ্রীরাধা সম্বন্ধীয় বিশেষ।

বন্ধুমণ্ডল আর ভৃত্যমণ্ডল। মাতা পিতা আদি যত শ্রীরাধার-গণ॥ কীর্ত্তন করিব কিছু সংক্ষেপে যে হয়। বাহুল্য কারণে অতি পুস্তক বাড়য়॥ চন্দ্রাবলীর সখী সংখ্যা যে গণন। তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ প্রাণের সমান॥ পদ্মা শ্যামা শৈব্যা ভদ্রাপালী চন্দ্রশালী। বিচিত্রা মঙ্গলা নানা বিনয়া গোপালী॥ তরলাক্ষি মনোরমা কন্দর্পমঞ্জরী। কুমুদা কৈরবী পারা শরদাক্ষি সারী॥ সারদা মঞ্জুভাষিণী শঙ্করী কুঙ্কুমা। কৃষ্ণপ্রিয়া তারাবলী ইত্যাদি যে বামা॥ আর কত শত তারা না হয় গণনা। সর্ব্বগুণময়ী যুথে যুথে বরাঙ্গনা॥ মোক্ষ তত সখ্যাযুত কৃষ্ণের প্রেয়সী। রাধা চন্দ্রাবলী ভদ্রা শ্যামলা কান্তী॥ পালী আদি করি যত যত মুখ্যা হন। সবার মধ্যে রাধা চন্দ্রাবলী যে প্রধান॥ তার মধ্যে শ্রীরাধিকা শ্রেষ্ঠ উত্তমোত্তমা। যার গুণ রূপ চর্য্যা নাহিক উপমা॥ কৃষ্ণের প্রেয়সী মধ্যে কেহ নাহি আর। দুই তনু এক প্রাণ প্রেমেতে বিহার॥ প্রাণের অধিক কৃষ্ণ যাহারে মানয়ে। কিবা আশ্চর্য্য কি মহিমা বেদে না জানয়ে॥ অসমান অনূর্দ্ধ মাধুর্য্য বৈদগ্ধ্য। সহচরী অগণন যোগ্যমতি স্নিগ্ধ॥ ভানু সখা বৃষভানু রাজার নন্দিনী। রত্নগর্ভা নামে খ্যাতা কীর্ত্তিদা জননী॥ শ্রীমদ্ বৃষভানু মহারাজ শিরোমণি। শ্রীমতী কীর্ত্তিদা সুচরিতা মহারাণী॥ ইহাদিগের গুণ কর্ম্ম কহনে না জানি। যার সুতা শ্রীরাধা রমণী শিরোমণি॥ রাধাকৃষ্ণ দুই দেহ একই স্বরূপ। রূপে গুণে সম বিদগ্ধতাতে অনুপ॥ হেন রাধা পিতা মাতা তাহার কি কথা। কৃষ্ণের জনক নন্দ মা যশোদা যথা॥ তাহার মহিমা কহিবারে কার সাধ্য। সকলের শ্রেষ্ঠ ত্রিভুবনের আরাধ্য॥ শ্রীরাধার গণপূজক সে সম্বন্ধে। কৃপা করি রাখ মোরে চরণারবিন্দে॥ সূর্য্য উপাসনা ছলে কৃষ্ণ সঙ্গ লাগি। কৃষ্ণ নাম মন্ত্র জপ অভীষ্ট সংসর্গী॥ পূর্ণমাসী সোহাগে যে সৌভাগ্য সুবহ। পিতামহ মহীভানু বন্দি মাতা-মহ॥ মাতামহী সুখদা মুখরা মাতৃভ্রাতা। বর্ম্মভানু সুভানু

যে ভানুরাজ ভ্রাতা॥ শ্রীমতীর খুড়া দুই স্নেহে অনুপম। ভদ্র-কীর্ত্তি মহাকীর্ত্তি কীর্ত্তিচন্দ্র নাম॥ ভানুমুদ্রা নাম পিসি মাসী কীর্ত্তিমতি। কুশ নামে পিশা কাশ নামে মাসীপতি॥ মাতুলী মেনকা মোনী ধাত্রী আদি করি॥ পূর্ব্ব কথিত রূপ গুণের মাধুরী॥ সর্ব্বগুণালঙ্কৃত সর্ব্ব গণাগ্রিমা। প্রিয়সখী কুরঙ্গাক্ষি আদি জিনি রমা॥ কামনা ধাত্রেয়ী নাম বৃন্দা পক্ষ চুগ॥ প্রেম মগ্ন কন্যার চেষ্টার অনুকুল॥ লবঙ্গমঞ্জরী আর শ্রীরূপ মঞ্জরী। শ্রীগুণ মঞ্জরী রতিমঞ্জরী সুন্দরী। শ্রীরসমঞ্জরী আর বিলাস মঞ্জরী। এই ছয় গোসাঞি রূপ ধরে অবতরী॥ অনুমতি অন্য নাম শ্রীরতি মঞ্জরী। শ্রীরাগমঞ্জরী আদি অনেক সুন্দরী॥ দাসী ভাব সেবাপরা পরম কৌতুকী। সমতা হইতে নাহি চাহে দাস্য সখি॥ নান্দীমুখি সিন্দুমতী অন্তরঙ্গা দূতী। মান রক্ষা পূর্ব্বক সন্ধিতে বুদ্ধিমতী॥ শ্যামলা মঙ্গলা আদি হন সুহৃদ পক্ষ। চন্দ্রা-বলী মুখ্যা তেঁহ হন প্রতিপক্ষ॥ কালকণ্ঠি পিককণ্ঠি সুকণ্ঠি প্রভৃতি। বিশাখা নির্ম্মিত গীতে হরে হরি মতি॥ প্রেমমতি নর্ম্মদা আর কুসুম পেশলা। বীণাবাদ্য আদি গানে বিশেষ কুশলা॥ নাপিতের কন্যা দুই সুগন্ধা নলিনা। আলতা পরায় ধরি চরণ দুখানি॥ হাসিতে হাসিতে কৃষ্ণ রাধার কৌতুকে। নানা ছন্দ বন্ধে যে করিয়া দেন মুখে॥ মঞ্জিষ্ঠা রঙ্গবতী রজক কিশোরী। পালিন্দী চিত্রাণী নানা শিল্প চিত্রকরী॥ মান্ত্রিকী তান্ত্রিকী দেবাঙ্গনী দুই হয়। বয়োধিকা কাত্যায়নি আদি দূতিচয়॥ ভাগ্যবলী মঞ্জ-পুণ্য হডডির দুহিতা। ভৃঙ্গবল্লি মতল্লি দুই পুলিন্দী দুহিতা॥ কেহ কৃষ্ণ পক্ষি কেহ শ্রীমতীর গণ। প্রিয়তম হন সখ্যভাবেতে গণন॥ গর্গের নন্দিনী গার্গী আদি ভৃঙ্গারিকা। পুজ্যা হন অনুকুল চেষ্টাতে অধিকা॥ সুবল অর্জ্জুন মধু মঙ্গল গন্ধর্ব্ব। শ্রীমতীর প্রিয় নর্ম্ম সখিগণ সর্ব্ব॥ মাধুর্য্যের ধৈর্য্য শ্রীল গোপেন্দ্র নন্দন। প্রিয় কোটি পরাণের না হয় সমান॥ কোটি মাতৃ তুল্য স্নেহ শ্রীকৃষ্ণ ময়ী মতি। যতেক উত্তম সর্ব্ব কৃষ্ণের আরতি॥ পয়োদ রক্তক আদি কৃষ্ণদাস গণে। যাতায়াত সদা কৃষ্ণ প্রেরিত কথনে॥

পিসঙ্গি মঞ্জুলা শৃঙ্গী বহুলা আদর। গাবী তার বৎসতরী তুঙ্গী আর॥ বৃদ্ধ কর্কটি আর রঙ্গিণী হরিণী। চারুচন্দ্রিকা নীল সুষ্ঠু চকোরিণী॥ ময়ূর সুন্দরী নাম সারিকা সুক্ষ্মধি। ললিতা প্রাণের সখী গুণের অবধি॥ নিজ রাধাকুণ্ড কুণ্ড চন্দ্রিম বালিকা। তুণ্ডকেরী নাম অতি সুন্দরী পুষ্টিকা॥ শাশুড়ী জটীলা নাম কুটিলা ননদ। অভিমন্যু নামে পতি দেবর দুর্মদ॥ স্মর মন্ত্রাখ্যান নাম ত্রিলোক নাসায়। হরি মনোহর নাম হার যে হৃদয়॥ নাসায় নলক মুক্ত আন্দোলায়মান। কৃষ্ণ মন বিলাসের দোলিকা বিধান॥ প্রভাকর নাম তার বিম্বাধর সখ্য। পদক কন্দদ নাম শোভিত সুবক্ষ॥ কৃষ্ণ প্রতিবিম্ব তাহে অতি শুভতম। সীমন্তক পরিজায় তার অন্য নাম॥ কিঙ্কিণী নুপুর বাজু আভরণ যত। অলৌকিক অপ্রাকৃত কহা যায় যত॥ মেঘাম্বর নামযন্ত্র সুধাংশু দর্পণ। নিজমুখ দৃষ্টিছলে কৃষ্ণ দরশন॥ কাজরশলাকা নাম নর্ম্মদা সোণার। রতন চিরুণী নাম মণ্ডিদা তাহার॥ কন্দর্প কুহলী নাম পুষ্পের বাটিকা। স্বর্ণ মুখী তড়িৎ বদ্ধ কুণ্ডল নামিকা॥ অগম অনন্ত যার মহিমার সীমা। বেদ বিধি অগোচর না হয় বর্ণিমা॥ যতেক কহিল সর্ব্ব ত্রিগুণ অতীত। শুদ্ধ চিদানন্দময় নিত্য অপ্রাকৃত॥ হড়ডি যে কহিল ব্রজে তাহার চরণ। আশ্রয় করিয়া সবে যেহ ধন্য জন॥ বড় বড় কর্ম্মি জ্ঞানী তপি আদি শীল। হড্ডির সমান থাকুক নহে এক তিল॥ ব্রজে সেব্য গুল্মলতা আদি পশু পক্ষী। শ্রীভাগবতে ব্রহ্মা আদি শিব সাক্ষী॥ প্রকৃত করিয়া সেই মানয়ে অধম। তাহার দর্শনে পাপ দণ্ড করে যম॥ অতএব ভজ শ্রীব্রজের পরিকর। বিচার করিয়া দেখ সকলের সার॥ নাভাজীর সূত্রের অর্থ কিঞ্চিৎ বিস্তারি। কৃষ্ণদাস কহে ব্রজপুরের মাধুরী॥

ইতি শ্রীভক্তমালে ব্রজপরিচারকগণ নামগুণাদি বর্ণনং।

নবম মালা।

হরিভৃত্যবশত যে জহা তেনা ছানিত প্রতি কাজ।
সপ্তদ্বীপ মে দাস যে তে মেরে শিরোতাজ॥

জম্বু আর পলক্ষ শাল্মলি বহুত রাজরিখি।
কুশ পলক্ষ পুনি ক্রৌঞ্চ কোন মহিমা জানে লিখি॥
শাক বিপুল বিস্তার প্রসিদ্ধ নামি অতি।
পুষ্ক করাল কালক অকটাপু কঞ্চনধর॥

জয় শ্রীচৈতন্য হরি জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈত্য চন্দ্র জয় গৌর-ভক্তবৃন্দ॥ জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ। শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ॥ সপ্তদ্বীপ নবখণ্ডে যত ভক্তগণ। সবার চরণ করি মস্তকে ধারণ॥ বহু ভাগ্যে যদি পাই চরণের রজ। মস্তকে ভূষণ করি করি শিরতাজ। জম্বু প্লক্ষ শাল্মলি কুশ ক্রৌঞ্চ শাক॥ পলক্ষ সপ্তদ্বীপ সীমা লোকালোক। মধ্যজম্বুদ্বীপ ভাগ হয় নব বর্ষ॥ তাহাতে ভারতবর্ষ পুণ্যের আদর্শ। এ সকল স্থান মধ্যে যে যে হরিভক্ত॥ অধিষ্ঠাতা ভগবানের যে যে অনুরক্ত। তা সবার চরণরজঃ সেই সেই স্থান॥ সুখাবহ সদাকাল পবিত্র বিধান।

অথ বৈকুণ্ঠ আবরণ অষ্ট উরগ।

"অষ্ট উপগকুল বৈকুণ্ঠাবরণ। হরি পারিষদ হরিবৎ সুগণন॥ দ্বারপাল যথা যথা জয় বিজয়াদিগণ। চিদানন্দ ঘনমুক্তি প্রভুগত প্রাণ॥ জলপাত্র যথাবস্থ অনন্ত পীরিতি। পদ্মশঙ্খ অংশুক মন হরিধ্যানব্রতী॥ বাসুকী অর্পিত কর কোটিক তক্ষক। সবে প্রভু সেবাকর বাসুকী পরিহঙ্ক॥ আত্মাদি মধ্যে অষ্ট হরি অংশে উপন্যাস। অধর জ্ঞানের তত্ত্ব বিশ্ব যার বশ্য॥

অথ সংপ্রদা প্রণালী।

প্রথমাবতার চতুর্বিংশতির মধ্যে। হরির আবেশ রামানুজা আদি পদ্যে॥ বিষ্ণুস্বামী মধ্বাচার্য্য তথা নিম্বাদিত্য। চারি সংপ্রদার চারি আচার্য্য বিদিত॥ কলিভব দুস্তারেতে জীব নিস্তারিতে। ভগবান অংশে আবির্ভাব পৃথিবীতে॥ গুণের সাগর মহা মহান্ত দয়াল। পাণ্ডিত্য অপার সুসিদ্ধান্তে মহীপাল॥ শ্রুতি মহাসিন্ধু মথি ভক্ত্যামৃত সার। উদ্ধার করিলা দণ্ডে সুবুদ্ধি মন্দার॥ পর-মতে বিরুদ্ধাংশে ছেদন করিয়া। স্বমত যথার্থ স্থনে বিচার করিয়া॥ চারি সংপ্রদায় চারি মহান্ত স্বতন্ত্র। শিষ্য অনুশিষ্যক্রমে দাতা

বিষ্ণুমন্ত্র ॥ শ্রীব্রহ্ম সাধ্বি আর সনক চতুর্থ। এই চারি সম্প্রদায় বৈষ্ণব মাহাত্ম্য ॥ বিনা সম্প্রদায় গুরু উপদেশ ব্যর্থ। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু না যায় অনর্থ ॥

পাদ্মে তথা গৌতমীয় তন্ত্রে।

কলৌ খলু ভবিষ্যন্তি চত্বার সংপ্রদায়িনঃ।
সংপ্রদায়বিহীনা যে মন্ত্র স্তে নিস্ফলা মতা ॥ ইত্যাদি।

কোন সংপ্রদায় কোন মহান্ত প্রকাশ। তাহার বিশেষ শুন করিয়া বিশ্বাস ॥

দোহা মূল। রমাপতি রামানুজ শ্রীবিষ্ণুস্বামী ত্রিপুরারী।
নিম্বাদিত্যা সনকাতি মধুকর গুরুমুখ চাদি ॥

শ্রীসংপ্রদায় হন রামানুজ স্বামী। চতুর্ম্মুখ সংপ্রদায় মধ্বাচার্য্য নামী ॥ বিষ্ণু স্বামীমহান্ত শ্রীরুদ্র সংপ্রদায়। নিম্বাদিত্য চতুঃনন সনক তথায় ॥

মাধ্বিসংপ্রদায় প্রণালী। প্রমাণ প্রমেয় রত্নাবল্যাং।
রামানুজং শ্রীঃ স্বচক্রে মধ্বাচার্য্য চতুর্ম্মুখঃ।
শ্রীবিষ্ণুস্বামিনং রুদ্রো নিম্বাদিত্যং চতুঃননঃ ॥
শ্রীকৃষ্ণব্রহ্ম দেবর্ষিবাদরায়ণসংজ্ঞকান্। শ্রীমাধ্বিঃ শ্রীপদ্মনাভঃ।
শ্রীমন্ন হরিমাধবন্ অক্ষো ভজয়তীর্থ শ্রীজ্ঞানসিন্ধুদয়ানিধিঃ।
শ্রীবিদ্যানিধি রাজেন্দ্র জয়ধর্ম্মান্ ক্রমাদ্বয়ঃ।
পুরুষোত্তমব্রহ্মণ্য ব্যাস তীর্থাংশ্চ সংস্তুমঃ ব তো লক্ষ্মীপতিং।
শ্রীমন্মাধবেন্দ্রঞ্চ ভক্তি তঃ। তচ্ছিষ্যান শ্রীশ্বরাদ্বৈতনিত্যানন্দন জগদ্গুরূন্। দেবমীশ্বরশিষ্য শ্রীচৈতন্যঞ্চ ভজামোহ।
শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদানেন যেন নিস্তারিতঃ জগদিতি ॥

শ্রীগুরু পরম্পরা। মাধ্বি সংপ্রদায় গুরু পরম্পরা মতে। প্রমাণ প্রণালী গাথা প্রমাণ সম্মতে ॥ গায় নিজ মতি শুদ্ধ প্রক্ষলন লাগি। শুদ্ধভক্তি যাতে মিলে অন্য যোগ ত্যাগী ॥ শ্রীকৃষ্ণস্য শিষ্য ব্রহ্মা দেব ঋষি তস্য। তাঁর শিষ্য বেদব্যাস করিব উপাস্য ॥ তাঁর শিষ্য মধ্যাচার্য্য পদ্মনাভ তস্য। শ্রীনহরি নাম শ্রীমাধব যাঁর শিষ্য ॥ তস্য শিষ্য অক্ষোভ যে জয়তীর্থ তস্য। জ্ঞানসিন্ধু সাধু দয়াসিন্ধু তস্য শিষ্য ॥ বিদ্যানিধি তস্য শিষ্য রাজেন্দ্র মহান।

তস্য জয়ধর্ম্ম যেঁহ পুরুষোত্তম জ্ঞান॥ সত্য শিষ্য ব্রাহ্মণ সভা ব্যাসতীর্থ নাম। ততঃ লক্ষ্মীপতি সাধুত্তম অভিরাম॥ তৎঃ শ্রীমন্মাধবেন্দ্র গুণের সাগর। যাঁর শিষ্য অঙ্গীকৃত্য অদ্বৈত ঈশ্বর॥ শ্রীমন্নিত্যানন্দজগদ্গুরুনিত্যরূপ। জীব নিস্তারের হেতু প্রকট-স্বরূপ॥ মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য শ্রীঈশ্বরপুরী। যেঁহ কৃষ্ণবলি সদা কান্দয়ে ফুকারি॥ তুচ্ছিষ্য শ্রীদেবদেব চৈতন্য গোসাঞি। মোসবা উপায় যাঁহা বিনে আধ নাই॥ প্রেমতরী দিয়া যেই তারিল জগৎ। বিচার না কৈল ভাল মন্দ সদত॥ দুর্ল্লভ রতন দিলাইয়া যারে তারে। হেন দয়াময় আর কে আছে সংসারে॥ এ হেন দয়ার নিধি তাঁরে না ভজিয়া। কাহারে ভজিবে ভাই কি ধন লাগিয়া॥ গৌরাঙ্গ বলিয়া ভাই করহ ফুৎকার। তেঁহ বিনা ত্রিজগতে গতি নাহি আর॥ সদাই যা বাহি ত্রাণ জগতে শুনিয়া। কৃষ্ণদাস রহে সেই পথ নিরখিয়া॥

অথ সংপ্রদায়প্রণালী ছাপ্পা মুদ্র।

সম্প্রদায় শিরোমণি সিন্ধুজা রট্যো ভক্তি বিতান।
বিশ্বকসেন মুনি বর্য্য সপুনঃ শটকোপি পুনিতান॥
বোপদেভাগবত লুপ্তউদ্ধৃ নব নীতা মঙ্গল মুনি শ্রীনাথ পুণ্ডরীকাক্ষ
পরম যশঃ। রামমিশ্র রস রাশি প্রকট প্রতাপ পরাঙ্কুশ॥
রামানুজ যামুন মুনি তিমির হরণ উদেভান।
সংপ্রদায় শিরোমণি সিন্ধুজা রট্যো ভক্তি বিতান॥

সিন্ধুকন্যার মাতাঠাকুরাণী মূল চার্য্য। তাঁর কৃপাপাত্র বিশ্ব-কসেন মুনি বর্য্য॥ তৎঃ শ্রীমান্ শকটোপ তাৎে বোপদেব। লুপ্ত ভাগবত উদ্ধারি যে ঘুচাইলা ক্ষোভ॥ ততঃ শ্রীল শ্রীনাথ পুণ্ডরী-কাক্ষ ততঃ। রামমিশ্র তৎঃ শ্রীযামুনা মুনিব্রত॥ তাঁর শিষ্য রামানুজ তনু প্রকাশিয়া। তিমির নাশিলা কৃপাদৃষ্টি কর দিয়া॥ প্রসঙ্গে শ্রীভাগবত উদ্ধার কারণ। বোপদেব গোসাঞির কহি বিবরণ॥ শ্রীল শঙ্করাচার্য্য শঙ্করাবতার। ভাগবত আজ্ঞায় ব্রাহ্মণ রূপ ধর॥ কলিকালে বৈদ্যের সদর্থ আচ্ছাদন। কার ব্যাখ্যা করে মায়াবাদার্থ স্থাপন॥ কৃষ্ণভক্তি গোপন করিয়া দেবী দেবা।

উপাসনা প্রকাশিলা ত্রিবর্গের সেবা॥ শূরানামে কাশী রাজ অসুর স্বভাব। তারে লওয়াইয়া তমোধর্ম্ম বামাচার॥ জীবহিংসা করে বহু তমের স্বভাবে। শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র নিন্দে মূঢ় তবে॥ দেশ দেশান্তরে গ্রন্থ যথা তথা ছিল। বলে আনি আনি সব গঙ্গায় ডারিল॥ ভাগবত হীন দেশ দেখি সাধুগণ। কাতরে শ্রীভগবানে করয়ে স্তবন॥ প্রিয়পাত্র শীল বোপদেব গোসাঞিরে। হইল আকাস বাণী উপায় সুন্দরে॥ যত ভাগবত গ্রন্থ গঙ্গায় ডারিল। যতন করিয়া তাহা জাহ্নবী রাখিল॥ কিছু হানি নাহি হয় উঠাও ডুবিয়। যথা শুষ্ক পূর্ব্ববৎ উঠিবে ভাসিয়া॥ এত শুনি গোসাঞি যে প্রহৃষ্ট অন্তরে। উঠাইয়া গ্রন্থ ডুবি জাহ্নবীর নীরে॥ বহু লম্বাইয়া স্থানে স্থানে পাঠাইলা। মুক্তাফল নামে গ্রন্থের টীকা বিস্তারিলা॥ অতএব ভাগবত উদ্ধার কারন। বোপদেব স্বামীর কহিল বিবরণ॥ শ্রীশঙ্কর ইহা জ্ঞান অপরাধী মানি। টীকা কৈল ব্রহ্মবৎ সূত্র অর্থ জানি॥ আশ্চর্য্য শ্রীরামানুজ স্বামীর অভিষ্ট। যমুনা আচার্য্য কেহ মুনিব্রত শিষ্ট তাঁহার মহিমা গুণ জগতে প্রসিদ্ধ। তাঁর মত সর্ব্বাচার্য্য মতে হয় সিদ্ধ॥ যমুনার্য্য স্তোত্র হয় যাঁহার বর্ণন। শ্রুতি সার অর্থ যাহা পরম প্রমাণ॥ সংক্ষেপেতে সম্প্রদায় প্রণালী কহিল। পরে রামানুজ হৈতে বহু শ্রুতি হৈল॥ শ্রীল রামানুজ স্বামী ভুবন পাবন। এবে কিছু গুণ তার করিব বর্ণন॥

মূল। সহস্র আলস্য উপদেশ করি জগৎ উদ্ধারণ যতন কিয়ো গোপুর হৈল আরুঢ় তুচ্চস্বর মন্ত্র উচ্চারয়ো॥ সুতে নর পরে জাগি বহু ওর শ্রবণ নিধারো। তিতনেই গুরুদেব পদ্ধতি ভই ন্যারি ন্যারি॥ কুরু তার শিখ প্রথম ভক্তিপু মঙ্গলকারী। কৃপনপাল করুণাসমুদ্র রামানুজ সম নাহি নবিয়ো। সহস্র আস্য উপদেশ করি জগৎ উদ্ধারণ যতন কিয়ো॥

শ্রীমান রামানুজ স্বামী শেষ অবতার। কৃপা করি প্রকটিলা তারিবতে সংসার গুরু স্থানে মন্ত্র দীক্ষা শিক্ষা মাত্র সিদ্ধ। শ্যামল সুন্দর রূপ দেখি বস্তু সাধা॥ দয়ার সাগর কৃষ্ণ কৃপাবিষ্ট হৈয়া। চিন্তায় অন্তরে [illegible] না চিনিয়॥ ভাবে সংসার লোক পাপ

পুণ্য বশে। বাসনা অবিদ্যা দুঃখ সাগরেতে ভাসে॥ আজি সর্ব্ব লোক নিস্তারিব যে ভাবিয়া। সম্মুখ ডুবায়ে দিয়া দুহস্ত তুলিয়া॥ নিজ সিদ্ধি ইষ্টমন্ত্র উচ্চারণ করি। ফুকরিয়া কহে তিন বার সর্ব্বোপরি॥ গ্রামে বহু লোক মধ্যে বাহুত্তর যে জন। শিখিলা সে মন্ত্র যেই সেই ভাগ্যবান॥ কণ্ঠস্থ করিয়া অতি গোপন করিলা। মন্ত্রের প্রভাবে সেই সেই সিদ্ধ হৈলা॥ তাহার তাহার শিষ্য পরম্পরা হৈতে। ভক্তিনিধি হৈতে দুর্ল্লভ ব্যাপিলা পৃথিবীতে॥ নিস্তার হইল লোক তাহার প্রভাবে। অদ্যাপিহ মহাশয়ের যশ গায় সবে॥ নীলাচলে গেলা জগন্নাথ দরশনে। সহস্রে শিষ্য সঙ্গে কুতুহল মনে॥ দরশন করি বহু আনন্দ পাইল। সেবক রন্ধ্রগণের আচার না দেখিল॥ অনাচার করি জগন্নাথের সেবায়। ক্ষোভিত হইয়া সব সেবক ছাড়য়॥ নিজ শিষ্য সহ সাধু শুদ্ধাচার করি। সেবন করয়ে তত্ত্বে প্রেমানন্দে ভরি॥ স্বতন্তর ইচ্ছা প্রভু তাহে নাহি সুখ। পূর্ব্বের সেবক সেবায় পরম উৎসুক॥ স্বামী প্রতি কহে প্রভু বিরমহ তুমি। পূর্ব্ববৎ সেবকের সেবায় সুখি আমি॥ তথাচ না বিরমহে সেবা নন্দে মন। প্রভু সনে হট করি করয়ে সেবন॥ জগন্নাথ প্রিয়ভক্তে কোপ নাহি করে। গরুড়েরে আজ্ঞা দিল রাখ লৈয়া দূরে॥ রাত্রিযোগে গরুড় সহস্র শিষ্য সহে। রাখে লৈয়া দূরদেশে পূর্ব্বে যথা রহে॥ নিশি অবসানে নিদ্রা ভঙ্গে উঠি চাহে। কোথায় আইলাম এ পুরুষে ত্তম নহে॥ চকিত হইয়া সবে ভাবে মনে মন। বুঝিলাম ইহা জগন্নাথের গঠন॥ ভাল ভাল তাহার যাহাতে হয় সুখ। সেই মোর সুখ তাহে নাহি কোন দুঃখ॥ শ্রীসম্প্রদায় আচার্য্য শ্রীরামানুজ স্বামী। শ্রুতির সভাষ্য যেহ প্রকাশে আপনি॥ তার শ্রীচরণ পদ্মে শরণ লইলা। যো সবা জীবের যেত উপায় সৃজিল॥ শ্রুতির সুব্যাখ্যা মেঘে আচ্ছাদন ছিল। রামানুজ স্বামী বাতে মেঘ উড়াইল॥ তবে শুদ্ধ ভক্তি রবি উদয় করিয়া। জগতের অন্ধকার দিল খেদাড়িয়া॥ "সকল প্রসঙ্গ মূল লেখা নাহি যায়। যে হেতুক

অতিশয় পুস্তক বাড়য়॥ যথাশক্তি বুদ্ধি সাধ্য ক্রমেতে বর্ণিব। মুর্খ বলি কৃষ্ণদাসে ঘৃণা না করিব॥

রামানুজ স্বামীর শিষ্য প্রশিষ্য প্রণালী।

শ্রীল রামানুজ স্বামী বড় কৃপা কৈল। শিষ্য প্রশিষ্য ক্রমে জগৎ তারিল॥ তাঁহার পদ্ধতি শুন পরম মহত্ব। শ্রবণে মঙ্গল হয় পরম পবিত্র॥ প্রধান সেবক শ্রীমান দেবাচার্য্য নাম। তাঁর শিষ্য রাঘবানন্দ সর্ব্বগুণধাম॥ তাঁর শিষ্য হন শ্রীমান গুরু রামানন্দ। ভুবন পাবন যেঁহ ভক্ত পরমানন্দ॥ অসংখ্য তাঁহার শিষ্য না হয় অবধি। তার মধ্যে কিছু কহি পবিত্রিতে ধী॥ শ্রীঅনন্তানন্দ কবিবর মহাশয়। সখা শর পদ্মাবতী মহিমা বিজয়॥ শ্রীনরহরি আর পাপী ভাবানন্দ। রুইদাস আর ধনা আদি শিষ্যবৃন্দ॥ বহু শিষ্য প্রশিষ্য বিলমঙ্গলস্বরূপ। জীবত্রাণ কারণ দ্বিতীয় কামরূপ॥ অনন্তানন্দের পদ পরশিয়া লোক। নিবৃত্তি পাইয়া পাসরিয়া দুঃখ শোক॥ আর যোগানন্দ শ্রীএস করমচন্দ। অহু প্রহারী শুভ ভক্তের মহেন্দ্র॥ সারি রামদাস শ্রীরঙ্গ গুণাকর। তাহার চরিত্র কিছু হয় চমৎকার॥ নরহরি শুভ রবি উদিত হইয়া। মুদিত ভকতি পদ্ম দিল প্রকাশিয়া॥ ভকতি অপার সিন্ধু দুস্তর দুর্গম। তাহাতে রচিয়া ভেলা করিয়া সুগম॥ অনায়াসে পার তরি গমন করিল। খেলাইয়া বাচাইয়া সুখ আস্বাদন কৈল॥ প্রত্যেকে যে ইহা সবার গুণের বিস্তার। কহিতে নারিল মাত্র কৈল নমস্কার॥ শ্রীল রামানন্দ স্বামী শিষ্যের সহিতে। কৃষ্ণদাস শরণ লইতে চাহে চিতে॥

চরিত্র নিম্বাদিত্য স্বামীজীর।

নিম্বাদিত্য এক দণ্ডী গৃহে নিমন্ত্রিলা। দ্রব্য আয়োজন পাকে সন্ধ্যা আসি হৈলা॥ যতি শাস্ত্র বচন পড়িয়া কহে তবে। রাত্রে ভিক্ষা দণ্ডির নিষেধ বিধি রবে॥ ইহা শুনি চিন্তি নিম্বাদিত্য মহাশয়। নিজভক্তিবলে সাধু সুশিক্ষা উপায়॥ অঙ্গনাতে আছে যে বৃহৎ নিম্ববৃক্ষ। উদয় করিল আসি বৃক্ষপরে অর্ক। কৃষ্ণ ভক্ত অনুরোধে সূর্য্যদেব আসি। প্রহরেক দিবা আছে

এমন প্রকাশি॥ ভোজন করিয়া তথা বৈসে যবে যতি। সূর্য্য নিজস্থানে গেলা লইয়া সম্মতি॥ তখন প্রহর নিশি প্রতীত হইল। যতির আশ্চর্য্য বোধ তখন জন্মিল॥ কৃষ্ণভক্ত নিম্বাদিত্য প্রভাব দেখিয়া। চরণে পড়িল যতি শরণ লইয়া॥ সাধুসঙ্গ মহিমা যে দেখহ অদ্ভুত। কৃষ্ণভক্ত হৈলা যতি ছাড়ে জ্ঞানমত॥ তাঁহার চরণ রজ মস্তকে ধারণা। করিয়া কৃতার্থ হই পাই এক কণা॥

চতুরাচার্য্য মহিমা বর্ণন।

চারি সম্প্রদায় চারি আচার্য্য মহান্ত। দেবের স্বরূপ দেব বিধি বিষ্ণুবন্ত॥ বিচারে পণ্ডিত্যে যে অদ্বিতীয় অপার। কুসিদ্ধান্ত বাদিপরা ভাবে খড়্গাধার॥ চারি ভক্ত চারি হয় দিগগজ স্বরূপ॥ ভক্তি ভূমি দ্বারী রহে বিক্রমে অনূপ॥ মহান্তের শক্তি কাটি খান খান কৈল॥ শুদ্ধভক্তি মত ব্রহ্ম অস্ত্র তেয়াগিল॥ কাটিয়া দুষ্ট সিদ্ধান্ত বন্দুক খেলিল। সচ্চিৎ আনন্দরূপ রাজ্যহাত কৈল॥ রাজ্য সুখ ভোগ করি প্রজা বসাইল। প্রজা সুখী হৈয়া নৃপ জয় মানাইল॥ প্রেমমৃত শস্য প্রজা খায় মহানন্দে। নির্ভয়ে বেড়ায় সদা নির্ব্বিঘ্নে সিংসন্দে॥

চরিত্র শ্রীলালাচার্য্য।

রামানুজ স্বামীর জামতা লালাচার্য্য। তাহার চরিত্র কিছু শুনিতে আশ্চর্য্য॥ পরম ভকতিবান বৈষ্ণবে পিরীতি। গুরুতে একান্ত রতি বাক্যেতে প্রতীতি॥ গুরু শিক্ষা দিলা বাপ বৈষ্ণবে সেবিবে। বন্ধু বান্ধব গুরু বৈষ্ণবে জানিবে॥ তুলসীর মালা ভালে তিলক দেখিবে। দোষ গুণ তাহার না বিচার করিবে॥ সহোদর ভ্রাতা সম তাহারে দেখিবে। তার হিতে রত হবে প্রণাম করিবে॥ গুরুবাক্যে লালাচার্য্যের সুদৃঢ় বিশ্বাস। বৈষ্ণবচরণে অসাধারণ মনোল্লাস॥ দৈবযোগে এক দিন নদীর পাথারে॥ এক শব ভাসি যায় বৈষ্ণব আকারে॥ গলায় তুলসী মাল্য তিলক নাসাতে। দেখিয়া সে লালাচার্য্য লাগিল ভাবিতে॥ এই মোর ভাই হাহা কিরূপে মরিল। ভাসিয়া যাইছে কেহ

গতি না করিল॥ ইহা কহি উঠাইয়া ধরি বক্ষঃস্থলে। কান্দিতে লাগিলা সাধু হইয়া বিকলে॥ লোক বলে লালাচার্য্য কান্দ কি লাগিয়া। হৃদয়ে ধরেছ কোথাকার শব লৈয়া॥ লালাচার্য্য বলে মোর ভাই মরিয়াছে। নদীতে ভাসিয়া যায় পাইলাম কাছে॥ লোক সব উপহাস করিয়া চলিল। লালাচার্য্য শব লৈয়া গৃহেতে আইল॥ বিমান সাজাইয়া বহু বৈষ্ণব আনিল। নাম সঙ্কীর্ত্তন করি দাহ আদি কৈল॥ মিষ্টান্ন পাকান্ন বহু আয়োজন করি। মহোৎসব করি নিমন্ত্রিল স্বনগরী॥ ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব নিজ কুটুম্ব আত্মীয়। কেহ না আইল কয়ে জাত্যন্তর ভয়॥ কোথাকার মড়া কোন জাতি তারে আনি। ভাই বলি দাহ আদি করিল আপনি॥ তার কার্য্যে নিমন্ত্রণ করয়ে স্বজনে। নিন্দয়ে গ্রামের ভদ্রলোক জনে জনে॥ বৈষ্ণব সকল কেহ না আইল ত্রাসে। কি করিবে ভদ্রলোক সমাজেতে বৈসে॥ বৈষ্ণবের ক্রিয়া মুদ্রা অজ্ঞ কি জানিবে। প্রাকৃতের ন্যায় করি লোক মানে সবে॥ অপরাধ কৈল, বৈষ্ণবেরে উপেক্ষিলা। নিজ-ঘরে তুলিয়া অনল ভেজাইলা॥ কেহ যদি না আইল লালাচার্য্য গৃহে। তাহার রহস্য শুন অপরূপ যাহে॥ গুরুস্থানে বিবরণ যাইয়া কহিল। তেহ কহে দরিদ্র যে মহারত্ন হারাইল॥ বুঝিতে নারিলা লোক ইহার মহিমা। চিন্তা নাই কৃষ্ণচন্দ্র করিবেন সীমা॥ লালাচার্য্যের ঘরে আসি দেখয়ে অদ্ভুত। বৈষ্ণব আসিছে তেজঃপঞ্জ যুথে যুথ॥ আকাশ বিমানে শত শত আইসে যায়। বৈকুণ্ঠের পারিষদগণ আসি খায়॥ কেবা দেয় কেবা আনে কেবা পরিবেশে। কত আইসে খায় যায় নাহি হয় দিশে॥ মহা মহোৎসব করি সবে ঘরে গেলা। ভদ্র অভিমানী লোক অদ্ভুত মানিলা॥ আকাশে দেখয়ে সর্ব্বে রথ আসে যায়। চমকিল সর্ব্বলোক আশ্চর্য্যের প্রায়॥ যাইয়া চরণে ধরি স্তবন করয়। অপরাধ মোসবার ক্ষম মহাশয়॥ তেঁহ কহে ভাই কিছু অপরাধ নাই। বৈষ্ণব উচ্ছিষ্ট খাও যাইবে বালাই॥ বৈষ্ণবচরণরজ করহ বন্দন। যাইবে সকল দুঃখ হইবে মোচন॥ অতএব

বৈষ্ণবের শেষ যে আছিল। দুই হস্তে খায় আর মাখিতে লাগিল ॥ তৎক্ষণাৎ দম্ভ অভিমান দূরে গেল ॥ আচার্য্য করিলা কৃপা বৈষ্ণব হইল ॥ ভক্তির কিরণে দেশ ঝলমল হৈল। সাধু অঙ্গ ফল ভূমি ভরিয়া ফলিল ॥ জগতে অমৃত ফল আস্বাদন কৈল। কৃষ্ণদাস অভাগার ভাগ্যে না মিলিল ॥

ইতি শ্রীভক্তমালে চতুসংপ্রদায় আচার্য্য গুণ বর্ণনং
দশম মালা ॥ ১০ ॥

আখ্যান গুরুভক্ত বৈষ্ণব।

গঙ্গাতীরে বাস বহু বৈষ্ণব কুটীরে। তার মধ্যে এক গুরু-ভক্ত দৃঢ়তরে ॥ কোন কার্য্যান্তরে গুরু গ্রামান্তরে যাইতে। সেই শিষ্য সঙ্গে লইয়া সেবা অনুগতে ॥ গুরুদেব কহে তুমি সঙ্গে না যাইহ। শিষ্য কহে বিচ্ছেদে ধরিতে নারি দেহ ॥ শ্রীচরণসেবা মোর একান্ত নিয়ম। কি মতে রহিব তাতে হইয়া বিরাম ॥ তেঁহ কহে আমি অল্প দিবসে আসিব। গুরুর স্বরূপ এই জাহ্নবীরে সেব ॥ তাহাতে হইবে তব গুরুর সেবন। তাহাতে অন্যথা নাহি করিল প্রমাণ ॥ ইহা শুনি শিষ্য মনে আনন্দ পাইল। গুরুর স্বরূপ গঙ্গা বিশ্বাস হইল ॥ গঙ্গার সেবায় তবে নিযুক্ত হইল। নানা মত সেবা ভক্তি করিতে লাগিল ॥ জলে পাদস্পর্শ কভু ভ্রমে নাহি করে। বিনা পান অন্য ক্রীড়া করে অন্য নীরে ॥ তাহা দেখি অন্য যে বৈষ্ণব তথাকার। ঈর্ষা করি কহে একি আচার তোমার ॥ স্নান নাহি কর গঙ্গা জলে নাহি নাব। যত লোক করে তারা নরকে কি যাব ॥ ইহা কহি কেহ ভৎর্সে কেহ উপহাসে। তেঁহ তাহা নাহি শুনে গুরু আজ্ঞাবশে ॥ কতেক দিবসে গুরু আইল আশ্রমে। অন্যে অন্যে গুরুস্থানে কহে কথাক্রমে ॥ এই গঙ্গাস্নানাদি পাদস্পর্শ ডরে। এবং অন্য ক্রিয়াদি কিছুই না করে ॥ নিন্দাছলে কহিলেন কিন্তু গুরু মনে। সন্তুষ্ট হইয়া গুরু কিছুই না ভনে ॥ সর্ব্বজ্ঞ যে গুরু মনে বিচার করিল। এই শ্রেষ্ঠ ইহা প্রতি গঙ্গা কৃপা কৈল ॥

আর যে ইহারা ইহ মর্ম্ম না জানিয়া। ঈর্ষা করি নিন্দে কিন্তু দিব জানাইয়া॥ এত কহি গুরু সব শিষ্য সমিভ্যারে। গঙ্গাস্নানে গেলা কিছু গূঢ়ার্থ অন্তরে॥ শত শত শিষ্য দাণ্ডাইয়া রহে তীরে। গুরু স্নান করে নামি কণ্ঠমগ্ন নীরে॥ গঙ্গাদেবী সেই শিষ্যে আজ্ঞা কৈল সাধু। গামছা আনহ বাপু কহে মৃদু মৃদু॥ তাহা শুনি চিন্তাকুল ইতি উতি চায়। পাদস্পর্শ কি রূপে করিব এ গঙ্গায়॥ বিশেষতঃ গুরু আজ্ঞা লঙ্ঘিব কেমতে। সঙ্কটেতে পড়ে সাধু উৎকণ্ঠিত চিতে॥ গুরু আজ্ঞা বলবান ভাবিয়া চলিল। জলে পদ অর্পিতেই কৌতুক হইল॥ গুরু গঙ্গা কৃপা বলে দেখে চমৎকার। কমল প্রকাশে যথা দেয় পদ তার॥ যেখানে যেখানে পদ অর্পণ করয়। সেই স্থানে পদতলে কমল ফুটয়॥ প্রতি পদ পদ্মোপরি ধরিয়া চলিল॥ গুরুহস্তে বস্ত্র দিয়া নেউটি আইল॥ জলে নাহি পাদস্পর্শ হইল সাধুর বৈষ্ণব মণ্ডলী দেখে থাকিয়া অদূর॥ দেখি চমৎকার মুখে নাহি সরে বাণী। একি অদ্ভুত সেই সাধুকে না জানি॥ ইঁহার চরণে কত কৈনু অপরাধ। নিন্দিনু বিদ্রূপ কৈনু করিনু বিবাদ॥ ইঁহাকে প্রভুর কৃপা যতচিত হয়। তাহার প্রমাণ এবে দেখিনু নিশ্চয়॥ এত কহি তাহার চরণে সবে ধরে। অপরাধ ক্ষমাইতে স্তুতি নতি করে॥ সাধুর স্বভাব তেহ কুণ্ঠিত হইয়া। করযোড় করে নতি বিনয় করিয়া॥ গুরু অনুযোগ কৈল সব শিষ্যগণে। বিচার নাহিক করে নিজ অভিমানে॥ উত্তম মধ্যম নাহি চিনহ অদ্যাপি। আপনারে শ্রেষ্ঠ মান গুণ দোষ সপি॥ সেই সাধু-গণ শ্রীচরণ ধুলিগণ। মস্তকে ধারণ করি করিয়া যতন॥

চরিত্র শ্রীশ্রীরঙ্গ বণিক।

দ্যোশ নামে গ্রামে স্থিতি সরাবি ব্যবসা। জাত্যংশে বণিক শ্রীরঙ্গ মহাশয়া॥ তার এক ভৃত্য নিজ কর্ম্মের গতিকে মরিয়া হইল দূত কৃতান্ত অন্তিকে॥ প্রেতাকার রূপ জীব কর্ম্ম অনুযায়ী দেহ পাত করাইয়া আকর্ষে সদাই॥ শ্রীরঙ্গের পুত্র প্রতি কুদৃষ্টি করিল। পুত্র দিনে দিনে ক্ষীণ হইতে লাগিল॥ বাল

কেরে কহে মোর মুক্তির উপায়। করহ নতুবা মুঞি মারিব তোমায়॥ বালক না কহে কিছু বুঝিতে না পারে। একদিন চাক্ষুষ দেখিল স্থানান্তরে॥ বলদ বাহণগণ দ্রব্য লয়ে যায়। সেই দূত এক বৃষে করিল আশ্রয়॥ অনেক বাহক মধ্যে এক কর্ম্ম ফলে। শৃঙ্গ উৎপাটন করি মারে বক্ষঃস্থলে॥ মরিল বাহক যমালয়ে লয়ে গেল। বালক চাক্ষুষ দেখি কম্পিত হইল॥ হরির ভজন নাহি করে যেই জনে। ওই গতি হয় তার জন্মে জন্মে॥ এক দিন দূত আসি পুনঃ কহে তারে। তোমার পিতাকে কহি মুক্ত কর মোরে॥ নতুবা তোমারে আজি মারিব পরাণে। ভয়ে সশঙ্কিত শিশু কহে নিজ জনে॥ আদ্যোপান্ত বিবরণ সকল কহিল। ভাই বন্ধু মাতা শুনি চিন্তিত হইল॥ মাতা কহে সত্য হবে এ কথা প্রমাণ। পুত্রের আকার ক্ষীণ দেখি আনুমান॥ ইহা কহি মাতা তার কান্দিতে লাগিল। তারমধ্যে কোনশিষ্ট উপায় সৃজিল॥ মাতাকে কহয়ে তুমি চিন্তা নাহি কর। কোন বিঘ্ন নাহি হবে মোর কথা ধর। শ্রীরঙ্গ পরম সাধু বৈষ্ণব মহান্ত। তাঁহার চরণামৃতে বিঘ্ন হবে শান্ত॥ বৈষ্ণবের পাদোদক ভুবনপাবন। অতএব বিঘ্ননাশে মঙ্গল কারণ॥ প্রেত নিজ মুক্ত হেতু করে বিড়ম্বন। তার মুক্তি হবে আর বাঁচিবে নন্দন॥ শ্রীরঙ্গের পাদদক লইয়া শয্যায়। শুইয়া থাকুক শিশু সতর্ক হৃদয়॥ যখন আসিবে প্রেত বিঘ্ন করিবারে। পাদোদক যেন তার ডারে অঙ্গোপরে॥ পাদোদক স্পর্শ প্রেত মুকতি হইবে। দুই কার্য্য সিদ্ধ হবে সমর্থ মিলিবে॥ তাহা শুনি সভাজন আনন্দ পাইল। সাধু সাধু বলি তারে প্রশংসা করিল॥ সেইমত আচরণ পাদদক লৈয়া। মুক্ত হইল প্রেত শিশু রহিল বাচিয়া॥ অতএব বৈষ্ণবের চরণামৃত মহা। চমৎকার মহিমা নাহিক যায় কহা॥ মুক্তির কি কথা কৃষ্ণপ্রেম উপজয়। যার বিন্দু পান মাত্র বেদে ফুকরয়॥ বিশেষে শ্রীরঙ্গদেব ভাগবতোত্তম। তাহাতে আশ্চর্য্য কিবা অতি সে সুগম॥ বৈষ্ণবের পাদোদকে প্রেত মুক্ত হৈল। কৃষ্ণদাস ইহা শুনি ভরসা বান্ধিল॥

চরিত্র শ্রীকৃষ্ণদাস সাধুর।

কলিযুগে কৃষ্ণদাস নির্ব্বেদ অবধি। পয়ঃ পান কৈল অন্ন ত্যজি নিরবধি॥ যার শিরে হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করে। কৃষ্ণ-প্রেমে ভাসে সেই দুঃখ যায় দূরে॥ জীবন মুকতি হয় হয় সর্ব্ব-সিদ্ধ। ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ যোগ তপ সিদ্ধ॥ কৃষ্ণদাস মহামুনি জগতে বিখ্যাত। তেজঃপুঞ্জ উর্দ্ধরেতা ভজনে বিদিত॥ যতেক ভকত হৃদি পরম নির্ম্মল। তাহা প্রকাশক দিবাকর সুশীতল॥ বড় বড় দেশপতি কুলক রাজন। পর্ব্বত কন্দরে তারে দিলা দরশন॥ বড় কৃপা কৈল তারে ভক্তি শক্তি দিলা। মহাভক্ত হৈলা হরি সেবাতে মাতিলা॥ এক দিন কৃষ্ণ লাগি জিলিবি আনিতে। নিজ শিশু এক খানি নিল তাহা হৈতে॥ কৃষ্ণ হেতু রাজার মনোজ্ঞ খাদ্য বস্তু। অগ্রভাগ নিল বলি হইল অসুস্থ॥ পুত্রের মস্তকে ছেদে উদ্যুক্ত হইলা। সাধু দয়া করি তারে আপনে রাখিলা॥ রাজার তনয় বড় ভক্তি মতী হয়। তাহার সদ্গুণ সর্ব্ব লোকে যশো গায়॥ বৈষ্ণবের সেবা তার অপর্ব্ব কথন। ভেকমাত্র দেখিলেই করয়ে স্তবন॥ বৈষ্ণবের স্ত্রীগণের গর্ভিণী দেখিয়া গর্ভের বালকে স্তুতি করে আর্দ্র হৈয়া॥ এই গর্ভে সন্তান যে মহাপুণ্য-তম। কৃষ্ণের ভকত হবে ভুবন পাবন॥ স্ত্রীগণের পূজন সম্মান বহু করে। বৈষ্ণব বৈষ্ণব স্ত্রী বৈষ্ণব উদরে॥ অতএব তাহার মহিমা সুবিরল। ভুবন পাবন তাঁর চরণের জল॥ লালসা করহ তাঁর পদরজকণ। বৈষ্ণবের ভক্ত যেই সেই সে সুজন॥

চরিত্র শ্রীকীলজীর।

শ্রীমান কীলজী আর অগর দুই ভাই। মহা অনুভব প্রেমী পৃথীরত্ন হই॥ মথুরামণ্ডলে তারা সদা করে বাস। মানসিংহ রাজা আইল করিতে সম্ভাষ॥ কীলজীর নিকটে রাজা প্রণতকন্ধর। পুছয়ে সুমিষ্ট বাণী নিজ হৃষ্টকর॥ হেনকালে কীলজী উঠিয়া হস্ত তুলি। উর্দ্ধমুখ হইয়া কহয়ে ভালি ভালি॥ রাজা তাহা দেখি কিছু চমৎকার হৈল। সাধু স্থানে পুনঃ পুনঃ কহিতে লাগিল॥ রাজার অগ্রেতে সাধু কহে বিবরিয়া। মোর পিতা শ্রীসুমেরু নাম

শুদ্ধধিয়া॥ গুজরাট দেশে থাকি কৃষ্ণেরে তুষিলা। অদ্য দেহ ত্যজি সাধু বৈকুণ্ঠে চলিলা॥ রতন বিমানে অলৌকিক রূপ ধরি॥ গেলা মোরে কহিয়া শুকর-শান করি॥ মূর্খে শুনি সমাদরে সম্মান করিল। রাজা শুনি সেই দিন লিখিয়া রাখিল॥ মাস দিন যায় তিথি লিপি করি তথা। পাঠাইল গুজরাট সাধু ছিল যথা॥ তথা জানিলা সুমেরুর প্রাপ্তি কথা। সেই বার তিথি মিলে নহিল অন্যথা॥ আর শুন সাধু শ্রীকীলজীর চরিত্র। কালের অনধীন যেই মহিমা পবিত্র॥ হরিপূজা হেতুক পেটারি হৈতে ফুল। লইতে তাহাতে ছিল কাল তীক্ষ্ণ ব্যাল॥ অঙ্গুলিতে দংশন করিল করি রোষ। মহাশয় মৃদু হাসি পাইলা সন্তোষ॥ সাধুর স্বভাব কিছু আশ্চর্য্য কথন। কোপ সুখ ক্রমে করিবারে আক্রমণ॥ একারণ পুনঃ পুনঃ সর্পে সুখ দিতে। অঙ্গুলি কাঠায় মহাশয় হর্ষচিত্তে॥ বিষ নাহি চড়ে হস্তে ক্ষত নাহি হয়। সংসার গরল যাঁরে দেখিয়া পলায়॥ তাঁর পদধূলি মহৌষধি যদি পাই। তবে এই ভববিষ জ্বালাতে এড়াই॥

চরিত্র শ্রীঅগ্রদাস জীর।

শ্রীঅগ্রদাস সদা হরি সেবায় রত। তৈলধারা ন্যায় এক কাল নহে ব্যর্থ॥ সদাচার সাধুমার্গে যথা অনুকূল। পরিপূর্ণ তাহে যাহে ভক্তিমাত্র মূল॥ সিদ্ধ প্রেমরাগ সদা এক রসে রহে। নির্ম্মল রসনা সদা রাম রাম কহে॥ নয়নে বহয়ে ধারা বরষার নীর। নির্দোষ সুধারা শুদ্ধ ভক্তিমতে ধীর॥ মহারাজ মানসিংহ দর্শনে আইল। ভৃত্যগণ সঙ্গে বহু সমৃদ্ধ ছাইল॥ মহাশয় আশ্রমের কুটা পত্র আদি। ঝাড়ু দিয়া টুকরি ভরিয়া স্থান সুধি॥ দূরগর্ত্তে লইয়া ফেলায় নিজ মনে। নিরপেক্ষ সাধু নাহি চায় রাজা পানে॥ রাজা আগমনে কিছু সুখ না পাইল। দূর বৃক্ষতলে যাই বসিয়া রহিল॥ রাজার সাহস নহে নিকটে যাইতে। হেনই সময়ে নাভা আইল তথাতে॥ অষ্টাঙ্গে প্রণাম করি অশ্রুত নয়নে। যোড়করে দাণ্ডাইয়া রহে গুরুস্থানে॥ জ। কিছু দূরে এক যাই ভূমে পড়ি। অষ্টাঙ্গে প্রণাম স্তব করি

করযুড়ি॥ আঁখি ভঙ্গি করি দুই এক বাক্য দ্বারে। সম্মান করিয়া নৃপে গেলা নিজ ঘরে॥ নিরপেক্ষ স্বভাব সাধুর গুণ দেখ। রাজ অনুরোধে আশা মাত্রেতে নাহিক॥ তাঁহার চরণে কোটি কোটি পরনাম। হরির ভজন বিনা নাহি অন্য কাম॥

চরিত্র শ্রীশঙ্করাচার্য্য।

কলিযুগে ধর্ম্মপাল শঙ্কর আচার্য্য। অন্য অনীশ্বরবাদী বুদ্ধি যে কদর্য্য॥ তৎ শৃঙ্খলা কুতার্কিক যেমন পাষণ্ড। শ্রীকৃষ্ণ বৈমুখ জনায় গর্ব্ব কৈল খণ্ড॥ বিমুখ সুমুখ কৈল সৎমার্গ আনিয়া। সদাচার প্রকাশিলা শক্তি সঞ্চারিয়া॥ ঈশ্বরাংশ শ্রীশঙ্কর ভুবি অবতরী। হিত আর অহিত সৃজিলা স্বেচ্ছা করি॥ তাহার বিশেষ কিছু কহি শুন সবে। শ্রীরামানুজ মধ্বাচার্য্য মতে এই ভাবে॥ মধ্বাচার্য্য শিরোমণি শ্রীল সনাতন। শ্রীরূপ শ্রীজীব আদি যে কৈল ব্যাখ্যান॥ সকল আচার্য্য মত ঐক্য বাক্যমতে। সিদ্ধান্ত কহিলে সবে শাস্ত্র অভিমতে॥ শ্রীশঙ্কর শ্রীমদ্ভাগবত আজ্ঞামতে। বিরুদ্ধ আগম সৃষ্টি কৈল নানা মতে॥ শঙ্কর আচার্য্য নামে বিপ্র রূপ ধরি। বেদের মুখ্যার্থ আচ্ছাদিলা ভক্তি করি॥ শ্রুতির তাৎপর্য্য অর্থ ভগবান শ্যাম। প্রাপ্ত্যুপায় ভক্তিজ্ঞান পদার্থ উত্তম॥ জীব নিত্যদাস হয় তটস্থ শকতি। আপন স্বরূপ জ্ঞানে পাওয়ায় মুকতি॥ ইহা মুখ্য অর্থ ত্যেজি গৌণার্থ স্থাপিল। লক্ষণা করিয়া নিরাকার বাদ কৈল॥ শ্রীবিগ্রহ অনশ্বর নশ্বর কহিয়া কতগুলি জীব তারে পাকেতে পুঁতিয়া॥ কোটি সূর্য্যোদয় ভক্তি তাহা আচ্ছাদিয়া। শুদ্ধ জ্ঞান তমঃকূপে দিলা ফেলাইয়া॥ আর আর নানামতে লোক বিড়ম্বিলা। তাহার প্রমাণ পদ্মপুরাণে লিখিলা॥ আচার্য্য উত্তমগণে বিচার করিলা। প্রমাণ প্রয়োগ দিয়া স্বমত স্থাপিলা॥ ভক্তিমার্গে সর্ব্বলোক মুক্তি হয়ে যায়। ভগবানের সৃষ্টি লীলা লেখা নাহি হয়॥ একারণে হেনমতে লোক বিড়ম্বয়। ঈশ্বর লঙ্ঘিবে জীবের সাধ্য কি আছয়॥ কিন্তু হরিভক্তি কেহ ভুলাইতে নারে। মায়া বাদে কি করিবে স্বয়ং পরিহারে॥ বিগ্রহ অনিত্য জ্ঞানপথে যেই যায়। সেই মূঢ় অধম নরকগামী হয়॥ সভা মধ্যে

বৈসে যদি গলে হস্ত দিয়া। বাহির করিয়া দিব তিরস্কার করিয়া॥ স্নান আদি করি বিষ্ণু স্মরণ করিব। পুনঃ তার নাম মুখে নাহি উচ্চারিব॥ ইহার প্রমাণ ষট সন্দর্ভে আছিল। না করিলে ইহা সেই প্রভু বাহ হয়॥ নির্ভেদ ব্রহ্ম অনুসন্ধান জ্ঞানে যেই। হরি-ভক্তি মিশ্র বিনা সিদ্ধ নহে সেই॥ বৃথা পরিশ্রম হয় অর্থ না না মিলয়। শস্যের আশয়ে যেন অগড়া কুটয়॥

শ্রীমদ্ভাগবতে।

শ্রেয়ঃ স্মৃতিং ভক্তিমুদস্যতে বিভো, ক্লিশ্যন্তি হে কেবল বোধলব্ধয়ে তেষা-মসৌ ক্লেশ স এব শিষ্যতে, নান্যদ্‌যথা স্থূলতুষাবঘাতিনং॥

তাহার তাৎপর্য্য ফল নির্ব্বাণ মুকতি। অপরাধি জনে হয় বিনা শুদ্ধভক্তি॥ ভক্তিরস সুধাসুধা আস্বাদ না জানি। কাকে যেন নিম্বফল খায় সুখমানি॥ একেত ভকতি বিনা চতুর্বর্গফল। দৃক্‌-পাত না করে যেন প্রণালির জল॥ প্রত্যক্ষে দেখহ আর শ্রুতিগণ কহে। হরিভক্তি মুক্তি চতুষ্টয় নাহি চাহে॥ অতএব হেন রসে বঞ্চিত হইয়া। মুক্তি চাহে তার মাত্র বাঁচে পলাইয়া॥ ভক্তজন বিঘ্নের মস্তকে দিয়া পাদ। প্রেম যে পরম স্বাদু করয়ে আস্বাদ॥ সহস্র কহিলে ইহা মূঢ় নাহি বুঝে। উট যেন সাজি কাঁটা খাইবারে যুঝে॥ অতএব শ্রীশঙ্কর লোক বিড়ম্বিল। স্বয়ং হরি ভক্তিরসে মগন হইল॥ পরমবৈষ্ণব কৃষ্ণ প্রেমেতে মগনে। শুদ্ধ-ভক্তি প্রকাশিলা বৈষ্ণবের স্থানে॥ মত্ত হৈলা কৃষ্ণ লীলারস আস্বাদনে। কিন্তু নাহি জানে আদি রস প্রকরণে॥ বিরক্ত হইয়া স্ত্রীসঙ্গ না জুয়ায়। রস জানিবারে প্রবেশয় পরকায়॥ কোন স্থানে এক রাজা তার মৃত্যু হৈল। শুনি নিজ দেহ এক গৃহেতে স্থাপিল॥ শিষ্যগণে কহে মোর রক্ষা কর দেহ। রাজদেহে মুঞি প্রবেশ করহ॥ রাণীগণ সঙ্গে রস বিহার করিয়া। জানিব রসের রীত সত্য আস্বাদিয়া রস জানিবার হেতু তাৎপর্য্য অন্তরে। রাধাকৃষ্ণ রসতত্ত্ব জানিব অদরে॥ মোহমুদ্গার নামে বৈরাগ্য প্রধান। শ্লোক রচনা করি দিল শিষ্যস্থানে॥ যদি মুঞি রাজাসুখ হই দগ্ধাশয়। এই সব শ্লোক মোরে শুনাবে আমায়॥ এই মোহ

দেহ কেহ নষ্ট করিবারে। যদি চাহে তবে শীঘ্র তাহারে জ্বালায়॥ এত কহি মৃতরাজ শরীরেতে পৈশে। মরিয়া বাঁচিল রাজা সবে কহে হর্ষে॥ রাজা রূপে কত দিন রাণীগণ সনে। নানা রস বিলাসয়ে বিশেষ কারণে॥ বড়রাণী সুচতুরা বুঝিলা অন্তরে। এতকভু রাজা নহে স্বভাব বিচারে॥ ইহা অনুমানি রাণী গোপনীয় মতে। নিজ লোকে কহে রাণী প্রফুল্লিত চিত্তে॥ এই সহরেতে যথা থাকে মৃত দেহ। শীঘ্র যাই সেই শব জ্বালাইয়া দেহ॥ এতশুনি ভৃত্যগণ অন্বেষণ মতে। দেখে এক গৃহে শব আছে বস্ত্রাবৃতে॥ শিষ্যগণ রক্ষা করে দেখি ভৃত্যগণ। ঊর্দ্ধশ্বাসে ধায় যথা রাজার সদন॥ বৃত্তান্ত বিস্তার করি প্রকাশ করিয়া। উচ্চৈঃস্বরে কহে ক্ষিপ্র অন্তঃপুরে গিয়া॥ রাজরূপ আচার্য্য শুনিয়া বিবরণ। ব্যস্ত সমস্ত হয়ে ছাড়ে সেই তন॥ চক্ষের নিমিষে সাধু পূর্ব্ব নিজ দেহে। প্রবেশিয়া চলি গেলা শিষ্যগণ সহে॥ আর কিছু শুন শঙ্করাচার্য্যের চরিত। মানসিংহ রাজার করিল যথা হিত॥ অদ্বৈত যে মায়াবাদী সেবার আখ্যান। ভক্ত লাগি রাজে মোহ জন্মাবার কারণ॥ রাজার নিকটে বসি নিজ মত কহে। আপন মহিমা সিদ্ধ আদি প্রকাশয়ে॥ অদ্বৈত বাদ ভক্তি প্রতিকূল পথ। রাজারে লওয়ায় জানাইতে নিজ মত॥ হেনকালে আইলা শ্রীশঙ্করাচার্য্য। মহাশূর পণ্ডিত গম্ভীর সর্ব্ব আর্য্য॥ রাজা বহু মান্য করি উঠে বসাইলা। সেবরা দেখিয়ে চিত্তে কুণ্ঠিত হইলা॥ অট্টালিকা ছাত পরি বসি রাজা সহ। বিচারে সেবরা সহ হইল কলহ॥ সেবরা কুপোতে এক মায়া সৃষ্টি করি। রাজারে মারিতে চাহে অবিচার করি॥ দেখিতে দেখিতে মহাসমুদ্র উথলি। অতি বেগবান জল তরঙ্গ উছলি॥ ডুবাইয়া লোকালয় গ্রামাদি সত্বর। অট্টালিকা উপরে আইল ভয়ঙ্কর॥ সেই জলে এক তরী ভাসিয়া আইলা। সেবরা জীরে তবে কহিতা লাগিলা॥ ভয়ে কম্পান্বিত রাজা ধরিবারে ধায়। আচার্য্য সুবিজ্ঞ হাত ধরিয়া রাখায়॥ কৃত্রিম এ নৌকা দেখ মায়াময় জল। নাহি চড় মহারাজ না হও চঞ্চল॥ তার মধ্যে সেবরার গণেরে চড়াও। এখনি চড় মহারাজ

না হও চঞ্চল॥ তরি মধ্যে সেবক্সায় গণেশে চরাও। এখনি বুঝিবে তত্ত্ব নাহিক ডরাও॥ এত শুনি সেবকা গণেরে ধরি ধরি? নৌকায় চরায় ত্রাস ভাবে ক্রন্দ করি॥ নৌকাত যথার্থ নহে মায়া-মাত্র হয়। চড়াইতে উচ্চ হৈতে তলেতে পড়য়॥ উচ্চ অট্টালিকা হৈতে পড়ি পড়ি মরে। রাজা স্তব করি আচার্য্যের পদ ধরে॥ আচার্য্যের উপদেশে রাজা তত্ত্ব জানি। বৈষ্ণব করিল সর্ব্ব রাজ্যের পরাণী॥ আচার্য্য ভ্রমিয়া সর্ব্ব লোক উদ্ধারিলা। বিমুখ যতেক ছিল সমুখ হইলা॥ তাহার চরণে মোর এই নিবেদন। ভক্ত্যামৃত পরিবেশে মোর না এড়ান॥৭৪॥

চরিত্র শ্রীবামদেবজীর।

বামদেব নামে সাধু ছিপি কর্ম্মকারী। কাল গুজরান করে কৃষ্ণনাম ধরি॥ বাল্যেতে বিধবা এক কন্যা মুখ চাই। অন্তরে চিন্তিত কিছু মনে উপজায়ী॥ শ্রীবিগ্রহসেবা পরিচর্য্যা করি-বারে। নিয়োজিল ভক্তিতত্ত্ব শিখাইয়া তারে॥ সেবা পরিচর্য্যা আদি করিতে করিতে। কৃপালেশ হৈল হরি চাহে বর দিতে॥ অল্প বুদ্ধি মুগ্ধা কন্যা দেখিয়া অন্তরে। মনে সাধ হৈল একটী পুত্র হইবারে॥ প্রসন্ন হইয়া ভগবান বর দিলা। বিনা পুরুষের সঙ্গ গর্ভিণী হইলা॥ বিধবার গর্ভ দেখি লোকে কানাকানি। বামদেব লজ্জায় না মুখে সরে বাণী॥ বহু খেদান্বিত হয়ে ঠাকু-রের স্থানে। করযোড়ে কহে কর লজ্জা নিবারণে॥ নিদ্রাকালে ঠাকুর কহিল তারে তবে। তব কন্যা দুষ্টা নহে লজ্জা নাহি পাবে॥ মোর বরে তোমার কন্যার হৈল গর্ভ। মমাজ্ঞায় তব যশ না হইবে খর্ব্ব॥ কালেতে কন্যার গর্ভে পুত্র প্রসবিল। নাম দেব নাম শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণভক্ত হৈল॥ বাল্যাবস্থাকালে তার কৃষ্ণা-বেশ হৈল। প্রেমানন্দ রত্নমালা গলায় পরিল॥ অন্যান্য বালক অন্য বাল্য চেষ্টা করে। নামদেব কৃষ্ণসেবা ক্রীড়ার বিহরে॥ মাতামহ স্থানে পুনঃ পুনঃ কান্দি কহে। মুঞি কৃষ্ণ সেবিব নিযুক্ত কর মোহে॥ বামদেব কহে এবে শিশুমতি হও। বড় হৈলে করিও এখন যোগ্য নও॥ একদিন বামদেব কোন কার্য্যা

স্তরে। গ্রামান্তরে গেলা কহি দৌহিত্র শিশুরে॥ দুই তিন দিন মুঞি পশ্চাতে আসিবে। ঠাকুরের সেবা পূজা দুগ্ধ খাওয়াইবে॥ শিশু আনন্দিত মনে সদাচার হৈয়া। পূজা করে দুই সের দুগ্ধ আনাইয়া॥ নিজ হস্তে আউটাইতে আনন্দ আপনা। নিজ দেহ পাসরিলা হইয়া অন্তমা॥ মাতা কহে বাপু দুগ্ধ হইল উত্তরে। শিশু কহে এত শীঘ্র আউট কি করে॥ মিছরির গুঁড়া দিয়া পবিত্র পাত্রেতে। জুড়াইয়া আনিলা ঠাকুরে খাওয়াইতে॥ সম্মুখে রাখিয়া কহে দুগ্ধ খাও হরি। শ্রীহস্তে তুলিয়া পান কর কৃপা করি॥ নতুবা তুলিয়া মুঞি ধরি শ্রীবদনে॥ মৃদুহাস কর দুগ্ধ নাহি খাও কেনে॥ বুঝি মুঞি হেথায় থাকিতে না খাইবে। এতকহি বাহিরে উঠিয়া গিয়া ভাবে॥ আমার সম্মুখে নাহি খাইল মাধব। মোর সনে পরিচয় নাহি এই ভাব॥ এতক্ষণে খাইলা জানি ঠেলি খুলে দ্বারে। দেখি নাই খায় মনে হইলা ফাফরে॥ বুঝি কিছু বিঘ্ন আছে দুগ্ধের মধ্যেতে। এত চিন্তি অন্য দুগ্ধ আনে খাওয়াইতে॥ হট করি একান্ত খাইতে পুনঃ পুনঃ। কহয়ে না খাও কেনে করি প্রাণপণ॥ দাদার নিকট খাও মুঞি হইলাম দুখী। মরিব তোমার আগে গলেদিয়া ফাসি॥ নতুবা খাইব বিষ গলে ছুরি দিব। প্রাণিহত্যা পাপ আজি তোমারে লাগিব॥ এত বলি ছুরি এক লইয়া হৃদয়ে। মারিতেই হরি বাম হস্তেতে ধরয়ে॥ দক্ষিণ হস্তেতে দুগ্ধ পাত্র উঠাইয়া। বদনে দিলেন মন্দ মধুর হাসিয়া॥ নামদেব মহানন্দ সাগরে ভাসিল। অবশিষ্ট কিছু দাদা লাগিয়া রাখিল॥ এইমত দুই তিন দিন নামদেবে। করয়ে হরির সেবা মনের উৎসবে॥ দুই তিনদিন বাদে বামদেব আসি। পুছিল সেবার বার্ত্তা দৌহিত্রে সম্ভাষি॥ নামদেব বলে ঠাকুরেরে খাওয়াইয়া। প্রসাদ রাখিয়াছি ধর তোমার লাগিয়া॥ পাত্রেতে কিঞ্চিৎ দুগ্ধ দেখি বামদেব। তুমি দুগ্ধ খাইলে বলে করিলা আক্ষেপ॥ বালক কহয়ে দাদা তোমার শপথ। ঠাকুর খাইলা মোরে দেহ অপবাদ॥ চমকিত হইয়া সে কহয়ে বালকে। কিমতে ঠাকুর খাইলা দেখাহ আমাকে।

বিগ্রহ কি হস্তে তুলি লোকে দেখাইয়া। ভোজন করয়ে কোথা কভু না দেখিয়া॥ শিশু কহে হেন কেন কহ অনুচিত। আমার সাক্ষাতে দুগ্ধ খায় নিতি নিতি॥ প্রথমে কি ভাব মনে না খাইলা হরি। মরিব কহিনু মুঞি লইয়া কাটারি॥ তবে মোর হাতে ধরি হাসিতে হাসিতে। দুগ্ধপান কৈল মোর আনন্দিত চিত্তে॥ বামদেব কহে মোরে দেখাইতে পার। শিশু বলে দেখাইব সন্দেহ কি কর॥ পরদিন শিশু দুগ্ধ ঠাকুরের আগে। রাখিয়া খাইতে কহে বামদেব আগে॥ দাদা কহে তুমি খাইলি ঠাকুর না খায়। দেখিব সাক্ষাতে তবে সন্দ ঘুচে যায়॥ না খাইলে পুনঃ যদি মরিবারে চাহে। কান্দয়ে বালক দুনয়নে ধারা বহে॥ আস্তে ব্যস্তে ঠাকুর দুগ্ধের পাত্র লৈয়া। খাইতে লাগিল পুনঃ হাসিয়া ২॥ দরশনে বামদেব যে অপেক্ষা ছিল। নামদেব সঙ্গেতে তাহাও পূর্ণ হৈল॥ দেখি চমৎকার বালকের পদ ধরি। নতি স্তুতি কৈল বহু আপনি ধিক্কারি॥ আর কিছু কহি নামদেবের কথন। সুপবিত্র গাথাচয় ভুবন পাবন॥ ক্রমেতে বর্দ্ধিষ্ণু হয় যেন চন্দ্রকলা। অলৌকিক প্রকটন করে নানা লীলা॥ পরম্পর ম্লেচ্ছ রাজা পাতসা শুনিয়া। তলবকরিয়া নামদেবে গেলা লৈয়া॥ রাজা কহে মার জহুরা লোকে কহে। কেরামত আজি কিছু দেখাইবা মোহে॥ নামদেব কহে যদি থাকে কেরামত। তবে কেন ছিপিবৃত্তে করি দিনপাত॥ যত্নকৈল রাজা বহু বর্গ না মানিল। বন্দিখানায় তবে তারে কয়েদে রাখিল॥ দুই তিন দিনে পুনর্ব্বার রাজা কহে। তথাচ রাজার বাতে সাধু বর্গ নহে॥ কৃষ্ণভক্ত আপনার মহিমা প্রকাশয়। কদাচ না করে মাত্র দৈন্যময় ভয়॥ দৈবাৎ সেখানে এক মৃতক বাছুরে। দেখিয়া কহয়েরাজা পুনঃ সাধুবরে॥ গরুতোমার পূজ্য হয় শাস্ত্র অনুসারে। এই গাভীবৎসলাগি কান্দিয়া ফুকারে॥ তাপিত ইহার দুঃখ মোচন করহ। এ গাভীর মৃত বৎস বাঁচাইয়া দেহ। ইহা শুনি নামদেব তুড়ি দিয়া কহে। উঠ বৎস মাতা তব কান্দয়ে বিরহে॥ কথা মাত্র বাছুর উঠিয়া দুগ্ধ খায়। রাজা চমৎকার চিত্তে অনিমিষে

চায়॥ স্তুতি নতি করি গ্রাম ধন দিতে চাহে। কিছু কার্য্যে নহে মোর নামদেব কহে॥ রাজা কহে অপরাধ মার্জ্জনা করিবে প্রভু স্থানে হৈতে মোরে সন্তোষিয়া লবে॥ হেনকালে বহু মূল্য পালঙ্ক বিছানা। রাজা স্থানে লইয়া আইল কোনজনা॥ বহু মূল্য চমৎকার দেখিয়া রাজন। নামদেব ভেট করিবারে হৈল মন॥ অনেক যতনে তবে সম্মতি করিয়া। বহুলোক দিলেন বহিয়া যাইতে লইয়া॥ তেঁহ কহে কিবা কায বাহক মানুষে। মুঞি মাথে ধরিয়া লইয়া যাব বাসে॥ ইঙ্গিত করিয়া লোকে পাঠায় পশ্চাতে। দেখে কত দূরে এক বিস্তার নদীতে॥ টান মারি ফেলাইয়া চলে সাধুবরে। লোক আসি শীঘ্রগতি কহয়ে রাজারে। পুনঃ নামদেবে রাজা ডাকায়ে আনিল। কৌতুক বিনতি করি কহিতে লাগিল॥ হেন বহু মূল্য দ্রব্য নদীতে ডারিলে। তেঁহ কহে কিবা দ্রব্য কিবা তাহে ফলে॥ প্রয়োজন থাকে চল দিব উঠাইয়া। রাজা সঙ্গে লোক দিল কৌতুক করিয়া॥ সেই খাট শুদ্ধ শয্যা সেই আভরণ। জল হৈতে তুলি দিয়া করিল গমন॥ সবে চমকিত হৈল রাজা রাণী। আর কিছু শুন তার অপূর্ব্ব কাহিনী॥ গ্রামে এক বণিক তুলা দান কর্ম্ম করি। ব্রাহ্মণ দিল তারে সুপাত্রে বিচারি॥ সুপাত্র সুজন সাধু জানে নামদেবে। দান দিবা হেতু বোলাইলা তাঁরে তবে॥ বারে বারে আহ্বান করে নাহি যায়। বহু যত্নে গেলা সাধু ডাকিতে তাহায়॥ বণিক কহয়ে মোরে অনুগ্রহ করি। কিছু স্বর্ণ আদি লও কৃপাদৃষ্টে হেরি॥ সাধু পর দুঃখে দুঃখী ভাবয়ে অন্তরে। এক মোক্ষ কর্ম্ম করি শ্লাঘ্য মনে করে॥ হরিভক্তি হীন এই কর্ম্ম নাহি জানে। ইহাকে বুঝাতে হৈল করিয়া যতনে॥ তুলসীর একপত্রে কৃষ্ণনাম লিখি। বিনয়ে কহেন সাধু বণিকে নিরখি॥ এই তুলসীর সম যদি হেম দান। দেহ তবে লব কহ মোর বিদ্যমান॥ ইহা বিনা নাহি লব কহিলাম সত্য। বণিক কহয়ে তবে এ কথা অকথ্য॥ তুলসীর সম স্বর্ণ রতি দুই হবে। তাহা যে লইয়া তব কি কার্য্য হইবে॥ পুনঃ সাধু কহে ইথে যে কার্য্য

হউক। ইহা বিনা যে কহিবে তাহে মোর দুঃখ॥ এত শুনি মৃদু হাসি বণিক কহয়। ভাল তাহি দিব তব মনস্ত যে হয়॥ এতকহি তরাজুর এক দিকে পত্র। আরম্ভিগে স্বর্ণ দিল রতি দুই মাত্র॥ তাহে না হইল পুনঃ আর দুই রতি। দিল ক্রমে ক্রমে সেব পাঁচ মুচমতি॥ তবু না বুঝয়ে যত তুলে চড়াইল। ভাবয়ে বণিক মুক্তি প্রতিশ্রুতি হৈল॥ স্ত্রীগণের অঙ্গ ভূষা খুলি আনে তবে॥ তাহাতেও নহে তুলে পড়সীর স্থানে। অলঙ্কার মাগি আনে কর্জ্জের বিধানে॥ তাহে যদি না পুরিল তবে ক্ষান্ত হৈয়া। কহয়ে সবার স্থানে বিনতি করিয়া॥ পুরাইতে না পারিনু তুলসীর সম। ইহার কারণ কি না বুঝিনু মরম॥ নামদেব কহে শুন ইহার মরম। ত্রিজগতে নাহি ভাই কৃষ্ণনাম সম॥ বড় বড় কর্ম্ম করে বড় অভিমানে। কৃষ্ণ নাম সিন্ধু বিন্দুর না হয় সমানে॥ প্রজ্জ্বলিত মহা অগ্নির বিস্ফুলিঙ্গ অংশ। পৃথিবীর এক রেণু তাহার শতাংশ॥ তার কোটি কোটি অংশ তার তুল্য নহে। কৃষ্ণনাম আগে ধর্ম্ম বেদে যত কহে॥ কৃষ্ণভক্তি বিনা আর যত দেখ ধর্ম্ম। সকলি অনর্থ মাত্র শ্রুতিগণে মর্ম্ম॥ ভক্তিফল দিতে নারে সংসার না যায়। পুনঃ পুনঃ তাপত্রয় যাতনা ভুঞ্জয়॥ হরিভক্তি না জন্মায় সেই কর্ম্ম ব্যর্থ। ভক্তি মিশ্রা বিনা সেই ধর্ম্মে নাহি অর্থ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে।

ধর্ম্ম স্বানুষ্ঠিতং পুংসাং বিষ্বক্সেন কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলং॥

যে ধর্ম্মে সংসার পুনঃ পুনঃ উপজয়। সেই ধর্ম্ম অধর্ম্ম বলিয়া শ্রুতি গায়॥ বিষয় অনিত্য রস তাহাতে লভিয়া। কভু স্বর্গে কভু মর্ত্ত্যে বেড়ান ভ্রমিয়া॥ কৃষ্ণ প্রভু জীব নিত্যদাস তাহা ভুলি। নানা কর্ম্ম তপ করে অন্যে স্বামী বলি॥ গুণের অধীন জীব যার যে প্রকৃতি। তেমতি স্বভাবে ফিরে রজস্তম মতি॥ বহু ভাগ্যে যদি হয় সাধুর সঙ্গতি। বুঝয়ে যথার্থ তবে ঘুচয়ে দুর্ম্মতি॥ কৃষ্ণে রতি মতি হয় ডর যায় ক্ষয়। ধন্য ধন্য করে লোক দেন পতিচয়॥ সর্ব্ব গুণালয় হয় দেব পূজনীয়। সর্ব্ব লোক পাবন সর্ব্ব মনো-

রমণীয়॥ অতএব সর্ব্ব ধর্ম্ম দূরে তেয়াগিয়া। ভজ ভাই কৃষ্ণপদ একান্ত করিয়া॥ হরিনাম হার করি গলায় পরহ। আলবোল গণ্ডগোল সুদূরে ত্যজহ॥ কৃষ্ণনাম মহিমা যৎকিঞ্চিৎ দেখিল। পাঁচ মণ সোণা দিলা সমান নহিল॥ পাঁচ মণ কিবা কথা ব্রহ্মাণ্ড চড়াইলে। সমান না হয় নাম কোট্যাংশের তলে॥ এত শুনি বণিকের মন ফিরে গেলা। সাধুর চরণে পড়ি কাকুর্ব্বাদ কৈলা॥ বৈষ্ণব হইল তেঁহ ছাড়ি অন্য ধর্ম্ম। ক্ষণমাত্র সাধুসঙ্গে দেখ তার মর্ম্ম॥ আর শুন অপূর্ব্ব সুরমণীয় কথা। রঙ্গনাথ ঠাকুরের মন্দির ফিরে যথা॥ প্রদোষ আরতি দরশনে সাধু যায়। প্রতিদিন এক পদ কীর্ত্তন শুনয়॥ একদিন লোক ভিড় অধিক দেখিয়া। জড়াজড়ি কোমরে বান্ধিলা বস্ত্র দিয়া॥ দেখি ব্রাহ্মণগণ পূজরি সেবকে। কোমরেতে জুতা বান্ধা দেখিল প্রত্যক্ষে॥ ক্রোধ করি নামদেবে গলাধাক্কা দিয়া। নামাইয়া দিল বহু দুর্ব্বাক্য কহিয়া॥ ক্রোধ না করিল সাধু কিছু না কহিল। নামিয়া ঠাকুর আগে কহিতে লাগিল॥ মারিলে আমারে সে যে করিলে সে ভাল। গান কিছু শুনি মোর চিত্ত কর আল॥ ইহা কহি মন্দিরের পশ্চাৎ যাইয়া। হাটুগাড়ি পদধরি গায়েন বসিয়া॥ ঠাকুর মন্দিরসহ ফিরিলা সে দিগে। সাধু বসি গুণগান করে বামভাগে॥ আইলা যতেক লোক পূজার সহিতে। আশ্চর্য্য হেরিয়া সবে দেখে চমকিতে॥ ভক্ত অনুরোধে ফিরে জানিয়া পূজারি। পড়িল কাতরে নামদেবের পদ ধরি॥ অপরাধ কৈনু বহু ধাক্কাধুক্কি দিনু। তোমার প্রভাব হেন আগে না জানিনু॥ বহু স্তুতি নতি করি সেবন করিল। ঠাকুরের স্থানে তবে পরীক্ষা হইল॥ অতএব ভক্তবৎসল দেব হরি। অদ্যাবধি সে মন্দিরে দ্বার আছে ফিরি॥ আর এক চমৎকার কিঞ্চিৎ আভাস। কহি যে শুনহ সবে করিয়া বিশ্বাস॥ একাদশী ব্রত নিষ্ঠা সাধু নিরন্তর। না খায় না খাওয়ায় না করে খাইবার॥ এক একাদশী দিনে ছলিয়া শ্রীহরি। সাধু গৃহে আইলা বৃদ্ধ বিপ্ররূপ ধরি॥ বড় ক্ষুধা বলি বিপ্র খাইবারে চাহে। অদ্য একাদশী হয় নামদেব কহে॥ বিপ্র বলে তোর

কি তা মুঞি অন্ন খাব। নামদেব কহে মুঞি দিতেতো নারিব॥ আজি মোর গৃহে রহ কালি খাওয়াইব। চব্য চুষ্য লেহ্য পেয় যতেক যাজিব॥ তথাচ ব্রাহ্মণ চাহে তুজনে ঝকড়ে। মরিল ব্রাহ্মণ পাদ পসারিয়া পড়ে॥ আশপাস লোক নামদেবে আসি বলে। কি কাজ করিলে ওহে ব্রাহ্মণ বধিলে॥ উপবাসী হেন বিপ্রে খাইতে না দিলে। ব্রহ্মহত্যা মহাপাপে নাহি ডরাইলে॥ তেঁহ কহে মহাপাপ হয় কি করিব। শ্রীহরি বাসর মুঞি কেমনে লঙ্ঘিব॥ মরিল ব্রাহ্মণ বরং আমিহ মরিব। একাদশী লঙ্ঘনা-পরাধে না বাঁচিব॥ এত বলি কাষ্ঠ আনি চিতা সাজাইয়া। শব সহ উঠিলা যে মরিতে পুড়িয়া॥ অগ্নিতে যাইয়া শব হাসিয়া উঠয়। মড়া বাঁচে দেখি লোক চমৎকার হয়॥ গোপনে কহয়ে নামদেব ভক্তস্থানে। ছলিতে আইনু মুঞি না হই ব্রাহ্মণে॥ একাদশী ব্রত নিষ্ঠা তোমা পরীক্ষিতে। তবে প্রভু হও মুঞি আইনু ছলিতে॥ ইহা শুনি চমকিয়া সাধু পদে ধরে। উপবাসী কালি আছ চল মোর ঘরে॥ ঘরে আনি নানা মত ভোজন করাইয়া। নাচয়ে আনন্দে সাধু পুলকিত হইয়া॥ অতঃপর আর শুন অপূর্ব্ব বারতা। হরি নিজ হস্তে ঘর ছাইলেন যথা॥ গৃহ দাহ হইল তার দৈবের ঘটনে। গৃহ দ্রব্য মনুষ্যে বাহির করে আনে॥ সাধু তাহা পুনঃ অগ্নি মধ্যে নিয়ে ডারে। অগ্নি নিভাইতে সব লোকে মানা করে॥ প্রভুর ইচ্ছায় অগ্নি ঘর পোড়াইছে। কৌতুকে দেখিয়া তার আনন্দ বাড়িছে॥ না নিভায়ও অগ্নি প্রভুর সুখ ভঙ্গ হবে। পুনরপি তেঁহ ঘর বানাইয়া দিবে॥ এতেক চরিত্র হরি ভক্তের দেখিয়া। নিভাইলা ছলে অগ্নি আপনি আসিয়া॥ সাধু কহে পোড়াইয়া স্বয়ং নিভাইলে। এ কৌতুক কিবা গুণ কি সুখ পাইলে॥ যে করিলে ভাল হৈল এখন আমার। উপায় করিয়া দেহ মাথা রাখিবার॥ প্রভু কহে পুনঃ বানাইয়া দেহ ঘর। তেঁহ কহে না করিলে কে বানাবে আর॥ এত কহি নিজ হস্তে ঘর বান্ধে হরি। যোগাইয়া দেয় সাধু কাষ্ঠ খড়দড়ি॥ ছাপ্পর ছাইল হরি অতি মনোরম। খড় তুলি দেয় সাধু

হেরয়ে বদন ॥ ঐশ্বর্য্য ভকত সাধু ইষ্ট নিষ্ঠ হয় । হরি সর্ব্ব কর্ত্তা কারণ নিষ্ঠময় ॥ লোক কহে নামদেব কে ঘর ছাইল । কি সুন্দর ছান হেন কভু না দেখিল ॥ হেন কারিকর কেবা মোরা তারে আনি । ছায়াইব চল তার ঘর কোথা শুনি ॥ সাধু কহে তাঁর ঘর যত্তপি জানিবে । দেখিবে তাঁহাকে যদি চাল ছাওয়াইবে ॥ সাধু সঙ্গ কর কর স্মরণ মনন । তার জনে ভক্তি কর শ্রবণ কীর্ত্তন ॥ বিশেষ কহিয়া লোক হরিভক্ত হয়ে । হেন সাধু সঙ্গ কিবা অলভ্য আছয়ে ॥ অতএব নামদেব সাধুর প্রসঙ্গ । ভক্তি সঙ্গে হরির যেমতে রসরঙ্গ ॥ কিঞ্চিৎ আভাস মাত্র কহিল মহিমা । ব্রহ্মা আদি দেব যাঁর নাহি পায় সীমা ॥ সেই প্রভু সেই প্রিয় ভক্তের সহিতে । সেবাযোগ্য হৈতে চাহ কৃষ্ণদাস চিতে ॥

ইতি শ্রীভক্তমালে শ্রীগুরুভক্ত আদি ভক্তগণ বর্ণনং
একাদশ মালা ।

দ্বাদশ মালা ।

জয় শ্রীচৈতন্য হরি জয় নিত্যানন্দ । জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর-ভক্ত বৃন্দ ॥ জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ । শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ ॥ এবে কহি শ্রীজয়দেবের চরিত্র । শ্রবণে সুখদ আর পরম পবিত্র ॥ কেন্দুবিল্ব নামে গ্রাম সাগর হইতে । শ্রীমান জয়-দেব দ্বিজ হইল বিদিতে ॥ শ্রীল পুরুষোত্তমধাম মধ্যে গিয়া । বন্ধুত্ব করিল অঙ্গ পূর্ণচন্দ্র পাইয়া ॥ উভয়ে প্রণয়রসে ভেট দুহে করে । পুরুষোত্তমচন্দ্র দিলা শ্রীরত্ন সাদরে ॥ জয়দেবচন্দ্র নিজ বন্ধুর রচিত । বর্ণিয়া করিল ভেট করিল মোহিত ॥ দুই চন্দ্র উদয় করিলা ত্রিভুবনে । দুরিত তিমির নাশি কৈল আলোকনে ॥ তাহার জোৎস্নার কিছু মহিমা শুনহ । যথাশক্তি কিছু কহি পবিত্রিতে দেহ ॥ জয়দেব মহাশয় মহানুমানস । শ্রীপুরুষোত্তম

ক্ষেত্রে বৃক্ষতলে বাস ॥ অগাধ পণ্ডিতের অতুল্য ভক্তমান। শ্রীমান জগন্নাথ প্রভুর কৃপার ভাজন ॥ কান্থা করোয়া মাত্র অন্ন জল হীন। বিরক্ত উদার জিতেন্দ্রিয় দম্ভ হীন ॥ পূর্ব্বে এক ব্রাহ্মণ যে অপত্য-বিহীন। সেবিলা শ্রীজগন্নাথে হইয়া সুদিন ॥ প্রার্থনা করিল দ্বিজ সন্তান কারণ। প্রতিজ্ঞা করিলা হেতু প্রভুর তোষণ ॥ কন্যা কিবা পুত্র যাহা প্রথমে জন্মিবে। দাসী কিম্বা দাস মাত্র চরণ সেবিবে ॥ কতক দিবসে এক পুত্র কন্যা জনমিল। কর্ম্মযোগ্য কাল যবে বয়স হইল ॥ জগন্নাথে আগে দাসী করিয়া সঁপিল। প্রভু অঙ্গীকার করি বিপ্রে আজ্ঞা দিল ॥ হইল তোমার কন্যা হৈল মোর দাসী। কিন্তু এক দাস মোর বিরক্ত উদাসী ॥ জয়দেব নাম হয় অমুক স্থানেতে। তাহারে লইয়া কন্যা সঁপহ ত্বরিতে ॥ তেঁহ মোর দাস তব কন্যা হবে দাসী। অতএব তাহে মুঞি পাইব সুখরাশি ॥ এতেক আদেশ বিপ্র পাইয়া তৎক্ষণে। যথা জয়দেব সাধু গেল সেই স্থানে ॥ যাইয়া কহয়ে বিপ্র জগন্নাথ আজ্ঞা। কন্যা প্রতি সহ কর না কর অবজ্ঞা ॥ সাধু শুনি চমৎকার হইয়া কহয়। হেন আজ্ঞা কার প্রভু কি বিচার হয় ॥ তাঁহাকে অনেক সাজে মোর অসম্ভব। হেন আজ্ঞা পালিবারে না পারিব কব ॥ কৃপা নহে এত মোরে অকৃপার হেতু। বিড়ম্বন মানি এই নিগ্রহের সেতু ॥ কন্যা লইয়া যাহ তুমি মোর কায নাই। বরঞ্চ তাহার দেশ ছাড়িয়া পলাই ॥ বিপ্র কহে আজ্ঞা তাঁর অবশ্য পালিবে। সাধু কহে না পারিব পুনঃ না কহিবে ॥ পরস্পর দুজনে বাক্যের হট হৈল। ব্রাহ্মণ বিরক্ত হৈয়া উঠিয়া চলিল ॥ কন্যারে কহিল তুমি বসিয়া থাকহ। এই যে তোমার স্বামী নিশ্চয় জানিহ ॥ পদ্মাবতী নামে কন্যা পদ্মিনী সমান। বসিয়া রহিল সে সবার সন্নিধান ॥ সাধু কহে যাহ তুমি হেথা কাজ নাই। কান্দিয়া কহয়ে কন্যা করুণা জানাই ॥ পিতা সমর্পিল আর জগন্নাথ আজ্ঞা। তুমি যে আমার স্বামী এ মোর প্রতিজ্ঞা ॥ তুমি যদি কর ত্যাগ আমি না ছাড়িব। কায়মনো বাক্যে তব চরণ সেবিব ॥ এত শুনি জয়দেব বিচার করয়। জগন্নাথ আজ্ঞা কভু লঙ্ঘন না হয় ॥ যে

হউক সে হউক অঙ্গী করিতে হইল। বুঝিলাম মায়াফাঁস গলায় লাগিল॥ জগন্নাথ জগতের কর্ত্তা কভু হয়। তেঁহ যে কহিবে তাহে কি আছে উপায়॥ ইহা ভাবি তারে অঙ্গীকার করি কহে। তবে এক ঝোপড়া বান্ধিয়া রহে তাহে॥ ঝোপড়া বান্ধিয়া এক সেবা প্রকাশিলা। শ্রীরাধামাধব নাম ঠাকুর হইলা॥ তাঁর পরিচর্য্যায় পদ্মারে নিয়োজিলা। রাধামাধবের দাসী করিয়া সঁপিলা॥ পদ্মার মহিমা কেবা কহিবে অবধি। যথা দেব তথা দেবী নিরমিল বিধি॥ জগন্নাথ বিচার করিয়া সমর্পিলা। স্বামীর সমান প্রেম সমান সুশীলা॥ শ্রীরাধামাধব রূপ দেখিয়া নয়নে। অন্তরে স্ফুরিল কিছু করিতে বর্ণনে॥ শ্রীগীতগোবিন্দ স্বর্গ দ্বাদশ বর্ণিল। অপূর্ব্ব ও চমৎকার ভুবন ভরিল॥ অদ্যাবধি জগন্নাথ ত্রিসন্ধ্যা যে গীতি। না শুনিলে নাহি হয় নিদ্রাহার স্থিতি॥ কি কব মহিমা তার শ্রীহস্তে আপনে। লিখিলা পুস্তক হরি নাদ প্রকরণে॥ তাহার বৃত্তান্ত শুন অপূর্ব্ব কথন। পুস্তকে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র লিখিলা যেমন॥ খণ্ডিতা মধুর রস বর্ণন করিতে। কৃষ্ণচন্দ্র শ্রীরাধার পড়ে চরণেতে॥ প্রসিদ্ধ আছয়ে ইহা ত্রিজগতে গায়। কবিবর মনে কিছু হইল সংশয়॥ সুকুমার কৃষ্ণচন্দ্রের অনেক লাঞ্ছনা। কেমনে বর্ণিব বলি হৈল দুঃখমনা॥ পুস্তক রাখিয়া সাধু স্নান করিবারে। গমন করিলা তবে সাগর ভিতরে॥ হেথা কৃষ্ণচন্দ্র জয়দেব রূপ ধরি। লিখিতেই পদ্মা তবে পুছি বেরি বেরি॥ এই মাত্র স্নানে গেলা ফিরি কেন আইলা। তেঁহ কহে বার্ত্তা এক মনে পড়ি গেলা॥ শীঘ্র লিখিয়া রাখি পুনঃ স্নানে যাই। এত বলি গ্রন্থে লিখে রসের বাধাই॥ দেহি মে পদপল্লব মুদারং ইতি। লিখিয়া চলিলা শ্রীহরি দ্রুতগতি॥ পদ্মার সন্দেহ মনে কহিবারে নারে। হেনকালে জয়দেব আইলেন ঘরে॥ চমকিত হইয়া কহেন পদ্মাবতী। এই তুমি গ্রন্থ লিখি গেলে শীঘ্রগতি॥ পুনঃ দেখি স্নান করি আইলা এক্ষণে। ইহার কি সন্দেহ মোর মনে॥ ক্ষণমাত্র দেখি পুনঃ সমুদ্র গমনে। স্নান করি ক্ষণমাত্রে কৈলা আগমনে॥ লিখিলা যেই সেই কেবা হও তুমি। ভ্রমিছে

আমার মন মোর স্বামী ॥ বুদ্ধিমান জয়দেব বুঝিলা অন্তরে। ইথে কিছু গূঢ় মর্ম্ম আছয়ে ভিতরে ॥ অতি শীঘ্র গ্রন্থ খুলি দেখে মহামতি। অপ্রকৃত সদক্ষরা ঝলকিছে জ্যোতিঃ ॥ হৃদয়ে রাখিয়া গ্রন্থ পুনঃ পুনঃ বলে। দেহি পদ দেহি পদ কণ্ঠে না উগলে ॥ নয়নে গলয়ে ধারা পুলকে কম্পনে। প্রেমাবেসে ধরে গিয়া পদ্মার চরণে ॥ তুমি ধন্য ধন্য তব সফল জীবন। মোর ভাগ্যে না হইল হেন দরশন ॥ সেই সত্যস্বামী তব নয়ন গোচর। হইল সফল তব জন্ম তরুবর ॥ সেই গীতগোবিন্দ ব্যাপিল ত্রিভুবনে। ক্ষেত্রবাসী রাজার উপজে কিছু মনে ॥ শ্রীগীতগোবিন্দ নামে বর্ণিয়া আপনে। কহিল অমত্যগণে প্রভাব কারণে ॥ সভাসদ পণ্ডিত্যাদি মুচকিয়া কয়। জয়দেব কৃত গ্রন্থ প্রভু প্রিয় হয় ॥ সুমিষ্ট বর্ণন ভাল না হয় কুত্রাপি। অতএব ভাল লোকে না চলিবে ব্যাপি ॥ ইহা শুনি রাজা মন্দিরে প্রভু স্থানে। দুই গ্রন্থ ধরি দিলা পরীক্ষা কারণে ॥ কবিরাজ কৃত গ্রন্থ হৃদয়ে লইল। নৃপকৃত গ্রন্থ প্রভুর চরণে ফেলিল ॥ তাহাতে রাজার অভিমান চিত্ত হৈয়া। ডুবিয়া মরিতে গেলা সমুদ্রে চলিয়া ॥ রাজা নিজ ভক্ত পুনঃ দয়া উপজিল। না মর তোমার গ্রন্থ অঙ্গীকার কৈল ॥ জয়দেব কৃত গ্রন্থ দ্বাদশ যে স্বর্গে। তব কৃত বড় শ্লোক থাকিবেক অগ্রে ॥ জগন্নাথ কৃপামৃত পাইয়া রাজন। আনন্দ উল্লাসে রাজা হইল মগন ॥ শ্রীমান কবিরাজ সাধুর মহিমা। আর কিছু শুনসব সৌভাগ্যের সীমা ॥ সাধু নিজ কুটিরের ছাপর ছাইতে। রৌদ্রে ভ্রান্ত দেখি হরি দুঃখ পায় চিত্তে ॥ ত্বরায় হইব বলি পদ্মাবতী ভণে। গিয়া ফুড়ি দেন গৃহে থাকিয়া আপনে ॥ কার্য্যান্তর হেতু পদ্মাবতী আইসে দূরে। দেখিয়া সাধুর কিছু সংশয় অন্তরে ॥ ছাপ্পর হইতে তবে জিজ্ঞাসেন তারে। এই গিয়া ফুড়ি দিলা পুনঃ দেখি দূরে ॥ পদ্মা কহে আমি গিয়া ফুড়ি নাহি দেই। সাধু নাম্বি দেখে গৃহে কেহ কোথা নাহি ॥ রাধামাধবের হস্তে দেখে কুলি মালা। বুঝিয়া সে সাধু মনে অতি দুঃখী হৈলা ॥ হেন সুকুমার অঙ্গ ননীর পুতলী। এত শ্রম কেনে কৈল হাহা

যাই বলি॥ আর একদিন জয়দেব রূপ ধরি। পদ্মা হস্ত পাক অন্ন খাইলা ছল করি॥ অত্রএব কত রঙ্গ কতেক কহিব। কবিরাজ সৌভাগ্যের তুলনা কি দিব॥ ঠাকুর সেবার হেতু আনিবারে অর্থে। দেশান্তর হইতে আসিতে যবে পথে॥ দস্যুতে ঘেরিয়া অর্থ সর্ব্বস্ব লইল। মারিবার উদ্যোগে সাধু দস্যুরে কহিল॥ অর্থত লইলে ভাই কি কার্য্য মারিয়া। দস্যু কহে ধরাইয়া দিবে গ্রামে গিয়া॥ কেহ বলে নাহি মার হস্ত পদ কাটি। কূপেতে ফেলিয়া দেহ কিবা হাটাহাটি॥ অতএব হস্ত পদকাটি কূপে ডারি। চলি গেলা দস্যুগণ নিজ ঘরাঘরি॥ সাধুর বেদনা ক্ষোভ কিছু মাত্র নাই। কৃষ্ণকৃষ্ণ বলে মুখে কূপে অবগাই দুই তিন দিনে এক রাজামৃগয়াতে। যাইতে দেখয়ে এক নর রহে তাতে॥ সূর্য্যের কিরণ সম অঙ্গের কিরণে। যতনে তুলিয়া নমস্কারে কায়মনে॥ হস্ত পদ বিবরণ পুছে সে রাজন। তেঁহ কহে কৃষ্ণ ইচ্ছা ইহার কারণ॥ রাজা ভক্তি ভাবেতে শিবিকা চড়াইয়া। নিজ গৃহে গেলা শীঘ্র সাধুকে লইয়া॥ সুন্দর স্থানেতে রাখি জিজ্ঞাসয়ে তাকে। কিছু অভিলাষ হয় আজ্ঞা কর মোকে॥ তেহকহে অভিলাষ বৈষ্ণব সেবনে। উদ্যোগ করহ এই মাত্র মোর মনে॥ আরম্ভিল বৈষ্ণব সেবন সুপিরীতে। চর্ব্ব চুষ্য আদি যে সামগ্রী বিধি মতে॥ শত শত বৈষ্ণব ভুঞ্জয়ে দিনে দিনে আনন্দ বাড়িল বৈষ্ণবের দরশনে। দুষ্টভাবে সেই দস্যুগণ ভেক ধরি। আইলা রাজার গৃহে কপট আচরি। কবিরাজ দেখে সেই দস্যু ছদ্মরূপে। আইলা দুষ্টতা করি প্রতারিতে ভূপে॥ আগমন মাত্র বহু সমাদর কৈলা। শুশ্রূষা কারণ সাধু রাজারে কহিলা॥ এই যে বৈষ্ণবগণে সেবন করিবে। অন্য হৈতে অধিক পরিচর্য্যা প্রতিভাবে॥ রাজা সতত পরতত সেবয়ে নানামতে। তাহারা কম্পিত ভয়ে স্থির নহে চিতে॥ যার হস্ত পদ কাটি কূপে দিনু ডারি সেই দেখি এবে রাজ্য গৃহে অধিকারী॥ বুঝিছল করিয়া রাখিল মো সভারে। হয় শালে দেয় কিম্বা গরদান মারে॥ খাইয়া শুইয়া কিছু সুখ নাহি মনে। প্রতিদিন কহে মোরা যাই

অন্ত স্থানে॥ রাজা কহে বাবাজির অনুমতি বিনে। যাইবারে তোমাসবা কহিব কেমনে॥ পলাইয়া যাইবার যুকতি করয়। ভয়ে বাবজীর স্থানে কেহ নাহি যায়॥ যাইবার আগ্রহ বুঝিয়া রাজা মনে। অনুমতি লাগি কহে বাবাজীর স্থানে॥ বাবাজী কহিলা ঐ বৈষ্ণবগণেরে। বহু অর্থ দেহ লোক দেহ বহিবারে॥ আজ্ঞাক্রমে রাজা বহু অর্থ সঙ্গে লোক। বিদায় করিলা দিয়া প্রণয়পূর্ব্বক॥ ধন লোভে হর্ষমতি কতদূরে গিয়া। লোক জনে কহে যাও তোমরা ফিরিয়া॥ তাহারা কহয়ে নৃপতির আজ্ঞা নাই সে যাহক পুছি তোমা সবাকার ঠাঞি॥ অনেক বৈষ্ণব আইসে বাবাজীর স্থান। তোমাদিগের এতেক করিলা কেন মান॥ কহে তবে দুষ্টেরা সবার অনুসারে। বৈষ্ণব অপরাধ ফলে সেই ত্রিপা- ন্তারে॥ বহুমান কৈল তার কারণ শুনহ। যে হেতুক বাবাজীর অঙ্গহীন দেহ॥ এক রাজ গৃহে মোরা চাকর আছিল। আমিহ প্রধান তথা জমাদার ছিল॥ কোন অপরাধে রাজা মারিতে কহিল। গোপনেতে হস্ত পদ কাটি ছাড়ি দিল॥ হেথা আসি ছল করি মহান্ত হইল। পাছে মোরা ভুরভাঙ্গি ভয়েতে কাঁপিল॥ সেই হেতু পূর্ব্ব প্রাণ রক্ষা কৈনু মোরা। সেকারণে ধন দিলা খোসামদ করা॥ শুনি রাজভৃত্যগণ প্রসন্ন নহিলা। ইতরের ন্যায় বাক্যে ক্ষোভিত হইলা॥ হেনকালে পৃথিবী কাটিয়া দস্যুগণে। মৃত্তিকা ভিতরে নিয়া ডারে ক্রোধমনে॥ রাজভৃত্যগণ দেখি অবাক হইল। সাধুদ্বেষী এই দুষ্ট মনে বিচারিল॥ নহে আচ- রিতে হেন দণ্ড হবে কেনে। প্রকৃতি ইহার ফল বুঝিলাম মনে। অর্থসহ বিশেষ রাজার স্থানে গিয়া। কহিলা সে লোকগণ আশ্চর্য্য মানিয়া॥ রাজা বাবাজীর স্থানে পুছয়ে যতনে। তেহ আদ্যো- পান্ত সব কহে বিবরণে॥ দস্যুগণ মোর হস্ত পদ ঐ কাটে। সাধু- বেশ ধরিয়া আইল সটে পটে॥ রাজা পুনঃ কহে সমাদর কৈলে কেনে। অর্থ বা অনেক দিলা কিসের কারণে॥ সাধু কহে সবার অন্তরে সুখ দান। অর্থে বা সম্মান এই কর্ত্তব্য বিধান॥ বিশেষ দুষ্টেরপ্রতি সদৈন্য কর্ত্তব্য। সঞ্চিতার্থ হইলে পর হিংসা না

করিব ॥ কহিতে কহিতে হস্ত পদ পূর্ব্বমত। হেন সাধু অসাধুর এই দুই পথ ॥ সাধুর ঘরণী নাম পদ্মাবতী সতী। রাজা শুনি আনাইলা আপন বসতি ॥ নৃপতির ঘরণী তার ভাই মরিয়াছে। ঘরণী তাহার সহ গমন করিয়াছে ॥ শুনিয়া কান্দয়ে রাণী পদ্মা কহে তবে। সহমৃতা হই অতি দুর প্রেমভাবে ॥ প্রিয়াধীন প্রাণপ্রিয়া হীন ক্ষীণ মাত্র। বাঞ্ছিবার নহে যদি কোন প্রেমপাত্র ॥ সে কথা রাণীর মনে জাগিয়া রহিলা। পরক্ষীতে তার কিছু উপায় সৃজিলা জয়দেব ঠাকুর আর রাজা দুইজনে। বাগীচাতে থাকে কৃষ্ণকথা আলাপনে ॥ রাজা গৃহে আইলে রাণী চরণে পড়িয়া। পদ্মার প্রেমোক্ত কথা বিশেষ জনাইয়া ॥ কহে গোসাঞির মিছা মৃত্যু সমাচার। পাঠাইয়া দেহ গিয়া তাঁহার গোচর ॥ রাজা কহে অনুচিত অপরাধ হবে। স্ত্রীর স্বভাব পুনঃ পুনঃ কহি তবে ॥ রাজা বলে যাহা জান কর যেবা হয়। আমি নাহি জানি তব মনে যাহা লয় ॥ মিথ্যা কহি গোসাঞির মৃত্যু সমাচার ॥ রাজা বহু রাণীরে করিল তিরস্কার ॥ গোসাঞির চরণে পড়িয়া রাজা কহে। গোসাঞি কহেন রাজা চিন্তা কিবা তাহে ॥ মৃত্যুসঞ্জীবনী মন্ত্র কৃষ্ণ নামাক্ষর। কর্ণে শুনাইলে হবেপরাণ সঞ্চার ॥ এত কহি সাধু যাই তাহার নিকটে। কৃষ্ণনাম বলিতেই চমকিয়া উঠে ॥ প্রাকৃতিক স্ত্রী যেমন সামান্য পুরুষে। স্বামী বুদ্ধি করি হয় অশক্তক রসে ॥ পাছে বুঝ পদ্মাবতীর তেমনি আশয়। স্বামী সম্বন্ধলাভে কৃষ্ণপ্রেম হয় ॥ কৃষ্ণের সম্বন্ধে স্বামী বন্ধু কৃষ্ণভক্ত। অতএব স্বামী প্রেম ব্যক্তি অপ্রাকৃত ॥ কিছুদিন বাদে সাধু রাজারে কহিয়া। পুনঃ শ্রীপুরুষোত্তম গেলা হৃষ্ট হৈয়া ॥ তাঁরমুখ পদ্ম-মধু শ্রীগীতগোবিন্দ। ত্রিজগতে ব্যক্ত হৈল যেই রসানন্দ। মধুর সংগীত শুনি দেব নারীগণ। পুলকে ফুৎকার করে পালটি নয়ন। সার কি পাষণ্ডী কিবা বিষয়ী পামর। শুনিয়া না দ্রবে হেন নাহি চরাচর ॥ মালির দুহিতা এক বেগুণের ক্ষেতে। বাগুণ তুলয়ে আর গায় আনন্দেতে ॥ জগন্নাথ নিজ লীলা বিশেষ আখ্যান। শুনিয়া মগন চেষ্টা প্রেয়সীর গান ॥ মালিনীর পশ্চাৎ শুনিতে

ধাবমান। কোমল শ্রীপাদপদ্মে ফুটিয়াছে শিলা কণ॥ কণ্টকে ছিণ্ডীল শ্রীঅঙ্গের দেখি বস্ত্র। উড়নীতে বিন্ধে রহে কণ্টকির পত্র॥ মন্দিরে আইল যবে ছিন্ন ভিন্ন বেশ। দ্বার খুলি পাণ্ডা-গণ দেখিয়া বিশেষ॥ বস্ত্র মালা অলঙ্কার অঙ্গে ছিণ্ডি-য়াছে। বেগুণের কাটা বস্ত্রে বিন্ধি রহিয়াছে॥ রাজা আসি চমৎকার করয়ে স্তবনে। কোথা গিয়াছিলে প্রভু অলভ্য কি ধনে॥ ত্রৈলোক্য তোমার ক্রীড়া ভাণ্ডে কিবা নাই। কি কারণে কোথা যাও তাহা বলি যাই॥ আহা মরি শ্রীচরণে কত না বেদনা। পাইলে কোথায় কেবা কৈল কদর্থনা॥ এ তোমার ভৃত্য প্রভু সম্মুখে থাকিতে। আজ্ঞা না করিলা কেন কি কাযে যাইতে॥ আজ্ঞাকর আকাশের চন্দ্র সূর্য্য আনি। ব্রহ্মা আদি দেবতা বাসুকী বেদবাণী॥ ধরিয়া আনিয়া ক্ষণে দেই শ্রীচরণে। ব্রহ্মাণ্ড চুর্ণিত করি মমস্তকের সবে। শ্রীচরণ কমলে বাজাই যে বসনে। ফুক দিয়া ক্ষণমাত্র উড়াই গগনে॥ কারণার্ণব স্বর্গ বারিতে ভরিয়া। সুকোমল শ্রীচরণ দেই ধোয়াইয়া॥ আহা একি কেনে কোথা কিসের লাগিয়া॥ গিয়াছিলে কি অভাবে চরণে হাঁটিয়া॥ কাতর অন্তরে রাজা নয়নের জলে। ভাসিয়া কহিলা যবে হইয়া বিকলে॥ প্রত্যাদেশ করিলা দয়াল জগন্নাথ। বিশেষ কহিলা তবে নৃপতির সাত॥ মালীর দুহিতা নিজ বেগুণের ক্ষেতে। পড়ে গীতগোবিন্দ গো গেলাম শুনিতে॥ যাইতে যাইতে বেগুণের কাঁটা লাগে। তুষ্ট হয়ে বড় তাকে আন মোর আগে॥ শ্রীগীতগোবিন্দ পাঠ যেই খানে করে। অবশ্য সে স্থানে আমি যাই শুনিবারে॥ চমৎকার ভাবে রাজা মালিনীর আগে। শিবিকা পাঠাইয়া আনি বহু অনুরাগে॥ জগন্নাথ সম্মুখে সে পরম আনন্দে। গাইল গোবিন্দ গীত অমৃত প্রবন্ধে॥ অদ্যাপিহ তাহার সন্তান প্রভু আগে। শ্রীগীতগোবিন্দ গান করে সন্ধ্যা ভাগে॥ শ্রীগীত-গোবিন্দ শুনিবারে প্রভু যায়। শুনি রাজা নগরেতে ঢেড়িয়া ফিরায়॥ কুৎসিত স্থানেতে কিম্বা গমন সময়। পাঠ যে করিবে সেই দণ্ড যোগ্য হয়॥ যবন মোগল এক তাহাতে শুনিয়া। জগ-

নাথ আইসে আহা উৎসুক হইয়া॥ ঘোড়া চড়ি যাই গীতগোবিন্দ পড়য়। জগন্নাথ শুনিবারে পিছে পিছে ধায়॥ চারিপাশে চাহে সেই মোগল সুমনা। জগন্নাথ কোথা আইসে করয়ে তর্কনা॥ দেখিবারে না পাইয়া ভাবয়ে অন্তরে। যবন বলিয়া বুঝি উপেক্ষিলা মোরে॥ হেনকালে দেখি আগে শ্যামল সুন্দর। মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে হইয়া অধর॥ যবন চণ্ডাল প্রভু হরি না বিচারে। যেই ভজে পায় সেই গুণের সাগরে॥ শ্রীজয়দেব ঠাকুর বৃন্দাবন যাইতে। অন্তরে আদেশ হইল ঠাকুর সহিতে॥ ঠাকুর কিশোর রূপ স্থূল অঙ্গ ভারি। কেমনে লইয়া যাব উপায় কি করি॥ এতেক ভাবিতে রাধামাধব কহিল। চিন্তা কি আমারে লৈয়া বৃন্দাবনে চল। ঝুলির ভিতর করি লইয়া চলিবে। ছোট রূপ হব কিছু ভার না লাগিবে॥ ঠাকুরের আদেশ পাইয়া কবিরাজ। বৃন্দাবন গেলেন ঠাকুর ঝুলি মাঝ॥ বৃন্দাবন ধাম দেখি পুলক হইলা। কেশীঘাট সন্নিধানে আনন্দে রহিলা॥ কোন মহাজন রাধামাধব হেরিয়া। আজ্ঞা হই দিলা সেই মন্দির বানাইয়া॥ কবিরাজ অপ্রকটে বহুকাল পরে। ঠাকুর লইয়া রাজা গেলা জয়পুরে॥ অদ্যাবধি তথা ঘাটি নাম রম্যস্থানে। বিরাজ করয়ে চাঁদ ঝলকে বদনে॥ পরম সুন্দর রূপ ভুবনমোহন। বিজুলি চমকে যেন অঙ্গের কিরণ॥ অতএব শ্রীল জয়দেব কবিরাজ। যশঃ গুণ কীর্ত্তি যে প্রসিদ্ধ জগমাঝ॥ অনাধার গুণ সাধু অপার মহিমে। যাঁর অনুরোধে গঙ্গা হইলেন গ্রামে॥ কেন্দুবিল্ব হইতে গঙ্গা অষ্টাদশ ক্রোশ। প্রতিদিন গঙ্গাস্নান করে বারমাস॥ একদিন সাধু কোন কার্য্যের অধীনে। যাইতে না পারি ক্ষোভে ভাবে মনে মনে॥ হেনকালে গঙ্গাদেবী কল্লোল করিয়া। সাধুর আসন যথা কেন্দুলি আসিয়া॥ জয়দেব কহে দেবী কর আসিস্নান। তোমার পরশ লাগি আইনু তবস্থান॥ সর্ব্বতীর্থ মধ্যে গঙ্গা শ্রেষ্ঠ ত্রিজগতে। মহিমা কে কহে শিব ধরিলেন মাথে॥ গঙ্গা কৃষ্ণভক্ত অঙ্গ করি পরশনে। সৌভাগ্য গণয়ে আর ধন্য করি মানে॥ ইহার প্রমাণ বহু শাস্ত্রেতে বাখানে। প্রচারক সর্ব্বলোকে অজ্ঞে নাহি জানে॥

শ্রীমদ্ভাগবতে।

ভবদ্বিধা ভাগবতা স্তীর্থীভূতা স্বয়ং প্রভোঃ।
তীর্থী কুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তস্থেন গদাভৃতেত্যাদি॥

তাঁর শ্রীচরণপদ্ম অন্তরে করিয়া। আশা করি আছি মাত্র পথ পাসরিয়া॥ তারপান শেষ প্রেম অমৃতের কণা। কৃষ্ণদাস প্রাপ্তি হেতু করয়ে কামনা॥

চরিত্র অর্জ্জুন মিশ্র।

শ্রীমান অর্জ্জুন মিশ্র ভাগবত সাধু। শ্রীপুরুষোত্তমে বাস সমিত্যারে বধু॥ পণ্ডিত গম্ভীর মহামতি সুচরিত্র। নির্দ্মোৎ- সব শাস্ত্র শিষ্ট গদ গদ চিত্ত॥ ভিক্ষা উপজীবি মাত্রে সর্ব্বত্র উদাস। শ্রীমদ্গীতা ভাগবতে সদাই বিলাস॥ গীত উপনিষ- দের টীকা বিস্তারিতে। যোগ ক্ষেম শ্লোকের অর্থ বিচারিতে। মনে কিছু সন্দেহ জন্মিল সাধুবরে। যোগ ক্ষেম বলিয়া যে অনন্ত ভক্তেরে॥ আপনি যোগান হেন সম্ভব না হয়। পরোক্ষেতে দেন বলি সে পাঠ কাটয়॥ লেখনীতে আচড়িয়া পাঠান্তর স্থাপে। গীতা ভাগবত দেহ সাক্ষাৎ স্বরূপে॥ গীতা পাঠ কাটাতে অক্ষরে আচড়িতে। রামকৃষ্ণ অঙ্গ ক্ষত হয় সেই ঘাতে॥ জানাইতে তাহার করিল কিছু ভঙ্গী। আচম্বিতে বাত বৃষ্টি হয় উতরঙ্গি॥ ভিক্ষা না মিলয় মিশ্র থাকে উপবাসী। পর দিন গেল পুনঃ ভিক্ষা অভিলাষী॥ হেথা দুই ভাই জগন্নাথ বলরাম। ব্রাহ্মণ বালক রূপে আইলা মিশ্র ধাম॥ দুজনার স্কন্ধে দুই প্রসাদের ভার। রোদন করয়ে অঙ্গে পড়ে রক্তধার॥ যাইয়া কহেন মিশ্র প্রসাদ পাঠাইলা। ঠাকুরাণী চমকিয়া কহিতে লাগিলা॥ এতেক প্রসাদ তেঁহ পাইলেন কোথা। তোমাদিগের স্কন্ধে দিতে মনে পাই ব্যথা॥ সে যা হউক তোমাদিগের অঙ্গে রক্তধারা। কান্দিতেছ মারিল কে হেন বুঝি পারা॥ তাহারা কহেন মিশ্র ঠাকুর মারিল। তেঁহ কহে অসম্ভব মনে না লইল॥ শ্রীমিশ্র ঠাকুর কারে নাহি দেয় পীড়া। ব্রাহ্মণ বালক থাকু নাহি হিংসে ক্রীড়া॥ তাহাতে

তোমরা হেন সুন্দর কিশোর। হেন অঙ্গে আঘাত না করে দস্যু চোর॥ সুকুমার অঙ্গ সুকুমার আহা মরি। কেমনে নির্দ্দয় সেই দয়া নৈলে হরি॥ পুনঃ শিশু কহে মাতা সত্য যে কহিনু। মিশ্র মারিয়াছে ক্ষত হইয়াছে তনু॥ পুনঃ পুনঃ শুনি ঠাকুরাণী চিন্তে হইল। তবে বল বাপু আহা কিমা মারিল॥ কেন বা মারিল হেন কুমতি হইল। এ হেন সোণার অঙ্গে আঘাত করিল॥ তাহারা কহেন মোরা কিছু নাহি কহি। সন্নিকটে ছিল মাত্র দোষ গুণ এহি॥ লোহার কণ্টক তীক্ষ্ণ তাহার আঘাতে। আচরিলা অঙ্গ এই দেখহ সাক্ষাতে॥ এত শুনি ঠাকুরাণী দুঃখিত হইয়া। পড়িয়া রহেন ভূমে আক্রোশ করিয়া॥ শিশু দুই চলি গেলা মিশ্র আইল ঘরে। ভিক্ষা নাহি মিলে বাত বরিষণ তরে॥ আসিতে আসিতে ঠাকুরাণী কহে তবে। শুন দেখি এমন হইলে তুমি কবে॥ এ হেন কুমতি তব কি লাগি হইলা। আহা মরি শিশু দুটী মারিয়া ডারিলা॥ এতেক নিগ্রহ কৈলে বহে রক্তধারা। পণ্ডিত হইয়া তার এই ফল পারা॥ এত শুনি বিপ্র সাধু আশ্চর্য্য মানিয়া। আকাশ পাতাল ভাবে চমকিত হৈয়া॥ কহে আর কে আইল কাহাকে মারিনু। আমিত কাহার কভু হিংসা না করিনু॥ কোথা হৈতে আইল শিশু বিবরণ কহ। বৃথা কেন রোষ করি কলহ করহ॥ ঠাকুরাণী কহে মহাপ্রসাদের ভার। জান নাহি স্কন্ধে দিয়া পাঠাইলে যার॥ মিশ্র কহে আমিতো না প্রসাদ পাঠাই। প্রসাদ পাঠাইল কেবা সে বালক কই॥ তবে ঠাকুরাণী চমকিয়া পুনঃ কহে। কেবা পাঠাইলা তবে তুমি যদি নহে॥ অপূর্ব্ব স্বরূপ দুটি গৌর কৃষ্ণবর্ণ। অতি সুকুমার অঙ্গ কর্ণেতে সুবর্ণ॥ স্কন্ধে প্রসাদের ভার অঙ্গে রক্ত-ধারা। কান্দিতে কান্দিতে আইল যেন জ্ঞানহারা॥ কহে প্রসাদের ভার মিশ্র পাঠাইলা। লোহার শলাকা দিয়া অঙ্গ আচড়িলা॥ পণ্ডিত সুবোধ মিশ্র তখন বুঝিলা। গীতা পাঠকাটা হেতু অনুভব কৈলা॥ বুঝিয়া হঠাৎ মূর্চ্ছা হইয়া পড়িলা। কহে ওরে সত্য আমি অঙ্গ আচরিলা॥ ঠাকুরাণী চমকিয়া কহে ধীরে

ধীরে। কারণ কি ইহা বিবরিয়া কহ মোরে॥ ঠাকুর কহেন ওরে গীতা ভাগবত। জগন্নাথের নিজ দেহ হয়ত সাক্ষাৎ॥ সেই গীতা পাঠ ছাটি তাহে আচরিল। অতএব জগন্নাথের শ্রীঅঙ্গে বাজিল॥ বহাম্যহং পাঠে মুঞি অবজ্ঞা করিল। তার উদাহরণ স্কন্ধে বহি দেখাইল॥ জগন্নাথ বলরাম আইলা গৃহেতে। তুমি ধন্য দেখিলা না আমার ভাগ্যেতে॥ ব্রাহ্মণীরে প্রশংসিয়া পুস্তক লইয়া। প্রেমাবেশে হর্ষ ভাবে তটস্থ হইয়া॥ বহাম্যহং বহাম্যহং লেখে পুনঃ পুনঃ। অপরাধ ক্ষমাইতে করেন স্তবন॥ অদ্যাপি শ্রীঅর্জ্জুন মিশ্রের গীতা টীকা। পণ্ডিতের মান্য হয় গৌরবে অধিকা॥ বহাম্যহং বহাম্যহং তিন বার হয়। অর্জ্জুন মিশ্রের দ্বারে স্বয়ং যে দেখায়॥ অতএব সন্ধান অনন্য যেহ ভাবে। যোগ ক্ষেম দেন বহি আপনার ভুজে॥ অর্জ্জুন মিশ্রের ভাগ্য কিবা অনুপম। ছলে কৃপা কৈল জগন্নাথ বলরাম॥ সেই ঠাকুর ঠাকুরাণীর চরণে। কৃপা লাগি কৃষ্ণদাস করয়ে প্রার্থনে॥

চরিত্র শ্রীশ্রীধর স্বামী।

শ্রীল শ্রীধর স্বামী জগতে বিদিত। শ্রীমদ্ভাগবতে টীকা কৈল বিস্তারিত॥ শ্রীনৃসিংহ দরশন সাক্ষাৎ করিলা। টীকা মধ্যে মধ্যে গুণ অমৃত বর্ণিলা॥ কর্ম্মজ্ঞান যোগ ভক্তি পৃথক্ পৃথক। মূঢ়লোক নাহি বুঝে মনে করি এক॥ স্বামী তাহা পৃথক করিয়া ব্যক্ত কৈলা। অধিকারী ভিন্ন ভিন্ন করি বাখানিলা॥ কর্ম্ম জ্ঞান আদি হরিভক্তি গন্ধ বিনে। বিফল উদ্যম মাত্র প্রসিদ্ধ ভুবনে॥

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রেয়ঃ স্রুতিং ভক্তি ইত্যাদি।

ভক্তি সত্যসিদ্ধ বিভু বিজয় ভুবন। ভক্তিমুখ্য নিরীক্ষয়ে কর্ম্ম নাশ জ্ঞান॥ কর্ম্মজ্ঞান আদি মিশ্র ভক্তি যদি লয়। ব্যভিচারী কহে শাস্ত্রে নাহি প্রশংসয়॥

শ্রীভাগবতে। জ্ঞানে প্রয়াস ইত্যাদি।

শুদ্ধভক্তি এক মাত্র অনন্য শরণ। অতএব নিরপেক্ষ স্বতঃ সিদ্ধ হন॥ অনন্য করিয়া ইহা সর্ব্বশাস্ত্রে গায়। দুরাচার হইলেও সাধুর মধ্যে হয়॥

শ্রীগীতায়াঃ। অপিচেৎ সুদুরাচার ভজতে মামনন্তভাক্ ইত্যাদি।

ইহাতেই বুঝহ অনন্ত বিনা ভক্তি। শুদ্ধ অধিকারী নহে কহে বেদপংক্তি॥ হরিভক্তি আশ্রিত অন্য দেব আদি পূজে। ভক্তি-তত্ত্বরস সেই জন নাহি বুঝে॥ প্রায়শ্চিত্ত কর্ম্মিজ্ঞানী ভক্তি আদি যাতে। যে যে অধিকারী করিলেন সেই মতে॥ হরিভক্তি জীবের কর্ত্তব্য তাৎপর্য্য। কর্ম্মজ্ঞান নহে দেহ ধারণের কার্য্য॥ শাঙ্করি বিরুদ্ধ গৌণ রক্ষণা ব্যাখ্যান। দুষিয়া স্থাপিলা শুদ্ধমত বিলক্ষণ॥ শ্রীমদ্ভাগবত অর্থ প্রচার করিলা। শত শত বিরুদ্ধার্থ বিচারে খণ্ডিলা॥ শুদ্ধমত সাধুর সম্মত সত্য মার্গ। নিন্দিলা নিরাই মত মত ইদীবর্গ॥ কাশীপুরে দণ্ডী যত যত বাদীগণ। হট করি বিচার করিল বহু জন॥ পরাভব করি স্বামী দিল ওলা-হন। তথাচ না মানে পূর্ব্ব সংস্কার কারণ॥ উভয় সম্মতিমতে প্রতিজ্ঞা করয়। সাধুর যে অঙ্গীকার সেই সিদ্ধ হয়॥ টীকা নিয়া শ্রীবেণীমাধব শ্রীচরণ। করিতেই প্রভু কৈল হৃদয় ধারণ॥ স্বামী দেখে প্রভু হস্তে ধরিয়া তুলিল। অন্যে দেখে যেন শূন্যে উড়িয়া লাগিল॥ অতএব জয় জয় শ্রীমদ্ভাগবত। ভাবার্থ দীপিকা হয় সাধু সাধু মত॥ জয় জয় শ্রীধর স্বামী ভুবন পাবন। ভগবত উপদেশ তারে জগজ্জন॥ তাঁহার বৈরাগ্য কথা আদ্য বিবরণ। শুনহ কহিব কিছু কর্ণের সাধন॥ শ্রীমান পরমানন্দ পুরীর কৃপায়ে। নৃসিংহ অকলঙ্ক শশী উদয় হৃদয়ে॥ মহাভাগ-বতোত্তম পণ্ডিত গম্ভীর। বৈরাগ্য জন্মিল গৃহে মতি নহে স্থির॥ গৃহে এক স্ত্রী মাত্র পূর্ণগর্ভবতী। ত্যজিয়া যাইতে মন হৈল দৃঢ় মতি॥ হেনকালে নারীপুত্র প্রসব হইয়া। কাল প্রাপ্তি হৈল তার বালক রাখিয়া॥ সাধু উৎকণ্ঠাতে গৃহে রহিতে না পারে। চিন্তিল বালক এই কেবা রক্ষা করে॥ ভাবিতে ভাবিতে দৈবে এক জেঠি ডিম্ব। চালে হৈতে পড়ি গেল বিনা অবলম্ব॥ ভাঙ্গিয়া ভিতর হৈতে বাচ্চা নেকলিয়া। খাইল সম্মুখে এক মক্ষিক ধরিয়া। সাধু তাহা দেখি মনে বিচার করিল। সেই শিশু রক্ষিবে যেই ইহারে রক্ষিল॥ এতেক ভাবিয়া ত্যজি গমন

করিল। অনাথ বালক গ্রাম্যলোকেতে পালিল॥ সেই শিশু-কালে মহা পণ্ডিত হইলা। ভট্টিনামে রামলীলা সাহিত্য বর্ণিলা। শ্রীধর স্বামীর শ্রীচরণে গুণ গাই। শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীচরণে মতি চাই॥

চরিত্র শ্রীবিল্বমঙ্গল ঠাকুর।

শ্রীবিল্বমঙ্গল ঠাকুর বলিহারী। সাধু চূড়ামনি পরাকাষ্ঠা প্রেম ভারি॥ অপূর্ব্ব অদ্ভুত চমৎকার সুমঙ্গল। অলৌকিক রীতি সুচরিত সুনির্ম্মল॥ কৃষ্ণ চন্দ্র ধরি যেই জোরাজরি কৈলা। পুনর্ব্বার শ্যামরূপ সাগর দেখিলা॥ তার সুচরিত্র সাগরের এক কণা। গাইব পবিত্র লাগি দুর্ম্মতি আপনা॥ দক্ষিণ দেশেতে কৃষ্ণবেন্না নামে নদী। তাহার নিকট গ্রামে প্রায় কর্ম্মবদী॥ তথায় বসতি বিল্বমঙ্গল নামে বিপ্র। লম্পট স্বভাব ধর্ম্ম অংশে অতি ক্ষিপ্র॥ নদী পারে এক বেশ্যা নামে চিন্তামনি। তাহাতে আসক্ত সদা দিবস রজনী॥ একদিন বিপ্রের পিতৃশ্রাদ্ধ মৃতাতিথি। বেশ্যা কহে নদীপারে না আইসহ ইতি॥ সমস্ত দিবস গৃহে উদ্বিগ্ন মানস। দ্বিতীয় প্রহর রাত্রে হইল অবশ॥ বৃষ্টি বরিষণ ঘোর বহে ঘন বজ্রাঘাত। উঠিয়া চলিল নাহি মানে বজ্রাঘাত॥ নদী পার যাইতে নাহি পায় নৌকা ভেলা। কাম তরণীতে চড়ি জলে ঝাঁপ দিলা॥ কাম বেগে লইয়া ডুবায় জলবেগে। ডুবিতে ভাসিতে এক শব পাইল সঙ্গে॥ জ্ঞান হত কাষ্ঠ বুদ্ধে মুদার ধরিয়া। সড়া মৃতের ক্লেদ লাগে সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া॥ সে অনুধাবন নাহি কষ্টে পার হৈয়া। বেশ্যার বাটির চৌদিকে ফিরে ধাইয়া॥ প্রাচীরের গর্ত্তে এক সর্প মুখ দিয়া। রহয়ে বাহিরে পুচ্ছ লম্বিত হইয়া॥ দ্বার না পাইয়া দীর্ঘ রজ্জু জ্ঞান করি। সেই সর্প ধরি উঠি প্রাচীর উপরি॥ ভিতরে উপর হৈতে লম্ফ দিয়া পড়ে। শব্দ শুনি বেশ্যাগণ ডরে চড় বড়ে॥ বাহির হইয়া আসি প্রদীপ লইয়া। দেখে বিল্বমঙ্গল রহে অঙ্গনে পড়িয়া॥ পড়িয়া-মূর্চ্ছিত দেহ উঠিতে না পারে। ধরাধরি করিয়া আনিল সবে ঘরে॥ অঙ্গেতে দুর্গন্ধ ক্লেদ দেখিয়া পুছয়। যে রূপে আইলা গিয়া

প্রত্যক্ষ দেখায়॥ স্নান আদি করাইয়া বসাইয়া গৃহে। বিশেষ ভর্ৎসনা করি বেশ্যা বহু কহে॥ ছি ছি ধিক ধিক তোর হেন দুষ্ট বুদ্ধি। হেন কার্য্যে যায় মতি তার এই সিদ্ধি॥ হেন তম মদ যাতে শব কালসর্প। না চিনিলে অধীর হইয়া কামদর্প॥ আমি বেশ্যা নীচ জাতি অস্পৃশ্য নিন্দিত। তাহে তুমি বিপ্র মোতেক্রীয়া অনুচিত॥ এ হেন অগ্রাহ্য কর্ম্মে হেন অনুরাগ। ইহার যে শত অংশ অংশের এক ভাগ॥ শ্রীকৃষ্ণচরণে যদি হইত তোমায়। তবে কি না হইত চতুর্ব্বর্গ সেবে যায়॥ চিন্তামণি বেশ্যার চিন্তা-মণি বাক্য। শুনি বিল্বমঙ্গলের হৃদে হৈল সখ্য॥ প্রাগমন ক্লেশ আর ভর্ৎসন বিশেষে। ভাবিয়া বিবেক হৈল সুদৃঢ় মানসে॥ রাত্রি কৃষ্ণলীলাধ্যানে প্রভাত হইল। বৈরাগ্য করিয়া প্রাতে অমনি চলিল॥ স্থানান্তরে এক সাধু সোণাগার নাম। তাঁর স্থানে কৃষ্ণ-মন্ত্র লৈল অভিরাম॥ এক ভাবে বৎসরেক গুরুর সেবন। করিয়া পাইল রত্ন শুদ্ধ প্রেমধন॥ অলৌকিক প্রেমভক্তি পাইয়া হৃদয়। মদপানে যেন মত্ত দিবা নিশি যায়॥ কৃষ্ণদরশনে মনে উৎকণ্ঠ হইলা। কোথা কৃষ্ণ ইহা বলি ধাইয়া চলিলা॥ বৃন্দাবন যাইবার হইল আশয়। দিগাদিগ নাহি জ্ঞান অনুরাগে ধায়॥ কতেক দিবসে এক গ্রামে উত্তরিয়া। সরোবর তীরে বৃক্ষতলেতে বসিয়া॥ প্রেমাবেশে অন্যমনা দুই চারি দিন। বসিয়া রহিলা তথা আত্ম-স্ফূর্ত্তি হীন॥ গ্রামস্থ প্রবীণ লোকে দেখিয়া সুপাত্র। ভক্তিভাবে ধসংশয় ছল ছল নেত্র॥ সরোবরে স্নান করে বহু নর নারী। সুন্দরী যুবতী এক বণিকের স্ত্রী॥ দৈবাৎ তাহার পানে দৃষ্টিপাত হৈল। হেন সাধুর মন তাহে ঈষৎ টলিল॥ আপন অন্তর রীতি বুঝিয়া আপনে। উপায় সৃজিল কিছু শাস্তির কারণে॥ স্নানকরি সেইনারী যে দিকে চলিল। সাধু তার পিছে পিছে গমন করিল॥ বধু নিজ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলা। সাধু তার গৃহস্থানে বসিয়া রহিলা॥ হেনকালে সেই বধুর স্বামী সুচরিত। দ্বারে সাধু বসি দেখি হইল চমকিত॥ বহুস্তব করি কহে করযোড় করি। কিবা আজ্ঞা হয় কহ করি শিরে ধরি॥ সাধু কহে যদি মোর বচন

রাখহ। তোমার রমণী আনি আমারে দেখাহ॥ বণিক চরিত্র কিছু অলৌকিক হয়। বৈষ্ণবের পিরিতার্থে স্বীকার করয়॥ অন্তঃপুরে গিয়া অলঙ্কার পরাইয়া। আনিলা রমণী নিজ সুবেশ করিয়া। নির্জ্জনে সাধুর আগে হর্ষে আনি দিলা। আপদ মস্তক সাধু সব নিরখিলা॥ চক্ষু সম্বোধন করি কহিতে লাগিলা। তত্ত্ব বিচারিয়া নিজ মন বুঝাইলা॥ আরে মূঢ় চক্ষু কি দেখিয়া ভুলিয়াছ। অগ্রাহ্য অবিদ্যাপথে কিনা পাইয়াছ॥ রক্তমাংস ক্লেদ বিষ্ঠা মূত্র ময় দেহ। ত্বক আচ্ছাদন মাত্র মরশন সুবহ॥ নিলর্জ্জ তোমার মতি এ হেন কদর্য্য। লালসা করহ হাতে নিন্দিতে অভূজ্য॥ ধিক ধিক ধিক ওরে দুষ্ট অসৎ ইন্দ্রিয়। ক্ষম বিরম্বন মোরে না কর অস্থির। এইত ইহার তত্ত্ব জানিলা এখন। পরিণামে কেবল যে দুঃখের কারণ॥ এতেক বিচারি যুবতীর স্থানে কহে। তীক্ষ্ণ দুই সূচ শীঘ্র আনি দেহ মোরে॥ আজ্ঞা মানী সূচ দুটী যাইয়া আনিলা। সাধু নিজ চক্ষে তারে বিন্ধিতে কহিলা। পুনঃ পুনঃ আজ্ঞা না লঙ্ঘিতে পারি বিন্ধে। বণিক দেখিয়া খেদ করি নিরানন্দে॥ আজ্ঞাক্রমে পুনঃ সেই সরোবর তীরে। হস্ত ধরি লইয়া রাখিল ধীরে ধীরে॥ কৃষ্ণ ভজনের বাধা করিতে প্রবর্ত্ত। যেহেতু ইন্দ্রিয় নষ্ট হৈল দৃঢ় ব্রত॥ কৃষ্ণ দরশন রাগে চলিলা বৃন্দাবনে। অনুরাগ চক্ষু যার কি করে নয়নে॥ রাধাকৃষ্ণ লীলারূপ গুণ মধুমত্তী। ক্ষণে হাসে কান্দে গায় ক্ষণে পড়ে ক্ষিতি॥ মারোয়াল প্রায় থর থর করি চলে। বর্ণয় মধুর গীত ভাসে অশ্রুজলে॥ যে গীত অমৃতে ত্রিভুবন পুলকিত। কৃষ্ণকর্ণামৃত নাম অদ্যাপিহ স্থিত বৃন্দাবনে গিয়া ব্রহ্মকুণ্ডের নিকটে। বসি কৃষ্ণ প্রাপ্তি কথা গুঞ্জরে ঘাটে॥ ভকতবৎসল কৃষ্ণ দয়াদ্র হইলা। বিল্বমঙ্গলেরে কহে সম্মুখে আসিয়া॥ রৌদ্রে কেন বসি ভাব ভুক কেন রহ। ছায়াতে আসিয়া বৈস আহার করহ॥ তেঁহ কহে অন্ধ আমি দেখিতে না পাই। কে তুমি স্বরূপে কহ তবে বুঝি যাই॥ কৃষ্ণ কহে আমি গোপ শিশু হই স্থিত। মাতা অন্ন দিয়া পাঠাইল তব ঠাঁই॥ শ্রীঅঙ্গ সম্পর্কে আর সুমিষ্ট বচনে। সাধু অনুভাবে কৃষ্ণ

জানি গেলা মনে ॥ আনন্দ উৎকণ্ঠা আর তার হিয়া গুমরি। সাপ-টিয়া ধরিব যে মনে আশা করি ॥ কহে তবে হাতে ধরি বৃক্ষছায়ে লহ। অন্ন যে আনিয়াছ তাহা খাই দেহ ॥ কৃষ্ণ দূরে থাকিয়া বামহস্ত বাড়াইয়া। তর্জ্জনি ধরিতে কহে মুচকি হাসিয়া ॥ আহা মরি মরি যেই ভঙ্গী মন্দহাসি। ধিক ধিক কোটিচন্দ্র কোটিসুধা-রাশি ॥ ছল করি কহে সাধু কই কোথা তুমি। হের আইসহ হস্ত নাহি পাই আমি ॥ পুনঃ কিছু হাত বাড়াইলা ভঙ্গী করি। সাপটিয়া ধরে সাধু অতি দ্রুত করি ॥ সুদরিদ্র যেন স্পর্শমণি পথে পায়। মরিলে পুনশ্চ যেন দেহে প্রাণ পায় ॥ বহুকাল ক্ষুধার্ত্ত পাইয়া সুধারাশি। যেমন আনন্দ পায় তেমতি সরসি ॥ কৃষ্ণ কহে ছাড় মোরে মুঞি ঘরে যাই। কি কারণে ধর মোরে কহ ওরে ভাই ॥ তেঁহ কহে হেন হস্ত ছাড়িতে না পরি। ধরিয়া রাখিব আজি হৃদয় মাঝারি ॥ বহু দুঃখে অনেক সাধনে হেন ধন পাইয়াছি যদি ছাড়ি দিব কি কারণ ॥ পর কি পরের দুঃখ বুঝয়ে কখন। তুমিত কেমন প্রভু না দেখি এমন ॥ নিজ হানি নাহি পরদুঃখ বিমোচন। দরশন দিয়া মাত্র তাহে না কারণ ॥ তথাপি শ্রীকৃষ্ণ করে হাত টানাটানি। চোর যেন নাহি শুনে ধর্ম্মের কাহিনী ॥ সাধু যদি শক্ত করি শ্রীহস্ত ধরিল। আহামরি বাজে বলি শঠতা করিল ॥ বেদনা লাগয়ে বলি সাধু চমকিলা। সে কৌতুক হস্তশ্লথ পাই পলাইলা ॥ ফাফর হইয়া সাধু কহিতে লাগিলা। এ বড় আশ্চর্য্য নহে হাত ছাড়ি গেলা ॥ হৃদয় হইতে যদি পারহে যাইতে। তবেত জানিয়ে মুঞি পৌরুষ তোমাতে ॥

তদুক্তি শ্লোক।

হস্তনিঃক্ষিপ্য যাতোসি বলাৎ কৃষ্ণং কিমদ্ভুতং।
হৃদয়ৌ যদি নির্য্যাসি পৌরুষং গণয়ামিতে ॥

তবে স্নেহে কৃষ্ণ পুনঃ কহে প্রিয় ভক্তে। ছায়াতে আইসহ এই মোর সাথে সাথে ॥

ত্রিপদী। কৃষ্ণ দূরে দূরে যায়, সাধু পাছে পাছে ধায়, চক্ষু অন্ধ না পায় দেখিতে। চুম্বক কুড়িরি সাথে, লোহ যাওনির

রীতে, ধাইয়া চলিল তেনমতে ॥ বসাইয়া বৃক্ষতলা, দুগ্ধ অন্ন আনি দিলা, তেঁহ কহে কভু না খাইব। যদি মোরে একবার, দেখাও রূপের ভার, তবে যাহা কহ তা করিব ॥ কৃষ্ণ কহে কি দেখিবে, দেখিলে বা কিবা হবে, গোপ শিশু কভু দেখ নাই। সাধু কহে কিবা কহ, না দেখিয়া প্রলাপহ, গোপ সনে কার্য্য যে সদাই ॥ হাসিয়া নিকটে যায়, পুনঃ কৃষ্ণ পিছে ধায়, আনন্দে কৌতুক ভক্ত-সনে। নানামত কৌতুকরাজ, খেলে সে পরমোল্লাসে, সাধু হৃদে হয় বিদারণে ॥ সম্মুখে বাঞ্ছিত নিধি, দেখিতে না পায় সুধি, চক্ষু অন্ধ মনে ধকধকি। আন্ধার ঘরেতে যেন কালসর্প হয় তেন, উৎকণ্ঠিত আশা লকলকি ॥ কহে ওহে কৃষ্ণ ধৃষ্ট, নির্দ্দয় নিষ্ঠুর শ্রেষ্ঠ, দয়া নাহি তিল আধ তোমা। দরশন মাত্রে যদি, রক্ষা পায় হত নিধি, গত প্রাণ দেহে হয় সমা ॥ তাহে তব কিবা ক্ষতি কিবা লাগে কিবা ব্যতি, কিবা হাস চাঞ্চল্য প্রকাশ। পুনঃ কহে ওহে নাথ, করি বহু প্রণিপাত, উপায় কি তাহা মোরে ভাষ ॥ মোর নিন্দা বাক্য শুনি, রুষ্ট হৈলে হেন মানি, তবে এই স্তুতি করি শুন। এত কহি স্তব পুনঃ করয়ে উন্মত্ত যেন, প্রলাপে যে ধায় উঠি ঘন ॥ কৃষ্ণচন্দ্র মৃদু হাসি, শশীর আনন্দ রাশি, কৌতুকী করিয়া পুনঃ কহে। কালরূপ কি দেখিবে, তাহে কিবা সুখ পাবে, বর মাগ সুখৈশ্বর্য্য যাহে ॥ শ্রীবিল্বমঙ্গল কহে, কি দিয়া ভুলাবে মোরে, কি ধন তোমার আর আছে। মুক্তি ভক্তি যেবা হয়, ভক্তির যে চেড়ীদ্বয়, পদ সেবি ফিরে তার পাছে ॥ হেন ভক্তি ঠাকুরাণী প্রেমধন রত্নমণি, অলঙ্কারে ভূষিতা হইয়া। মো হৃদয় সিংহাসনে, বৈস চেড়ীগণ সনে, অতএব ভুলাবে কি দিয়া ॥ যদি মোরে কৃপা কর, এই বর দান কর, মোর দুটি চক্ষু দান দিয়া। ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা হৈয়া, মুরলী বদনে দিয়া, সম্মুখে দাণ্ডাও দেখা দিয়া ॥ তবে কৃষ্ণচন্দ্র নিজ, সুধাময় পদাম্বুজ, দয়া করি চক্ষে বুলাইলা। অপ্রাকৃত দেহ সেই, দিব্যচক্ষু হৈল তেঁই, কৃষ্ণরূপ পানের পেয়ালা ॥ সম্মুখে রূপের রাশি, নিন্দিয়া অসংখ্য শশী, হেরি অচেতন পড়ে ভূমে ॥ পুলকাশ্রু আদি করি, অষ্টঅনুভব

ভরি, উঠে পড়ে নাচে গায় ক্রমে এইরূপ দরশনে' নানা গুণ বর্ণনে, পরম আনন্দে দিন যায়। কৃষ্ণ নিজ ভুঞ্জে শেষে, দুগ্ধ অন্ন স্নেহাবেশে, দোনাভরি নিত্য নিত্য যোগায়॥ দৈবযোগে সেই রামা চিন্তামণি বেশ্যা নামা, কৃষ্ণ কৃপা তাহার উপরি। সকল করিয়া দূরে, কৃষ্ণ প্রেমাবেশ ভরে, আসি মিলে বৃন্দাবন পুরী॥ সুবৈরাগ্য অনুরাগে, শ্রীবিল্বমঙ্গল আগে, আসিয়া মিলয় চমকিতে। শ্রীবিল্বমঙ্গল তবে, মত্ত দর্শী গুরুভাবে, প্রণমহে বহু ভক্তি রীতে॥ কৃষ্ণভুক্ত অন্ন দোনা, মিষ্টান্ন পক্কান্ন নানা, খাইতে দিলেন যত্ন করি। চিন্তামণি কহে মুঞি, খাইতে তোমার ঠাঞি, না আইল আইল অর্থ হেরি॥ কৃষ্ণকৃপা তোমারি, তুমি শ্রেষ্ঠ অধিকারী, জগৎ শোধিতে পার হেলে। শরণ লইনু মুঞি, আর কিছু নাহি চাই, কৃষ্ণ মোরে দেখাহ বিরলে॥ এত কহি চিন্তামণি, কণ্ঠেতে নিঃস্বরে বাণী, প্রেমাবেশে পড়য়ে ঢলিয়া। শ্রীবিল্বমঙ্গল সাধু, হেরি প্রেমমধু, আনন্দে মগন হৈল হিয়া॥ আশ্বাসয় বহুবেরি, কৃষ্ণকৃপা তোমাপরি, অবশ্য দিবেন দরশন। এত কহি কৃষ্ণ স্থানে, সটে পটে শ্রীচরণে, ধরিয়া করিল দৃঢ় পণ চিন্তামণি অধিকারী, ভক্তি অনুরোধে ভরি, দুই ভক্তে দিল না দর্শন। অহো কি আশ্চর্য্য কথা, প্রফুল্ল সৌভাগ্যলতা, দুজনার একই সমান॥ সেই দুহাকার পদ, ছাড়িয়া বিষয় মদ, সেবক করিব প্রেমাবেশে। হেন দশা কবে হবে, কবে বিধি মিলাইবে, মনের মানস কৃষ্ণদাসে॥

ইতি শ্রীভক্তমালে শ্রীজয়দেব আদি ভক্তগণ বর্ণনং দ্বাদশমালা।

ত্রয়োদশ মালা।

জয় শ্রীচৈতন্য হরি জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতাচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥ জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ। শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ॥

চরিত্র শ্রীভাবুক ব্রাহ্মণ।

গোকুলেতে স্থিতি বিপ্র ভাবুক আখ্যান। বাল্যভাবে উপাসক শ্রীকৃষ্ণচরণ॥ শুদ্ধ মাধুর্য্য বাৎসল্য ভাবে সেবে। অনন্য ভকতি-মতি ভজে একভাবে॥ অপূর্ব্ব এক বিপ্রপুত্রবৎ ভাবে হরি। সদাই মানস পথে স্নেহ বেশ করি॥ ভজিতেই ভাবসিদ্ধ বিপ্রের হইল। বাল্য রূপে পুত্র ভাবে সাক্ষাৎ হইল॥ আকাশের চাঁদ যেন করেতে পাইল। আনন্দসাগরে বিপ্র মগন হইল॥ প্রেমের ঐশ্বর্য্য জ্ঞান শিথিল লইয়া। শুদ্ধমাধুর্য্য ব্রজ অনুভব পাইয়া॥ লালনপালন করে পুত্রকরি জ্ঞান। ক্রোড়ে বসাইয়া অন্ন করায় ভোজন॥ নানা অলঙ্কার বস্ত্র মাল্য পরাইয়া। সুবেশ করয়ে নাসে তিলক রচিয়া॥ চুম্ব আলিঙ্গন করে নাচায় কাচায়। স্নেহা-নন্দে সিন্ধু বিপ্র দেহে না আসায়॥ যেখানে যে দ্রব্য ভাল দেখয়ে সম্মুখে। গোপাল কারণ আনি যত্ন করি রাখে॥ লাটিম ঝুমঝুমি গেড়ু ভাঁটা রাঙ্গা করি। কস্তাবর মৃত্তিকার ভাঁড় হাঁড়িকুড়ি॥ খেলনা করিতে দেয় আনন্দিত মনে। কোলে করি নাচায় অশ্রু বহায়ে নয়নে। দিবানিশি নাহি জানে গোপাল পাইয়া॥ কোটী ব্রহ্মানন্দ যার সমান না হৈয়া॥ রাত্রে ক্রোড়ে করি বিপ্র শয়ন করয়। হাত চাপড়িয়া অঙ্গে নিদ্রা যে করায়॥ একদিন রাত্রে ঘরে বিড়াল ডাকয়ে। গোপাল না নিদ্রা যায় চমকি উঠয়ে॥ ক্ষণে ক্ষণে বিপ্রের গলা জড়াইয়া ধরে। কেন কেন বলি বিপ্র বক্ষঃস্থলে ধরে॥ গোপাল কান্দিয়া কহে মোর ভয় করে। এই যে কি ডাকে দেখ ঘরের ভিতরে॥ কোলের ভিতরে রাখি ব্রাহ্মণ কহয়। নানা না না ভয় নাই বিড়াল ডাকয়॥ পুনর্ব্বার আর দিন ঐমত ডাকিল। ভরসা বচনে তেঁহ লালন করিল॥ একদিন দ্বিজে কিবা দুর্দ্দৈব ঘটিল। ঐশ্বর্য্য ভাব আসি উদয় হইল॥ মনে মনে ভাবে বিপ্র একি অদ্ভুত। ত্রৈলক্যের নাথ কৃষ্ণ ঈশ্বর অচ্যুত॥ দেবের দেবতা বিভু কালের যে কাল। ভয়ের যে ভয় যমের করাল॥ বিড়ালের ডাকে ইহ ভয় পায় কেনে। মুগ্ধ বালক প্রায় কান্দে কি কারণে॥ এতেক ভাবিয়া বাল্যভাব দূরে গেল।

ভাবান্তর দেখি কৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান হৈল॥ হাহাকার করি বিপ্র ভূমেতে পড়িল। ঐশ্বর্য্য ভাবেতে স্তুতি করিতে লাগিল॥ নিধি হারা যক্ষ যেন মণিহারা ফণী। শিরে করাঘাত হানে উচ্চঃস্বরে ধ্বনি॥ দৈববাণী হৈল তবে ব্রাহ্মণের প্রতি। এবে তব হৈল অন্যা ভাবান্তর মতি॥ অতএব পুনঃ দেখা না পাবে এ দেহ। দেহান্তরে পাবে মোরে নাহিক সন্দেহ॥ দৈববাণী শুনি তবে স্থির হৈল মন। সেই দিক নিরক্ষিয়া রহিল ব্রাহ্মণ॥ অতএব ঐশ্বর্য্য ভাবে কৃষ্ণ নাহি ভাই। এই দেহে উৎকট মাধুর্য্য পাইল যেই॥ পুনঃ ভাবান্তর পুনঃ অন্তর্দ্ধান কৈল। দেহান্তে স্বমতে সাধু ব্রজে কৃষ্ণ পাইল॥ ঐশ্বর্য্য ভাবেতে অন্য ধাম প্রাপ্তি হয়। মাধুর্য্য ভাবেতে ব্রজপুরে কৃষ্ণ পায়॥ দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর চারি রস। ব্রজে উপাসনা রতি কৃষ্ণ যাহে বশ॥ কেবল যে বিধি মার্গে ভজয়ে কৃষ্ণেরে। মহিষীও প্রাপ্ত হয় দ্বারকাদি পুরে॥

যামলে। রিরিংশা সুষ্ঠু কুর্ব্বন্ যঃ বিধিমার্গেন সেবতে।
কেবলে নহি ভাবেন মহিষী ভূমিয়াৎপুরে॥

প্রিয় আত্মা পিতৃসখা গুরু দৈব মিত্র। সুহৃদ ইষ্ট পতি ভ্রাত পৌত্রাদি পুত্র॥ কোন ভাবে চিন্তে যেই সেই হয় মুক্ত। প্রাপ্তির বিশেষ ধাম যথা ভাবযুক্ত॥

শ্রীমদ্ভাগবতে।

ন কহিচিন্মৎপরা শান্তরূপেণ নংক্ষ্যন্তি নোমেহনিমিষোলেঢ়িহেতিঃ।
যেষামহং প্রিয় আত্ম সুতশ্চ সখা গুরুঃ সুহৃদো দৈব মিষ্টমতি॥

হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে।

পতিপুত্রসুহৃদ্ভ্রাতৃপিতৃবান্মিত্রবদ্ধরিং।
যে ধ্যায়ন্তি সদোদ্যুক্তা স্তেভ্যোপীহ নমো নমঃ॥

চরিত্র শ্রীসুবুদ্ধি ব্রাহ্মণ।

সুবুদ্ধি নামেতে বিপ্র সুন্দর প্রকৃতি। শ্রীবিগ্রহ সেবা তাহে সেবা তাহে শুদ্ধমতি রতি॥ অন্ন ব্যঞ্জন আদি নানা পরকারে। পরম যতনে ভোগ লাগায় ঠাকুরে॥ ঠাকুরেরে কহে চুপ করি কেন রহ। হস্তে করি তুলি কেন বদনে না দেহ॥ প্রতিদিন

কহে সাধু ঠাকুর না শুনে। আর দিন বিপ্র কিছু কহে ক্রোধ মনে॥ নিত্য নিত্য এতেক করিয়া পাক করি। দেখাইয়া নাহি খাও করিয়া চাতুরি। লবণ কি অলবণ স্বাদু কি বিষাদ॥ কিছুই না কহ করি মোর সনে বাদ॥ অতএব আজি মুঞি খাইতে না দিব। আজি অন্ন ব্যঞ্জনাদি শিবে খাওয়াইব॥ তোমার সাক্ষাতে তুমি চাহিয়া থাকিবে। ক্ষুধায় কাতর হবে তখন বুঝিবে॥ এত বলি পাক করি ঠাকুর নিকটে। আনিয়া কহয়ে মিছা করিয়া কপটে॥ ধমকায় ঠাকুরেরে কপট করিয়া। কোন মতে খান যদি তরাস পাইয়া॥ তোমারে না দিব এই শিবেরে খাওয়াই। নতুবা তুলিয়া খাও বলিহারি যাই॥ তথাচ না খাইলা যদি সক্রোধ হইয়া। কহে এই দেখ শিবে দেই খাওয়াইয়া॥ গন্ধ তব নাকে নাহি প্রবেশিতে দিব। নাসিকার রন্ধ্রে তুলা দিয়া বুঝাইব॥ এতবলি ছুটিয়া যাইয়া তুলা আনি। দুই নাসারন্ধ্রে চাপি ধরয়ে অমনি॥ ভকত চরিত্র দেখি দয়াল শ্রীহরি। হাসিয়া উঠিয়া তবে কৌতুক নেহারি॥ অন্নাদি সামগ্রী মোর নিকটে আনহ। আমি এই খাই অন্ন কারে নাহি দেহ॥ ভাবুক ব্রাহ্মণ তাহে কৃতার্থ মানিয়া। ঠাকুর সম্মুখে অন্ন দিলেক আনিয়া॥ হাসিয়া হাসিয়া কর কমলে আপন। খাইতে লাগিলা বিপ্র হেরিয়া মগন॥ প্রেমানন্দ সাগরেতে মগন হইয়া। হাসে কান্দে নাচে গায় দুবাহু তুলিয়া॥ শয়নাদি শ্রীচরণে সেবয়ে আনন্দে। পরম সুখেতে কাল যায় সদানন্দে॥ তাহার চরণে কোটি দণ্ডবৎ করি। দৃঢ়তর ঘোর অন্ধকার হতে তরি॥

চরিত্র শ্রীমৌন রাজপুত্র।

জন্মিয়া অবধি এক রাজার তনয়। বাক্য নাহি কহে জড় ভরতের প্রায়॥ শ্রীকৃষ্ণচরণারবিন্দে মনের সংযোগে। জাতি-স্মর হয় নাহি বুঝে কোন লোকে। একপুত্র রাজার তাহাতে মৌনব্রত। খেদান্বিত উপায় চেষ্টয়ে কত মত॥ এক দিন সৈন্য সামন্তগণ সহে। মৃগয়াতে পাঠাইলা যদি বাক্য কহে॥ বনে গিয়া এক জমাদার অস্ত্রধারী। চোট হানে এক মৃগপতিনী উদর

উপরি॥ ফাটিয়া বাচ্ছাসহ মৃগী মরে। রাজপুত্র দায়ার্দ্র হইয়া হাহা করে॥ কহে হাহা কিবা দোষ ইহারে মারিল। জমাদার বাক্য শুনি চমকি হাসিল॥ গৃহে আসি আনন্দেতে রাজারে কহিল। রাজা শুনি হর্ষচিত্তে পুত্রে বোলাইল॥ রাজা পুনঃ পুনঃ পুছে কিছু নাহি কহে। জমাদার প্রতিরাজা কোপদৃষ্টে চাহে॥ হাঁরে মিথ্যাবাদী মোরে মিথ্যা শুনাইলি। ভয় না মানিলি বুঝি বিদ্রূপ করিলি॥ যদ্যপি বালক বাক্য কহিল তখন। তবে কেন জিজ্ঞাসিলে না কহে এখন॥ তবে রাজা জমাদারে মস্তক ছেদনে। আজ্ঞা দিলা ক্রোধাবেশে ভৃত্যবর্গ-গণে॥ জমাদার ভাবে এত বড়ই বিপদ। রাজপুত্র স্থানে বহু করে কাকুর্ব্বাদ॥ বাক্য কহ মহারাজা মোর প্রাণ রাখ। পর উপকার লাগি একবার ডাক॥ অনেক প্রকার জমাদার স্তুতি কৈল। অল্পাক্ষরে কিছু রাজকুমার বলিল॥ বোলাতসুয়া এই এই শব্দ উচ্চারিয়া। পুনঃ মৌন রহে হেট মস্তক করিয়া॥ রাজা আহ্লাদিত হিয়া লজ্জিত হইয়া। জমাদারে পুরস্কার করয়ে তুষিয়া॥ পুত্রেরে কহয়ে বাপু কি কহিলে কহ। কহিলেত বাক্য তবে কেন মৌনে রহ॥ বহু যত্ন কৈল রাজা তবু না কহিলে। সভাসদগণে প্রশ্ন করিয়া পুছিলে॥ বোলাতসুয়া বলি এই শব্দ যে কহিল। ইহার কি অর্থ সবে বিচারিয়া বল॥ বিচারিয়া কহে সবে নৃপতির আগে। বোলাতসুয়া ইহাতে বহু অর্থ লাগে॥ সামান্য যে কল্পনাতে রজোগুণ জন্মে। পর নিন্দা আদি ছলে উপজয়ে তমে॥ রাজস্থানে বাক্য দ্বারে দণ্ড তার হয়। মিথ্যা বাক্য আদি ক্রমে নরকেতে যায়॥ গুরু বৈষ্ণবের স্থানে অপরাধ হয়। সর্ব্বনাশ হয় আর ধর্ম্ম যায় ক্ষয়॥ অতএব সর্ব্বোত্তম মৌন যেই হয়। কহিলেন করে এই ইহার আশয়॥ রাজা কহে কৃষ্ণ কথা ছাড়িয়া কউন। ইহার প্রশংসা কিবা কিবা তার গুণ॥ সভাসদ কহে তাহা নাহি বুঝে মূঢ়। অভিমানী তপস্যা বুঝয়ে অতি গূঢ়॥ মৌনে যে কর্ত্তব্য বটে অন্য অন্য কথা। কৃষ্ণকথা বক্তব্য অবশ্য যথা তথা॥ শৌনকাদি মুনিগণ দেখে

মৌনব্রতে। কিন্তু কৃষ্ণকথা রসময়ে উনমতে॥ রাজা কহে মোর পুত্র সাধুর লক্ষণ। তবে কৃষ্ণকথা বিনে থাকে কেন মৌন॥ সভাসদ কহে অড় কারণ আছয়। অনুভব করি ঞিহ জাতিস্মর হয়॥ জন্মান্তরে ভজন বিষয়ে দাগা পাইল। সেই ভয়ে নৈষ্ঠিক যে মৌন পণ কৈল॥ আর কিছু করি যে ইহার অনুমান। শুদ্ধ বিষয়ির সনে সদা অবস্থান॥ সদংশে কহিতে বাক্য নিষ্ঠা নাহি থাকে। অসংবাদে কহিবারে মতি নাহি রাখে॥ একারণ অন্তর বৈরাগ্য মৌন রহে। ভক্তিরত্ন হারাইবে বৃথা জ্ঞান যাহে॥ তেঁহ মো পাপীর ভাগ্যে বাক্য কহে যবে। চরণ ধরিয়া রত্ন কিছু মাগি তবে॥

চরিত্র শ্রীহরিদাস বৈরাগী।

বর্দ্ধমান পশ্চিমে মানকর নামে স্থান। তথায় অনেক বৈসে তার্কিক ব্রাহ্মণ॥ বিষ্ণুভক্তি হীন ভক্তি নিজ ধর্ম্ম শক্তি। বৈষ্ণবের দ্বেষ্টা সদা বিষয়ে অনুরক্ত॥ হরিদাস নামে এক বৈষ্ণব মহান। ভ্রমিতে ভ্রমিতে তথা গৃহস্থের স্থান॥ বৈষ্ণবের সেবক জানিয়া উত্তরিলা। ভকতি পূর্ব্বক গৃহী অতিথি করিলা॥ তার্কিক ব্রাহ্মণগণ দুই চারি তথা। আসিয়া কহয়ে তারা নানা গর্ব্বকথা॥ নির্ভেদ ব্রাহ্মত্ব সমান আর ভক্তি। বিচার প্রসঙ্গে বিপ্র কহেন কটূক্তি॥ বিপ্রগণ পরাভব হইয়া না হয়। বিতণ্ডা করিয়া মাত্র কলহ করয়॥ বৈষ্ণবের কটু বাক্য যতেক কহিল। সাধু তাহে কিছুমাত্র ক্ষোভ না করিল॥ অবোধ ব্রাহ্মণগণ দুষ্কৃতি করিত। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য নিন্দে অনুচিত॥ তখন বৈষ্ণবচিত্তে ক্রোধ উপজিল। ক্রোধাবেশে উঠি এক হুঙ্কার করিল॥ তাহাতে আশ্চর্য্য শুন যে ফল ফলিল। ব্রাহ্মণগণের দশা যেমন হইল॥ নিন্দা করিবার কালে যে ভঙ্গি করিল। হাত মুখ নাড়ি যথা শির কাঁপাইল॥ হুঙ্কার মাত্রেতে সেই ভঙ্গিতে রহিলা। সাধু স্বেচ্ছাময় অন্য ঘরে উঠি গেলা॥ বাক্য নাহি কহে বিপ্র ঘরে নাহি যায়। অন্য কেহ জিজ্ঞাসিলে উত্তর না দেয়॥ পিতা মাতা আসি হেরি কান্দিতে লাগিল। শিষ্টলোক যেই যেই বসি তথা

ছিল॥ তাহারা যে বিবরণ সকল কহিল। বৈষ্ণবের অপমান অনেক করিল॥ সেই অপরাধে এই প্রকার হইল। তাহা বিনা এ সবার না হইবে ভাল॥ তবে সেই বৈষ্ণবের তল্লাস করিতে। গ্রামে গ্রামে গেলা তবে ব্রাহ্মণগণেতে॥ কোন স্থানে গিয়া লাগ পাইয়া বৈষ্ণবে। চরণ ধরিয়া তুষ্ট কৈলা বহু স্তবে॥ ব্রহ্মহত্যা হয় তার উপায় কি কহ। বৈষ্ণব কহয়ে আছে উপায় করহ॥ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যচন্দ্র শ্রীচরণে। শরণ করহ সবে নিষ্কপট মনে॥ সম্প্রতি গ্রামের তব তালপুকরিয়ে। তাহার তীরেতে এক বৈষ্ণব আছয়ে॥ তাঁহার চরণামৃত লইয়া খাও-য়াও। এখনি হইবে ভাল উদ্বিগ্ন না হও॥ ব্রাহ্মণ কহয়ে সে যে ডোমজাতি হয়। কর্ণে হাত ধরি তবে বৈষ্ণবে কহয়॥ তোমরা যে বৃদ্ধ হও শাস্ত্র দেখিয়াছ। তবে কেন হেন বেদ বিরুদ্ধ করিছ॥ চণ্ডাল হইয়া যদি বিষ্ণুভক্ত হয়। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ হৈতে শ্রেষ্ঠ বেদে কয়॥ ইহার প্রমাণ সাধু অনেক কহিল। বিপ্রগণ শুনি তাহা কিঞ্চিৎ বুঝিল॥ সাধু দরশন ফলে দেখ ক্রমে ক্রমে। সেই বাক্য তোলাপাড়া করি চিত্তে ভ্রমে॥ শ্রীমান শ্রীমহাপ্রভুচরণ কমলে। তৎক্ষণাৎ মতি হৈল সাধু কৃপাবলে॥ তথা হৈতে আসি তালপুষ্করিণীর পাড়ে। দাণ্ডাইয়া যুক্তি করে তাল বৃক্ষ আড়ে॥ কেহ বলে গুপ্তে উহার পদ ধুয়া-ইয়া। আনহ ত্বরিতে মোরা থাকি দাণ্ডাইয়া॥ কেহ বলে একি কথা ভয় কারে কর। আমিত ঐ পথে যাব নাহি কারে ডর॥ এত কহি সে বৈষ্ণবের চরণ অমৃত। অপরাধিগণেরে আনিয়া দিল দ্রুত॥ তৎক্ষণাৎ উপদ্রব শান্তি যে হইল। বৈষ্ণব মহিমা দেখি চমৎকার হৈল॥ সেই হৈতে গ্রামসহ বৈষ্ণব হইল। শ্রীচৈতন্য পাদপদ্মে শরণ লইল॥ ঘরে ঘরে মহাপ্রভুর সেবা প্রকাশিল। বৈষ্ণব চরণামৃত একান্ত করিল॥ মহামহোৎসব ঘটা হইতে লাগিল। প্রভুর কৃপায় এক তরঙ্গ উঠিল॥ শ্রীমান সনাতন গোস্বামীর শাখা। শ্রীজীব নামেতে যাঁহার গুণের নাহি লেখা॥ তাঁর গুণকর্ম্ম যশঃ পশ্চাতে বর্ণিব। তাঁরমত ঐ গ্রামে

হৈলা লোক সব॥ অতএব সাধুসঙ্গ ফলের মহিমা। প্রত্যেকে বেদশাস্ত্রে কহে যে গরিমা॥ নিগ্রহ করিতে সাধু অনুগ্রহ করে। এমন দয়ার নিধি বৈষ্ণব ঠাকুরে॥ না জানি কেমন অপরাধ মোর হয়। ঘৃণা করি মোর প্রতি কেহ নাহি রয়॥ হরিদাস ঠাকুর সেই ব্রাহ্মণ সজ্জন। কৃপা কর মোরে মুঞি লইনু শরণ॥ ৮৩

চরিত্র শ্রীবিষ্ণুপুরী গোস্বামীর।

শ্রীবিষ্ণুপুরী গোস্বামী পৃথিবীর রত্ন। কলির জীবের হিতে কৈল বহু যত্ন॥ শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র অমৃতসাগর। তাহা মথি উদ্ধারিল সুধা পরাৎপর॥ বিষ্ণুভক্তি রত্নাবলী পরম পদার্থ। ত্রৈলোক্যের মধ্যে যাহা বিনে নাহি অর্থ॥ নিষ্কাম নির্মোহ প্রেমানন্দ কারাগার। ভক্তি মুক্তি আদি কিছু না করে বিচার॥ পুরুষোত্তমে জগন্নাথ হয় মহারঙ্গী। শ্লেষ করি পুরী প্রতি কৈল এক ভঙ্গী॥ সেবকগণেরে প্রভু আদেশ করিলা। রঙ্গ কিছু পুরী প্রতি কহিতে লাগিলা॥ কাশীতে আছয়ে পুরী তারে গিয়া কহ। ভক্তিমুক্তি আশে বুঝি তথায় আছহ॥ মুঞি বনচারী মোর কি অর্থ আছয়। দেখিতে বাসনা করি যদি মত হয়॥ এইমত কৃপাবাক্য যাইয়া কহিলা। শুনিয়া আনন্দে পুরী কহিতে লাগিলা॥ ভক্তি দার বহ এই মুক্তি চতুষ্টয়। কোটি বৈষ্ণবের সুখ যতেক বিষয়॥ যেই হৈতে শুনিলাম জগন্নাথ কৃষ্ণ। সেই হৈতে মনেকিছু নাহি হয় শ্রেষ্ঠ॥ আমিত তাঁহার তত্ত্ব কিছুই না জানি। কিন্তু ঐ নামরত্ন হৃদয়ে আপনি॥ কে জানে সে কাশী গয়া কে জানে মথুরা। ঐনাম রত্নমালা গলে কৈল হারা॥ ত্রিজগতে যেই রত্ন সবে করে লোভ। পাছে হারা হই সদা মনে হয় ক্ষোভ॥ যেখানে সেখানে বসি গলায় গাঁথিয়া। তেঁহ যদি নিজে লন দেখি যে যাইয়া॥ তেঁহ বনচারী সত্য কি ধন আছয়ে। যে ধন চাহিব তাহা ধরে কি হৃদয়ে॥ আপনা মহৎ পদ যে ছিল তাহার। বন্ধক রাখিলা তাহা কাছে গোপিকার॥ তবে রূপরাশি এক অক্ষয় অব্যয়। যে আছে তাহার এই দেখিব আশয়॥ কৃপা করি তেঁহ যদি বোলা-

হৈলা মোরে। শ্রীঅঙ্গের মালা এক পাঠান আমারে ॥ তবে জানি তাঁর পূর্ণ কৃপা মোর হয়। শ্রীচরণ পান ইহা ভরসা জন্ময় ॥ এ সব কাহিনী লোক যাইয়া কহিল। শ্রীঅঙ্গের রত্নমালা দিয়া পাঠাইল ॥ প্রভু এক রত্নমালা পুরীর স্থানেতে। চাহি পাঠাইলা পুনঃ নিজ অভিমতে ॥ মর্ম্ম বুঝি পুরীভক্তি রত্নমালা হার। লইয়া চলিলা হৃদি আনন্দ অপার ॥ পুরুষোত্তমে গিয়া পুরী দেখি শ্রীচরণ। প্রেমানন্দ পরানন্দ হইলা অনুপম ॥ রত্নাবলী ভেট দিয়া প্রভু আগে আগে। পাঠ করি শুনাইলা বহু অনুরাগে ॥ পুরী প্রভু প্রভুর যে কৃপামৃত সিন্ধু। ভগবভক্তি হয় যদি তার একবিন্দু ॥ সব ধন্য হয় তবে তাপত্রয় যায়। শুদ্ধ পরমানন্দ প্রেমেতে ভাসায় ॥ বুঝি কভু তাঁর নিষ্ঠা ক্রিমি না জন্মিনু। যে হেতুক হেন রত্ন বঞ্চিত হইনু ॥ দন্তে তৃণ ধরি পুরী গোস্বামীর আগে। কৃষ্ণদাস দীন হীন কৃপাদৃষ্টি মাগে ॥

চরিত্র শ্রীজ্ঞানদেবজী।

বণিক জাত্যংশে জন্ম নাম জ্ঞানদেব। ভক্তি বলে বশ কৈল সেহ কৃষ্ণদেব ॥ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত বেদ পড়য় পড়ায়। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গ্রামে ভৎসনা করয় ॥ শূদ্র হৈয়া তুমি করহ পঠন। তোর গৃহে কেহ নাহি করিবে ভোজন ॥ এত কহি গ্রামে লোক কুটম্ব বারণ। করি দেওয়াইল কেহ না করে গ্রহণ ॥ সাধুর তাহাতে কোন খেদ মাত্র নাই। খেদ যে নির্ব্বোধ লোক তত্ত্ব বুঝে নাই ॥ হরিদাস গণে অন্য অধিকারী কিসে। বুঝাইতে হৈল নহে অবিবেক বিষে ॥ এতেক ভাবিয়া এক ভঁইষের গলে। তুলসীর মালা আর তিলক দিল ভালে ॥ গ্রামেতে লইয়া ব্রাহ্মণগণ গ্রামস্থ যতেক। চমৎকার হৈল সবার জন্মিল বিবেক ॥ জ্ঞানদেব চরণে আসিয়া সবে পড়ে। অপরাধ লাগিয়া কম্পয়ে মনে ডরে ॥ জ্ঞানদেব নম্রভাবে কহে মৃদুস্বরে। নিবেদন করি কৃপা কর মোর তরে ॥ হরির ভকত চিহ্ন ভেকমাত্র হয়। তাহা প্রতি কোপ নাহি কর মহাশয় ॥ সর্ব্ব অধিকারী সেই নাহিক সন্দেহ। হরিভক্তি হীন বিপ্র সর্ব্বের অগ্রাহ ॥ অতএব হরিভক্তি সর্ব্ব

চূড়ামণি। চতুর্মুখে ব্রহ্মা গুণ যাহার বাখানি॥ কৃষ্ণচন্দ্র শ্রীমুখেতে আপনি কহিলা। ভুবনপাবনী গীত ভূপ প্রকাশিলা॥

অপিচেৎ সুদুরাচার ইত্যাদি।
বিধবা কি পুনঃ সর্ব্বেত্যাদি॥

অতএব হরিভক্তি পূজ্যন্তে প্রবীণ। যদ্যপি হয় সর্ব্ব সদাচারী হীন॥ বেদ অধিকার সর্ব্ব যজ্ঞে অধিকার। যন্নাম ধেয় শ্লোকে বিশেষ প্রচার॥ সারাৎসার হরিভক্তি বিপ্র কি চণ্ডাল। এই নিষ্ঠা মোর হৃদে রহু সর্ব্বকাল॥

চরিত্র শ্রীত্রিলোচনজীর।

বণিক কুলেতে জন্ম ত্রিলোচন নাম। অনন্য ভকতি কৃষ্ণ চরণ নিষ্কাম॥ দয়ার্দ্র হৃদয় সদা বিষয়ে বিরত। বৈষ্ণব সেবনে যার ঐ কাত্তিক ব্রত॥ এক স্ত্রী মাত্র ঘরে টহলিয়া নাই। সেবা কার্য্য নাহি চলে উদ্বিগ্ন সদাই॥ ভকতবৎসল হরি উদ্বিগ্ন দেখিয়া। ছদ্মরূপে স্বয়ং আইসে লইয়া টহলিয়া॥ অতিকৃশ মলিন যে ছিণ্ডা এক বস্ত্র। নাহিক দ্বিতীয় বস্ত্র নাহি জল পাত্র॥ দ্বারে আসি বসি রহে কাঙ্গালের ন্যায়। ত্রিলোচন সাধু তারে দেখিয়া পুছয়॥ কে তুমি বসিয়া হেথা কি তব আশয়। ভিক্ষা যদি লহ আইস আমার আলয়॥ তেঁহ কহে কাঙ্গাল মুঞি নাহি পিতা মাতা। টহল বলয় যদি করি তবে হেথা॥ অন্তর্যামি নাম মোর মোরে সবে জানে। যার কর্ম্মের সমে মোরে ডাকি আনে॥ চারি বর্ণ আশ্রমীর যে আশয়। বুঝিয়া করিতে পারি যে কর্ম্মে লাগয়॥ ত্রিলোচন বলে তবে বেতন কি লবে। তেঁহ কহে যাহা খাইতে পারি তাহা দিবে॥ কিন্তু কোন মন্দবাক্য কহিলে না রব। তৎক্ষণাৎ উঠি যথা মন লয় যাব॥ সাধু কহে ভাল ভাল মোর গৃহে রহ। কেহ না কহিবে কিছু তোমারে দুঃসহ॥ বৈষ্ণব সেবার কার্য্যে নিযুক্ত করিল। স্ত্রীর নিকটে হাত যুড়িয়া কহিল॥ লোকটি রাখিল ইহার প্রণয়ে রাখিবে। সাবধান কোন মন্দ কথা না কহিবে॥ সে যে টহলিয়া সেতো প্রাকৃতিক নহে। দেখিতে বালক দেহ পরম উৎসাহে॥ সাধু কিছু চিত্তে সর্ব্ব

বুঝিয়া না পায়। ইহারে দেখিলে কেন অন্তর দ্রবয় ॥ বস্তুশক্তি এমতি যাহার যেই গুণ। স্বাভাবিক প্রকাশয় অধিক না ন্যূন ॥ এইরূপে তেরমাস ব্যতীত হইল। এক দিন স্ত্রী তার পড়সীতে গেল ॥ পড়সীর স্ত্রী স্থানে কহে নিন্দা করি। টহলিয়া রাখিল যে তাহে আমি হারি ॥ কত যে খাইতে পারে তার সীমা নাই। তাহারে সকল দিয়া আপনি না খাই ॥ এইরূপে যবে তেঁহ এতেক কহিল। দৈবাৎ টহলিয়া তাহা সকল শুনিল ॥ শুনিয়া তৎক্ষণাৎ বিভু অন্তর্দ্ধান কৈল। সাধু শোকাকুলী হৈয়া মূর্চ্ছা প্রায় হৈল ॥ তিন দিন উপবাস কিছু না খাইল। আকাশবাণীতে প্রভু সকল কহিল ॥ টহলা যে করি মুঞি ভকত টহলা। ভক্তগণের টহলেতে তব স্থানে গেলা ॥ তুমি যে করহ সেবা কিবা আস্বাদনে। তাহাই হইল মোর জানিতে কারণে ॥ বড়ই আস্বাদ বটে করিয়া জানিনু। তোমার চরিত্রে বড় পিরীত পাইনু ॥ আমারে যে ভজে মাত্র তারে আমি ভজি। যে মোর ভকতে ভজে তারে নাহি ত্যজি ॥ এত শুনি সাধু চিত্তে চমৎকার হৈল। দুঃখিত হইয়া কিছু কহিতে লাগিল ॥ মোরে কৃপা করিবে যদ্যপি মনে ছিলা। তবে কেন এমন করিয়া কদর্থিলা ॥ ত্রৈলোক্য তোমার দাস দাসরূপে আইলে। এত কৃপা নহে তুমি বঞ্চনা করিলে ॥ সে যাহা হউক একবার দয়া করে। দরশন দেহ যদি এ তব কিঙ্করে ॥ তবে জানি তোমার করুণা ভৃত্যে প্রতি। তেঁহ কহে তোমার হৃদয়ে বসি নিতি ॥ যখন ভাবিবে মোরে হৃদয়ে দেখিবে। দেহান্তরে আমারে নিশ্চয় তুমি পাবে ॥ অতএব বৈষ্ণব সেবার যে মহিমা। প্রকাশ হইল ত্রিলোচন যার সীমা ॥ ত্রিলোচন শ্রীচরণে শরণ লইয়া। কৃষ্ণদাস মাগয়ে বৈষ্ণবে ভক্তি দিয়া ॥

চরিত্র শ্রীবল্লভাচার্য্য।

বল্লভ আচার্য্য নাম মহান পণ্ডিত। গোকুলে বসতি মন কৃষ্ণে নিয়োজিত ॥ শ্রীভাগবতে টীকা যেহ প্রকাশিল। স্বামী স্বামীর টীকার দোষ দিয়া ॥ শ্রীমান গৌরাঙ্গ স্থানে যেন আইলেন। আপন গৌরব জানি [illegible] করিয়ে ॥ শ্রীধরস্বামীর

মতে দোষ পড়ে বহু। তাহা স্বামী সদর্থ স্থাপিল যুক্তি বহু॥ ইহা শুনি প্রভু দুই কর্ণে হস্ত দিয়া। নারায়ণ নারায়ণ স্মরণ করিয়া॥ কহিলা স্বামীর প্রতি যেই দোষ দেয়। ভ্রষ্ট করিয়া তারে বেদেতে কহয়॥ এত শুনি আচার্য্য যে লজ্জিত হইয়া। গৃহে গিয়া অধোমুখে রহিলা বসিয়া॥ প্রভু মোরে উপেক্ষা করিল বলি মনে। অভিমান করিয়া রহিল সেই দিনে॥ সাধুর স্বভাব দ্বিজ বিচারিলা মনে। ভগবত টীকা কৈনু দম্ভের কারণে॥ বিশেষতঃ সাধুর উপরে দোষ দিনু। কেবল আপন মাত্র গর্ব্ব প্রকাশিনু॥ প্রভু অন্তর্যামী মোর অন্তর জানিয়া। খর্ব্ব করিবারে কহে ভঙ্গি উঠাইয়া। এত ভাবি দৈন্য ভাবে প্রভু স্থানে গেলা। শ্রীচরণে ধরি বহু বিনতি করিলা॥ প্রসন্ন হইয়া প্রভু আশ্বাস করিলা। অনন্তর প্রভু এক লীলা প্রকাশিলা॥ আচার্য্যেরে লক্ষ্য করি সবার শাসন। জানাইলা স্বামীর যে টীকা অনিন্দন॥ আচার্য্যেরে টীকা যেই অসৎ গ্রহমত। এক কর্ম্মে বহুকর্ম্ম সাধয়ে বহুত॥ আচার্য্য কহিল বহু জনেতে নিস্তার। তাঁহার চরণে করি কোটী নমস্কার॥ তাঁহার সন্তান গোকুয়া যে গোসাঞি। উপাসনা বাৎসল্যেতে হেন আর নাই॥

চরিত্র শ্রীভক্তদাস রাজার।

ভক্তদাস নাম মহারাজ শুদ্ধমতি। শ্রীরামচন্দ্রেতে অসাধারণ পিরীতি॥ এক বিপ্রস্থানে সদা রামায়ণ শুনে। রাজার বিশেষ প্রেম বিপ্র ভাল জানে॥ সর্ব্ব লীলা কথা কহে যথা শ্রোতারহে। সীতার হরণ কথা বিপ্র নাহি কহে॥ দৈবাৎ ব্রাহ্মণ কিছু পীড়িত হইল। অন্য ব্রাহ্মণের স্থানে শুনিতে লাগিল॥ রাজার প্রেমের তেঁহ স্বভাব না জানে। উপস্থিত হইল সীতা হরণ আখ্যানে॥ রাবণ হরণ করি সীতা লৈয়া গেলা। শুনিতেই নৃপ চিত্তে ক্রোধ উপজিলা॥ লেঙ্গ তলয়ার করে ঘোড়াতে চড়িয়া। মার মার করিয়া ধাইল চাবুক দিয়া॥ ক্রোধাবেশে ঘোড়া সহ সমুদ্রে পশিল। সমুদ্র হৈল [illegible] [illegible] [illegible]॥ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সমুদ্র [illegible] [illegible]॥

সমুদ্র তথায় পূজা সম্মান করিল। রাজা ক্রোধে বলে রাবণীয়া কোথা বল॥ হেন কালে দয়ালু শ্রীরামচন্দ্র আসি। কোটি চন্দ্র জিনি সহ জানকী প্রেয়সী॥ মহাভাগ্যবান মহা রাজার সম্মুখে। দাঁড়াইলা মুচকি হাসিয়া চন্দ্রমুখে॥ তথাচ সম্বিত নাহি করে মার মার। হাসিয়া শ্রীরামচন্দ্র ধরিলেন কর॥ রাবণীয়া বেটাকে যে মারিয়া জানকী। আনিল এখন এই দেখ চন্দ্রমুখী॥ তখন চেতন পাইয়া সম্মুখে দেখয়। চমৎকার ত্রৈলোক্যমোহন রূপ হয়॥ অনিমিষে চাহে মনে বিতর্ক করয়। একি অপরূপ রূপ চমৎকারী হয়॥ নব কাদম্বিনী সহ স্থির সৌদামিনী। কিম্বা মত্ত অলিসহ বিকচ নলিনী॥ কিবা নীলকুঞ্জ সহ সোণার ভ্রমরী অথবা অঞ্জন পুঞ্জে হেমের গাগরি॥ নবঘনে উদিত বা শরৎ চন্দ্রিকা। নবনীত মালে কিম্বা স্বর্ণের লতিকা॥ এতেক চিন্তিয়া গলদশ্রুধারা বহে। শতবার মূর্চ্ছি হয়ে ভূমেতে পড়য়ে॥ রাম-চন্দ্র কহেন যে বাঞ্ছা থাকে কহ। ত্রৈলোক্যে সকলি দিব যাহা তুমি চাহ॥ তেঁহ কহে কি চাহিব তোমার অধিক। ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ তাহে ধিক ধিক॥ এইরূপ রত্নযুগ আমার হৃদয়। সদা জগ মগ করে করিয়া উদয়॥ সর্কেন্দ্রিয় মগ্ন যেন অনন্ত বিষয়। থাকি নিরন্তর এই প্রার্থনা যে হয়॥ প্রভু কহে তথাস্তু যে তাহাই হইবে। এখন রাজত্ব কর পিছে মোরে পাবে। তবে কৃপা করি হরি নিজ ধামে গেলা। পূর্ণ মনোরথ রাজা গড়েতে আইলা॥ তাঁহার চরণে কোটি কোটি যে প্রণতি। যে সৌভাগ্য লাগি ব্রহ্মা শিব আছে ব্রতী॥

লীলানুকরণ চরিত্র।

শ্রীপুরুষোত্তমে করে লীলানুকরণ। নৃসিংহ হইল কেহ কেহ দৈত্যভান॥ যে অনুকরণ যেই করে সেই সেই। আবেশ অন্তরে হয় তার সাক্ষী এই॥ নৃসিংহ হইয়া কহে হিরণ্যকশিপে। উরু পরে নখে বিদারিল সত্য রূপে॥ হাহাকার করি সবে চমকিত হইল। যে করিল তার পিতা আসিয়া ধরিল॥ তেঁহ কহে ছলে কেন পুত্রেরে মারিলা। কেহ কহে তা না হবে আবেশে মারিলা॥

পিতা রাজা স্থানে গিয়া নিবেদন কৈল। রাজা চমকিত হৈয়া সবা বোলাইল॥ বৃত্তান্ত শুনিয়া রাজা মনে বিচারয়। নরের নখেতে নর ফাড়া নাহি যায়॥ এবথায় ইহার যে প্রীতি নাহি হবে। সাক্ষাৎ দেখিলে তবে লোকেতে বুঝিবে॥ তাহারে কহিল তুমি হও দশরথ। যে মরিল তারে কহি হও রামবৎ॥ রাম বনে পাঠাইয়া দশরথ যথা। প্রাণ তেয়াগিল কর অনুকরণ তথা॥ সেই অনুকরণ করিতে মাত্র সেই। প্রাণ তেয়াগিল সত্য দশরথ যেই॥ অতএব কৃষ্ণ রাম আদি বেশ করি। লীলানুকরণ করে যে যে বেশ ধরি॥ তাহাতে অবজ্ঞা কেন কদাচ না কর। ভাগবত জ্ঞানে তাহে শ্রদ্ধা অনুসর॥ তার সাক্ষী দেখ পুর্ব্বাপর বৃন্দাবনে। রাসলীলা করে ব্রজবাসী আদিগণে॥ রাধাকৃষ্ণ সাজাইয়া সেই যে বালকে। পরম ভকতি করি পুজে সর্ব্ব লোকে॥ তাহার অধরামৃত চরণামৃত লইয়া। কাড়াকাড়ি করে খায় পদার্থ ভাবিয়া॥ অতএব ঈশ্বর আবেশ তাহে জানি। ভকতি উচিত হয় ইষ্ট সম মানি॥ লীলাঅনুকরণ অনাদি সিদ্ধ হয়। অনিরুদ্ধ কৈল উষা হরণ সময়॥ গন্ধর্ব্ব নর্ত্তনে মথুরায় কৃষ্ণ চন্দ্র। যাহা দেখি রসাবেশ হৈল গৌরচন্দ্র॥ কিন্তু ভকতের যে করণের সার ভাষা। কেহ যদি করে তাহে করিবে উল্লাসা॥

চরিত্র শ্রীরত্তিবন্ত বাই।

রত্তিবন্ত নামে এক বাই পুরুষোত্তমে। বাল্যভাবে শ্রীকৃষ্ণচরণে মতি রমে॥ গ্রামেতে কোথাও ভাগবত পাঠ হয়। তার পুত্র শ্রবণ করিতে নিত্য যায়॥ যেই যেই আখ্যান শুনয়ে তথা বসি। সেই সেই কথা মাতা স্থানে কহে আসি॥ আনন্দিত হইয়া শুনয়ে পুত্র স্থানে। আন দিন উদূখল বন্ধন আখ্যানে॥ শুনিয়া আসিয়া মাতা নিকটে কহিতে। মাতা তাহা শুনি নারে পরাণ ধরিতে॥ হাহা হেন সুকুমার কমলনয়নে। কেমনে বান্ধিল রাণী দয়া নৈল মনে॥ হাহা করি অচেতন হইয়া পড়িল। পড়িতে অমনিই পরাণ ছুটে গেল॥ হাহা কিবা ভাব কিবা প্রেম কিবা স্নেহ। বন্ধন করিলেন শুনি ত্যজিলেন দেহ॥

হায় হায় হেন কবে সুদীন হইবে। তাঁর পদরজে মতি কবে মোর হবে॥ তাহার চরণরজ স্পর্শ অধিকার। হেনই সুদীন কবে হইবে আমার॥ কে হেন দয়াল আছে এই ত্রিভুবনে। জানিলে শরণ লই তাঁহার চরণে॥ প্রাণ নিকাশিয়া দেই যদি তেঁহ চান। যদি পাই সে প্রেমসিন্ধুর এক কণ॥ হৃদয়ে মাণিক হারে যাহারে ধরিনু। নারায়ণ কৃপাবলে যে প্রেম পাইনু॥ ইহার উপায় যে না দেখি তাহা বিনু। সর্ব্ব বেদ সার যেই শাস্ত্রেতে শুনিনু॥ জাহ্নবীর পশ্চিম দিশাতে মণিহার। তাহার মধ্যে যে শোভে গৌরাঙ্গ সুন্দর॥ নিবেদন তাঁর পদে দন্তে তৃণ ধরি। যদি কৃপা করে সেই শ্রীচৈতন্য হরি॥ তবে এই সুদৃঢ় দুর্ম্মতি সিন্ধু পার। তাই নহে ত্রিভুবনে গতি নাহি আর॥ তেঁহ যদি কৃপা করি কটাক্ষ করয়। তবে কৃষ্ণদাস দীন কৃতকৃত্য হয়॥

চরিত্রে পুরুষোত্তমবাসী মহারাজা।

শ্রীপুরুষোত্তমের রাজা পুরুষোত্তম ভক্ত। একান্ত নৈষ্ঠিক শ্রীচরণে অনুরক্ত॥ তাঁহার সৌভাগ্য কিছু কহা নাহি যায়। যার ছিন্ন হস্ত সোনা শ্রীঅঙ্গে লেপয়॥ রাজার একান্ত ভক্তি নিষ্ঠা বিবরণ। বিস্তারি কহি যে শুন অপূর্ব্ব কথন॥ এক রাজা পাশক্রীড়াতে আছয়। পাণ্ডা মহাপ্রসাদ হস্তে আইল তথায়॥ মহাপ্রসাদ দিয়া নৃপে আশীর্ব্বাদ কৈল। অন্যমনস্ক রাজা বাম হস্তেতে ধরিল॥ পশ্চাৎ জানিয়া কৈল জিহ্বায় দংশন। হায় আমি কি কাজ করিলা অলক্ষণ॥ ব্রহ্মার দুর্ল্লভ বস্তু যে মহাপ্রসাদ। বামহস্তে কৈনু কৈনু বড়ই প্রমাদ॥ এই অপরাধ জন্য এই দুষ্ট হস্ত। ছেদন করিতে হয় অবশ্য প্রশস্ত॥ যোড়হাত করিয়া তাহারা যায় দূরে। চাকর কি প্রভু হস্ত কাটিবারে পারে॥ কেহ যদি না কাটিল কৈল কিছু যুক্তি। কহে মোর ঘরে এক প্রেত আইসে নিতি॥ গবাক্ষর দ্বারে হস্ত বাড়ায় বাহিরে। কি জানি কি কর্ম্ম কিছু নাহি বুঝিবারে॥ এইমত সিপাইগণেরে বুঝাইয়া। খড়্গ হস্তে সেই খানে রাখে নিয়োজিয়া॥ যখন বাড়াবে হস্ত কাটিয়া পাড়িবে। তবে মোর প্রেত

হইতে বিঘ্ন দূরে যাবে॥ এতেক বলিয়া রাজা শয়ন করিল। মধ্যরাত্রে উঠি তথা হাত বাড়াইল॥ রাজার কহত মতে প্রেত জ্ঞান করি। রাজার যে বামহস্ত কাটে চোট মারি॥ দয়াল শ্রীজগন্নাথ রাজার চরিত্র। দৃঢ় নিষ্ঠা ভক্তি রতি আশায় পবিত্র॥ জানিয়া দয়ার্দ্র হৈয়া কহে ভৃত্যগণে। রাজার যে ছিন্ন হস্ত আনহ যতনে॥ আমার বাগিচা মধ্যে গাড়িয়া রাখহ। প্রতিদিন তাহে জল সেচন করহ॥ প্রভুর যে আজ্ঞা সেইমত আচরিল। সেই হস্তে দোনা নামে বৃক্ষ জনমিল॥ অপূর্ব্ব সৌরভ তার সুন্দর দর্শন। সুপবিত্র সুসেব্য শ্রীঅঙ্গ আভরণ॥ অতি প্রিয়তম করে আপনি তোটন। অদ্যাপি বার্ষিক যাত্রা মদন ভঞ্জন॥ রাজার যেমন হস্ত হইল তেমতি। প্রভু কৃপা কৈল তার কিসে অনুরতী॥ সেই মহারাজার দাসের অনুদাস। কৃষ্ণদাস জন্মে জন্মে করে অভিলাষ॥

চরিত্র শ্রীকরমা বাই।

মাড়োয়ার দেশীয় শ্রীজগন্নাথ ভক্ত। করমা বাই নামে জগতে আছে ব্যক্ত॥ যাহার খিচড়ী হরি খাইলা পিরীতে। করমা বাইর খিচড়ী যে অদ্যাপি বিদিতে॥ তাহার বৃত্তান্ত শুন অপূর্ব্ব কথন। হরিভক্তি সাধুগণ শ্রবণ রঞ্জন॥ বসাই যে প্রভাতে উঠি ধুইয়া যে মুখ। খেচরান্ন পাক করে মনে বড় সুখ। আর্দ্রক মরীচ হিঙ্গ বহু ঘৃত দিয়া। রন্ধন করয়ে অন্ন অমৃত জিনিয়া॥ চুলা চৌকা নাহি দিয়া সেইখানে ঢালি। ভোগ লাগাইয়া বাই আনন্দে আকুলি॥ জগন্নাথ আসি তাহা করেন ভোজন। তেঁহ তৃপ্ত আর কোন দ্রব্যে নাহি মন॥ এক দিন এক সাধু বৈরাগী আসিয়া। অতিথি হইল শুভ চরিত্র দেখিয়া॥ রতিপ্রেম সর্ব্ব গুণাস্কৃত দেখিলা। কিন্তু এক রীত দেখি দুঃখিত হইলা॥ স্নানাদি না করি পাক করি ভোগ দেয়। ইহাতে কৃষ্ণচন্দ্রের প্রীতি না জন্মায়॥ এত ভাবি বাইজীকে কহে কিছু নীত। আচার পূর্ব্বক কৃষ্ণ সেবা যে উচিত॥ প্রাতে চুলা চৌকা মুখ প্রক্ষালন স্নান। করিয়া পাকাদি করি কৃষ্ণে নিবে-

দন॥ করহ নতুবা অপরাধ যে জন্মায়। ভোজনেতে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি নাহি হয়॥ এত শুনি করমা বাইজীউ ঠাকুরাণী। কহয়ে যেরূপ আজ্ঞা করিলা আপনি॥ সেইমত আচার করিয়া ভোগ দিব। স্ত্রীজাতি মুঞি নাহি জানি কি করিব॥ পরদিন সেই-মত আচার করিল। ভোগ লাগাইতে দুই প্রহর চড়িল॥ অধিক বেলাতে জগন্নাথ খাওয়াইতে। মনে ক্ষোভ হইল সুখ না পাইল চিত্তে॥ খিচড়ী খাইতে জগন্নাথে আসি বৈসে। হেথা শ্রীমন্দিরে ভোগ লক্ষ্মী পরিবেশে॥ আচমন না করিয়া তড়িঘড়ি গিয়া। মন্দিরে বসিলা প্রভু ভোজন লাগিয়া॥ হস্ত মুখে খিচড়ী যে লাগিয়াছে দেখি। সেবকগণেতে তবে কহয়ে চমকি॥ কহ প্রভু কোথায় খিচড়ী খাইলে গিয়া। কোন ভাগ্য-বান গৃহে চরণ অর্পিয়া॥ সফল করিলে হরি মানব জনমে। বুঝিলাম সেই ধন্য এ তিন ভুবনে॥ তবে প্রভু আদেশ করিলা পাণ্ডাগণে। নিত্য মুঞি যাই করমা বাইর সদনে॥ অপূর্ব্ব খিচড়ী করি প্রণয় পূর্ব্বক। খাওয়ায় আমারে বড় মনে পাইনু সুখ॥ নিত্য খাওয়াইত মোরে সকাল করিয়া। অমুক বৈরাগী গিয়া সুযুকতি দিয়া॥ নীত শিক্ষাইল তারে আচার করিতে। সে হেতু বাড়য় বেলা দুঃখ পাই তাতে॥ বেলা হৈল ক্ষুধা লাগে দ্বিতীয় এখানে। প্রস্তুত সময় যাইতে হয় সেইখানে॥ সেখানে সুস্বাদ আর বাইজীর পিরীতে। ছাড়িতে না পারি হয় একান্ত যাইতে॥ হেথা ছুটাছুটি আর না পারি করিতে। অতএব তার কাজ নাহি আচারেতে॥ পূর্ব্বেতে যেমন করি ভোগ লাগাইত। তেমতি করিয়া করে তাহে মোর প্রীত॥ আহা কি আশ্চর্য্য দেখ কৃষ্ণ যার প্রীত। তাহার মহিমা যেই বিধি অবিদিত॥ কোটি গঙ্গা তুল্য সেই সুপবিত্র হয়। তার সাক্ষী দেখ জগন্নাথ যে কহয়॥ অপেক্ষা না কৈল শুচি পিরীতি পাইল। যে হেতুক পিরীতি পূর্ব্বক খাওয়াইল॥ অতএব পিরীতি যাহার দেহে হয়। বেদ বিধি বিচারে অশুচি সেই নয়॥ প্রভুর আদেশ শুনি উটিগ্ন হইল। বাইজীর স্থানে তবে বৃত্তান্ত কহিল॥ বাইজী শুনিয়া

তাহা আনন্দে ভাসিল। বিকার শাস্তিক অষ্ট শরীরে হইল ॥ পূর্ব্ববৎ প্রাতে উঠি খিচড়ী অন্ন করি। জগন্নাথ ভোগ দেয় প্রেমানন্দে ভরি ॥ আচার করিতে যে বৈরাগী যুক্তি দিলা। বিশেষ বৃত্তান্ত শুনি ভয়েতে কাঁপিলা ॥ ত্বরিতে বাইজী স্থানে গমন করিয়া। দণ্ডবৎ করি কহে দুহস্ত যুড়িয়া ॥ তোমার মহিমা আর প্রভুর আশয়। আমি কি জানিব ছার কিসে কিবা হয় ॥ তোমারে কহিনু মুঞি আচার করিতে। তাহাতে হইল দুঃখ ক্রোধ হৈল চিত্তে ॥ অতএব তোমার যে আচার নিয়ম। সেইমত কর না করহ ব্যতিক্রম ॥ সেই সে করমা বাই নামে অদ্যাপিহ। খিচড়ী লাগায় ভোগ স্বর্ণথালি লেহ ॥ হে হে করমা বাই কৃপাদৃষ্টি কর। কালভবমগ্ন জীবের উপায় বিস্তার ॥ শ্রীচরণ শিরে ধর আপন গুণেতে। অযোগ্য হইল তব বিচার করিতে ॥

ইতি শ্রীভক্তমালে শ্রীভাবুক ব্রাহ্মণাদি ভক্তচরিত্র বর্ণনং ত্রয়োদশ মালা ॥ ১৩ ॥

চতুর্দ্দশ মালা।

বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায় সুন্দর আশয়। দুইকন্যা দুহাঁকার চমৎকার হয় ॥ তাহা দুহার গুণ কিছু কীর্ত্তন করিব। দুর্ম্মতি কালসর্প বিষ আপনা ঝাড়িব ॥ দুই কন্যা সখ্যভাব অল্প বয়সে। গুরুগৃহে থাকিতেই সদাই আবেশ। এক দিন খেলিতে খেলিতে গেলা তথা। বসিলেন গিয়া গুরু পূজা করে যথা ॥ আশ্চর্য্য ব্রাহ্মণ ঘরে অনেক ঠাকুর। শালগ্রাম শিলাচক্র শ্রীমূর্ত্তি প্রচুর ॥ দুয়ারে বসিয়া দুটি কন্যা জিজ্ঞাসয়। ইনি বা কে উনি বা কে পূজিলে কি হয় ॥ গোসাঞি শুনিয়া তাহা হাসিতে হাসিতে। ঠাকুরতত্ত্ব ভক্তিতত্ত্ব লাগিলা কহিতে ॥ সাধু কৃপা কিম্বা সুপুরুষের সংস্কারে। যতেক কহিল গোসাঞি পশিল অন্তরে ॥ কহে

মোদিগেরে দুটি ঠাকুর দে দেহ মোরা সেবা করিব কোন দুটি দিবে কহ। গোসাঞি কহেন হেন বাক্য নাহি কহ। এখন বালক বড় হইলে করিহ॥ মন্ত্রগ্রহণ করাইয়া দিব বিধি-মতে। ঠাকুর সেবার যোগ্য হইবে যাহাতে॥ মন্ত্রগ্রহণের কথা যবে সে শুনিল। মন্ত্র মন্ত্র করি পুনঃ তাহাই ধরিল॥ ঠাকুর মন্ত্রের লাগি কান্দিতে লাগিলা। গোঁসাই সে এক মহা আপদে পড়িলা॥ আজ ঘরে যাহ কালি দিব যে কহিয়া। লোক দিয়া পাঠাইলা সান্ত্বনা করিয়া॥ গোসাঞি অন্তরে কিছু করিল যুকতি। শিলাপুত্র দুটি আনি রাখিলেন তথি॥ কুঙ্কুম চন্দন পুষ্প তুলসী ভূষিত। করিয়া রাখিল তথ ঠাকুর সহিত॥ পর দিন দুই কন্যা আইল তথায়। ঠাকুর দেহ মন্ত্র দেহ বলিয়া কান্দয়॥ গোসাঞি কহেন দিব ঠাকুর আর মন্ত্র আইসহ লহ কান্দ কেন হও শান্ত॥ এত কহি সেই দুহ শিলাপুত্র দিল। কৃষ্ণ নাম মহামন্ত্র কর্ণেতে কহিল॥ নামামৃত শ্রবণ মাত্রেতে মগ্ন হৈল। আর কিছু রঙ্গ সেই বালিকার ভেল॥ শিলাপুত্র নাহি জানে ঠাকুর জানিয়া। গদ গদ ভাব হৈল হৃদয়ে ধরিয়া জিজ্ঞাসয়ে ইঁহার কি নাম যে গোসাঞি। শিলাপিল্যা নাম নাম কৃষ্ণচন্দ্র সে যে এই॥ শিলাপিল্যাশিলপুত্র একই যে অর্থ। বালকে ভুলায় ঠাকুর বলিয়া যথার্থ॥ বালক স্বভাব হয় তর্ক নাহি জানে। সুদৃঢ় বিশ্বাস হৈল গুরুর চরণে॥ দুইজনে দুই শিলা লইয়া পূজয় কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র হৃদয়ে জপয়॥ সেবয়ে সদাই জ্ঞান করি নিজ ইষ্ট। ক্রমে ক্রমে হৈল তাহে পিরীতি বরিষ্ঠ॥ শিলাপিল্যা প্রাণধন শিলাপিল্যা ব্রত। অন্য কথা নাহি অন্য ধনে নাহি রত॥ রাজার কন্যার স্বামী গৃহে লইবারে। সদা লোক পাঠায় নাহি চাহে যাইবারে॥ পুনর্ব্বার স্বামী তার আপনি আসিয়া। অনেক যতন করি চলিল লৈয়া॥ পেটারিতে ভরি প্রিয় শিলাপিল্যা লইল। বক্ষঃস্থলে করি ডুলি আরোহণ কৈল॥ স্বামী তার কহে কিছু দূরেতে যাইয়া। বৃথায় কেন বা মর পাথর পুজিয়া॥ ভুলাইয়া গোসাঞি পাথর আনি দিল

আমার বচন শুনি টানমারি ফেল॥ সুদৃঢ় বিশ্বাস তাহে সে কথা না শুনে। বজ্রাঘাত তুল্য করি সেহ বাক্য মানে॥ জোরাবরি স্বামী তার পেটারি সহিতে। টান মারি ফেলাদিল পুষ্করিণী জলেতে॥ হাহাকার করিয়া কান্দয়ে উচ্চৈঃস্বরে। শিলাপিল্যা শিলাপিল্যা করিয়া ফুকারে। স্বামী তার মূঢ় অতি মর্ম্ম নাহি জানে লইয়া চলিয়া গেল আপন সদনে॥ তথায় যাইয়া কন্যা অন্ন নাহি খায় শিলাপিল্যা বলি মাত্র রোদন করয়॥ শাশুড়ী ননদী আর পড়সী যতেক। আসিয়া ঘেরিল আর ইতর যতেক॥ সকলে কহেন বধু এত শোকাকুলী। হইয়া কান্দয়ে কেন অধিক ব্যাকুলী॥ শিলাপিল্যা বলি ডাকে ইহার কি অর্থ। দাসীগণ কহে আদ্যোপান্ত যে বৃত্তান্ত॥ শিলাপিল্যা ঠাকুর ইহার প্রাণ সম। পতি জলে ফেলি দিল জানিয়া বিষম॥ এত শুনি তার সাত পুত্রেরে ডাকিয়া। বহু অনুযোগ কৈল আক্রোশ করিয়া॥ লোক পাঠাইল সেই পুষ্করিণী যথায়। খুলিয়া পেটারিসহ তুলিয়া আনয়॥ বধুর নিকটে দিল পেটারি লইয়া। আকুপাকু করি হৃদে ধরে উঠাইয়া॥ দরিদ্রের হারাধন যেমন মিলয়। গত দেহ মধ্যে যেন পুনঃ প্রাণ পায়॥ তেমতি আনন্দে হিয়া সেবা আদি কৈল। তাহার প্রসাদে সব বৈষ্ণব হইল॥ সেই শিলা হৈতে কৃষ্ণ দরশন দিল। নিষ্ঠা যে সবার মূল কাছে সেবা হৈল॥ কৃষ্ণনাম আকর্ষণে হৃদয় পশিল। পিরীতি যে বশ কর তাহে বশ হৈল॥ পুনঃ জমীদারের কন্যার কথা শুন। অমনি শিলাপিল্যা প্রতিপিরীতি যেমন॥ দুই ভ্রাতা তারা দুই গ্রামেতে বসয়। অপ্রণয় সদাই লড়াই যুদ্ধ হয়॥ যুদ্ধে বড় ভ্রাতা ছোট ভ্রাতার ঘর দ্বার। লুটিয়া লইয়া গেল যে ছিল তাহার॥ তাহার সহিত শিলাপিল্যা লই গেল। ঠাকুর বলিয়া তেঁহ মন্দিরে রাখিল॥ হেথা সেই কন্যা শিলাপিল্যার লাগিয়া উচ্চৈঃস্বরে কান্দয়ে ভূমিতে লোটা-ইয়া॥ অন্য লোকে বলে বৃথা কান্দ কেন মাতা তোমারত ভাই সে না যাও কেন তথা॥ এতেক শুনিয়া বড় ভ্রাতা গৃহে গিয়া। কান্দিয়া পড়িল তথা আছাড় খাইয়া॥ তটস্থ হইয়া সবে

জিজ্ঞাসা করয়। কেন কান্দ আসি বক্ষ ধরিয়া উঠায়॥ তেঁহ কহে মোর প্রাণ তোহে প্রাণ দিল। শিলাপিলা রত্নধন কাড়িয়া লইল॥ বিশেষ জানিয়া সবে কহয়ে তাহার বাছিয়া লইবা ঠাকুর দেখহ মন্দিরে॥ যাইবা মাত্র শিলাপিলা আসিয়া আপনি হৃদয়ে আসিয়া লাগে তার গুণমণি॥ তাহার নিষ্ঠাতে কৃষ্ণ সেই রূপ হৈল। পিরিতে তাহারে রিঝি আপনা সপিল॥ তাহার চরণে করি কোটি নমস্কার কৃষ্ণদাস মাগে এক বিন্দু সে তাহার॥

চরিত্র শ্রীভক্তনিষ্ঠ রাজার।

অপর ভক্তিনিষ্ঠ এক রাজা বিজ্ঞতম। বৈষ্ণবে একান্ত রতি নাহি যার সম॥ বৈষ্ণবের ভেক ধরি দুই চারি চোর চুরির সন্ধানে গেল রাজার গোচর॥ ভক্তি ভাবে রাজা পদ প্রক্ষালন করি। সেবা করি বসাইল পর্য্যঙ্ক উপরি॥ অন্দরে লইয়া রাণীকে আজ্ঞা দিলা। শ্রীচরণ সেবন করি শুশ্রূষা করিলা॥ রাত্র যবে গৃহবাসী সবে নিদ্রা গেল। উঠিয়া রাণীর তবে গলে ছুরি দিল॥ মারিয়া রাণীর অঙ্গ গহনা লইয়া চলিল যে দস্যুগণ আনন্দিত হৈয়া॥ যাইতে পথ না পায় ধর্ম্মের যে কর্ম। সারারাত্রি ফিরে বুলে নাহি বুঝে মর্ম্ম॥ প্রভাতে উঠিয়া দেখি দাস দাসীগণ রাণীর মরণ আর দস্যুর করণ॥ হাহাকার করি দস্যুগণের বান্ধিয়া রাজার নিকটে তবে দিলেক লইয়া॥ রাজা দেখি হাহাকার করিয়া কহয়। বৈষ্ণবেরে বান্ধ একি সর্ব্বনাশ হয়॥ ভৃত্যগণ কহে মহারাজ নিবেদন। বৈষ্ণব না হয় এই সব দস্যুগণ॥ রাণীরে মারিয়া অলঙ্কার বস্ত্র লৈল। চোরগণ বৈষ্ণবের ভেক ধরি আইল॥ তথাপিহ রাজা কহে আরে ছাড় ছাড়। মূর্খগুলা কহে বৈষ্ণবেরে চোর ভাড়॥ রাণীর কর্ম্মেতে ছিল নিজ দোষে লৈল। না বুঝিয়া তোমরা বৈষ্ণবে দুঃখ দিল॥ ত্রিহ সবার পাদোদক লইয়া খাওয়াও এখনি বাচিবে রাণী মোর বাক্য লও॥ এত কহি পাদোদক লইয়া মুখে দিতে। বাঁচিয়া উঠিল রাণী চাঁহে চারি ভিতে॥ বৈষ্ণবগণেরে রাজা বহুধন দিয়া। বিদায় করিল স্তব বিনয় করিয়া॥ দস্যুগণ তাহা দেখি

বিবেক হইল। বৈষ্ণবের ভেকমাত্র আশ্রয় করিল॥ তাহার মহিমা এই দেখিনু সাক্ষাতে। মৃতক জীবন পাইল চরণ ধুয়াতে। এতেক ভাবিয়া তারা বৈষ্ণব হইল। সাধুসঙ্গ লবামাত্রে সেই রঙ্গ পাইল॥ রাজার আশ্চর্য্য দেখ বৈষ্ণবে বিশ্বাস। কে বুঝিবে মর্ম্ম যাতে হরির বিলাস॥ সেই রাজা সেই দস্যুগণের চরণ। ধুলিকন কৃষ্ণদাস করয়ে প্রার্থনা॥

চরিত্র অঙ্গ ভক্তনিষ্ঠ রাজা।

হরিভক্ত এক মহারাজা ভক্ত সেন। উদার চরিত্র শাস্ত্র বিজ্ঞ মহাকবি॥ দৃষ্ট বত ভক্তিমার্গে বৈষ্ণবে পিরীতি। এক ভক্তরাজ আসি হইল অতিথি॥ পদ ধোও আদি করি আসন ভূষণ। ভোজন করাইয়া কৈল অনেক স্তবন॥ বৈষ্ণবের ভক্তি ভাব দেখিয়া রাজন। রাণীও সহিতে রৈল প্রথমে মগন॥ বৈষ্ণব বিদায় হৈয়া চাহে যাইবারে। কিছুকাল রহ রাজা কহে বারে বারে॥ এইরূপ বৎসরেক বৈষ্ণব রহিল পুনঃ আর নাহি রহে কোমর বান্ধিল॥ রাজা প্রাণ ত্যাজিবারে উদ্যোগ করিল। রাণী উৎকণ্ঠায় এক যুক্তি ঠাহরিল॥ অনেক মিনতি করি কহয়ে বৈষ্ণবে। আজ দিন রহ কালি সকালে যাইবে॥ বহু উপরোধে সাধু সে দিন রহিল। রাত্রে নিজ পুত্রে রাণী বিষ খাওয়াইল॥ মরিল নন্দন প্রাতে কান্দিয়া উঠিল। অন্তঃপুরে রোদনের ধ্বনি উথলিল॥ প্রাতে সাধু চলিবায় উদ্যোগ করিতে। দাসী গিয়া কহে কিছু রাণীর পিরীতে॥ মহাশয় রাজার যে পুত্রটি মরিল। কান্দিয়া আকুল রাণী এই দশা হৈল॥ দুই চারি দিবস থাকিলে ভাল হয়। পশ্চাত্তর ইচ্ছা তব মনে যাহা লয়॥ বৈষ্ণব ভাবয়ে মনে এতেক প্রণয়। বিপদ সময়ে যাওয়া উচিত না হয়॥ বিবেচনা করি তবে কোমর খুলিল। রাজা রাণী দুহে মহা আনন্দিত হৈল॥ অন্তঃপুরে গেল সাধু সান্ত্বনা করিতে। দেখে গিয়া রাণী বসিয়াছে আনন্দেতে॥ সাধু বলে এত তব আহ্লাদের কাল। নহে যে তথাচ দেখি আনন্দ বিশাল॥ হর্ষভাবে কহে রাণী সব বিবরণ। বিষ খাওয়াইল পুত্রে তোমার

কারণ॥ পাদোদক দেহ পুত্র বাঁচাব এখনি কৃপা করি দিন কত থাকহ আপনি॥ পাদোদক লইয়া বালকে যবে দিল। নিদ্রা ভঙ্গ হয়ে যেন চমকি উঠিল॥ বিশেষ শুনিয়া আর বিশ্বাস দেখিয়া। সাধুর আশ্চর্য্য হৈল চমৎকার হিয়া॥ বিচার করিল মনে এ হেন সৎসঙ্গ। সদাই যাহার সনে কৃষ্ণ কথা রঙ্গ॥ ইহা ছাড়ি অধিক কি লাভ কোথা যাব। এই মোর সিদ্ধান্ত এখানে রহিব রাণীরে কহেন তবে এ হেন সদ্‌গুণ। পুত্রে বিষ খাওইলে বৈষ্ণব কারণ॥ বৈষ্ণব চরণামৃতে ঈদৃশ বিশ্বাস। শ্রীকৃষ্ণ চরণ তব অন্তরে বিলাস॥ তোমা হেন সৎসঙ্গ ছাড়িয়ে কোথা যাব। এই মোর সিদ্ধান্ত এখানে রহিব॥ শুনিতে শুনিতে রাণী আনন্দ সাগরে মগ্ন যে বৈষ্ণব থাকিবেন শুনি ঘরে॥ রাজন বৃত্তান্ত সববিশেষ শুনিয়া রাণীরে প্রশংসে বহু গদ২ হিয়া॥ বৈষ্ণব থাকিবে বলি উৎসাহ হইল। খবরান্ত করিল নগরবত নসাইল॥ অতএব কি আশ্চর্য্য বৈষ্ণবে পিরীতি। কিবা সুচরিত্র কিবা ভক্তি রীতি॥ আমরা অভাগ্যবন্ত জন্ম অকারণ শিশ্নোদর পর মাত্র বৃথাই জীবন॥ হে হে মহারাজ হে হে মহারাণী। এদুর্গতি জনে অবলম্ব দেহি পাণি॥ তবে সে নিস্তার পাই নহে কালভব। সাগরে ডুবিয়া মরে কিঙ্কর যে তব॥ ১৫॥

চরিত্র শ্রীমামা ভাগিনাদ্বয়।

মামা ভাগিনা দোঁহের অদ্ভুত চরিত্র। দুহে কৃষ্ণ ভক্ত সম দুহে দুহা প্রীত॥ দক্ষিণ দেশেতে রঙ্গনাথ নামে হরি। জানয়ে সবাই যে প্রসিদ্ধ জগতরি॥ তাঁহার মন্দির না দেখিয়া দুঃখমনে। হইল একান্ত রাগ মন্দির কারণে॥ ভ্রমণ করিয়া কোথা সুযোগ না বনে। সন্ধান করিল মনে ভাবিয়া দুজনে॥ যদ্যপি সবরা-গনের সেবা পরশমণির। সূর্য্যের আকৃতি যিনি কিরণ শরীর॥ অবরার সঙ্গে নহে তাহা যে কর্ত্তব্য। তথাচ রাগের ধর্ম্ম মানয়ে যে লজ্জা॥ কপটে সেবক গিয়া হৈল সেবরার। স্পর্শমণি যুক্তি করি দুহির বিচার॥ পরামর্শ করি দোঁহে সেবরার নিকটে।

সেবক হইল গিয়ে করিয়ে কপটে॥ সেবয়া অদ্বৈতবাদী যদ্যপি অগ্রাহ্য সেবক হইল তাহে যদ্যপি অপূজ্য॥ চুরিবৃত্তি যদ্যপিহ অধর্ম্মের কর্ম্ম। এসকল যদ্যপিহ বিগর্হিত ধর্ম্ম॥ তথাপিহ শ্রীকৃষ্ণেতে দৃঢ় অনুরাগে। কৃষ্ণসুখ হেতু লৈয়া যায় অন্য মার্গে॥ কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য। না থাকে বিচার মাত্র কৃষ্ণ সুখ লভ্য॥ কৃষ্ণের যাহাতে সুখ এই মাত্র জানে। রাগের স্বভাব লোক ধর্ম্ম নাহি মানে॥ ইহার সিদ্ধান্তে যে কহয়ে ভাগবতে। তদর্থে যে পাপ সেহ ধর্ম্মের নিমিত্তে॥

মন্নিমিত্তকৃতং পাপং স্বধর্ম্ম এব কল্প্যতে ইত্যাদি।

কতেক দিবস থাকি সেবরার স্থানে মণি মুক্তা চুরির সদা করয়ে সন্ধান॥ কোনমতে অবকাশ কাল নাহি পায়। মন্দির উপরে এক যুবতী আছয়॥ উপরে চড়িয়া কলস গিয়ে খসায়। তাহাতে হইল পর্শ লইতে উপায়॥ মন্দির ভিতরে মামা পরশ লইল ভাগিনা উপরে চড়ি রজ্জু ডারি দিল॥ রজ্জু ধরি উঠে সেই কলস উপরে। বগলে দাবিয়া দুই দিকে নাহি সরে॥ ভাগিনার হাতে সেই পরশ মণি দিয়া। কহয়ে আমার লহ মস্তক কাটিয়া॥ নতুবা প্রভাতে মোরে দেখিয়া চিনিবে। অভিলাষ মনের যে কর্ম্ম না হইবে॥ তুমি শীঘ্র যাহ রঙ্গনাথের আলয়। সুন্দর করিয়া বানাইবে সুখালয়॥ ভাগিনা কহয়ে তবে মস্তক ছেদন। কেমনে করিব মোর নাহি সরে মন॥ তেঁহ কহে মোর মাথা মুঞি কাটিবারে। কহিতেছি তাহে তব কি দুঃখ অন্তরে॥ তবে তার শির কাটি ভাগিনা লইল। বানাতে মন্দির রঙ্গনাথে চলি গেল॥ যাইয়া তথায় দেখে মামা বসিয়াছে। মন্দির বানান কারখানা লাগিয়াছে॥ এত অনুরাগ যার শ্রীকৃষ্ণ চরণে। তার কি মরণ আছে এতিন ভুবনে॥ মামা আর ভাগিনাতে কোলাকুলি করি। মুরুকি হাসয়ে দুহে সঙরি২॥ শ্রীমন্দির বানান যে অতিশয় স্থূল। অদ্যাপিহ নাহি হয় যার সমতুল॥ তাঁহার চরণে করি প্রণতি বিস্তর। মহামোহরোগের যাহাতে প্রতিকার॥

চরিত্র মহারাজ হংসপ্রসঙ্গ।

দেহে কুষ্ঠ ব্যাধি এক রাজার হৈল। এক চিকিৎসক আসি রাজারে কহিল॥ ঔষধ করিব রাজহংসপিত্ত দিয়ে। মান-সরোবর হৈতে আনহ ধরিয়ে॥ ব্যাধগণে রাজা আজ্ঞা দিল হংসলাগি। ব্যধ দেখি উড়িয়ে অন্যত্র যায় ভাগি॥ না পাইয়ে ব্যাধ খেদিত হইল। কেহ এক উপায় যুকতি কহি দিল॥ বৈষ্ণবের বেশ ধরি পুনঃ যাহ সবে। ধরিতে পারিবে হংস উড়িয়া না যাবে॥ এত শুনি বৈষ্ণবের ভেক সবে কৈল। বৈষ্ণব দেখিয়া হংস নাহি পলাইল॥ মানসরোবরে হংস অপাকৃত ময়। বৈষ্ণব বিশ্বাস তার স্বাভাবিক হয়॥ অবিশ্বাসী কর্ম্ম কৈল দুষ্ট-ব্যাধগণ। ধরিয়ে লইয়ে গেল রাজার সদন॥ বৈষ্ণবের বেশ ব্যাধগণের দেখিয়ে। আত্মাপাতে সব রাজা বৃত্তান্ত শুনিয়ে॥ আপনা ধিক্কার করি ক্ষোভিত হইল। বৈদ্য হংস নাহি ছাড়ে বধে প্রবর্ত্তিল॥ রাজার বিবেক হৈল ভগবানের দয়া। হংস ছাড়াইতে প্রভু কিছু কৈল দয়া॥ উপযুক্ত এক বৈদ্য তাহার হৃদয়। প্রেরণ করিয়ে গেলা রাজার আলয়॥ ঔষধাদি দিয়া ব্যাধি শীঘ্র ভাল কৈল। ভেকের মহিমা দেখ বড় প্রসরিল॥ ব্যাধগণের মন তবে নির্ম্মল হইল। আপনা আপনি কিছু বিচার করিল॥ ভেকমাত্র কৈল মোর বৈষ্ণব আভাস। তাহাতেই হৈল পশু পক্ষীর বিশ্বাস॥ বৈষ্ণবের নাহি জানি কেমন। চল ভাই নীচ কর্ম্মে সবে দেহ ক্ষমা॥ কার ঘর কার দ্বার কেবা কার হয়। ছাড়ি সব চল করি কৃষ্ণের আশ্রয়॥ এতেক বিচার করি বৈষ্ণব হৈল। সর্ব্বত্যাগ করি বৃন্দাবনে বাস কৈল॥ অতএব এই দেখ ভেকের মহিমা। ব্রহ্মা শিব আদি যার দিতে নারে সীমা॥ সেই ব্যাধ হউ মোর ত্রাণের কারণ। মস্তকে আমার ধর অভয় চরণ॥

চরিত্র শ্রীমীননাথ গোরখনাথ।

মীননাথ শিষ্য শ্রীগোরখনাথ নাম। দেহেই সাধনসিদ্ধ দেহেই নিষ্কাম॥ ভ্রমিতে ভ্রমিতে এক রাজার সদন। অতিথি

হইল রাজা করিল সম্মান ॥ দাম্ভিক বিষয়ে মত্ত হিংসা ব্যবহার। স্বাভাবিক স্বতঃসিদ্ধ হয়তে রাজার ॥ মীননাথ সাধু স্বাভাবিক সদাচার। দেখিয়া উপজে দয়া দুর্গতি রাজার ॥ গোরখনাথেরে কহে কিছুকাল থাকি। অবৈষ্ণব রাজা হয় মূঢ় প্রায় দেখি ॥ হিত চেষ্টা করি কিছু যদি কৃষ্ণভক্তি। লওয়াইতে পার কোনরূপ দিয়ে উক্তি ॥ গোরখনাথ বলে এই অবৈষ্ণব স্থান। একক্ষণ নাহি রহা এহতে বিধান ॥ পুনঃ পুনঃ গোরখনাথ বারণ করিল। কদাচ না শুনি মীননাথ রহি গেল ॥ রাজার সহিতে মিলি বড় হৈল মেলা। বহু অর্থ দিল রাজা কার পাশাখেলা ॥ বিধি বিড়ম্বন দেখ দেখ এক হৈতে আর হইল মায়ার ফাঁদ উকটা ব্যবহার ॥ বিষয় কুসঙ্গ এইমতে বহুতর হেন যে পরম সাধু ভুলিল যথার্থ ॥ রাজার সহিতে রাজবিষয়ী হইল। রাজা নিজ কন্যা তারে বরণ করিল ॥ গোরখনাথ বহু চেষ্টা করিয়ে দেখিল। ছাড়াইতে না পারিয়া পলাইয়া গেল ॥ ইতি উতি বেড়ায় যে ভ্রমণ করিয়া। অন্তরে অধিক দুঃখ গুরুর লাগিয়া ॥ কতেক দিবসে রাজা লোকান্তর হৈল। মীননাথ রাজসিংহাসনেতে বসিল ॥ রাজ্যে মত্ত হৈল এক পুত্র জনমিল। গোরখনাথ ভ্রমণ করিয়ে তথা আইল ॥ দ্বারীগণ ভিতর যাইতে নাহি দেয়। যাইতে না পারে কিছু সৃজিল উপায় ॥ দরজা সম্মুখে এক ঢোল বাজাইয়ে। চেতমছন্দর গোরখা আয়া ইহাই বলিয়ে ॥ নাচিতে লাগিল হোথা মীননাথ শুনি। সব সমঝিল যে গোরখনাথ বাণী ॥ ডাকিয়ে লইল গোরখনাথ প্রণমিল। সেভাবে আপন নিজ অন্দরে রাখিল ॥ গোরখনাথ ব্যাকুল গুরুর চেষ্টা দেখি। সদাই চিন্তয়ে এক ক্ষণে নহে সুখী ॥ হঠাৎ নাহি পারে জ্ঞান শিখাইতে। জিজ্ঞাসার ছলে কিছু লাগিল কহিতে ॥ পূর্ব্বে যে সকল তত্ত্ব শিক্ষাইলে মোরে। হয় কি না কহি তোমার গোচরে ॥ যত্তপি না হয় শিক্ষাই ভালমতে। এক কহি সব তত্ত্ব লাগিল কহিতে ॥ সাধ্যতত্ত্ব আত্মতত্ত্ব ভক্তিতত্ত্ব আদি। যথা সর্ব্বক্ষণ যে কহয়ে নিরবধি ॥ পূর্ব্ব সংস্কার সব ক্রমেতে

শুনিল। নির্ম্মল হইল চিত্ত কহিতে লাগিল॥ আরে গোর্খা কি করিনু কি বিষ খাইনু। আপনার মুণ্ডেতে অনল জ্বালি দিনু॥ ধিক ২ মোরে কি করিব তুমি কহ। গোরখনাথ বলে এবে এখনি চলহ॥ তেঁহ কহে কিঞ্চিৎ সম্বল সঙ্গে লই। গোরখ-নাথ বলে প্রভু কিছু কায নাই॥ তথাচ লইল কিছু পুটুলি বান্ধিয়া। গোরখনাথ মনে ২ দেখয়ে হাসিয়া॥ নিকশিল দুহেঁ গৃহে কেহ না জানিল। বহুদূরে গিয়ে গোরখনাথ নিবেদিল॥ অর্থের পুটুলি প্রভু দেহ মোর সাথে। বেদনা হইবে ভারি দ্রব্য তব হাতে॥ এত কহি মাথে করি লইল পুটুলি। দেখে তাহে হীরা লাল মুক্তা নরি নরি॥ মনে ভাবে এই শত্রু ইথে কিবা কাম। যোগভ্রষ্ট করে ইহ স্বভাবে বিষম॥ পশ্চাৎ ২ যায় গুরুর গোচরে। একে একে লয় আর জোরে ঝারে ডারে॥ মীননাথ দেখি পুনঃ ফিরিয়া চাহিতে। দ্রব্য টান মারিয়া ফেলয়ে চারিভিতে॥ হারে গোর্খা কি করিলি এ কেন পদার্থ। টারিয়া ফেলিল সব বহু মূল্য অর্থ॥ গোরখনাথ বলে প্রভু এ কোন পদার্থ। আমি বুঝি এ তোমার কেবল অনর্থ॥ অতি তুচ্ছ দ্রব্য এত প্রস্রাব করিতে ইহা হৈতে উত্তম নিকসে কতমতে॥ মীননাথ কহে গোরখনাথ প্রলাপ কি কহ। মণি মুক্তা ঝরে তব প্রস্রাবের সহ॥ গোরখনাথ কহে দেখ ঝরে কি না ঝরে। এত কহি প্রস্রাব করয়ে ধীরে ধীরে॥ মণি মুক্তা আদি কত ঝরিতে লাগিল। মীননাথ দেখি আপনারে ধিক দিল॥ পরম রতন কৃষ্ণভক্তি তাহা ছাড়ি। অতি তুচ্ছ রাজ্যাস্পদ অন্ধকূপে পড়ি॥ মৃত্তিকার বিকার যে প্রাকৃত মণি রত্ন। মায়ার অধীন হৈয়া কৈনু তাহে যত্ন॥ আরে গোর্খা তুমিত্রি মোরে উদ্ধার করিলি। শিষ্য হয়ে গুরুবৎ কার্য্য যে করিলি॥ তখন অজ্ঞান গেল নির্ম্মল হইল। পূর্ববৎ দুহেঁ পরানন্দ যে পাইল॥ অতএব গুরুর অভাবে হও ত্রাতা। শিষ্যও কখন হয় গুরুর যোগিতা॥ ইহাতে বুঝিয়ে ভাই সাবধান হও কুসঙ্গ যে ভারী সর্প সদাই ডরাও॥ অন্য সর্প দংশিলে যে মন্ত্রে নিবারয়। কুসঙ্গ সর্পের দংশে অবশ্য

ময়॥ দন্তে তৃণ করি নিবেদয়ে কৃষ্ণদাস। অবৈষ্ণবের সঙ্গে যেন হয় নহে বাস॥

চরিত্র শ্রীমহাজন সদাব্রতী।

মহাজন সদাব্রতী ভক্ত অগ্রগণ্য। বৈষ্ণবে পিরীতি যাঁরে এক ধন্য ধন্য॥ কৃষ্ণ তার নিষ্ঠ বুঝিবারে হেতু মায়া। ধরিয়া আইল রূপ বৈষ্ণব হইয়া॥ বৈষ্ণব পাইয়ে মহাজন সদাব্রতী। আনন্দ কৌতুকে সেবা করি করে স্তুতি॥ কতেক দিবস তার গৃহেতে রহিলা। ভক্তি বুঝিবারে প্রভু কৈল তার লীলা॥ পুত্র তার অতি শিশু ভূষণে ভূষিত। নির্জ্জনে লইয়া গেল বধের উচিত॥ ঘাড় মুচড়িয়া তারে মারিয়ে ডারিল। ধূলা কুটা কাঁটা দিয়ে ঢাকিয়ে রাখিল॥ দুই প্রহর হইল শিশু না আইল ঘরে। খুঁজিয়া না পায় মাতা কান্দে উচ্চৈঃস্বরে॥ দাসী গিয়ে কহে সেই বৈষ্ণব নিকটে। তুমি যে লইয়ে গেলে দেখিয়াছি বটে॥ বরঞ্চ গহনা লহ শিশু আনি দেহ। বৈষ্ণব কহয়ে মোর নাম না করিহ॥ মনোবৃত্তি প্রকাশ করণে রাঙ্গা হয়। তথাপিহ ভক্তি করি দাসীরে কহয়॥ যদি দেখিয়াছ তুমি না কহিও কথা। মারিয়াছি আমি বটে কি করিবে মাতা॥ গহনা গুলি যে বরঞ্চ তুমি লহ। মোর নাম প্রকাশ করিয়া নাহি কহ॥ দাসী কহে কোথায় যে রাখিলে মারিয়া। কেহ কহে চল যাই দেই দেখাইয়া॥ দাসী মৃত বালক তথা যাই ধুলা মাটী ঝাড়ি। উঠাইয়া দিল শব ভয় ভক্তি করি॥ দাসী মৃত বালক আনিয়া কোলে করি। তুফানে উঠাইল সেই বৈষ্ণব উপরি॥ মহাজন আসি দাসী মুখেতে শুনিল। বৈষ্ণবের কর্ম্ম ইহা প্রতীত নহিল॥ বৈষ্ণবের ক্ষুদ্র পাপে প্রবৃত্তি না হয়। এত না সম্ভবে যাতে দয়াল হৃদয়॥ দাসী বলে নিজ মুখে কবুল হইল। কেহ বহে কেহ কোন কারণে কহিল॥ দয়ালু বৈষ্ণব চিত্তে পরের কি জানি। দুঃখ হয় বলি দোষ মানয়ে আপনি॥ এত কহি বৈষ্ণবের পাদোদক আনি। বালকের মুখে দিতে বাচিল তখনি॥ মহাজন সদাব্রতী স্ত্রীর

সহিতে। চরণে পড়িয়া কান্দে ভয় মানি চিত্তে॥ দাসী মোরে কটু বাক্য তোমারে কহিল। অপরাধ ক্ষম মোরে শরণ লইল॥ চরণ অমৃত দিয়া পুত্রে বাঁচাইল। ভৃত্য বলি আপনার বড় কৃপা কৈলে॥ কন্যা এক আছে মোর বিবাহের যোগ্যা। চরণে সপিতে চাই যদি হয় আজ্ঞা॥ সদাব্রতী মহাজনে বড় তুষ্ট হৈল। কন্যা যে বিবাহ করি এক লীলা কৈল॥ অতএব কত প্রীত দেখহ বৈষ্ণবে। অলৌকিক ভাব যাহা লোকে না সম্ভবে॥ তাহার চরণে করি কোটি নমস্কার। আমা সবার এ জন্মের ফল এই সার॥

চরিত্র শ্রীভুবন চৌহান।

ভুবন চৌহান নাম রাজা জমাদ্দার। কৃষ্ণে নিয়োজিত মন গুণের সাগর॥ সকল কর্ম্মেতে রাজা অতি প্রীতি করে। মৃগয়া করিতে গেল রাজ সম্ভিব্যারে॥ বনে এক হরিণী সে পূর্ণ গর্ভবতী। হঠাৎকার তলওয়ার হানে তার প্রতি॥ বাচ্ছা সহ কাটিয়া পাড়িল ভূমিতলে। দেখি উপজিল দয়া কর হানে ভালে॥ ছি ছি ধিক২ মুঞি কি কর্ম্ম করিনু। আপনার স্কন্ধে চোট কেন হানি দিনু॥ শ্রীকৃষ্ণচরণ মুঞি আশ্রয় করিল। তার প্রতিকূল এই আচরণ হৈল॥ হেন কর্ম্ম আমার যে ধর্ম্ম কভু নহে। আজি হৈতে তলওয়ার না ধরিব দেহে॥ চাকরি ছাড়িলে গুজরাণ না চলিবে। জীবিকা নহিলে কিসে স্ত্রীপুত্র বাঁচিবে॥ অতএব স্বর্ণমুঠ খাপ বানাইয়া। কাষ্ঠের তলওয়ার করি গোপনে করিয়া॥ তার মধ্যে রাখি যেন না জানয়ে কেহ। হিংসা না করিতে হয় যাবৎ এ দেহ॥ এত ভাবি কাষ্ঠ তলওয়ার হাতে রাখে। বিপক্ষ তাহার মধ্যে কেহ তাহা দেখে॥ রাজার নিকটে গিয়া ঠকপনা করি। কহয়ে সে চৌহানের খাপের ভিতরি॥ কাষ্ঠের তলওয়ার হয় বাহ্যমাত্র ভাণ। রাজা না প্রত্যয় যায় নাহি দেয় কাণ॥ পুনঃ প্রতি দিন যদি আসি সে কহয়। পরখের হেতু কিছু কৌশল করয়॥ একদিন ফিরিতে চলিল বাগিচাতে। পাত্র মিত্র আর চৌহানেরে নিল সাতে॥

খাগিচার পুষ্করিণীর তীরেতে বসিয়া। রাজা কহে সবাকারে হাসিয়া হাসিয়া॥ কেমন তলওয়ার ধার দেখাও খুলিয়া। ক্রমেতে দেখায় সবে বাহির করিয়া॥ ভুবন চৌহান কহে হায় কি করিব। কাষ্ঠের তলওয়ার যে কেমনে নিকশিব॥ রুটী যাবে আর লজ্জার সীমা নাই। এ বিপদ হৈতে যেন রাখেন গোসাঞি॥ মনে ভাবে হে কৃষ্ণ কে লজ্জা নিবারণ। এবার রাখহ প্রভু লইনু শরণ॥ এত ভাবি খাপে হৈতে নিকসে তলওয়ার। কাষ্ঠ দুর্চ যেন হয় হীরার বিকার॥ সবা হৈতে শ্রেষ্ঠ সর্ব্ব অংশেতে জিনিয়া। বিজুলি চমকে যেন চৌদিকে ব্যাপিয়া॥ সবে প্রশংসয়ে নৃপের সন্দেহ মিটিল। চুকলি যে কৈল তারে বধিতে কহিল॥ সাধুর স্বভাব চৌহানের দয়া হৈল। দাণ্ডাইয়া রাজা আগে নিবেদন কৈল॥ উহার দোষ নাহি আর মোর নাহি গুণ। সকলের মূল মাত্র প্রভুর করুণ॥ আদ্যো-পান্ত সব বিবরণ নিবেদিল। রাজা শুনি চৌহানের প্রতি তুষ্ট হৈল॥ মহিমা যে ছিল তাহা দ্বিগুণ করিয়া। সম্মান করিয়া দিল অনেক তুষিয়া॥ ঘরে বসি থাক কৃষ্ণ ভজন করহ। আর আর কর্ম্ম কর যুদ্ধে নাহি যাহ॥ কৃষ্ণ কৃপা যারে তার কিসে অনিবৃত্তি। তাঁহার চরণে কোটি দণ্ডবৎ নতি॥ ২০০॥

চরিত্র শ্রীরূপ চতুর্ভুজ ঠাকুর পূজারি।

রূপ চতুর্ভুজ ঠাকুর দাক্ষণ মুলুকে। জগতে প্রসিদ্ধ হয় জানে সর্ব্বলোকে॥ পূজারি ঠাকুর সাধু মহানুভব। ঠাকুর তাঁহার বশীভূত যে সম্ভব॥ রাজা রজপুত রাণা খ্যাতি পুরুষা ক্রান্তে। ঠাকুর দরশনে তথা আইল সন্ধ্যা অন্তে॥ ভোগ লাগি শয়নে আছয় যে সময়। দরশন না হইল রাজা চলি যায়॥ এই কালে পূজারি যে শ্রীঅঙ্গ হইতে। পুষ্পহার আনি দিল রাজার গলেতে॥ দৈবাৎ মালাতে এক পাকা চুল ছিল। রাজা তাহা দৃষ্টিমাত্রে অগ্নি সম হৈল॥ রাজা ক্রোধে কহে আরে ব্যাস অনাচার। মাথার কেশ বলি তব নাহিক বিচার॥ পাকা চুল পুষ্পহারে আইল কি মতে। হঠাৎ পূজারি কহে শ্রীঅঙ্গে

হৈতে ॥ কহিয়া ভাবয়ে অসম্ভব কি কহিনু। পুনঃ ভাবে সেই সত্য কহিনু২ ॥ রাজা পুনঃ গালি পাড়ি তিরস্কার করয়। হারে ভ্রষ্ট শ্রীঅঙ্গ কি পাকা চুল হয় ॥ পুনশ্চ পূজারি কহে শুন মহারাজ পক্কচুল শ্রীমস্তকে করয়ে বিরাজ ॥ ক্রোধে রাজা কহে পুনঃ পারিবে দেখাইতে। তেহ কহে যে আজ্ঞা দেখাব দিবসেকে ॥ রাজা কহে যদি কলা না পার দেখাইতে। নতুবা করিব দূর করিয়া উচিতে ॥ এত কহি রাজা চলি গেল নিজ গৃহে। পূজারি উদ্বিগ্ন মন চিত্ত স্থির নহে ॥ মোর দণ্ড করুক তাহাতে নাহি দায়। পাছে মোরে প্রভু সেবা হইতে ছাড়ায় ॥ এত ভাবি ঠাকুরের চরণ স্মরিয়া। কাকুর্ব্বাদ করে বহু স্তবন করিয়া ॥ তোমার চরণে প্রভু শরণ আমার। অপরাধ ক্ষমা করি রাখহ এবার ॥ আমার ভকতি নাহি তুমিত দয়াল। ভৃত্যের রক্ষার হেতু ধর শ্বেতবাল ॥ এত কাকু উক্তি করি কহিল ভকত। তৎক্ষণে মস্তকে চুল নিকশিল শ্বেত ॥ বিপ্র সাধু সারানিশি গুণ গান করি। প্রেমানন্দ নীরে ভাসে আপনা পাসরি ॥ প্রাতে রাজা কোপে পদাতিক পাঠাইল। বিপ্রেরে আনহ মোরে পরিহাস কৈল ॥ ঠাকুরের শিরে কই সাদা চুল হয়। এইমত মিথ্যা কহি মোরে বিড়ম্বয় ॥ পদাতিক আসি কহে ত্বরিত চলহ। পূজারি কহেন মহারাজে গিয়া কহ ॥ শ্বেত কেশ প্রভু শিরে হয় কিনা হয়। আসিয়া দেখুন শিরে কি ফল যাওয়ায় ॥ পদাতিক গিয়া নৃপে নিবেদন কৈল। রাজা নিয়মিত মতে দরশনে আইল ॥ যাইয়া দেখয়ে চন্দ্রবদন উজ্জ্বল। আর এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য পক্কবাল ॥ অপ্রাকৃত রূপ সেই অপ্রাকৃত বাল। কাঁচা পাকা চুলে কি তার সকলি নেহাল ॥ সুন্দর যে হয় তার সকলি সুন্দর। মৃত্তিকা মাখিলে সেই হয় মনোহর ॥ দেখিয়া রাজন চমৎকার হৈল চিত্তে। অনামিখে চাহে যে পুত্তলিকা ভিত্তে ॥ দেখিতে দেখিতে যে কুতর্ক উঠে মনে। বুঝি এ কৃত্রিম চুল করিল ব্রাহ্মণে ॥ এত ভাবি নিকটে যাইয়া এক গাছি। ধরিয়া টানিল রাজা মুচকিং ॥ টানিতেই রক্তধা

বহিয়া পড়িল। ভয়ে চমকিত রাজা পাছুতে হাটিল॥ তখন বিপ্রের পায়ে করিল মিনতি। করিল কতেক বহু দণ্ডবৎ নতি॥ কিন্তু সেই হৈতে রাজা রাজার সন্তানে। আজ্ঞা নাহি ঠাকুরের গিয়া দরশনে॥ যেই দরশনে যায় তৎক্ষণাৎ মরে। অদ্যাবধি দরশনে নাহি যায় ডরে॥ অতএব ভক্তি অনুরোধে করি হরি। অলৌকিক প্রকট করয়ে রূপ ধরি॥ সেই যে পূজারি তার চরণে শরণ। লইবারে ধায় কৃষ্ণদাস দীনজন॥ ১০॥

চরিত্র শ্রীকমধ্বজ।

চারি ভাই হয় রাণী রাজার চাকর। তার মধ্যে হয় এক কৃষ্ণের কিঙ্কর॥ কমধ্বজ নাম শ্রীকৃষ্ণেতে অনুরাগে। রাজকর্ম্মে নাহি যায় বিষয় বিরাগে॥ গ্রামের নিকট বন তাহে কৈল বাস। ঘরে আসি অন্ন খাইয়া যায় এক গ্রাস॥ অন্য ভাইগণে বহু করে তিরস্কার। কে এত রোজগার করি খাওয়াইবে তোরে॥ চাকরি ছাড়িয়া কর বনে বসি ধ্যান। মরিলে না গতি মোরা করিব কখন॥ এত যদি ভ্রাতাগণ কহিল নিষ্ঠুর। তেহ তবে কহে কিছু করিয়া মধুর॥ তোমরা চাকরি কর মুঞি না বেকার। যেহ সকলের ভর্ত্তা চাকর তাহার॥ তোমার ভরসা নাহি করি খাইবারে। অভাব কিসের আছে তাহা সবাকারে॥ মরিলে কি গতি ভাই তোমরা করিবে। ত্রিভুবনের গতি যেই সেই করি লবে॥ এতেক কহিয়া সেই সঙ্গ ছাড়ি দিল। বনে বসি রাম নাম জপিতে লাগিল॥ ভর্ত্তা যেহ তেহ কোন ছলেতে তাহার। প্রতিদিন সেই বনে যোগান আহার॥ কতেক দিবসে যবে কাল প্রাপ্ত হৈল। শ্রীল হনুমান আসি তার গতি কৈল॥ ভকতের প্রতিজ্ঞা যে তাহাই হইল। প্রকারে সে কপিরাজ লোকে ব্যক্ত কৈল॥ শ্রীরাম চরণে যার এতেক নৈষ্ঠিক। দয়াল প্রভুর প্রীতি যার এতাদৃক॥ তাহার চরণে দাস জন্মে২ হই। কৃষ্ণদাস অভাগার আর গতি নাই॥১০॥

চরিত্র শ্রীমহারাজ জয়মল।

জয়মল নামে এ রাজা শুদ্ধমতি। অনির্ব্বচনীয় তার শ্রীকৃষ্ণে

পিরীতি॥ ভক্তি অঙ্গ যাজনেতে সুদৃঢ় নিয়ম। পাষাণের রেখ যেন নাহি বেশি কম॥ শ্যামল সুন্দর নাম শ্রীবিগ্রহ সেবা। তাহাতে প্রসন্ন নাহি জানে দেবী দেবা॥ দশদণ্ড বেলাবধি তাহার সেবায়। নিযুক্ত থাকয়ে সদা দৃঢ় নিয়ম হয়॥ রাজ্য ধন যায় কিবা বজ্রাঘাত হয়। তথাপিহ সেবা কালে ফিরিয়া না চায়॥ প্রতিযোগী রাজা ইহা সন্ধান জানিয়া। সেই অব-কাশ কালে আইল হানা দিয়া॥ রাজার হুকুম বিনা সৈন্য আদিগণ। যুদ্ধ না করিতে পারে করে নিরীক্ষণ॥ ক্রমে ক্রমে আসি গড় ঘেরে রিপুগণ। তথাপিহ তাহাতে কিঞ্চিৎ নাহি মন॥ মাতা তার আসি কহে করি উচ্চধ্বনি। উদ্বিগ্ন হইয়া যে মাথায় কর হানি॥ সর্ব্বস্ব লইল আর সর্ব্বনাশ হৈল। তথাপি তোমার কিছু ভ্রূক্ষেপ নহিল॥ জয়মল বলে মাতা কেন দুঃখ ভাব। যেই দিল সেই লয়ে তাহে কি করিব॥ সেই যদি রাখে তবে কে লইতে পারে। অতএব আমা সবার উদ্যম কি করে॥ শ্যামল সুন্দর কেতো ঘোড়ায় চড়িয়া। যুদ্ধ করিবারে গেল তেহ অস্ত্র লৈয়া॥ একাই ভক্তের রিপু সৈন্যকে যে মারি। আসিয়া বান্ধিল ঘোড়া আপন ভেয়ারি॥ সেবা সমাপনে রাজা নিরখিয় দেখে। ঘোড়ার সর্ব্বাঙ্গে ঘর্ম্ম শ্বাস বহে নাকে॥ জিজ্ঞাসয়ে মোর অশ্বে সওয়ার কি হৈল। ঠাকুরের মন্দিরে কে আনিয়া বান্ধিল॥ সবে কহে কি জানি কে আনিয়ে বান্ধিল। আমরা নাহিক জানি কখন আনিল॥ সংশয় হইয়ে রাজা ভাবিতে ভাবিতে। সৈন্য সামন্তসহ চলিল যুদ্ধেতে॥ যুদ্ধস্থলে গিয়া দেখে শত্রুর যত সৈন্য। রণশয্যায় শুয়িয়াছে মাত্র এক ভিন্ন॥ প্রধান যে রাজা সে শেষ মাত্র আছে। বিস্ময় হইয়া ঞিহ কারণ কি পুছে॥ হেনকালে ঐ প্রতিযোগী যেই রাজা। গলে বস্ত্র বান্ধিয়া আইল করো পূজা॥ আসিয়া জয়মল মহা-রাজার অগ্রেতে। নিবেদন করে কিছু করি যোড়হাতে॥ কি করিব যুদ্ধে তব এক যে সিফাই। পরম আশ্চর্য্য সেই ত্রিলোক বিজয়ী॥ অর্থ নাহি চাই মুঞি রাজ্য নাহি চাহ।

বরঞ্চ আমার রাজা গিয়ে তুমি লহ॥ শ্যামল নিকাই যেই লড়িতে আইল। তোমা সনে প্রিত কি ভাব বিবরিয়া বল॥ সৈন্য যে মারিল মোর তারে মুঞি পারি। দরশন মাত্র মোর চিত্ত নিল হরি॥ জয়মন বুঝে এই শ্যামজীর কর্ম্ম। প্রতিযোগী যে বুঝিল তার ইহা মর্ম্ম॥ জয়মন চরণে ধরিয়া স্তব করে। তাহার প্রসাদে কৃষ্ণ কৃপা কৈল তারে॥ তাহা সবার শ্রীচরণে শরণ আমার। শ্যামল নিকাই মোরে কর অঙ্গীকার॥

চরিত্র শ্রীগোয়াল ভক্ত।

এক যে গোয়াল হরিভক্ত অতি ধীর। গো ভঞ্জিষ রাখে কিন্তু স্বভাব গম্ভীর॥ বনে পশু ছাড়ি দিয়া নির্জ্জনে বসিয়া। কৃষ্ণ নাম করে সদা আনন্দিত হৈয়া॥ দৈবাৎ ভঞ্জিষ এক চোরেতে লইল। ভঞ্জীষ না মিলে ঘরে মাতা জিজ্ঞাসিল॥ মাতার ভয়েতে কহে দিল ব্রাহ্মণেরে। ঘৃতাদি ভোজন করি পুনঃ দিবে ফিরে॥ ভঞ্জিষ লইল চোরে দ্বিপান্বিতা দিনে। সেই সে ভঞ্জিষ সাজাইয়া সুভক্ষণে॥ কুলাচার মতে সেই উৎসব করিল। চরিতে চরিতে কিছু দূরবনে গেল॥ ভক্তের ভঞ্জিষ কৃষ্ণচন্দ্র সে জানিয়া। রাখালের বেশ ধরি আনি চালাইয়া॥ গোয়াল ভক্তের গৃহে আপনি আনিল। বহু অলঙ্কার সহ গোয়াল পাইল॥ ভক্তের করিতে হিত সদাই ফিরয়। অতএব ভক্তপদ সবার আশ্রয়॥ ১০৪॥

চরিত্র শ্রীনিষ্কিঞ্চন ব্রাহ্মণ।

হরিপাল বিপ্রপুত্র নিষ্কিঞ্চন নাম। বৈষ্ণব সেবন মাত্র ভক্ত অনুপম॥ বৃত্তি জীবিকা অর্থ যতেক আছিল। বৈষ্ণব সেবায় সর্ব্ব অর্থ ফুরাইল॥ ঐকান্তিক অনুরাগ বৈষ্ণব সেবায়। না করিতে পাইয়া অন্তরে দুঃখ পায়॥ উৎকণ্ঠাতে দস্যুবৃত্তি করিয়া আনায়। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য দিগবিদিক না চায়॥ দিন দুইতিন কোথা কিছুই না পায়। বড়ই খেদিত হৈয়া ইতি উতি ধায়॥ হেথা কৃষ্ণচন্দ্র প্রভু উৎকণ্ঠী হইয়া। শীঘ্রগতি ভক্তস্থানে চলেন ধাইয়া॥ রুক্মিণী সুন্দরী

নস্তু অঞ্চল ধরিল। এত ত্বরায় কোথায় যাইবা মোরে বলে। কৃষ্ণচন্দ্র বলে এক ভক্ত পোলাইল। ঠাকুরাণী বলে তবে মোরে লঞা চল॥ সুন্দর সুন্দরী দোঁহে বিপ্ররূপ ধরিল। ভূষণে ভূষিত যথা প্রাকৃত হইল॥ যেথা নিষ্কিঞ্চন ভক্ত বনে বসিয়াছে। তথা দিয়া চলি যায় দুহেঁ আগে পাছে। দূর হৈতে দেখি সাধু নিকটে আসিয়া। রুক্মিণী দেবীর হস্ত কহয়ে ধরিয়া॥ অঙ্গ আভরণ মোরে কিছু দিয়া যাও। নতুবা কাড়িয়া লব যদি নাহি দেও॥ কৌতুক দেখিতে কৃষ্ণচন্দ্র পলাইলা। কিঞ্চিৎ দূরেতে গিয়া চাহিয়া রহিলা॥ দেবী মনে ভাবে এই বড়ই উৎপাত। গহনা মাগয়ে নাহি ছাড়ি দেয় হাত॥ আঁখি ছল ছল করে ডাকিয়া কহয়। কোথা গেলে কৃষ্ণ মোরে ছাড়িয়া না দেয়॥ কৃষ্ণ আর দূরে যান কৌতুক করিয়া। দেবী উচ্চৈঃ স্বর করি ডাকে ফুকরিয়া॥ কৃষ্ণ তাহা শুনি নাহি শুনিতে না পান। দেবী গালি পাড়িতে লাগিলা করি মান॥ আইলু এমন ধূষ্ট দুষ্ট সন্নিভ্যারে। পালাইল দুষ্ট হস্তে ডারিয়া আমারে॥ কঙ্কণ দুগাছি সাধু খুলিয়া লইল। অঙ্গুলের অঙ্গুরী যে খুলিতে লাগিল॥ ফাঁফর হইয়া দেবী কিছু না কহয়। কৃষ্ণচন্দ্র যে দিগে সেদিগ নিরীক্ষয়॥ মুচড়িয়া অঙ্গুল অঙ্গুরী খুলি নিল। তবে কৃষ্ণচন্দ্র হাসি তথায় আইল ক্রোধ করি দেবী কহে আর তোমা সনে। কোথাও না যাব আমি যাইবে যেখানে॥ অলঙ্কার কাড়ি লয় তুমি পলা-ইলে। কাপুরুষ প্রায় রক্ষা করিতে নারিলে॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন দেবী বৃত্তান্ত ইহার। দস্যু নহে হিঁহ প্রিয়ভক্ত যে আমার॥ আমার ভক্তের ভক্ত বড় অধিকারী। অনু-রাগ বিশিষ্ট সেবার্থ করে চুরি॥ দেবী কহে চোর যে সে অধর্ম্মের কর্ম্ম। কৃষ্ণ কহে ইহায় আছয়ে কিছু মর্ম্ম॥ মো বিষয়ে অনুরাগ যাহার জন্ময়। মোর সেবা ধর্ম্মাধর্ম্ম হেতু না দেখয়॥ আনুসঙ্গ তাহার যে পাপ কর্ম্ম হয়। পরম ধর্ম্মের জন্মে হিত উপজয়॥

প্রমাণং। মল্লিমিত্তে কৃতং পাপং স্বধর্ম্ম এব কল্পতে ইতি। অতএব বৈষ্ণব সেবার্থ ইহ ব্যস্ত। আমার সুখাদ্য যেই যতেক সমস্ত॥ বৈষ্ণব না সেবি মাত্র আমারে সেবয়। মোর ভক্ত মধ্যে সেই কভু নাহি হয়॥ বৈষ্ণবের সেবা অনুরাগে কৈল চুরি। পাপ যে নহিল প্রীতি জন্মিল আমারি।

আদিপুরাণে।

যে যে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনা ইত্যাদি।

এত শুনি দেবী মনে আনন্দ পাইয়া। নিষ্কিঞ্চন পানে চাহে স্নেহাবিষ্ট হৈয়া ছদ্মরূপ ছাড়ি তথা স্বরূপ প্রকাশি। চতুর্ভুজ রূপ সহ রুক্মিণী প্রেয়সী॥ সম্মুখে প্রকাশ হৈল দুঁহে নিষ্কিঞ্চন। কোটি ইন্দু জিনি কান্তি নখর চরণে॥ অলৌকিক চিন্ময় পরমানন্দ রূপ। হঠাৎকার দৃষ্টিপথে হইল অনুপ॥ তেরি প্রেমানন্দে মূর্চ্ছা হইয়া পড়য়। অষ্ট যে সাত্ত্বিক ভাব হইল উদয়॥ একবার পড়ে আর বার উঠি হেরে। দণ্ডবৎ স্তুতি নতি বারে বারে করে॥ কৃষ্ণ নিজ প্রিয়ভক্তে আত্মসাৎ কৈল। বৈষ্ণব সেবন কল্পলতিকা ফলিল॥ অতএব ওরে মন বিবেক ভজহ। বৈষ্ণব চরণে রতি একান্ত করহ। নিষ্কিঞ্চন সাধু পদে প্রার্থনা যে কর। কিছু উপকার কৃষ্ণদাসের বিচার॥

ইতি শ্রীভক্তমালে শ্রীশিলাপিল্যা সেবি রাজকন্যা আদি চরিত্র বর্ণনং নাম চতুর্দ্দশ মালা॥ ১৪॥

পঞ্চদশ মালা।

জয় শ্রীচৈতন্য হরি জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥ জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ। শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ॥

চরিত্র শ্রীছোট বিপ্র ও বিপ্র।

বিদ্যানগরে দুই ব্রাহ্মণ বিশিষ্ট। কৃষ্ণভক্ত সদাচার মতি শান্ত শিষ্ট॥ পরামর্শ করি দুহেঁ তীর্থ ভ্রমে গেলা। অনেক দিবস তীর্থ ভ্রমণ করিলা॥ ছোট বিপ্র বড় বিপ্রের সেবা যে করিলা। তাহাতেই বড় বিপ্র সন্তোষ হইলা॥ ভ্রমিতে ভ্রমিতে যবে বৃন্দাবনে গেলা। গোপাল দর্শন করি আনন্দ পাইলা॥ বড়বিপ্র ছোটবিপ্রে প্রসন্ন হইয়া। কহে কিছু যাহা হিত সদ সদ প্রিয়া॥ তুমি মোর উপকার অনেক করিলে। সেবায় আমায় ঋণী করিয়া রাখিলে॥ ইহার যে প্রত্যুপকার যদি না করিব। ঋণগ্রস্ত থাকি কৃতঘ্নতা যে পাইব॥ অতএব গৃহে মোর কন্যা যে আছয়। তোমারে বিবাহ দিব কহিলাম নিশ্চয়॥ ছোট বিপ্র বলে তুমি কুলবন্ত হও। মোরে কন্যা দিবে অসম্ভব কেন কও॥ তেঁহ কহে নাহি মোর কুলের তাৎপর্য্য। ধর্ম্ম রক্ষা হয় যাতে সেই মোর কার্য্য॥ তবে ছোট বিপ্র বলে গোপাল প্রমাণে। যদি কহ তবেত প্রতীত হয় মনে॥ গোপালের সাক্ষী তবে উভয়ে করিলা। কতেক দিবসে নিজগৃহে গেলা। ছোটবিপ্র কহে তবে কন্যা বিভা দেহ। বড় বিপ্র কহে যে অবশ্য দিব রহ নিজ পরিবারে বিপ্র বিশেষ কহিল। ধর্ম্ম প্রতিশ্রুত আছি কন্যা দিতে হৈল॥ পুত্রবলে এ কেমন হৈল প্রতিশ্রুত। অপাত্রেতে কন্যা দিবে অতি অনুচিত॥ আমরা কুলীন তেঁহ নীচ জাত্যংশে। লোকে নিন্দা করিবেক কুল যাবে বংশে॥ তেঁহ কহে কি করিব সত্য যে কহিনু। পুত্র কহে দোষ নাহি কহ না করিনু॥ তবে যদি কন্যা দিবে কহিনু নিশ্চয়। বিষ খাব কিম্বা ছুরি মারিব গলায়॥ বিপদে পড়িলা বিপ্র দুই বিপরিত। ভাবিয়া না পায় কিছু হইয়া দুঃখিত॥ ছোট বিপ্র আসি যবে প্রসঙ্গ করয়। পুত্র মারিবারে ধায় কটু কথা কয়॥ মোর পিতা একা তাঁরে ভাঙ্গ খাওয়াইয়া। অর্থ লুটি নিলা আর চাতুরী করিয়া॥ কহে কন্যা দিবে

মোরে মিথ্যা উঠাইল। সাক্ষী কেহ হয় ইহা সবে যে কহিল॥ ছোট বিপ্র বলে হয় সাক্ষী এর আছে। প্রতিজ্ঞা করহ পঞ্চ ভদ্রলোক কাছে॥ তবে সাক্ষী আনি বোলাইয়া যে কহাই। পুনঃ যদি অন্যায় না কর তবে যাই॥ তেঁহ কহে সাক্ষী তব কোথায় আছয়। ছোট বিপ্র বলে ইহা গোপাল জানয়॥ বৃন্দাবন নাথ যোগপীঠে বিরাজয়। সবে কহে হয় হয় তেঁহ যদি কয়॥ মনে ভাবে প্রতিজ্ঞা কি চলিয়া আসিবে। অসম্ভব এই কথা গোপাল কহিবে॥ তবে পঞ্চ ভদ্রলোক প্রমাণ করিয়া। ছোট বিপ্র গেল ব্রজ গোপাল লাগিয়া॥ তেঁহ কি প্রতিজ্ঞা বলি জানিয়ে গোপালে। সাক্ষী হৈল অবশ্য আসিবে মোর বোলে॥ দুঁহাতে জানয়ে দুঁহাকার মনোবৃত্তি। প্রকৃতিক বুদ্ধি যায় করয়ে আপত্তি॥ এত যে আগ্রহ নহে বিবাহের লাগি। বড় বিপ্র পাছে হয় অধর্ম্মের ভাগী॥ সাধুর স্বভাব হয় পরতে পীড়িত। অতএব ছোট বিপ্র হয় উৎকণ্ঠিত॥ হেথা বড় বিপ্র অতি কাতর হইয়ে। গোপালের স্তুতি করে মিনতি করিয়ে॥ তোমার কিঙ্কর হই মুঞি রক্ষা কর। পরিবার বাচে আর সত্যেতে নিস্তার। সাক্ষী আসিয়া প্রভু দেহ কৃপা করি। তোমার এ যশ প্রভু রবে জগভরি॥ হোথা শ্রীমান ছোট বিপ্র বৃন্দাবনে গিয়া। গোপালে যতন করে সাক্ষীর লাগিয়া গোপাল কহেন মুঞি প্রতিমা হইয়া। কেমনে যাইব পথে চরণে চলিয়া॥ বিপ্র বলে নাহি পার চলিতে চরণে। প্রতিমা হইয়া তবে কথা কহ কেনে॥ হাসিয়া গোপাল তবে কহেন ব্রাহ্মণে। তবে চল যাই সাক্ষী দিতে তব সনে॥ এক সের অন্ন মোরে ভোগ লাগাইবে। পিছে পিছে যাব তব ফিরি না চাহিবে॥ যেইখানেফিরিয়া চাহিবে আমা পানে। আর আমি নাহি যাব থাকিব সেখানে॥ প্রভু বলে যাই কিনা জানিবে কেমনে। নূপুরের ধ্বনি মোর শুনিবে শ্রবণে॥ ভাল ভাল বলে বিপ্র অগ্রসর হৈল। গোপাল তাহার পাছে পাছেতে চলিল॥ গ্রামের নিকট আসি নূপুর ছিদ্রেয়ে। বালি সান্ধাইয়া আর রব নাহি করে॥ ব্রাহ্মণের

মনে কিছু সন্দেহ হইল। গোপাল না আইসে বলি ফিরিয়া চাহিল ॥ হাসিয়া গোপাল সেই খানে রহি গেলা। গ্রামে গিয়া ছোট বিপ্র সবারে কহিলা॥ আশ্চর্য্য মানিয়া সবে দেখিতে আইল। তার মধ্যে উপযুক্ত যে যে লোক ছিল॥ সাক্ষীর স্বরূপ তাহাদিগের কহিলা। আকাশ বাণীর ন্যায় শুনিতে পাইলা॥ বড়বিপ্র নিজ কন্যা ছোট বিপ্রে দিবে। এ কথা যথার্থ হয় সবাই জানিবে॥ তবে বড়বিপ্র অতি আনন্দিত হৈলা। ছোট বিপ্রে নিজ কন্যা বরণ করিলা॥ মহামহোৎসব কৈল গোপাল লইয়া। রাজা দিলা সুন্দর মন্দির বানাইয়া॥ কতেক দিবস হরি তাহাই আছিলা। পরে শ্রীপুরুষোত্তম পুরিতে রহিলা॥ এক দিন জগন্নাথ সেবক কহয়। মোর ভোগ সামগ্রী যতেক আইসয়। গোপালের সম্মুখ হইয়া আসিতে। সকলি গোপাল খায় না পাই খাইতে॥ শ্রীমান জগন্নাথ যদি এতেক কহিলা। স্বতন্তর গোপালের পুরী বানাইলা॥ সত্যবাদী গোপাল সত্যবাদী নাম গ্রামে। গোপালের আনার হয় নিজ নামে॥ গ্রাম ভূমি আদি বাগ বাগিচা পটন। বেশ ভূষা আদি জগন্নাথের যেমন॥ সাক্ষী-গোপাল বলি নাম জগতে বিখ্যাত। পরম সুন্দর রূপ ত্রৈলোক্যের নাথ॥ অতএব ছোট বিপ্র বড়বিপ্র আর। আপনি কৃতার্থ হৈল-তারিল সংসার॥ ব্রজ হইতে যতনে আনিল জগন্নাথ। নিস্তার করিলা লোক যথা ভগীরথ তাঁহা দোহে শ্রীচরণে কোটি নমস্কার। যাহার প্রসাদে লোক পাইল নিস্তার॥

চরিত্র শ্রীক্ষেত্রবাসী রাণী।

ক্ষেত্রবাসী রাজার প্রেয়সি পাটরাণী। গোপাল দর্শনে তেঁহ আইল আপনি॥ গোপালের সৌন্দর্য্য অঙ্গ সৌষ্ঠব দেখিয়া। পুলক হইল মহা আনন্দিত হৈয়া॥ সর্ব্বাঙ্গে সুন্দর ভুষা সকল দেখিল। নাসাতে নোলক না দেখিয়া দুঃখ পাইল॥ আহা মরি এমন নাসায় নাই মতি। কিবা শোভা হইত তবে সহ ওষ্ঠ জ্যোতি॥ আপনার নাসিকাতে বৃহৎ মুকুতা। মনে মনে সাধ করে হইয়া ব্যগ্রতা॥ গোপালের নাসায় ছিদ্র যদিও থাকিত।

তবে এই মুক্তা নাসাতলে পরাইত॥ দরশন করি রাণী গৃহে চলি গেলা। নিশিতে রাণীরে গিয়া আদেশ করিলা॥ মাতা মোর শিশুকালে নাক বিন্ধাইয়া। মুক্তা পরাইয়াছিল যতন করিয়া॥ সেই ছিদ্র অদ্যাবধি আছে মোর নাসে। মুকুতা পরিতে মোর মনের উল্লাসে॥ তোমার নাসাতে এই বৃহৎ মুকুতা। পরিতে হয় যে সাধু পাছে পাও ব্যাথা॥ প্রাতঃকালে উঠি রাণী ভাবে মনে মনে। কি স্বপ্ন দেখিনু বলি করয়ে চিন্তনে॥ আমার মনের কথা গোপালে জানিল। মুকুতা পরাইতে সাধ করিয়া কহিল॥ তৎক্ষণাৎ সেই মুক্তা নাসা হৈতে খুলি। সম্ভ্রম সম্ভাষ করি তথা গেলা চলি॥ গোপাল নিকটে গিয়া কান্দিয়া ২। কহে তব মতি ছিদ্র নাসাতে করিয়া॥ মুক্ত পরাইয়াছি যতন করিয়ে। সেই ছিদ্র অদ্যাবধি আছয়ে নাসায়ে॥ আহা মরি এবে হেন নাকে মুক্তা নাই। মুক্তা পরিবারে সাধ হৈল মোর ঠাঁঞি॥ কেমন তোমার মাতা ভুষা পরাইল। হেন নাসিকাতে একটী মুক্তা না যুড়িল॥ আর যে কহিলে তোমার নাসিকার মুকতা। পরিতে বাসনা হয় পাছে পাও ব্যথা॥ কোন বা সামগ্রী হয় তোমা হেন চাঁদ। তোমারে পরাইতে কেবা নাহি করে সাধ॥ প্রাণসহ তোমারে সর্ব্বস্ব দিয়ে যদি। তথাচ নাহিক পাই সুখের অবধি॥ মোর মন বুঝি তুমি চাহিলে মুকুতা। আর কহ মুক্তা দিয়ে পাছে পাও ব্যথা॥ তবে মুক্তা সুন্দর নাসায় পরাইয়া। মহামহোৎসব কৈল ভুবন ভরিয়া॥ অদ্যাপি রাণীর মুক্তা বলিয়া খেয়াতি। গোপাল পরেন মাসে কোন কোন তিথি॥ গোপালের বহু লীলা কহা নাহি যায়। মুক্তা পরিবারে এক হইল উদয়॥ মনোবৃত্তি জানিয়া রাণীর মনস্কাম। পূর্ণ কৈলে কৈলে এক লীলা অভিরাম॥ রাণীর বাৎসল্য প্রেম আনন্দ পাইয়া। পরিল নাসায় মুক্তা আপনে চাহিয়া॥ প্রেমের অধীনমাত্র মুক্তায় কি করে। কোটী২ লক্ষ্মী যাঁর পদ সেবা করে॥ রাণী জগন্মাতা তাঁর চরণের ধূলী। ভুবন পাবন মুক্তি যাই বলিহারী॥ জগতের মধ্যে সর্ব্ব ফলের

যে ফল। কৃষ্ণদাস আশা করে হইতে নেহাল॥

চরিত্র শ্রীরামদাস সাধু।

দ্বারকা নিকটে স্থিতি রামদাস নাম। মহা অনুভব সাধু সর্ব্ব গুণধাম॥ একাদশী ব্রতপরা পরম নৈষ্ঠিক। শ্রীমান রণছোড় জীর প্রিয়তম অধিক॥ আজন্ম ভরিয়া একাদশীর নিশিতে। মন্দিরে রণছোড়জীর গুণ কীর্ত্তনেতে॥ জাগরণ করে কিবা বর্ষা কিবা শীত। বৃদ্ধাবস্থা কালবয়ঃ হইল অশীত॥ ব্যামোহ দেখিয়া ঠাকুরের হৈল দয়া। রামদাসে কহে থাক গৃহেতে বসিয়া॥ আমি সেই খানে যাব তোমারে লইয়া। আপন গৃহেতে রাখ শুশ্রূষা করিয়া॥ রামদাস কহে তুমি রাজরাজেশ্বর। বড় নাম বড় খ্যাত বড় অধিকার॥ আমার গৃহেতে তুমি কেমনে যাইবে। তোমার সেবকগণ যাইতে কেনে দিবে॥ ঠাকুর কহেন মুঞি লুকাইয়া যাব। আমি যদি যাই কেহ রাখিতে পারিব॥ মন্দির পশ্চাতে এই খিড়কির দ্বারে। গাড়ি এক আনি রাখ চড়ি যাইবারে॥ সময় বুঝিয়া মোরে তাহে চড়াইয়া। নিশিযোগে যাবে তবে আমারে লইয়া॥ রামদাস চিত্তে মহা আনন্দ জন্মিল। নিশিযোগে গাড়ি আনি তথায় রাখিল॥ নির্জ্জন হইতে তার গৌণ না সইল। অমনি ঠাকুর নিয়া গাড়ী চড়াইল॥ হাঁকাইয়া জোরে কতেক দূরে গেল। পূজারি মন্দিরে আসি প্রবেশ করিল॥ ঠাকুর না দেখিয়া চৌদিক পানে চাহে। ঠাকুর কোথায় গেল সোর করি কহে॥ আসি কেহ হাসি কহে বৈরাগী হইয়া। যাইতেছে দেখিলাম গাড়ী হাঁকাইয়া॥ ধাইল পূজারীগণ মার মার করি। ভয়ে রামদাস ভাবে উপায় কি করি॥ ঠাকুর কহেন মোরে পুষ্করিণীর নীরে। শীঘ্র করি রাখ লৈয়া জলের ভিতরে॥ জলে নিয়া রাখে সাধু ঠাকুরের বোলে। দূরে হৈতে দেখে তাহা পূজারি সকলে॥ ধাইয়া ধাইয়া রামদাসের শরীরে। শূলের আঘাত কৈল রক্ত পড়ে ধারে॥ বাটুনি পুষ্করিণী হইতে ঠাকুর তুলিল। দেখে অঙ্গে রক্ত ধারা পড়িতে লাগিল॥ তটস্থ হইয়া সবে বিচার করিল।

ভক্তের শরীরে শূল আঘাত করিল॥ অভেদ ভক্তের সহ কৃষ্ণের যে দেহ। তাহার প্রমাণ এই সাক্ষাতে দেখহ॥ ইহাতে যে অপরাধ হইল প্রচুর। ইহা কি করিনু কর্ম্ম হইয়া অসুর॥ অতএব যুক্তি কৈল সবাই মিলিয়া। ঠাকুর লইয়া যাউক যথা স্বেচ্ছা হৈয়া॥ এ সাহস বৈষ্ণবের না হয় কখন। ইহাতে যে অঙ্গীকার ঠাকুরের বিন॥ পরিহার করি রামদাসে কিছু বল। যথায় ঠাকুর যাবে সেইখানে চল॥ কাকুর্ব্বাদ করি রাজা চরণে পড়িব। তাহাতে যে আজ্ঞা হয় তাহাই করিব॥ এতেক যুক্তি করি সাধুকে কহয়। অপরাধ মো সবার ক্ষম মহাশয়॥ ঠাকুর লইয়া চল যথা তব সেচ্ছা। বুঝিলাম এ সকল ঠাকুরের ইচ্ছা॥ তোমা সহ পরামর্শ হইল পূর্ব্বেতে। নতুবা যে এ সাহস নহে তোমা হৈতে॥ ভাল ভাল বুঝিলাম তুমি অন্তরঙ্গ। এবে মোরা বুঝিলাম হইনু বৈরঙ্গ॥ কেন না হইবে পূর্ব্ব স্বভাব আছয়। অক্রূরে, পাইয়া ব্রজবাসীরে ছাড়য়॥ কি করিব মো সবার ভাগ্যেতে করয়। স্বতন্ত্র হৈল তার সকলি সাজয়॥ যতেক পূজারিগণ খেদোক্তি করিল। রামদাস মনে তাহা কিছু না ভাবিল। ঠাকুর আসিবে এই উৎসাহ করিল। অক্রূর যেমন ব্রজে ফিরি না চলিল॥ ঠাকুর লইয়া সাধু গৃহে যবে গেলা। পূজারী সকলে বহু কাকুর্ব্বাদ কৈলা॥ ঠাকুর কহেন মুঞি তবে যাইতে পারি। রামদাসে স্বর্ণ দেহ মো সমান করি॥ এতশুনি ধাইয়া চলিল সবে ঘরে। যার ঘরে যত ছিল স্বর্ণ আনি তারে॥ কাঁটায় চড়ায় ঠাকুর আর দিগে সোণা। ঠাকুর যে কত ভারি নহিল তুলনা॥ ঠাকুরের চারিগুণ সোণা চড়াইল। তথাপি ঠাকুর পাল্লা নাহিক উঠিল॥ বুঝিল পূজারিগণ না যাবার মত। নিরাশ হইয়া চলে শিরে দিয়া হাত॥ পুনঃ স্পষ্ট কহিলা তোমরা ঘরে যাহ। বিজয় মুরতি গিয়া প্রকাশ করহ॥ তথা আবির্ভাব মোর সদাই আছয়। অভেদ বিজয় রূপ জানিও নিশ্চয়॥ আজ্ঞামতে মন্দিরে বিজয় মূর্ত্তি স্থাপি। আনন্দে করয়ে সেবা ভক্তে বিশ্বব্যাপী॥ অতএব শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের এক লীলা। ভক্তবৎসল

হরি লোকে জানাইলা॥ ওহে শ্রীরামদাস ঠাকুর দয়াময়। দয়ার পরম যোগ্য আমি দুরাশয় ॥ ১০৮ ॥

চরিত্র শ্রীজন্ম স্বামী।

জন্ম নাম স্বামী বাস হয় অন্তর্বেদ। বৈষ্ণব সেবয়ে কৃষ্ণে করিয়া অভেদ॥ চাষ করে সাধু শান্ত সেবার লাগিয়ে। এক খানি হাল দুটী বলদ আছয়ে॥ এক দিন লোকে গরু ক্ষেতে লয়ে গেল। ক্ষেতে হইতে দুটি গরু চোরেতে লইল॥ দয়ায় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ভক্তের লাগিয়া। সেই মত দুটি গরু রাখে ক্ষেতে লইয়া॥ চোর তাহা দেখি মনে মনে ভাবে একি। সেই গরু মোর ঘর হইতে আনিল কি॥ বার দুই যাতায়াত করিয়া দেখয়। সে নহে তেমতি গরু ক্ষেতে হাল বয়॥ চোর তবে জন্ম স্বামীর স্বভাব জানিল। স্বামীর নিকটে গিয়া প্রসন্ন হইল॥ স্বামী তারে শিষ্য করি ভক্তি শিক্ষা দিল। চৌরবৃত্তি ছাড়ি তেঁহ ভাগবত হৈল॥ চোর যদি সেহ তারে সাধু কৃপা কৈল; মো সবার কি দুর্দ্দৈব ছায়া না স্পর্শিল॥ ১০৮ ॥

চরিত্র শ্রীনন্দদাস সাধু।

নন্দদাস নাম সাধু বরণিতে বাস। বৈষ্ণব সেবাতে তার অতি অভিলাষ॥ নিন্দুক পাষণ্ডগণ সদা দ্বেষ করে। তার মধ্যে এক বিপ্র অহিত আচারে॥ দৈবাৎ তাহার এক বাছুর মরিল। নন্দদাস গৃহে লুকাইয়া ডারি দিল॥ লোকে জনরব করি কহিতে লাগিল। নন্দদাস গোহত্যা করিল মো দেখিল॥ ভদ্রলোকগণ নন্দদাসের গৃহেতে। জড় হৈতে বহুলোক শুনিয়া দেখিতে॥ দেখে মরাবৎস পড়িয়াছে আঙ্গিনাতে। সন্দেহ করিয়া তারে পুছয়ে জানিতে॥ নন্দদাস মহাশয় ভাবেতে বুঝিল। নিন্দুক লোকেতে এই তুফান করিল॥ ভদ্রলোক পুছে বৎস কিমতে মরিল। সাধু কহে বাছুর মরিল কে কহিল॥ শয়ন করিয়া আছে নিদ্রার আবেশে। কহত উঠাইয়া দিই যাউক নিজ বাসে॥ এতেক কহিয়া দুই তিন তুড়ি দিয়া। কহে বৎস উঠি যাহ দুগ্ধ পিয় গিয়া॥ বাছুর উঠিয়া লম্ফ মারিয়া চলিল।

যত লোক দেখি সবে চমৎকার হৈল॥ সবে সেই ব্রাহ্মণেরে ধিকার করিল। মৃতবৎস ভারি দিয়া সাধুকে নিন্দিল॥ ইদানীন্ত দেখি বহু এমত পাষণ্ড। অকারণ ঈর্ষায় করে বৈষ্ণবের দণ্ড॥ ইহাতেই বুঝি হেন পূর্ব্বেতে আছিল। সর্ব্বকাল প্রেত সৃষ্টি ভগবান কৈল॥ নন্দদাস চরণে এ হীন নিবেদয়। হেন জন সঙ্গ যেন কভু নাহি হয়॥

চরিত্র শ্রীঅঙ্গজী।

অঙ্গ নামে সাধু দৈবাৎ পথেতে যাইতে। আম্র পাকিয়াছে দেখে রাজ বাগিচাতে॥ বাসনা হইল যদি আম্র কিছু পাই। কৃষ্ণচন্দ্র তৃপ্ত হেতু বৈষ্ণবে খাওয়াই॥ মালির নিকটে গিয়া যাঞা করিলা। তিরস্কার করি মালী আম্র নাহি দিলা॥ সাধুর একান্ত ইচ্ছা বৈষ্ণবে খাওয়াইতে। যতেক বৃক্ষের আম্র পড়িল ভূমেতে॥ বৈষ্ণব ডাকিয়া সাধু খাওয়ায় যতনে। মালী ছুটাছুটি গিয়া কহে রাজা স্থানে॥ অঙ্গজীর মহিমা পূর্ব্বেতে রাজা জানে। মালীরে কহয়ে আম্র নাহি দিলে কেনে॥ আপনি আসিয়া রাজা চরণে পড়িল। আম্র ভোগেতে মহামহোৎসব কৈল॥ সেই মহোৎসবে অধরামৃত কণা। অমর হইব হেতু করিয়ে বাসনা॥

চরিত্র শ্রীবারমুখী।

বেশ্যা এক হয় অতি ধনাঢ্য সুন্দরী। পুষ্করিণী বাগিচা বেড় ভৃত্য সহচরী অনেক বৈষ্ণবগণ ভ্রমিতে ভ্রমিতে। উত্তরিল একদিন তার বাগিচাতে॥ জলে স্থলে স্থান অতি পরিষ্কার দেখিয়া। তৃপ্ত হৈল সাধুগণ সুচ্ছায়া পাইয়া॥ বারমুখী নিজ গৃহ বালাখানা হৈতে ঝরকাতে উঁকি মারি লাগিল দেখিতে॥ আহা কি আশ্চর্য্য যার নাহিক উপমা। বৈষ্ণব দরশনে যে কতেক মহিমা॥ দেখিতে দেখিতে তার মন ফিরি গেল। আপনার যত দোষ চিন্তিতে লাগিল॥ দুষ্কর্ম্ম করিয়া আমি অর্থ জমাইনু। ধর্ম্মার্থে কখন কিছু ব্যয় না করিনু॥ তথাপিহ আর অর্থ পথ নিরখিয়া। নিজ দেহ পণ করি রহে সাজাইয়া॥

ছিছি মোরে ধিক ধিক যে অর্থ লাগিয়া। পাপপথে সদা ফিরি একান্ত করিয়া॥ সেই অর্থে ঞিহ সব ফুৎকার করিয়া। স্বজন বান্ধবগণ চরণে ঠেলিয়া॥ পরম পদার্থ সর্ব্বলোকের সম্মত। শ্রীকৃষ্ণচরণ পদ্ম হইব আশ্রিত॥ অতএব ছিছি মুঞি ত্যজি হেন অর্থ। দেহ পণ করিব নিতান্ত পরমার্থ॥ এতেক চিন্তিয়া বেশ্যা অমনি উঠিল। থলি ভরি এক থাল মোহর লইল॥ চলিলেন ধীরে ধীরে মহান্তের স্থান। গৃহ হৈতে নিকশিয়া যথা সাধুগণে॥ পরম সুন্দরী রত্ন ভূষণে ভূষিতা। ঝকমকিয়া চলিল কামিনী মনোনীতা॥ দূরে হৈতে সাধুগণ দেখিয়া চমকে। দেবী কি অপ্সরী ঞিহ রূপ সে ঝলকে॥ নিকটে যাইয়া বেশ্যা গদ গদ স্বরে। কহে মো পাপীরে গোসাঞি কর অঙ্গীকারে॥ বহু অর্থ আছে মোর ভাণ্ডার ভরিয়া। শ্যামল সুন্দর দেহ ভোগ লাগাইয়া॥ মহান্ত কহেন মাতা কে তুমি কি নাম। কাহার ঘরণী তুমি কোথা ঘর গ্রাম। তেঁহ নিজ পরিচয় দিবার কারণে। লজ্জা পেয়ে রহে হেঁট করিয়া বয়ানে॥ মহান্ত কহেন মাতা নির্ভয়েতে কহ। তোমার মঙ্গল যে করিব যুক্তি লহ॥ তবে নিজ পরিচয় যথার্থ কহিল। মহান্ত কহয়ে তবে হউক ভাল ভাল॥ কৃষ্ণে যদি মতি তব ঐকান্তিক হয়। তবেত কৃতার্থ তুমি চিন্তা কি আছয়॥ এক পরামর্শ আমি কহি যে তোমারে। তোমার মানস পূর্ণ হইবে অদূরে মোহরের থলি রঙ্গ নাথের চরণে। রাখিয়া শরণ লও গিয়া কায়মনে॥ অবশ্য করিবে দয়া ঠাকুর তোমারে। বারমুখী বুঝিল উপেক্ষা কৈল মোরে॥ কান্দিতে কান্দিতে মোহরের থলি লৈয়া। চলিলেন আপনাকে ধিকার করিয়া॥ রঙ্গনাথ ঠাকুর সিন্দুকে থলি রাখি। কান্দয়ে বিলাপ করি বদন নিরখি॥ বেশ্যা বলি পূজারী সে দ্রব্য না লইল। চূড়া বানাইয়া দেহ পশ্চাৎ কহিল॥ ঘরেতে যাইয়া বহু অর্থ ব্যয় করি। নানা রত্ন চুণি আর মণি মুক্তা ঝুরি॥ যেখানে যে গহনা সাজয়ে রঙ্গনাথে। বানাইয়া লৈয়া গেল আপনার সাথে॥ পূজারি কহেন পুনঃ বেশ্যার সামাগ্রী। কভু নাহি হয় ইহা

ঠাকুরের যোগী॥ ইহা শুনি তার মুখ মলিন হইল। অশ্রুধারা দুনয়নে পড়িতে লাগিল॥ ঘরে গিয়া উপবাসী পড়িয়া রহিল। পরাণ ছাড়িব বলি প্রতিজ্ঞা করিল॥ দয়াল হরি না বাছেন উত্তম অধম। যেই প্রীত করে সেই হয় প্রিয় মম॥ পুজারারে আদেশ করেন ক্রোধে হরি। শীঘ্র বারমুখীরে আনহ স্তুতি করি॥ বারমুখী নিজ হস্তে পরাবে গহনা। তুমি তারে শিষ্য কর না করিহ ঘৃণা॥ পুজারী কাঁপয়ে ডরে তখনি চলিলা। মিনতি করিয়া গিয়া ডাকিয়া আনিলা॥ তার নিজ হস্তে অলঙ্কার পরাইয়া। সেবক করিলা মন্ত্র উপদেশ দিয়া॥ বারমুখী ঠাকুরাণী আনন্দ সাগরে। প্রেমানন্দ মধুপান করিয়া সাঁতারে॥ সর্বস্ব লুটায়েকৈল মহামহোৎসব। বিষত্যজি পান কৈল কমল আসবর অতএব কি ব্রাহ্মণ চণ্ডাল দুরাচার। শ্রীকৃষ্ণের স্থানে নাহি জাতির বিচার॥ যেই ভজে সেই হয় দেবতার শ্রেষ্ঠ। ইহার প্রমাণ পূর্ব্বে কহিল যথেষ্ট॥ অতএব বারমুখী ধনি জগন্মাতা। তার পদরজঃ কণ ত্রিভুবন ত্রাতা॥ এক কণা পাই যদি মো হেন অধমে। তবেত এড়াই এই সংসার বিষমে॥ ১১॥

চরিত্র শ্রীরাজা ভক্তপ্রিয়।

এক মহারাজা হয় জগতে প্রসিদ্ধ। বৈষ্ণবেতে প্রীত যার সম নাহি উর্দ্ধ॥ ডোম, ভাঁড়গণ করি বৈষ্ণবের বেশ। সুন্দর সাজিয়া যায় নাহি রাগ দ্বেষ॥ রাজার সভায় আসি ফুৎকার ছাড়য়। সঙ্কীর্ত্তন করে কেহ কেহ নাচে গায়॥ রাজার হইল তাহে দেখি প্রেমাবেশ। যদ্যপি জানয়ে রাজা তার সবিশেষ॥ কভু দণ্ডবৎ কভু আলিঙ্গন করে। কভু তাহা সবাকার চরণে গিয়া ধরে॥ থলি ভরি মোহর আনিয়া তথা দিল। ভাঁড়গণ নিজ স্বার্থে কৃতার্থ হইল॥ কৃত্রিম জানিয়ে রাজা প্রেমাবিষ্ট হৈল। ভাঁড়গণ বলে মোরা ভাল রাজা কৈল॥ অতএব কৃত্রিম বৈষ্ণবে নমস্কার। রাজারত পদরজ জগতের সার॥ ১১৩॥

চরিত্র শ্রীহরিভক্ত রাণীর।

এক রাজা হয় যে অন্তরে হরিভক্ত। গোপনে রাখয়ে কোন-

রূপে নহে ব্যক্ত রাণী তার বৈষ্ণবী পরম মহাভক্ত। ভক্তি না দেখিয়া রাজার অন্তরে খেদোক্ত॥ সদাই করয়ে খেদ হাহা কি দুর্দ্দৈব। স্বামী মোর হরিভক্তি বিহীন অশিব॥ স্বামীরে বুঝায় কেঁহ কিছু না কহয়। উদাসীন ন্যায় কিন্তু মনে প্রসংশয়॥ একদিন দৈবাৎ রাজন নিদ্রাকালে। অলস ত্যজিয়ে মুখে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে॥ রাণী তাহা শুনিয়া পরমানন্দ হৈল। দানাদি করিল নহবৎ বসাইল॥ রাণীর উৎসাহ দেখি রাজা জিজ্ঞাসিল। আজি তব মঙ্গলের বিষয় কি বল॥ প্রফুল্ল বদনে রাণী রাজারে কহিল। আজি তব মুখে কৃষ্ণনাম নিকশিল॥ তটস্থ হইয়া রাজা পুনঃ জিজ্ঞাসয়। কবে তবে কেমনে কি নাম নিকাশয়॥ পুনঃ রাণী কহে যবে অলস ত্যজিলা। ঘুমের ঘোরেতে কৃষ্ণ-নাম উচ্চারিলা॥ হাহাকার করি রাজা ভূমেতে পড়িল। হিয়া হৈতে রতন কি মোর বাহিরিল॥ হাহা কহি তৎক্ষণাৎ পরাণ ত্যজিলা। একি একি বলি রাণী কান্দিয়া উঠিলা॥ হায় মুঞি এতদিন ইহা না জানিল। স্বামী মোর এ হেন মহানুভব ছিল॥ হৃদয় পুটিকা মধ্যে ছিল কৃষ্ণনাম। এতদিন ইহা মুঞি নাহি জানিলাম॥ বাহিরিল বলি প্রাণ ছাড়ি দিল ভূপ। এই এক মহান্তের ভাব অনুরূপ॥ তাহা শুনি বুঝিনু মুঞি আপনা খাইয়া। ছাড়ি গেল মোর মুখ অনল জ্বালিয়া॥ শিরে করাঘাত হানি রাণী বিলাপয়। কেবল যে স্বামী বলি রাণী না কান্দয়॥ হেন কৃষ্ণভক্ত স্বামী বঞ্চিত হইনু। হেন যে গুণের নিধি আগে না বুঝিনু॥ এই ভাবে বিলাপ করিয়া রাণী কান্দে। হুহুঁাকার গুণে কৃষ্ণ পড়িলেন ফান্দে॥ দরশন দিয়া সুধাময় দৃষ্টি দিলা। বাঁচিয়া উঠিল রাজা আনন্দ পাইলা॥ সম্মুখে দেখয়ে দোঁহে নবঘনশ্যাম। বাঞ্ছিত রতন নিধি মিলে অভিরাম॥ প্রেমানন্দে যত্ন করি রত্ন সিংহাসনে। বসাইয়া সেবা কৈল লিখিয়া পুরাণে॥ কালেতে শ্রীধামে গিয়া হৈল অনুচর। তাঁহা দোঁহা চরণেতে কোটি নমস্কার॥ ১১৪॥

চরিত্র শ্রীগুরুনিষ্ঠা সাধু।

গুরুনিষ্ঠা এক সাধু মহা অনুভব। গুরু প্রাণধন মান সর্ব্বস্ব বৈভব॥ গুরুর সেবায় কৃষ্ণ কৃপা যে পর্য্যন্ত। সর্ব্ব দেব শ্রীত সদা গুণের নাহি অন্ত॥ গুরুর আজ্ঞাতে কোন কর্ম্মান্তরে গেলা। পীড়িত হইয়া তথা কাল প্রাপ্তি হৈলা॥ মরিবার পূর্ব্বকালে আত্মীয় লোকেরে। সবারে শপথ দিয়া কহে বারে বারে॥ আমি মৈলে আমার না পোড়াইহ দেহ। গুরুর নিকটে শব লইয়া যাইহ॥ কাল প্রাপ্তি হৈলে তাঁর বাক্য অনুসারে। লইয়া আইলা সবে গুরু যথাকারে॥ লোকস্থানে গুরু সব বৃত্তান্ত শুনিলা। ইহার কারণ কিবা বিচার করিলা॥ এক হেতু গুরু শব যদ্যপি দেখয়। সর্ব্ব পাপ নাশ হয় সদগতিকে পায়॥ তাহা নৈলে আর কিছু থাকিবে আশয়। মোর বাক্য ছিল অতি বিশ্বস্ত হৃদয়॥ অতএব মোর বাক্যে জীবন আশয়। শব মোর নিকটেতে আনিতে কহয়॥ এতেক বিচার করি আশ্চর্য্য কহিলা। উঠ বাপু কেন মৃত শয়ন করিলা॥ কহিবা মাত্রেতে উঠি নমস্কার কৈলা। যেন নিদ্রা হৈতে কেহ জাগিয়া উঠিলা॥ অতএব গুরু ইষ্ট গুরু বন্ধু হন। গুরু হৈতে মিলে কৃষ্ণ মিলে প্রেমধন॥ ধর্ম্ম অর্থ কাম মুক্তি যেই যাহা চায়। গুরুর চরণ ধ্যানে সকলি মিলয়॥ গুরুভক্তি বিনে যদি শতযুগ ধ্যায়। প্রেম কাম নাহি মিলে সব ব্যর্থ হয়॥ গুরুনিষ্ঠা তাঁহার চরণে করি ধ্যান। শ্রীগুরু চরণে যেন থাকে মোর মন॥

চরিত্র শ্রীকবিরজী।

কবিরজী জন্ম পূর্ব্বে যবনের ঘরে। শ্রীরামচন্দ্রের কৃপা যাহার উপরে॥ কি জানি যে কিবা পূর্ব্ব সুকৃতি আছিল। হঠাৎ শ্রীরামচন্দ্রে মতি উপজিল॥ রাম ধ্যান রাম জ্ঞান রাম মাত্র সার। অনন্য চিন্তায় দিবা নিশি করে পার॥ শ্রীরাম চন্দ্রের কৃপা হইল তাহাতে। কৃপাবাক্য কহে প্রভু আকাশ বাণীতে॥ রামানন্দ স্থানে মন্ত্র দীক্ষা কর গিয়ে। অচিরাতে পাবে মোরে তাহার আশ্রয়ে॥ শুনিয়া আকাশ বাণী চিন্তিত

কবির। মোরে কৃপা করিবেন কেন তেঁহ ধীর॥ যবন অস্পর্শ মুঞি আমার বদন। হেরিতে নিষেধ কাঁরে বেদের বচন॥ এতেক চিন্তিয়া কিছু বিচার করিল। কোন ছলে মন্ত্রদীক্ষা উপায় সৃজিল॥ গুরু রামানন্দ স্বামী প্রত্যুষে উঠিয়া। মণি-কর্ণিকার ঘাটে স্নান করে গিয়া॥ অতি ভোরে কিছু অন্ধকার আছে যবে। ঘাটের নিচেতে গিয়া শুয়ে রহে তবে॥ গুরু রামানন্দে স্নানে আইলা যে কালে। অজ্ঞাতে চরণ তার অঙ্গেতে অর্পিলে॥ ভটস্থ হইয়া স্বামী রাম কহ বলে। প্রবেশ করিল কবিরের কর্ণমূলে॥ সেই রামনাম মহামন্ত্র যে জানিয়া। হৃদয় সম্পুটে রাখে গোপন করিয়া॥ সদা সেই মন্ত্র জপ দিবানিশি করে। মাতা পিতা বন্ধুগণ তিরস্কার করে॥ আপন ইচ্ছায় ছাড়ি নিলি হিন্দুধর্ম্ম। কে তোরে শিখালে করিবারে হেন কর্ম্ম॥ তেঁহ কহে গুরু মোর রামানন্দ স্বামী। দীক্ষা দিল তেঁহ মোরে তার দাস আমি॥ এত শুনি মাতা তার কুপিতা হইয়া। গেল স্বামী বৈসে যথায় তথায় ধাইয়া॥ স্বামীকে কহয়ে তুমি মো এ ছাওয়ালে। শিষ্য যে করিয়া কাঁটা দিলে জাতিকুলে॥ তাহারে কহেন স্বামী করি মৃদুহাস্য। কেবা সে নাহিক জানি করি কারে শিষ্য॥ এত শুনি কবির দণ্ডবতে আইল। তাহারে কহয়ে আমি কবে শিষ্য কৈল॥ কবির কহেন প্রভু অমুক দিবসে। কৃপা যে করিলে মোরে চমক আবেশে॥ কলিভব নিস্তারে এক মহামন্ত্র। দূর্ব্বাদলশ্যাম রূপ শুদ্ধ প্রেমমন্ত্র॥ স্বামীজীর স্মরণ হইল সে বৃত্তান্ত কবিরের প্রতি প্রীত জন্মিল একান্ত অনুসঙ্গ রামনাম মোর মুখে শুনি। দীক্ষা নিষ্ঠা হৈল মহামন্ত্র করি জানি॥ এতেক ভাবিয়া স্বামী প্রেমাবিষ্ট হৈয়া। আলিঙ্গন কৈল তারে হৃদয়ে ধরিয়া॥ তুমিত যবন নহ বিপ্র হৈতে শ্রেষ্ঠ। যথা রাম নামে তুমি এতাদৃশ নিষ্ঠ॥ পুনঃ স্বামী তারে কণ্ঠী তিলক যে দিল। শুদ্ধ জানি বৈষ্ণবের সঙ্গেতে লইল॥ যদি বল যবন কিরূপে হৈল গ্রাহ্য। ত্রৈলোক্য পাবন রামনাম মহাবীর্য্য॥ হাড়ি ডোম যবন বা

ম্লেচ্ছ কেহ হয়। যেই লয় সেই আর্য্য যোগের বিষয়॥ দান গ্রহণের পাত্র অবশ্য সে জন॥ বিধিমত লক্ষণে শ্রীগোরুড়ে কহেন॥ শ্রীমদ্ভাগবতে কহে আভাষ লক্ষণে। সর্ব্ব লক্ষণেতে কহে বিচার প্রমাণে॥ অতএব সত্য সত্য বেদের বচন। হরি-ভক্ত যবন যে ত্রৈলোক্যপাবন॥ সহস্র সহস্র ইথে বেদের প্রমাণ এই তক কহি মাত্র মূঢ় প্রবোধান॥

শ্রীমদ্ভাগবতে।

যন্নাম ধ্যেয় শ্রবণানুকীর্ত্তনাৎ। বিপ্রাদ্দ্বিগরুড়গুণযুক্তত্যাদি॥

গোরুড়ে।

ভক্তিরষ্টবিধাহ্যেষাযস্মিন্ ম্লেচ্ছোঽপি বর্ত্ততে।
স বিপ্রেন্দ্রো মুনি শ্রীমান্ স যতিঃ স্য চ পণ্ডিতঃ॥
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথাহ্যহং।
স্মৃতো সম্ভাষিতো বাপি পূজিতো বা দ্বিজোত্তমঃ॥
পুণাতি ভগবদ্ভক্তশ্চণ্ডালোপি যদৃচ্ছয়া।
শাস্ত্রযাজি সহস্রেভ্যঃ সর্ব্ববেদান্তপারগাঃ॥
সর্ব্ববেদান্তবিৎ কোট্যা বিষ্ণুভক্তি বিশিষ্যতে।
বৈষ্ণবানাং সহস্রেভ্য ঐকান্তিকো বিশিষ্যতে॥
ঐকান্তিক সুপুরুষং গচ্ছন্তি পরমং পদং॥

যদি কহ উত্তম অধিকারী প্রতি কহে। প্রমাণ দেখহ তবে তাহাও যে নহে॥ পরের যে শ্লোক দেখ প্রমাণ ইহার। বুঝিবে সুবোধ সেই করিয়া বিচার॥ বিষ্ণু ভক্ত সহস্রেক তুল্য একজন॥ একান্ত ভকতিবান যে বৈষ্ণব হন॥ অতএব সামা-ন্যত ভক্তির জনে। কোটি দ্বিজ বিপ্র হৈতে উত্তম সে জনে॥ সেই মহাপূজ্য হয় সিদ্ধান্ত প্রমাণ। সেই বুঝে যেই জানে ভকতি সন্ধান॥ বেদ পারগতা সর্ব্বশাস্ত্র অর্থ বেত্তা। হরিভক্তি কিন্তু নহে অগ্রাহ্য অসেব্য॥ উত্তম বিফল সেই পুরুষ অধম। জগতে নিন্দিত আর নাহি তার সম॥

তত্রৈব। অন্তং গতোপি বেদানাং সর্ব্বশাস্ত্রার্থ বদ্যপি।
যো ন সর্ব্বেশ্বরে ভক্তং নিন্দন্তি পুরুষাধমঃ॥

বেদশাস্ত্র অপঠিত সর্ব্ব কর্ম্ম হীন। কিন্তু হরিভক্ত সে

কিছুতে নহে লীন ॥ সন্ধ্যাদি বন্দনা সর্ব্ব যজ্ঞ সর্ব্ব ধর্ম্ম। সকল করিল সেই ধন্য তার জন্ম ॥

তথাহি। নাধীত বেদশাস্ত্রোঽপি না কৃত ধর্ম্মকর্ম্মণাং।
যে ভক্তি বহতে বিপ্রো তেন সর্ব্বকৃতং ভবেৎ ॥

এতেক প্রমাণ দিয়া কহিব কারণ। অজ্ঞে বুঝাইতে নহে কিছু প্রয়োজন ॥ অতএব কবির জীউ ভুবনপাবন। প্রসিদ্ধ আছয়ে যে জানয়ে জগজন ॥ তাহার মহিমা চমৎকার আর শুন যাহার আবাসে রামচন্দ্র আইলা পুনঃ ॥ মাতার ভর্ৎসনে সাধু জীবিকা কারণ। তাঁত বুনে হয় মাত্র দিন নির্ব্বাহন ॥ নলি যে চালায় দুই হাতে ভালে ভালে। জয় শ্রীরাঘব রাম সীতারাম বলে ॥ একদিন এক খানি কাপড় বুনিয়া। হাটের কিনারে গিয়া রহে দাণ্ডাইয়া ॥ বৈষ্ণব আসিয়া একখানি বস্ত্র মাগে। তেঁহ কহে ফাড়িয়া যে লহ অর্দ্ধভাগে ॥ বৈষ্ণব কহয়ে মোর সব খানি বিনে। কার্য্য না চলিবে দেহ যদি লয় মনে ॥ প্রসন্ন হইয়া সাধু সব খানি দিল। ঘরে অন্ন নাহি তেঁহ লুকায়ে রহিল ॥ ঘরে গেলে মাতা আজি করিবে ভর্ৎসন। শূন্য এক ঘরে বসি গান রামগুণ ॥ হেথা রামচন্দ্র দয়াময় তাহা জানি। কবিরের রূপ ধরি আইলা আপনি ॥ বলদে বলদে নানা সামগ্রী আনিয়া ঘর ভরি উঠায় আর দেয় বিলাইয়া ॥ মাতা কহে এতেক সামগ্রী কোথা হৈতে আজি লি ডাকাতি করি লয় বুঝি চিতে ॥ ক্ষণেক বিলম্বে ঘরে চলিল কবির। অন্তর্দ্ধান হৈল তবে ছদ্ম রঘুবীর ॥ ঘরে গিয়া দেখে মহামহোৎসব হয়। কত আইসে কত যায় কত খায় লয় ॥ দেখিয়া বুঝিল মনে এ কর্ম্ম প্রভুর ॥ নহে এত দ্রব্য কেবা আনিবে প্রচুর ॥ বৈষ্ণব সজ্জনে সাধু বিলাতে লাগিল। ব্রাহ্মণগণের মনে অসূয়া জন্মিল ॥ কহে হাঁরে বেটা জোলা তিলকধারীগণে। অর্থ বিলাইলি কিছু না দিলি ব্রাহ্মণে ॥ না দিবিত আজি মোরা মারিব তোমারে। কবির বিনয় করি কহে সবাকারে ॥ ঘরেতে নাহিক কিছু চেষ্টা করি গিয়া। যদি কিছু পাই দিব বাটয়া করিয়া ॥ এত কহি

হাটে শূন্য ঘরে গিয়া রহে। ভয়ে নাহি গৃহে আইসে রাম রাম কহে॥ পুনঃ বহু ধন হরি আনে রূপান্তরে। কবির পাঠায় বলি আনি দিল ঘরে॥ কবির আসিয়া মর্ম্ম বুঝিয়া অন্তরে। অদৈন্য করিয়া দিল ব্রাহ্মণগণেরে॥ তথাচ ব্রাহ্মণগণ হর্ষ না ছাড়য়। বৈষ্ণব সহিতে সধা দেবে দৈন্যে হয়॥ ইদানী বিপ্রের রীতি অনুভব হৈল। পূর্ব্বেও বৈষ্ণব দ্বেষী এমতি আছিল॥ কবিরের প্রতি ঈর্ষা করি বিপ্রগণ। জন চারি করে নিজ মস্তক মুণ্ডন॥ বৈষ্ণবের বেশ ধরি গ্রামে গ্রামে গিয়া। আইল ব্রাহ্মণগণ নেওতা করিয়া॥ সহস্রেক বৈষ্ণবের ঘরে ঘরে গিয়া। কবিরের গৃহে মহোৎসব যে করিয়া॥ কবিরের গৃহে আসি সবে জমা হৈল। বৃত্তান্ত শুনিয়া সাধু চিন্তিত হইল॥ উপায় না দেখি এক স্থানে গিয়া বৈসে। পূর্ব্ববৎ সামগ্রী লইয়া প্রভু আইসে॥ সব সমাধান কৈল কবিরের বেশে। তেঁহ আসি মিলে সুখ সাগরেতে ভাসে॥ সিদ্ধ বলি কালে বড় জনরব হৈল। আকার গোপন হেতু এত ছল কৈল॥ এক স্ত্রী বেশ্যা যে তাহার হাত ধরি। নগরের লোকেরে দেখাইয়া বুলি ফিরি॥ সাধুলোক তা দেখি অন্তরে পায় ব্যথা। অসাধুর হর্ষ চিত্ত লাভ অংশে যথা॥ তাহার অন্তরে কিছু বিকারও নাহি। অবজ্ঞা করিয়ে লোক ভ্রষ্ট বলি কহি॥ একদিন কবির সেই বেশ্যার সহিতে। রাজার সভাতে গেল করিয়া সাক্ষাতে॥ রাজা দেখি পূর্ব্ববৎ ভক্তি নাহি কৈল। দণ্ডবৎ না করিল আসন না দিল॥ হরিভক্তি ছাপাইলে ছাপা নাহি যায়। মৃগমদ গন্ধ যথা বস্ত্রে না লুকায়॥ সভা হৈতে ফিরি সাধু যাইবার কালে। তটস্থ হইয়া করবার জল ঢালে॥ রাজার অন্তরে কিছু ভয় উপজিল। অবজ্ঞা করিনু হেতু কি জানি কি কৈল॥ একান্ত করিয়া রাজা পুছে বারং। বুঝি কিছু অনিষ্ট যে করিলা আমার॥ সাধু কহে নানা তব অনিষ্ট না করি। রাজা কহে তবে কেন ছয়কাইলে বারি॥ সাধু কহে শ্রীমন্দিরে শ্রীপুরুষোত্তমে। আগুণ পড়িয়াছিল কোন

কার্য্যক্রমে॥ ভিড়েতে সেবকগণ পদ দিতেছিল। চরণ পুড়িবে বলি জল ঢালি দিল॥ রাজা তাহা শুনি সেই দিন বার তিথি। লিখিয়া পাঠায় ক্ষেত্রে করিয়া প্রতীতি॥ লোকের দ্বারায় তারা জানিলেন তথ্য। অগ্নি পড়েছিল বটে নিভাইল সত্য॥ তখন রাজার মনে ভয় জনমিল। ভ্রষ্ট বলি বৈষ্ণবেরে অবজ্ঞা করিল॥ হাহা ছিছি ধিক ধিক কি কর্ম্ম করিনু। না বুঝিয়া কেন হেন বিষ পান কৈনু॥ রাজা রাণী দুহেঁ অতি আত্মনাদ করি। উপায় চিন্তয়ে অপরাধে কিসে তরি॥ তুচ্ছজ্য বৃহৎ মান রাজ অহঙ্কার। অনায়াসে ত্যজিল বৈষ্ণবে করি ডর॥ রাণীর সহিত রাজা দন্তে তৃণ করি। গলায় কুড়ালি শিরে তৃণ বোঝা করি॥ চলিল রাজন যথা সাধু আঁছে বসি। অভিমান লজ্জা ত্যজি সহিত রূপসী॥ আহা কি সৌভাগ্য রাজা বলিহারী যাই। ধন্য ধন্য মরি তার লইয়া বালাই॥ বৈষ্ণবেতে এত অনুরাগ যার হয়। ত্রিভুবনে তাহার তুলনা না মিলয়॥ যাইয়া দম্পতী শ্রীমান কবির চরণে। পড়িয়া কান্দয়ে ধারা বহে দুনয়নে॥ অপরাধ ক্ষম মোর কর অঙ্গীকার। না বুঝিয়া অবজ্ঞা করিনু মুঞি ছার॥ কবির কহেন তুমি রাজ রাজেশ্বর। হেন কদর্থনা কেন করিলে স্বীকার॥ আমি নীচ ক্ষুদ্র যে লক্ষের মধ্যে নাহি। মোরে এত স্তুতি নতি কর কিবা কহি॥ আমার নিকটে তব অপরাধ কিবা। মোরে তুমি অপমান কবে করিলে বা॥ গৃহে যাহ মহারাজ ভাল হবে তব। রামচন্দ্রে মতি কর সাধু গিয়া সেব॥ প্রসন্ন দেখিয়া আর উপদেশ পাইয়া। গৃহে গেলা সাধুর করুণাবর্ত্ত লইয়া॥ সেই হৈতে রাজা প্রেমানন্দ পদ পাইল। রঘুনাথের কৃপা হৈতে সংসার ঘুচিল॥ পুনশ্চ ব্রাহ্মণগণ ঈর্ষা যে করিল। পাতসার নিকটে গিয়া কহে বাদ দিল॥ কবির নামেতে এক হয় মুষলমান॥ গুণজ্ঞান জানে কার্য্য করয়ে বেমান॥ বহু বেটী লোকের বাহির করি আনে। হাতে ধরি ফিরে গ্রামে লজ্জা নাহি মানে॥ ইমাম ছাড়িয়া যাচে হিন্দুর ধরম। কোথা হৈতে অর্থ আনে না জানি মরম॥ পাতসা শুনিয়া তবে তলব করিল।

সম্মুখ তাহারে খাড়া করিয়া রাখিল॥ কাজি কহে সেলাম করহ পাতসারে। তেঁহ কহে সেলাম যোগ্য নাহিক সংসারে॥ এক রামচন্দ্র আর তাহার ভকত। আর যত দেখহ সকলি অসত॥ তাহা শুনি পাতসা অগ্নি হেন জলে। এইক্ষণে বধ কর ভূপাগণ বলে॥ চরণে শিকল দিয়া নদীতে ডারিল। সবে কহে নদী জলে ডুবিয়া মরিল॥ ক্ষণ মধ্যে দেখে তীরে দণ্ডাইয়া সাধু। বিতর্ক করয়ে কিছু জানে বুঝি যাদু॥ অগ্নিতে ডারিল পুনঃ খোপেতে ধরিলে। ভক্তির প্রভাবেতে সকলি ব্যর্থ হৈল॥ বিস্ময় হইয়া রাজা বিচার করিল। ঈশ্বরের কৃপাপাত্র নিশ্চয় জানিল॥ বহু স্তুতি নতি করি সম্মান করিল। পদানত হইয়া অপরাধ ক্ষমাইল॥ পুনর্ব্বার মায়াবাদী মোহিনী রূপেতে। বিড়ম্বন করিয়া আইল ভুলাইতে॥ সাধু তাহা দেখিয়া দিকপাত না কৈল। হরির ভক্তের স্থানে হারি মানি গেল॥ তবে চতুর্ভুজ রূপ প্রভু দেখাইলা। যতেক উদ্যম তবে সফল হইলা॥ পরম আনন্দে কত দিবস বঞ্চিত। প্রভুর নিকটে যাইবারে কৈল চিত॥ গাড়িনা অঞ্চলে এক হয় রম্য স্থান। তথাই রহিয়া সাধু করিলা পয়ান॥ বস্ত্র আচ্ছাদন অঙ্গ করিয়া শুইল। অমনি বৈকুণ্ঠধাম গমন করিল॥ হিন্দু আর মুষলমান দুই পক্ষ মিলি। কলহ হলে গোলাগলি ঠেলাঠেলি॥ কবর দিবার হেতু মুষলমান কহে। হিন্দু তাহা না মানয়ে জ্বালাইতে চাহে॥ কেহ আসি কহে ভাই কলহ কি কর শব কোথা আছে তব মূল যে বিচার॥ ঝাপড়ার মধ্যে গিয়া শব নাহি দেখি। আবরণ বস্ত্রখানি আছে মাত্র সাক্ষী॥ তখন সকলে মনে বিস্ময় হইল। জানিল দেহের সহ বৈকুণ্ঠেতে গেল॥ আবরণ বস্ত্রখানি দেখে উঠাইয়ে। কতকগুলি পুষ্প আর তুলসী আছয়ে॥ জোরাবরি মুষলমান পুষ্পগুলি লৈয়া। কবর দিলেক তাহে উৎসাহ করিয়া॥ হিন্দু বৈষ্ণবগণ তুলসী পাইয়া। সমাধি করিল নিজ ঘরে আরোপিয়া॥ মহামহোৎসব করি সঙ্কীর্ত্তন কৈল। সে ধূলিতে দশদিক পবিত্র হইল॥ শ্রীল কবির মহাশয়ের সুযশ। ভুবন পাবন যাহ অদ্যাপি প্রকাশ॥ তাহার

চরণে কোটি দণ্ডবৎ করি। কৃষ্ণদাস মাগে কৃষ্ণ ভক্তি মাধুরী॥ ১১৬ ॥

ইতি শ্রীভক্তমালে ছোট বিপ্র বড় বিপ্র আদি ভক্ত চরিত্র বর্ণনং নাম পঞ্চদশ মালা॥ ১৫ ॥

ষোড়শ মালা।

চরিত্র শ্রীরুইদাস।

গুরু রামানন্দ শিষ্য এক ব্রহ্মচারী। গুরুর প্রেরিত আনে মুষ্টি ভিক্ষা করি॥ পাক আদি করে তেঁহ ভোগ দেও গুরু। টহলেতে আজ্ঞাবহ সদা রহে ভীরু॥ মুষ্টিভিক্ষা করিতে যখন বিপ্র যান। প্রতিদিন কহে তারে এক মহাজন॥ চাটকি না কর সীধা লহ মোর স্থানে। লইতে না পারে বিপ্র গুরু আজ্ঞা বিনে॥ একদিন বড় বৃষ্টি দুর্দ্দিন দেখিয়া। চাটুকি না করি তথা সীধা লইল গিয়া॥ পাক আদি করি বিপ্র প্রস্তুত করিল। গুরু রামানন্দ ভোগ লাগাইতে গেল॥ ভোগ লাগাইতে ইষ্ট ধ্যান যে আইসে। ভোগের সামগ্রী মনে ভাল নাহি বাসে॥ শিষ্য প্রতি জিজ্ঞাসেন ভিক্ষা কোথা পাইলে। তেঁহ কহে এক বণিকের স্থানে মিলে॥ রামানন্দ স্বামী কহে বিষয়ীর স্থানে। নাহি কর স্থূল ভিক্ষা মুষ্টি ভিক্ষা বিনে॥ পূর্ব্বে যে তোমারে কহিলাম বার বার। আপনার স্বধর্ম্ম মুষ্টি ভিক্ষা বিনু আর॥ যতেক যাচঞা সব অনাচার হয়। বিষয়ীর অন্নে মন মলিন করয়॥ অতএব মোর বাক্য যেমন লঙ্ঘিলে। জন্ম লও গিয়া অচিরাৎ নীচকুলে॥ স্বামীর শাপেতে বিপ্র মুচির কুলেতে। জনমিল গিয়া তবে সে দেহ পতিতে॥ সদ্গুরু আশ্রয় আর সৎসঙ্গ হইতে। গুরুর সেবার বলে না হৈল বিস্মৃতে॥ জন্মমাত্র হরি ভক্তি উদয় হইল। জাতিস্মর হইয়া তৎক্ষণে জনমিল॥ জনমিয়া গুরু প্রতি বিচ্ছেদ স্মরিয়া। দুগ্ধ নাহি খায় শিশু আকুল কান্দিয়া॥ মাতা পিতা

নানামত চেষ্টা সিদ্ধি করে। কোনমতে দুগ্ধ পান করাইতে নারে॥ উপায় চিন্তিয়া গেল স্বামীর সদন। কাকুর্ব্বাদ করি কহে পুত্রের কারণ॥ সর্ব্বজ্ঞ শ্রীরামানন্দ স্বামী শুনিতেই। স্ফূর্ত্তি হৈল নিজ শিষ্য জনমিল সেই॥ ভাবিয়া স্বামীর মনে দুঃখ উপজিল। হায় কেন হেন পাত্রে অভিশাপ দিল॥ সম্প্রতি দুগ্ধ না খায় আমার বিচ্ছেদে। মুঞি কৈল অকর্ম্ম মাতিয়া নিজ মদে॥ অতএব বিহিত করিতে হৈল মোরে। এতেক ভাবিয়া সাধু কহেন চামারে॥ কোথাকারে তোর ঘর বালক কি হৈল। চিন্তা নাহি আমি গিয়া করি দিব ভাল॥ চামার কুণ্ঠিত হয়ে যোড় হাতে কহে। আপনে আমার ঘরে যাবার যোগ্য নহে॥ স্বামী কহে ইথে মোর কিবা লাঘবতা। পর উপকার হয় হরির তুষ্টিতা॥ এতেক কহিয়া চলি গেলা তার ঘরে। স্বামীকে দেখিয়া শিশু চমকে লেহারে॥ তৃষিত চাতকে যেন জল ধারা মিলে। দরিদ্রে রতন যেন মিলে হারাইলে॥ দুনয়নে বহে ধারা না পারে কহিতে। গুমরিয়া রহে নারে দুঃখ নিবেদিতে॥ স্বামী তার ভাব বুঝি অন্তরে আনন্দয়ে। শিরে হস্ত দিয়া বহু আশ্বাস করয়ে॥ চিন্তা না করহ হরি করিবেন দয়া। অবশ্য তোমারে হরি দিবেন পদছায়া॥ এত কহি কর্ণেতে মহামন্ত্র যে অর্পিলা। কৃতার্থ করিয়া স্বামী নিজবাসে গেলা॥ ক্রমে ক্রমে সাধু যত হয়ন্ত বর্দ্ধিষ্ণু। চন্দ্রবৎ ভক্তিকলা কালে হয় পুষ্ট॥ দুই যোড়া জুতা প্রতিদিন বানাইয়া। এক যুড়ি দেন নিতি বৈষ্ণব দেখিয়া॥ এক যোড়া বেচি করে দেহ নির্ব্বাহন। বৈষ্ণবের কাটা জুতা বানাইয়া দেন॥ এইমত কতেক দিবস গত হৈল। কুটুম্ব হইতে ভিন্ন স্থান এক কৈল॥ ঝোপড়া বান্ধিয়া এক শালগ্রাম আনি। তাহাতে রাখিয়া সেবা করয়ে আপনি॥ রুইদাস বলি নাম লোকেতে কহয়। হরির কৃপার পাত্র কেহ না জানয়॥ কষ্টে সৃষ্টে জীবিকা চালায় কোনমতে কোন দিন উপবাস না হয় মিলাতে॥ দয়াল শ্রীরামচন্দ্র ক্লেশ দেখিয়া। ছদ্মরূপে আইল এক স্পর্শমণি লইয়া॥

রুইদাসে বলে কেন কড়কা বরহ। স্পর্শমণি আনিয়াছি এই ধন লহ॥ তেহ কহে কে তুমি কোথায় তব ঘর। প্রভু কহে আমি তব ইষ্ট রঘুবর॥ পুনঃ কহে তুমি যদি রঘুবর হও। তবে কেন নিজ রূপ নাহিক দেখাও॥ প্রভু কহে দেখাইব এবে মণি লও। তেহ কহে পাথর আনিয়া কি ভুলাও॥ প্রভু কহে এ পাথর লোহে ছোয়াইলে। তৎক্ষণাৎ স্বর্ণ হয় বহু অর্থ মিলে॥ এত কহি চামকাটা রাশিতে ছোয়াইল। দেখিতে দেখিতে রাশি সোনার হইল॥ তেহ তাহা দেখি ক্রোধে মুখ ফিরাইয়া। কহেন করিলে কিবা দিলে বিগড়িয়া॥ দিন গুজরাণ মোর ইহাতেই হয়। তুমি না করিয়া স্বর্ণ কৈলে অপচয়॥ কে তুমি করিতে আইলে মোরে বিড়ম্বন। কাজ নাই মোর তুমি লয়ে যাহ ধন॥ প্রভু বলে স্বর্ণ হৈল অপচয় কহ। তেহ কহে কাজ নাই তুমি লয়ে যাহ। অর্থে মোর অপচয় সর্ব্বদাই হবে। রজোগুণ বৃদ্ধি হৈলে সর্ব্বনাশ হবে॥ তথাচ যতন করি প্রভু গছাইলা। রুইদাস লয়ে চালে গুজিয়া রাখিলা॥ প্রেমানন্দ রত্নে যেই মগন আছয়। প্রাকৃত মণিতে কি তাহার মন ধায়॥ ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ অষ্টাদশ সিদ্ধি। দিক পাত না করে অতি তুচ্ছ বুদ্ধি॥ সে কি বস্তু জ্ঞান করে পরশ রতন। নিত্যানন্দ পূর্ণ যার সদানন্দ মন॥ কতেক দিবস পরে পুনঃ প্রভু আইলা। পুছেন ভক্তেরে স্পর্শমণি কি করিলা॥ তেহ কহে তব সে পাথর আর রাশি। চালে গুজি রাখিয়াছি ভুষিগুলা ঝাপি॥ কহে এই বাহির করিয়া লয়ে যাহ। ওগুলা না আন হেথা অন্য কারে দেহ॥ পুনঃ পুনঃ কহে এই দুঃখে কেন মর। যৎকিঞ্চিৎ কিছুদিন অঙ্গীকার কর॥ তোমার যে ঠাকুর তার আসনের তলে। পাঁচটি মোহর পাবে নিত্য প্রাতঃকালে॥ তেহ কহে না না মোর তাহে কাজ নাই। মোহর পাথর লয়ে দেহ অন্য ঠাই॥ তবে তেহ গেলা ঠাকুরের শয্যাতলে। পাঁচটি মোহর আছে দেখয়ে সকালে॥ দেখিয়া বড়ই মনে বেজার মানিল। কহয়ে বড়ই মোর জঞ্জাল হইল॥ টান

মারি দূরে উড়াইয়া দিল ফেলাইয়া । পুনঃ নাহি লৈলা তাহার কর্ম হেরি ॥ ভক্তবৎসল হরি ভক্ত দুঃখ হেরি । পুনঃ পুনঃ আইলেন রহিতে না পারি ॥ পুনঃ আসি কহে তার দুটি হাত ধরি । একটি মোহর মোর রাখ অঙ্গীকরি ॥ স্পর্শমণি না লইলে না হইল ভাল । পাঁচটি মোহর নিত্য লবে মোরে বল ॥ সাধু কহে কে তুমি স্বরূপ কহ মোরে । এতেক যতন কেন কর মোর তরে ॥ তেহ কহে আমি তোর রামচন্দ্র হই । তব দুঃখ দেখিয়া অন্তরে দুঃখ পাই ॥ পুনঃ সাধু কহে যদি মোর প্রভু হও । স্বরূপ দেখায়ে মোর প্রতীত করাও ॥ তবে হরি একবার নিজ মূর্ত্তি ধরি । দেখাইয়া ভক্তে গেলা অন্তর্দ্ধান করি ॥ বিদ্যুতের ন্যায় সাধু একবার হেরি । স্থাবরের ন্যায় রহে অনিমিক করি ॥ চমৎকার চিত্ত জ্ঞান হত হয়ে রহে । ক্ষণেক সম্বিত হয়ে ইতি উতি চাহে ॥ পুনঃ দেখিবারে না পাইয়া চিত্তে ভ্রমে । ঘুরিয়া বুলয়ে তাপ উঠয়ে নয়নে ॥ উচ্চৈঃস্বরে কান্দে কি দেখিনু আহা মরি । হেন রূপ আর কি আছয়ে জগভরি ॥ পীতাম্বর নবঘন শ্যামসুন্দর । কি দেখিল অপরূপ সুন্দর অধর ॥ একবার কি দেখিনু আর দেখি নাই । কি দোষ করিনু মুঞি বিধাতার ঠাই ॥ দিয়া ধন হৃদি হৈতে কাড়িয়া লইল । এ হেন রতন পাবে বঞ্চিত হইল ॥ পুনঃ পুনঃ কহে মোরে মুঞি তোর প্রভু । প্রত্যয় না কৈনু মুঞি বুঝিল কভু ॥ তখন এমন যদি বুঝিতাম মনে । না দিত ছাড়িয়া ধরি রাখিতাম চরণে ॥ স্পর্শমণি আদি দিতে চাহিলেন মোরে । বাক্যের হেলন করিলাম বারে বারে ॥ বুঝি সেই অপরাধে বঞ্চনা করিলে । নহে কেন দেখা দিয়া পুনঃ লুকাইলে ॥ এতেক বিলাপ করি সম্বরণ কৈল । স্বর্ণ লয়ে কি করিব মনে বিচারিল ॥ ঠাকুর মন্দির আর ভোগের শৃঙ্খলা । করিল হইল বহু বৈষ্ণবের মেলা ॥ সদা গান বাদ্য নৃত্য যাত্রা মহোৎসব । কৃষ্ণকথা বিনা আর নাহি অন্য রব ॥ স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্র ভোজন করয় । যাহে স্থান দেখি মাত্র চমৎকার হয় ॥ কাশী নামে এক রাণী

দীক্ষা নাহি হয়। গুরু পরীক্ষা চেষ্টা সবাই করয়॥ কাশীর নিকটে রুইদাস ভাগবত। গুরু রামানন্দ শিষ্য পরম মহৎ॥ দরশনে গেল রাণী শুদ্ধ ভক্তিভাবে। দরশন মাত্রেতে রাণীর চিত্ত দ্রবে॥ সেবক হইতে চিত্তে শ্রদ্ধা জন্মিল। তার্কিক ব্রাহ্মণগণ বারণ করিল॥ মুচির সন্তান স্থানে দীক্ষা যে করিবে। লোক ধর্ম্ম বিরুদ্ধ এ কেমনে হইবে॥ পণ্ডিতা সুবুদ্ধি রাণী কহে বিপ্রগণে। কি কহিলে বিপরীত মুচির সন্তানে॥ আজন্ম তোমরা কর ব্রহ্ম অনুষ্ঠান। কহ দেখি নিজ তত্ত্ব জ্ঞানের বিধান॥ অধর্ম্ম যাজন কর অধর্ম্মের ভয়ে। না হয় অধিক কবে স্বর্গাদি বিষয়ে॥ অনিত্য সে তাহাও যে সুবুদ্ধি দুর্ল্লভ বড় ফল করি মান কৈবল্য বৈভব॥ সেই যুক্তি ভক্তি ধর্ম্ম হরির ভকত। সাক্ষাতে আইলে নাহি করে দিক্‌পাত॥ নীচ যে কহিলে অতি অনুচিত এহ। শাস্ত্র দূরে রহু যুক্তি করিয়া বুঝহ॥ পরাৎপর জগন্নাথ পরম ঈশ্বর। যে চরণে গঙ্গা হৈল ত্রৈলোক্যের সার॥ তাঁর শ্রীচরণ যেই হৃদয়ে ধরয়। তারে নীচ আদি কুলেতে জন্ময়॥ নীচ জাতি হরিভক্ত পুনঃ না জন্ময়। ব্রহ্মার প্রার্থনীয় যাহা হেন পদ পায়॥ অপূর্ণ ভজনে যদি জানমিতে হয়। উত্তম জনম পাছে সাধু মার্গ পায়॥

তথাহি গীতায়াং। শুচীনাং শ্রীমতং গৃহে যোগভ্রষ্টোভিজায়তে।

অতএব হরিভক্ত চণ্ডাল যে হয়। ভুবন পাবন সেই সর্ব্বশাস্ত্রে গায়॥ বেদে শাস্ত্রে এ প্রমাণ অগৃভ্য সর্ব্বে। সাধারণ নাহি হয় বজ্রের প্রভাবে॥ রজঃ আর তমের যে এমতি প্রভাব। দেখিয়াও প্রত্যক্ষে না হয় অনুভব॥ এত কহি রাণী গিয়া রুইদাস স্থানে। শরণ লইয়া মন্ত্র করিল গ্রহণে॥ শ্রীরামচন্দ্রের কৃপা অচিরাৎ হৈল। অনেক জন্মের ভাগ্যফল যে ফলিল॥ রাণীরে ব্রাহ্মণ কিছু কহিবারে নারে। পরস্পর সব বিপ্রে কাণাকাণি করে॥ একদিন আসি রাণী গুরু রুইদাসে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিল নিজ বাসে॥ কতগুলি ব্রাহ্মণে করিয়া নিমন্ত্রণ। এক পংক্তি বসাইল করিতে ভোজন॥ বিপ্রগণ তাহা দেখি উকি

এক করে। মুচি হৈয়া কেমনে বসিব একান্তরে॥ রুইদাস পাশ হৈতে দূরে গিয়া বৈসে। সেখানেও রুইদাস বসিয়াছে পাশে। পুনর্ব্বার তথা হৈতে দূরে গিয়া বৈসে॥ পুনঃ দেখে বিপ্র রুই-দাস আছে পাশে। এইমত পরস্পর সবাই দেখয়। বিরক্ত হইয়া পরস্পর যে কহয়॥ একি হৈল পাপ আজি মুচির সহিতে। একপংক্তি বুঝি বসি হইল খাইতে॥ এমতি ভবের ধর্ম্ম বুঝিয়া না বুঝে। অলৌকিক দেখিয়া তথাচ নাহি বুঝে প্রভু নিজ ভক্তের মহিমা প্রকাশিতে। নানা খেলা করে অজ্ঞে না পারে বুঝিতে রাণী সেই রঙ্গ দেখি মুচকিয়া হাসে। অভিমানে বিপ্র-গণ না জানে বিশেষ॥ ভোজন করিয়া সবে উঠিলেন পরে। স্বর্ণ সিংহাসনে বসাইয়া সাধুবরে॥ চামর ব্যজন রাণী করে নিজ করে। বিপ্রগণ আর কিছু চমৎকার হেরে॥ রুইদাস অঙ্গ তেজে ঝলমল করে। স্বর্ণ যজ্ঞোপবীত শোভে বাম স্কন্ধো-পরে॥ দেখিয়া ব্রাহ্মণগণ চমৎকার হৈল। উঠিয়া চলিল কিন্তু আদর না কৈল॥ কাশীবাসী বিপ্রগণ জ্ঞান মার্গ হয়। বৈষ্ণব যে সব তার মর্ম্ম না জানয়॥ শ্রীমান রুইদাস শ্রীমতী রাণীজীর চরণ ভরসা কৃষ্ণদাস কহে সবে॥

চরিত্র শ্রীপিপাজীর।

গাঙ্গোরোণের রাজা নাম পিপা হয় শাক্ত দেবীর প্রতিমা পূজে অতি অনুরক্ত। দৈবাৎ বৈষ্ণব এক অতিথি হইল। হেলা করি তারে কিছু খাদ্য দ্রব্য দিল॥ ভক্ষণ করিয়া সাধু খাইয়া বসিলা। রাজা শাক্ত কৃষ্ণভক্তি বিহীন জানিলা॥ ক্ষোভিত হইয়া কিছু মনোরথ করে। রাজা হরিভক্ত যদি হয় সেবা করে॥ তবে এই রাজ্যধন মানব জনম। সফল যে হয় নহে কেবল ভরম॥ দেবীর কৃপার পাত্র সহজে রাজন। বিশেষ সাধুর কৃপা পরম কারণ॥ শঙ্খিনী যোগিনী সহ নিশিতে ভবানী। ভয়ঙ্কর রূপ ধরি যাইয়া আপনি। নিদ্রাকালে রাজার বসিল বক্ষঃস্থলে। হুঙ্কার করিয়া কিছু ক্রোধাবেশে বলে। আরে মূঢ় সাধু করি মান আপনারে। অবজ্ঞা করিলি কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণবেরে॥

প্রাতঃকালে উঠি তার সম্মান করিব। সর্ব্ব সিদ্ধ সেই যাতে কল্যাণ হইবে॥ স্বপন দেখিয়া রাজা ভয়েতে কাতর। কি দেখিল বলিয়া চিন্তয়ে গাঢ়তর॥ প্রাতে উঠি গিয়া সেই বৈষ্ণব চরণে। অষ্টাঙ্গ হইয়া সবে কহে বিবরণে॥ চরণে ধরিয়া বলে কি আজ্ঞা করহ। অপরাধ ক্ষম আর কি করি বলহ॥ যে আজ্ঞা করহ তার করি শিরে ধরি। বুঝিলাম বৈষ্ণবের মহিমা যে ভারি॥ বৈষ্ণবে কহয়ে রাজা তুমি ভাগ্যবান। এতাদৃশ দেবী যে তোমারে কৃপাবান॥ আমি যে মানস কৈল তাহাতে সম্মতি। হইয়া করিল আজ্ঞা দিয়া অনুমতি॥ বড় কৃপা কৈল দেবী কৃষ্ণভক্তি দিলা। জগতের সার অর্থ বিতরন কৈলা॥ অতএব মহারাজ মোর মন কথা। কৃষ্ণভক্ত হও যাবে তাপত্রয় ব্যথা॥ কৃষ্ণপ্রেম সুখোল্লাস তাহা আস্বাদহ। সুরাপান কর আর বন্ধন ছুটাহ॥ ইহার অধিক নহে রাজ্যাবন অর্থ। যার যেন দেখ হয় সকলি অনর্থ॥ এতেক শুনিয়া রাজা কাঁদিতে লাগিল। দেবীর আশয় এই সিদ্ধান্ত বুঝিল॥ বৈষ্ণবেরে কহে সাধু কল্যাণ হইলা। তথাচ দেবীরে কিছু নিবেদিতে গেলা॥ তবে রাজা দেবীরে কহয়ে স্তুতি করি। এবে বুঝিলাম যে নিতান্ত সেবা হরি॥ তাহাতে বুঝিনু মোরে বড় কৃপা কৈলে। সারাৎসার যেই অর্থ সেই ধন দিলে॥ রাজ্যধন আদি পাইয়া মানিলাম অর্থ। এবে বুঝিলাম সেই সকলি অনর্থ॥ অতএব সার ধন দিতে ইচ্ছা কৈলে। আশ্রয় করি যে কথা তাহা নাহি কহিলে॥ গুরু পাদ আশ্রয় করিব কোথা গিয়া। তাহা আজ্ঞা কর মোরে করুণা করিয়া॥ এতেক শুনিয়া দেবী আদেশ করয়॥ গুরু রামানন্দ পদ করহ আশ্রয়॥ কাশীতে শ্রীরামানন্দ নিকটে চলিলা। শিষ্যগণ নিকটে যাইতে নাহি দিলা॥ অবৈষ্ণব পিপারাজ পূর্ব্বেতে জানয়। অতএব স্বামী শুনি উপেক্ষা করয়॥ বাহিরে রহিয়া রাজা যোড়হাত করি। বিনয় করয়ে বহু দন্তে তৃণ ধরি॥ দেবীর আজ্ঞায় সব বৃত্তান্ত কহিল। শরণ লইল বলি কান্দিতে লাগিল॥ তবে

স্বামী নিশ্চয় জানিয়া মনোবৃত্তি। আনন্দ জন্মিল দয়া উপজিল অতি।। তারকব্রহ্ম রামনাম উপদেশ দিলা। শক্তি সঞ্চারিয়া তারে বড় কৃপা কৈলা।। অভিমান ত্যজি রাজা কতক দিবস। সেবা কৈল গুরুর করিয়া অভিলাষ।। গুরুর আজ্ঞাতে গৃহে আসিয়া রাজন। বৎসরেক কৈল হরি ভক্তির সাধন।। বিষয় ত্যজিয়া বনে করিতে গমন। হরি অনুরাগে দৃঢ়তর কৈল পণ।। বিবেচনা করি কিছু অন্তরে চিন্তিলা। স্ত্রীগণের হিত করিবারে বিচারিলা। শ্রীকৃষ্ণচরণে ইহা সবে মতি হয়। অবশ্য আমার ইহা করিতে যুয়ায়।। এতেক চিন্তিয়া স্বামী রামানন্দ স্থানে। পত্রী পাঠাইয়া এই অস্ফুট বচনে।। একবার হেথা পদার্পণ যদি হয়। নিবেদন করিব বিশেষ কিছু হয়।। রাজার পাইয়া পত্রী স্বামী চলি আইলা। রুইদাস আদি শিষ্য সঙ্গে করি থেলা।। সম্যক প্রকারে রাজা পূজিয়া স্বামীরে। দীক্ষা করাইল রাণীগণ সবাকারে।। রাজা তেয়াগিয়া রাজ্য বৈরাগ্য করিয়া। যাইবারে চাহে গুরুস্থানে নিবেদিয়া।। স্বামী তাহে পরম সন্তোষ চিত্ত হৈলা। এইক্ষণে শুভ বলি অনুমতি দিলা।। রাজ্য বৈরাগ্য করিয়া রাজা চলে। যাইবার কালে সাত রাণী আসি মিলে। বিঘ্ন উপস্থিত রাজা পড়িল জঞ্জালে। মোরা সমিভাবে যাব সবে আসি বলে। নাহি ছাড়ে কেহ রাজা আপদে পড়িল। স্বামী তার স্ত্রীগণে অনেক বুঝাইল।। না মানিল তবে যদি রাজা কিছু কহে। যে জন আসিতে যোগ্য হবে মোর সহে।। অলঙ্কার বস্ত্র আদি দূরে তেয়াগিয়া। নগ্নবেশে সভামধ্যে আইসহ ফিরিয়া।। কহিবা মাত্রেতে সীতা নামে ছোট রাণী। টান মারি ফেলি দিল হীরাহার মণি।। হাত যোড় করি কহে উলঙ্গ হইতে। অপরাধ হবে এই গুরুর সাক্ষাতে।। এত কহি ছেঁড়া এক কম্বল ঝাড়িয়া। পরিয়া লইলা জরাবস্ত্র তেয়াগিয়া।। রাজা চমকিয়া স্বামী মুখ পানে চাহে। ইহারে সঙ্গেতে লহ গুরুদেব কহে।। উভয়ের গীত রাগ যদ্যাপি জন্ময়। দৈহিক সম্বন্ধে অভিমান না রহয়।। তবে সে পুরুষ স্ত্রী ভেদ কি রহিল। সবাই

সমান তাহে হরিভক্তি হৈল॥ ভক্তিপক্ষে বন্ধু সম অবশ্য যে গ্রাহ্য। রাগ পক্ষে রিপু তুল্য যাতে যার ধৈর্য্য॥ পিপাজীর রাণীর অধিকার অনুরাগ। উভয় সমান রীতি বিষয়ে বিরাগ॥ উপযুক্ত বুঝি স্বামী অনুমতি দিল। অযোগ্য কোথায় যাতে স্বামী আজ্ঞা হৈল॥ তাহে বিশেষত হরিভক্তের আশ্রয়। শ্রীমদ্ভাগবতে কহে করিয়া নিশ্চয়॥

টীকা শ্রীধরস্বামী। হরিভক্তানাং আশ্রমনীয়মাভাবা ইতি।

শ্রীমান গুরু রামানন্দ দ্বিতীয় শ্রীরাম। তাঁর কৃপা কটাক্ষেতে পূর্ব্ব সর্ব্ব কাম॥ তাহে তাঁর পূর্ণ কৃপা তাহে কি সংশয়। দুর্ঘটনা যার কটাক্ষেতে লয় হয়॥ জগতে না মিলে যাহা সর্ব্ব ধর্ম্ম করি। সর্ব্ব দেবদেবী মহা তপস্যা আচরি॥ হেন যে দুর্ল্লভ হরিভক্তি যেই দাতা। তাহার কৃপায় রাগ নিবৃত্তি কি কথা॥ রাগ নিবর্ত্তন হরিভক্তি অঙ্গ নহে। তথাচ নিবর্ত্ত চাহ বাধা জন্মে যাহে॥ আর আছে তাৎপর্য্য ঐকান্তিক মতে। রাগ দোষ নাহি থাকে ঐকান্তিক ভকতে। যেমন জ্ঞানীর মতে বৈরাগ্য প্রধান। ভক্তিমার্গে তেমত অবশ্য নাহি হন॥ তথাচ ভক্তির গুণ এমতি স্বভাব। আপনি জন্মায় আসি সুনির্বেদ ভাব॥ অতঃপর পিপাজীর নানা লীলা কর্ম্ম। সকল না কহা যায় কিছু কহি মর্ম্ম॥ সীতা সঙ্গে চলে রাজ্যভোগ তেয়াগিয়া। মৃত্তিকা করুয়া ছিণ্ডা কম্বল উড়াইয়া॥ বদনে শ্রীরামনাম ভিক্ষাটন করি। ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেলা দ্বারকানগরী॥ নিত্য শ্রীদ্বারিকাধামে নিত্য লীলা হয়। মনেতে প্রতীত আছে দেখিতে না পায়॥ না দেখিয়া মনে বড় দুঃখ উপজিল। আশ পাশ লোকে সাধু পুছিতে লাগিল॥ এইখানে কৃষ্ণের দ্বারকাপুরী হয়। দেখিতে না পায় কেন গেলেন কোথায়॥ হাসিয়া কহেন লোক এবে কি দেখিবে কলিকাল এখন দেখিতে কোথা পাবে॥ লীলা অন্তে সপ্ত রাত্র পরে দ্বারাবতী। সাগরে ডুবিল কৃষ্ণ বিরাজয়ে তথি॥ এত শুনি উৎকণ্ঠিত সীতার সহিতে। দরশন হেতু ঝাঁপ দিল সাগরেতে॥ টাবুটবু করিয়ে ডুবিয়ে রহে দুহেঁ। তা

দেখি রুক্মিণীদেবী শ্রীকৃষ্ণেরে কহে।। কেমন নির্দ্দয় তুমি দয়ার লেশ নাই। এ কলঙ্ক তোমার যে জগতে রবে ঠাঁই।। ভক্তদুটি ডুবিয়া মরয় সিন্ধুজলে। কৃপা করি দুহাঁরে আনহ নিজ স্থলে॥ তবে কৃষ্ণ গরুড়ে কহিয়ে আনাইলা। যুগলমোহন দরশন দিলা॥ হেরিয়ে পরমানন্দ পাইল দুজনে। চাতক যেমন হর্ষ মেঘ দরশনে॥ করিয়া অমৃত পান কতেক দিবস। রহিল যে তথায় পাইয়া সেবারস॥ কৃষ্ণ কহে তাহা দোঁহে আমার আজ্ঞাতে। দ্বারকা প্রবেশ গিয়া কর উপরেতে। নিত্যধাম দ্বারকা বিনাশ কভু নহে। তবে সে সমুদ্র মগ্ন যাহা লোকে কহে॥ তাহার বৃত্তান্ত কহি শুনহ বিস্তার। লোকে জানাইতে কৈল লীলার প্রচার॥ সমুদ্রের স্থানে কিছু স্থান মাগি লৈনু। অসুর মারণ হেতু এ লীলা কহিনু॥ অসুর বুঝিবে কৃষ্ণ পলাইয়ে গেল। সাগরের স্থানে গিয়া শরণ লইল॥ নতুবা যে নিত্য-ধাম উপরে অদ্যাপি। আছয়ে নাহিক ক্ষয় সদাই চিত্রপী॥ তথায় সদাই মুঞি পরিবার সনে। লীলা অপ্রকটে থাকি সবে নাহি জানে॥ ভক্তজন জানে মোর সদা নিত্য-লীলা। অসুর স্বভাবে কহে সবে মরি গেলা॥ অসুর মোহের হেতু যদুবংশক্ষয়। লীলা কৈনু যাতে কৈনু প্রকৃতের ন্যায়॥ সেই ইন্দ্রজালবৎ যথার্থ না হয়। ছলে দেবগণে পাঠাইল স্বালয়॥ সমুদ্রের ভিতরে যে এখন দেখহ। সমুদ্রের কৃপা করি থাকি যে জানহ॥ সেই হেতু সর্ব্ব তীর্থময় যে সাগর। যাতে স্নান আদি হয় সর্ব্ব সিদ্ধকর॥ অতএব তোমরা যাইয়া দ্বারকায়। মহিমা প্রকাশ কর স্থানের প্রচার॥ যথা যেই লীলা তার স্থান নির্দ্দেশিয়া। আমার চিন্ময় মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া॥ সেবার শৃঙ্খলা কর মুঞি ভোগ করি। বিরাজ করিব যে প্রতিমা রূপ ধরি॥ লোকের নিস্তার হেতু ইহা কর গিয়া। দেহ অন্তে পুনঃ মোরে পাইবে আসিয়া॥ এতেক শুনিয়া সাধু চমৎকার হৈল। হাহা মূঢ় লোকে বলে যদুবংশ মৈল॥ চিদানন্দময় নিত্য সবার কারণ। তা সবার ক্ষয়

কোথা কোথায় মরণ॥ বুঝিলাম শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত না জানিয়া। বিরুদ্ধার্থ করে লোক পণ্ডিত মানিয়া॥ আপনিহ নাশ যায় লোকেরে ডুবায়। ইহকাল পরকাল দুই যায় ক্ষয়॥ এতেক ভাবিয়া স্তব্ধ প্রায় দুহেঁ রহে। ইঙ্গিত করিয়ে কৃষ্ণ গরুড়েরে কহে॥ গরুড় তৎক্ষণাৎ দুহেঁ শ্রীপুর হইতে। উপরে উঠায়ে দিল সমুদ্র তীরেতে॥ দ্বারকা প্রকাশ কৈল আজ্ঞা অনুসারে। যেথানে যে লীলার স্থান সব ব্যক্ত করে॥ রণছোড়জী টীকামজী দুই শ্রীবিগ্রহ। স্বয়ম্ভুব আসি তাহে হৈল অনুগ্রহ॥ নির্ম্মাণ করিয়া পুরে ঠাকুর প্রকাশি। সেবায় মজিল মন দুহা দিবানিশি॥ মুদ্রা বিনে নাহি হয় ভক্তে অধিকারী॥ গুপ্তমুদ্রা ব্যবস্থিত স্থান নিয়ম করি॥ কতেক দিবস পরে সেবক স্থাপিয়া। বেড়ান অনেক তীর্থ ভ্রমণ করিয়া॥ একদিন এক গাভী বনেতে যাইতে। বিকরাল ব্যাঘ্র এক আইলা খাইতে॥ তাহার জটেতে ধরি তিলেক নাসায়। আর তুলসীরমালা কণ্ঠেতে পরায়॥ কৃষ্ণনাম কর্ণে তার উপদেশ দিল। কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ব্যাঘ্র বনেতে চলিল॥ পর হিতকারী সাধু সবারে সমান। সবারে নিস্তারে নর পশু নাহি জ্ঞান॥ ভ্রমিতে ভ্রমিতে পোঁহে গেল বৃন্দাবন। যথা শেষশায়ী গৃহে শ্রীধর ব্রাহ্মণ॥ সর্ব্বস্ব ক্ষেপণ করে বৈষ্ণব সেবায়। বৈষ্ণবের প্রীতি তার অসাধার হয়॥ পিপাজী সীতার সহ অতিথি হইল। শ্রীধর পাইয়ে বহু সমাদর কৈল॥ পদ ধোয়াইয়া স্তব করি বসাইল। ঘরে কিছু নাহি বিপ্র ভাবিতে লাগিল॥ স্ত্রী কহে মোর পরিধেয় লজ্জা বস্ত্র। বেচিয়া আনহ দ্রব্য খাদ্য পাক পাত্র॥ এত কহি উলঙ্গ হইল বস্ত্র দিয়া। গোধূমের কুটী মধ্যে রহিল বসিয়া॥ এতাদৃশ অনুরাগ বৈষ্ণব সেবায়। উলঙ্গ লইলে বস্ত্র বেচিবারে দেয়॥ শ্রীধর লইয়া বস্ত্র বাজারে বেচিয়া। সামগ্রী আনিল কিনি বৈষ্ণব লাগিয়া॥ রন্ধন করিয়া কৃষ্ণে ভোগ লাগাইল। পিপা আর সীতা দুহে ডাকিয়া আনিল॥ পিপা কহে সবে মেলি একত্রে বসিব। প্রসাদের আস্বাদন একত্রে করিব॥

তাহাদিগের অগ্রেতে শ্রীধর বসিল। তাহার ঘরণী লাগি
অপেক্ষা করিল॥ সীতা গৃহ মধ্যে তারে ডাকিতে যাইয়া।
দেখয়ে ভোজের মধ্যে উলঙ্গ বসিয়া॥ সীতা চমৎকার হৈয়া
আলিঙ্গন কৈল। বৈষ্ণবেতে এত প্রীত কোথা না দেখিল॥
ধন্য ধন্য করি সীতা প্রশংসা করিল। যে কেন আমার এত বুদ্ধি
না জন্মিল॥ এতেক কহিয়া নিজ অঙ্গবস্ত্র কাড়ি। পরাইয়া দিল
যেও সেও কটি বেড়ি॥ ভোজন করিয়া সীতা পরামর্শ কৈল।
কেন ব্যক্তি ঘরে প্রভু কিছুই না দিল॥ মুঞি কিছু ইহার
বিহিত চেষ্টা করি। এত ভাবি বাহিরিল অনুরাগে ভরি॥
বাজারে যাইয়া এক বণিকের স্থানে। ছবি ভাব কটাক্ষ করয়ে
কত জ্ঞানে॥ বণিক ডাকিয়া নিজ স্থানে বসাইল। চৌদিকে
অনেক লোক আসিয়া বেড়িল॥ হাস্য কৌতুক করি সবে মুগ্ধ
হৈল। তণ্ডুল গোধূম সহ সবে মেলি দিল॥ স্ত্রীর ব্যভি-
যোগের দুষ বিক্রয় ক্ষমিল। ধর্ম্ম কি অধর্ম্ম নহে দেখয়ে অস্তুতি॥
কুমার্গ জনের পাপ নাশিত যথায়। পাপ পুণ্য দুই কাছে আসিতে
না পায়॥ শ্রীধরের গৃহে সেই গোধূম আদি যত। রান্ধি করি-
লেন আদি হৈয়া আনন্দিত॥ ইহার বিস্তার ভাব অনেক আছয়।
সংক্ষেপে কহিল মাত্র স্থল সে আশ্রয়॥ এক দিন সীতা যমুনায়
স্নানে গেল। তীরে বৃক্ষতলে স্বর্ণভাণ্ড নিরখিল॥ রাত্রে সিপা-
ভাব স্থানে কহিতে লাগিল। প্রাতে যমুনার স্নানে মুঞি যবে
গেল॥ স্বর্ণভাণ্ড বৃক্ষ সহ যমুনার তীরে। দেখিনু আসিতে বল
শ্রীধর নিশ্চয়রে॥ দৈবাৎ যে চোর চুরি করিতে আসিয়া। সে
বৃত্তান্ত শুনে চোরে আড়ালে থাকিয়া॥ শুনিয়া অমনি চোর
ছুটিয়া চলিল। সেই স্থানে গিয়া সেই ভাণ্ড উঠাইল॥ দেখে
তার মধ্যে এক কালসর্প হয়। তেমনি ঢাকনী দিয়া লইয়ে
চলয়॥ ক্রোধ করি সেই ভাণ্ড তথায় আনিয়া। সীতাজীর
অঙ্গোপরি দিল ফেলাইয়া॥ ঝনৎকার করি স্বর্ণ মোহর পড়িল।
সর্পেতে দংশিল বলি চোর চলি গেল॥ ভক্ত যে করিল বাঞ্ছা
প্রভু পুরাইল। ছল করি মোহরের ভাণ্ড আনি দিল॥ ঠাকু-

রাণী তাহা লৈয়া শ্রীধরেরে দিলা। বৈষ্ণব সেবার হেতু আনন্দিত হৈল॥ শ্রীধরের বৈষ্ণব সেবার যে উল্লাস। দেখি পিপাজীর মনে হইল অভিলাষ॥ এক নদীতীরে টোটা বান্ধি কৈল স্থান। রাজা এক করি দিল সেবার সন্ধান॥ সীতা দেবে উল্লাসেতে করেন রন্ধন। ভোজন করান আইসে যায় সাধুগণ॥ একদিন সামগ্রী যে ছিল ফুরাইল। হেনকালে কতগুলি বৈষ্ণব আইল॥ চিন্তিয়া মগন সাধু কি করি উপায়। ভিক্ষা করিবারে ঠকুরাণী বাহিরায়॥ নদীতে যে অল্পজল পারেতে যাইয়া। বাজার ভিক্ষার লাগি বেড়ান ফিরিয়া॥ এক যে বণিক তার সুন্দরী দেখিয়া। অভিযোগ করে দুষ্ট আঁখি মঠকিয়া॥ সীতা কহে গৃহে মোর আইলা অতিথি। সেবার সামগ্রী ঘরে কিছু নাহি স্থিতি॥ সেবা উপযুক্ত যে সামগ্রী দেহ মোরে। যাহা আজ্ঞা কর তাহা করিব অদূরে॥ তাহা শুনি অনেক সামগ্রী তারে দিয়া। সন্ধ্যা অন্তে আইসহ কহিল তুষ্ট হিয়া॥ ঠাকুরাণী হৃষ্টমনে সাধু সেবা কৈলা। পিপাজী কহেন দ্রব্য কোথায় পাইলা॥ কৈহ পূর্ব্বাপর যত বৃত্তান্ত কহিল। ভাল ভাল বলি সাধু প্রসংশা করিল॥ সন্ধ্যাকালে পিপাজী কহে সীতাজীরে। সত্যেবদ্ধ হৈয়া তথা হয় যাইবারে॥ অপূর্ব্ব সামগ্রী হয় সৌন্দর্য্য যৌবন। নিজ সুখ হেতু বৃথা করয়ে ক্ষেপণ॥ ধন্য ধন্য তুমি তব যৌবন সফল। বৈষ্ণবার্থে চলিলা যে না হৈল বিফল॥ অতএব শীঘ্র করি যাহ তুমি তথা প্রতিশ্রুত হইলে বণিকস্থানে যথা॥ যে আজ্ঞা বলিয়া মাতা চলয়ে তথায়। সাধু দেখে নদীজলে বসন ভিজয়॥ উঠাইয়া আপনি যে পার করি দিলা। বণিকের গৃহে গিয়া উপনীত হৈলা॥ সত্যবাদী নির্ম্মৎসর দেখহ দুরুহ। বৈষ্ণবেতে অনুরাগ ভক্তির প্রবাহ॥ আশ্চর্য্য কখন কখন এই অলৌকিক হয়। অনুরাগে ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছু না জানয়॥ তবে ঠাকুরাণী বণিকের ঘরে গিয়া। একভিতে বসি রহে কৃষ্ণে মন দিয়া॥ বণিক চাহয়ে অঙ্গ স্পর্শ করিবারে। আগুণের উকা যেন লাগয়ে

শরীরে ॥ নিকটে যাইতে নারে পোড়ায় শরীর। দূরে পলাইল মূঢ় হইয়া অস্থির ॥ তখন বুঝিল এত প্রাকৃতিক নহে। ঘৃণা হৈল আপনা ধিক্কার করি কহে ॥ ছিছি মোর ধিক ধিক কি কর্ম্ম করিনু। হেন জনে হেন কর্ম্মে আশক্ত হইনু ॥ আত্মনাদ করি তাঁর চরণে পড়িয়া। অনেক মিনতি কৈল কাতর হইয়া। জগন্মাতা তুমি মোর লক্ষ্মী ঠাকুরাণী। অপরাধ ক্ষম মোরে মূঢ় অজ্ঞ জানি ॥ মাতা চলি গেলা আপনা আশ্রমে। বণিক যাইয়া তথা পড়য়ে সম্ভ্রমে। সাধুর চরণে পড়ি কাকুর্ব্বাদ কৈল। সদাই প্রসন্ন তারে আশ্বাস করিল ॥ বৈষ্ণব সেবার যত সামগ্রী লাগয়। নীতি নীতি বণিক লইলা তথা যায় ॥ পিপাজীর লীলা কথা অনেক রহিল। সংক্ষেপে বর্ণিল যে সকল লিখিল ॥ ইহার শ্রবণে হরি ভক্তিতে আগ্রহ। অবশ্য অবশ্য জন্মে নাহিক সন্দেহ ॥ মূঢ় লোক শুনে যদি প্রবৃত্তি জনমে। হরিভক্তি মহাদেবী তার হৃদি রমে ॥ অতএব যার বাঞ্ছা হরি ধনে। ভক্তমাল পুনঃ পুনঃ শুনহ শ্রবণে ॥ হে হে শ্রীযাম পিপাজীর্ সীতাঠাকুরাণী। কৃষ্ণদাসে কর কৃপা দাস মধ্যে গণি ॥১১৮॥

ইতি শ্রীভক্তমালে রুইদাস আদি ভক্তি চরিত্র

বর্ণনং নাম ষোড়শ মালা ॥ ১৬ ॥

জয় শ্রীচৈতন্য হরি জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ। শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ ॥ অন্য দেব উপাসনা ছাড়ি বহু জন। আশ্রয় করিয়া ভজে শ্রীকৃষ্ণ চরণ ॥ এমত অসংখ্য জন সকল কহিতে। না পারিয়া কিছু কহি প্রসঙ্গ ক্রমেতে ॥

চরিত্র শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ ঠাকুর।

শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ নিবাস বুধুরী। উপাসনা মহামায়া শক্তি শ্রীশঙ্করী ॥ সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবী হন কবিরাজে। প্রতিমা রূপেতে এক মুর্ত্তিতে বিরাজে ॥ একদিন এক বিপ্র বৈষ্ণব আসিয়া। অতিথি হইল তার মত না জানিয়া ॥ সমাদর করি বিপ্রে স্নান করাইলা। দেবী গৃহে সন্ধ্যাপূজা করিতে কহিলা ॥

দেবীর মণ্ডপে বিপ্র যাইয়া দেখয়॥ মুক্তকেশী এক কালী মূর্ত্তি বিরাজয়॥ তাঁহার সেবার যে নৈবেদ্য পুষ্প আদি করিলা হইয়া বড় সুখী॥ আমরা পুষ্পাদি দেখি আনন্দ জন্মিল। সব দ্রব্য শালগ্রামে নিবেদন কৈল॥ পূজা আদি করি বিপ্র রন্ধনেতে গেল। দেবীর পূজারি পূজা করিতে আইল॥ নিত্য নিয়মিত পূজা করিল ব্রাহ্মণ। সেই প্রসাদাদি দ্রব্য কৈল নিবেদন॥ ব্রাহ্মণ নাস্তিক জানে প্রসাদ বলিয়া। কিন্তু দেবী তুষ্ট হৈলা প্রসাদ পাইয়া॥ রাত্রে দেবী গোবিন্দেরে কহে কুতুহলে। আজি তুমি কিছু মোরে নাহি খাওয়াইলে॥ তোমার যে নিয়মিত কিছু না খাইনু। আজি আমি বিষ্ণুর মহাপ্রসাদ পাইনু॥ গোবিন্দ কহেন মাতা কোথায় পাইলে। দেবী কহে মোর গৃহে যতেক আনিলে॥ যে কিছু সামগ্রী ওই অতিথি ব্রাহ্মণ। সকলি শ্রীশাল-গ্রামে কৈল নিবেদন॥ পূজারি আসিয়া সেই প্রসাদাদি যতেক। মোরে নিবেদন কৈল সকল প্রত্যেক॥ গোবিন্দ কহেন মাতা তুমিত ঈশ্বরী। তোমার ঈশ্বর কেবা বুঝিতে না পারি॥ তুমি কহি প্রসাদ পাইয়া তুষ্ট হৈলে। সংশয় ছেদন মোর কর কি কহিলে॥ দেবী কহে গোবিন্দ মূল তত্ত্ব নাহি জান। আপনারে পণ্ডিত করিয়া মাত্র মান॥ পরম ঈশ্বর সেই পরমেশ্বর হরি। নির্গুণ পরমব্রহ্ম সর্ব্ব অধিকারী॥ নিরাকার ব্রহ্মের যে পরম আশ্রয়। সুন্দর বিগ্রহ সচ্চিদানন্দময়॥ তাঁহার প্রধান শক্তি তিন শক্তি হয়। চিচ্ছক্তি জীবশক্তি মায়া ত্রয়॥ চিন্ময়স্বরূপ শক্তি জীব যে তটস্থা। মায়া বহি রঙ্গা শক্তি বিকারী অবস্থা॥ সেই যে স্বরূপ শক্তি চিচ্ছক্তির বৃত্তি। আহ্লাদিনী সন্ধিনী আর সম্বিত শকতি॥ আহ্লাদিনী স্বরূপা তার প্রেয়সী রতন। সন্ধিনীর বৃত্তি মাতা পিতা বন্ধুজন॥ বসন ভূষণ গৃহ আদি বৃন্দধাম। খাদ্য সামগ্রী আদিগণ লীলা কাম॥ সম্বিত শক্তি বৃত্তি হয় কৃষ্ণজ্ঞান। ব্রহ্মজ্ঞান আদি যত যার পরিজন॥ জীব যে তটস্থা শক্তি কৃষ্ণ নিত্যদাস। শক্তির বিশেষ হয় তাহার আভাস॥ কেঁহ সত্যসিদ্ধ জীব তাহার অধিন। অতএব দাস ইহা

সিদ্ধান্ত প্রবীণ॥ মায়াশক্তি বহি রজ্য ত্রিগুণ আত্মিকা। স্বাভাবিক জড় হন বিকার আত্মিকা। প্রভু ভগবানের ঈক্ষণে শক্তি হয়। নানা বস্তু জন্মে তাহে ব্রহ্মাণ্ডের চয়॥ প্রভুর ইচ্ছায় তার এমতি শকতি। ভুলাইল আব্রহ্ম যে সবাকার মতি॥ অনিত্যেতে নিত্যবুদ্ধি সংসার রচন। সবাই করয়ে নাহি বুঝে কোন জন॥ মহত্তত্ত্ব অহঙ্কার পঞ্চ মহাভূত। পঞ্চ তত্ত্ব তন্মাত্রাদি চরাচরযুত॥ যত দেখ সকলি প্রাকৃত মায়াময়ী। এমতি শকতি তার ত্রিভুবনে জয়ী॥ হেন মায়া মহিমা যে মন অগোচর। যোগমায়া হেন তার কোটাংশের কর॥ যোগমায়া স্বরূপ শকতি ঠাকুরাণী। তার দাসী অভিমান করি যে আপনি। সেই মায়া শক্তি হয় আমার অংশিনী। মুঞি যার অংশ তাহা কহিহ বাখানি॥ অতএব সে যে স্বরূপ শক্তি হয়। শক্তিমান মহতী অভেদ নহে ভেদ॥ তত্ত্ব বিবরণ তোমার কহিলাঙ সার। অতএব বুঝি কৃষ্ণ প্রভু যে আমার॥ তাঁহার অধরামৃত পূজ্যতম মোর। ইহাতে সংশয় নাহি কহিলাম সার॥ শ্রীপুরুষোত্তমে আমি সদা করি বাসে। বিমলা রূপেতে মাত্র প্রসাদের আশে॥ গোবিন্দ এতেক শুনি মৌনেতে রহয়। ভাবিয়া ইহার কিছু পার নাহি পায়॥

পাদ্মে তথা স্কন্দে

বিষ্ণুর্নিবেদিতান্নেন জ্বষ্টব্যং দেবতান্তরং।
পিতৃভ্যশ্চাপি দীয়ন্তে তদনীয় কল্পতে॥

ভগবতী যে কহিল সব সত্য হয়। বিষ্ণুর প্রসাদ অন্ন দেবতা বাঞ্ছয়॥ শাস্ত্রের সহিত দেখ এক বাক্য হৈল॥ সবার প্রতীত হেতু প্রমাণ যে দিল॥ বিষ্ণুর প্রসাদ যেই অন্ন দেবে দেয়। অসংখ্য অনন্ত ফল তাহাতে জন্ময়॥ গোবিন্দের মনে কিছু উদ্বিগ্ন জন্মিয়া। কতক দিবস যায় ভাবিয়া গণিয়া॥ দৈবাৎ শরীর হৈল গর্ভিণী অন্যথা। মরণ সময় আসি হৈল উপনীত॥ কণ্ঠগত প্রাণ শ্বাস মাত্র ঊর্দ্ধ বহে। কাতর হইয়া ইন্দ্রদমী প্রতি কহে॥ এইমত আমার হৈল অবশেষ কাল। কৃপাবলোকনে ছিণ্ড সংসারের

জাল॥ আকাশ বাণীতে দেবী কহে বার বার॥ গোবিন্দ শরণ কর হইবে নিস্তার॥ জিজ্ঞাসে তাহাতে গুরু বসি সেই স্থানে। তেঁহ কহে গতি নাই নারায়ণ বিনে॥ এতেক শুনিল যদি দুর্গার বচন। কি হলে বলিয়া তবে করয়ে রোদন॥ কে আছে আমার এবে কাহার শরণ। আমি হেন দুরাচার কে করে তারণ॥ দেবী যে বলিল পূর্ব্বে তাহা না শুনিনু। না ভজিয়া কৃষ্ণপদ আপনা খাইনু॥ ভাই মোর রামচন্দ্র সুবিচার কৈল। শ্রীকৃষ্ণ চরণ পদ্ম আশ্রয় করিল॥ সেই মোর পুনঃ পুনঃ পূর্ব্বে যুক্তি দিল। না শুনিয়া পুনঃ তারে ভৎসনা করিল॥ আচার্য্য প্রভুর পদ সে কৈল আশ্রয়। এবে বুঝি ভাল কৈল সাধু সেই হয়॥ এতেক চিন্তিয়া নিজ উপায় সৃজিল। রামচন্দ্রে মোর দুঃখ লিখিতে হইল॥ শ্রীল শ্রীনিবাস প্রভু আচার্য্য ঠাকুর। তাহা বিনা আমার উদ্ধার দেখি দূর॥ এই স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া নিজ মনে। শীঘ্র পত্রী পাঠাইলা রামচন্দ্র স্থানে॥ পত্রীতে লিখিল যত নিজ বিবরণ। ভাইয়ের সাহার্য্য ভাই করহ এখন॥ না বুঝিয়া তব বাক্য করিল হেলন। এবে বুঝিলাম সেই বাক্য প্রয়োজন॥ আমার আসন্ন কাল যদি দয়া কর। এ সময়ে আসি একবার যদি হের॥ আমার উদ্ধার যদি বিচার করহ। প্রভুরে যতনে যদি আনিতে পারহ॥ তবে তাঁর শ্রীচরণ আশ্রয় করিয়া। পবিত্র হইয়া যাই সংসার তরিয়া। যত অপরাধ মোর এবে ক্ষমা কর। এ সময়ে মোর কিছু কর উপকার॥ অনেক কাকুতি করি পত্রী যে লিখিল। রাত্রি বেরাতি চারি লোক পাঠাইল। উর্দ্ধশ্বাসে লোক সব ছুটা-ছুটী যায়। রামচন্দ্র কবিরাজে পত্র দিল লয়ে॥ পত্রী পাঠ করি সাধু উল্লাস হইলা। আচার্য্য প্রভুর পদ ধরিয়া পড়িলা॥ প্রভু তুমি মোদিগের কুলের দেবতা। তোমা বিনে কেহ নাহি মো সবার ত্রাতা॥ মোর জ্যেষ্ঠ ভাই তব শরণ লইল। কাতর হইয়া মোরে পত্রী পাঠাইল॥ কৃপা করি একবার

যদি যান তথা। তবে আমা সবার ঘুচয়ে মনোব্যথা॥ আসন্ন সময় তার গৌণ নাহি আর। কৃতার্থ করিতে মনে যে হয় বিচার॥ প্রভু কহে চল সবে এইক্ষণে যাব। অবশ্য শ্রীকৃষ্ণ তার মঙ্গল করিব॥ এত কহি প্রভু তবে করিল গমন। রামচন্দ্র সঙ্গে চলে আনন্দিত মন॥ কবিরাজ গৃহে গিয়া উত্তরিলা প্রভু। এমন দয়াল আর না হইল কভু॥ গোবিন্দ শুইয়া যথা তথায় যাইয়া। নিরীক্ষয়ে কৃপাদৃষ্টে দয়ার্দ্র হইয়া। গোবিন্দের শক্তি নাহি প্রণাম করয়। কাষ্ঠ দুটি হাতে মাত্র শিরেতে উঠয়॥ গদগদ স্বরে কিছু স্তবন করয়। দুনয়নে বহে ধারা বুক ভাসি যায়॥ এবার আমারে প্রভু যদি রক্ষা কর। তবে জানি পতিত পাবন নাম ধর॥ ত্রিজগতে কেহ মোর নাহি রক্ষা কর্ত্তা। একা তোমা বিনে আর নাহি কেহ ভর্ত্তা॥ এ অন্ধকূপে মোরে নিস্তার করহ। পতিত পাবন নাম জগতে ধরহ॥ এতেক করুণা শুনি প্রভু দয়া-ময়। আশ্বাস করিয়া কিছু কহেন তাহায়॥ অচিরাৎ প্রভু কৃপা তোমারে করিবে। সর্ব্ব বিঘ্ন দূরে যাবে মঙ্গল হইবে॥ এত কহি হরিনাম মহামন্ত্র দিলা। স্নেহ করি শ্রীচরণ মস্তকে অর্পিলা॥ তৎক্ষণাৎ তার সর্ব্ব রোগ শান্তি হৈল। স্বচ্ছন্দ পাইয়া তবে উঠিয়া বসিল॥ প্রভুর সেবার নানা আয়োজন করি। মহা মহোৎসব কৈল মঙ্গল আচরি। পরদিন গোবি-ন্দেরে প্রভুর আজ্ঞায়। স্নান করাইয়া নব্য বসন পরায়॥ প্রভু রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র কর্ণেতে অর্পিল। হরিধ্বনি শঙ্খধ্বনি গগণে উঠিল॥ নানাবাদ্য সংকীর্ত্তন মহোৎসব হৈল। গ্রামের সকল লোক দেখিতে আইল॥ কৃষ্ণতত্ত্ব ভক্তিতত্ত্ব ভজন প্রক্রিয়া। সকল কহিলা প্রভু প্রসন্ন হইয়া॥ জনম সফল কৃতকৃতার্থ মানিয়া। শ্রীচরণে গোবিন্দ পড়য়ে লুটাইয়া॥ উঠিয়া গোবিন্দ একপদ যে বর্ণিল। শুনিয়া প্রভুর মনে আনন্দ বাড়িল॥

তথাহি পদং।

ভজহুঁ রে মন শ্রীনন্দনন্দন অভয় চরণারবিন্দ রে মনুষ্য

দুর্ল্লভ দেহ সৎসঙ্গ সেবই হরিপদ নিতি রে শীত অতি বাত বারষণ এ তিন যামিনী জাগিয়ে। বৃথায় সেবিনু কৃপণ গুরুজন চপল সুখলব লাগিয়ে। শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ বন্দন পদ সেবন দাস্য রে। পূজন সখীগণ আত্ম নিবেদন গোবিন্দ দাস অভিলাষ রে॥

পদ শুনি প্রভুর নয়নে বহে বারি। আলিঙ্গন কৈল গোবিন্দেরে হৃদে ধরি॥ প্রভু ভৃত্য দোঁহে কান্দে প্রেমানন্দ রসে। রামচন্দ্র দেখি নাচে আনন্দ উল্লাসে॥ প্রভু চলি গেলা তবে আপন স্বধাম। শ্রীগোবিন্দদাস ঠাকুর হৈল নাম। তাহার মহিমা গুণ কে বর্ণিতে পারে॥ সর্ব্বলোকে গায় যশঃ প্রসিদ্ধ সংসারে॥ কৃষ্ণ কৃপা পাত্র যাহা ব্রহ্মার দুর্ল্লভ। মহানুভাব স্নিগ্ধ মহা অনুভব॥ নানা রস পদ পদাবলী প্রকাশিলা। প্রভুর চরণস্পর্শ সর্ব্বাঙ্গে লেপিয়া॥ রামচন্দ্র কবিরাজ ঠাকুর গোবিন্দ। দোঁহাকার তুলনা কেবল প্রেমানন্দ॥ কিঞ্চিৎ কহিব আগে নাহি যার সীমা। রামচন্দ্র গুণগান করিয়া মহিমা॥ আচার্য্য প্রভুর পদ শরণ করিয়া। তাঁর ভক্তগণ গান কৃপা আকাঙ্ক্ষিয়া॥

চরিত্র শ্রীচাঁদরায়।

রাজ মহলেতে স্থিতি চাঁদরায় নাম। জমীদার অতি আঢ্য দস্যুবৃত্তি কাম॥ তিন লক্ষ মুদ্রা খায় কর নাহি দেয়। নবাব আসোয়ার আইলে মারিয়া তাড়ায়॥ লস্কর বন্দুক তোপ অনেক আছয়। নবাব তাহার সঙ্গে যুদ্ধে না পারয়॥ দেশে দেশে দস্যুপনা করিয়া লুটায়। ঘাটে মাটে পথে লোক ভয়ে না চলয়॥ পরের বনিতা আনি বলাৎকার করে। কে কোথা সুন্দরী খুঁজি ফিরে ঘরে ঘরে॥ শক্তি মন্ত্রে উপাসক দুর্গোৎসব করি। প্রজা দণ্ড করি সব পূজা ছল করি॥ ছাগল মহিষ বধ লক্ষ লক্ষ করে। গো ব্রাহ্মণ আদি বধ করিতে না ... পাপ করে তা দী॥ নাহি হয়। চিত্রগুপ্ত লিখি-

বায়েমাহিক পারয়॥ পাপের শরীরে হয় প্রেতের যে ভোগ। ব্রহ্মদৈত্য আশ্রয় করিয়া হৈল রোগ॥ মহাবায়ু প্রচণ্ড হইয়া জ্ঞান হত। হইল উন্মাদ প্রায় প্রলাপ যে কত॥ তাই যে সন্তোষ রায় উদ্বিগ্ন হইয়া। নানা তৈল ঔষধ করয়ে বৈদ্য দিয়া॥ রোঝা কত শত আসি মন্ত্রেতে ঝাড়য়। কিছুতেই তাহার শান্তনা নাহি হয়॥ একদিন এক সাধু বৈষ্ণব আসিয়া। অতিথি হইয়া আসি গেলেন ফিরিয়া॥ বাটির বাহিরে কোন লোকেতে কহিল। বৈষ্ণব আশ্রয় বিনা না হইবে ভাল॥ সে কথা রায়েরে গিয়া লোকেতে কহিল। দৈবাৎ তথায় এক গণক আইল॥ সেই খড়ি পাতি গণি ঐ মত কহিল। কৃষ্ণ কৃপাবলে বাক্য হৃদয়ে পশিল॥ দুই বাক্য ঐক্য হৈতে রায়ের হৃদয়ে। পশিল সে কথা বুঝি তার ভাগ্যোদয়ে॥ পরামর্শ স্থির করি শ্রীকৃষ্ণ ভজন। জন্মান্তরে সুকৃতির আছিল কল্যাণ॥ গড়ের হাট নাম স্থানে তার বাস হয়। শ্রীল নরোত্তম যে ঠাকুর মহাশয়॥ তাহার মহিমা যে সন্তোষ রায় জানে। শীঘ্রগতি চলি গেল তাহার সদনে॥ নানা দ্রব্য ভেট যে শ্রীচরণ আগে রাখি। চরণে পড়িলো রায় ঝরে দুটী আখি॥ কৃপা কর মহাশয় লইনু শরণ। মো সবায় আশ্রয় দিতে হবে শ্রীচরণ॥ শ্রীকৃষ্ণ ভজন মোরা নিশ্চয় করিনু। কায়মনে তোমার চরণে বিকাইনু॥ একবার মোর গৃহে চরণ অর্পিয়া। আমা সবা বংশে আইস উদ্ধার করিয়া এত শুনি শ্রীমান ঠাকুর মহাশয়। হরিষে বিষাদ দুই জন্মিল হৃদয়॥ এ হেন পাপীর মতি হেন কি হইব। অদ্যাপি ইহার বাটী কেমনে যাইব॥ আশ্বাস করিয়া বাসস্থান দিয়া তারে। গেলেন ঠাকুর মহাপ্রভুর মন্দিরে॥ এ সব বৃত্তান্ত নিবেদন কৈল তথা। রাত্রে পড়ি রহিলেন দ্বারে দিয়া মাথা॥ নিদ্রাকালে প্রভু কহে শুন নরোত্তম। পর উপকার যেই সেই যে উত্তম॥ অতএব শীঘ্র যাহ হবে কি বিচার। লোকের নিস্তার যাতে সতত আচার॥ প্রভুর পাইয়া আজ্ঞা আনন্দ জন্মিল। রায়ের সহিত তার

গৃহেতে চলিল॥ রায়ের বাটিতে মঙ্গলাচরণ হৈল। দ্বারে ঘট পাতি নহবত বসাইল॥ ঠাকুরের আগমন হইবা মাত্রেতে। শঙ্খধ্বনি করি হুলু দেয় স্ত্রীগণেতে॥ ঠাকুরের পদার্পণ গৃহে হবামাত্র। চাঁদরায় নির্ব্যাধি হইল সুপবিত্র॥ পরিবার আসি সব চরণে পড়িল। ক্ষিতি লোটাইয়া কৃত কৃতার্থ মানিল॥ চাঁদরায় কহে প্রভু অসাস্থ্য বিকল। তব আগমন মাত্র হইল নির্ম্মল॥ হেন পদ ছাড়ি হায় হায় কি করিনু। কেবল পাপের কূপে পড়িয়া মজিনু॥ আমা সহ পাতকী এ ত্রিভুবনে নাই। লক্ষ অংশে নাহি হবে জগাই মাধাই॥ অতএব কৃপা করি আমারে উদ্ধার। চাঁদরায় ত্রাতা করি এক নাম ধর॥ কাকুর্ব্বাদ শুনি ঠাকুরের দয়া হৈল। অঙ্গে হাত বুলাইয়া আশ্বাস করিল॥ হরি নাম কর্ণে দিয়া রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র। দীক্ষা দিয়া শিক্ষাইলা ভক্তিমার্গ তন্ত্র॥ শুদ্ধ মাধুর্য্যে ভক্তি প্রসন্ন হইয়া। দীক্ষা দিল ঠাকুর যে সংশুদ্ধ জানিয়া॥ কহেন ঠাকুর বহু হিত উপদেশ। সদাচারময় বাক্য সাধন বিশেষ॥ শুন বাপু চাঁদরায় এই মোর বাক্য। এ কথা যে রাখিবে হৃদয়ে করি ঐক্য॥ পরের অনিষ্ট কভু কায়মনো-বাক্যে। কোন জীবে নাহি কর কিবা পশু পক্ষে॥ বিবেচনা করি দেখ আপনার দেহ। ক্ষুদ্র যে কণ্টক বিন্ধে তাহাও বে সহে॥ তেমতি জানিবে অন্য জীবের শরীরে। অল্প দুঃখেতে হয় কাতর অন্তরে॥ ধন জন সুহৃদাদি ত্রিবর্গে তেমতি। আপনার সমান জানিবে অন্য প্রতি॥ প্রাণি বধ পশু হিংসা নির্দ্দয়ের কাজ। অতি নিন্দনীয় সেই সাধুর সমাজ॥ আসুরিক ধর্ম্ম সেই তামসের মধ্যে। কখন সে শ্রেয়ো নহে পর শিরশ্ছেদে॥ বিচারিয়া দেখ সেই বড় বিপর্য্যয়। এমন কোথায় বা যে হইতে পারয়॥ পরের মস্তক কাটি আপন মঙ্গল। কভু নাহি হয় নরকেতে স্থল॥ আপ-তুক শ্রেয়ো মাত্র হরিভক্তি বিনে। হয় নাহি হবার নহে কভু কোন জনে॥ অতএব পরদুঃখ নিজদুঃখ মানি। সবারে করিবে দয়া পুত্রবৎ জানি॥ অধর্ম্ম না কর মতি কায় বাক্য মনে।

সদাচারে বিরোধ অধর্ম্ম আচরণে॥ অন্তর মলিন হয় রজঃ তমঃ জন্মে। বুদ্ধিনাশ যায় তার ভক্তি কোথা রমে॥ পুনঃ যে বাখানে লোক তাহা না কর্ত্তব্য। ভক্তি ব্যভিচার হয় অনন্যতা ধর্ম্ম॥ পতিব্রতা স্বামী প্রতি এক নিষ্ঠা যথা। কৃষ্ণ কৃপা বিনা নহে অনন্যতা তথা॥ ঐকান্তিক নহে শাস্ত্রে কহয়ে বিচিত্র। অতএব ধর্ম্মাধর্ম্ম দুই হেয় মত॥

মনোশিক্ষা।

ন ধর্ম্মং নাধর্ম্মং শ্রুতিগণনিরুক্তয়ং।
কিলকুরু ব্রজে রাধাকৃষ্ণ প্রচুর পরিচর্য্যামিহ তনু।
ইতি বিষ্ণুপুরাণে। আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ইত্যাদি॥

চাঁদরায় কহে প্রভু তোমার চরণ। আশ্রয় করিনু যবে শুদ্ধ হৈল মন॥ অধর্ম্ম যে দূরে রহু অন্য যে ধরম। এবে জ্ঞান হইতেছে অধর্ম্মের সম॥ এক কৃষ্ণ ভক্তি বিনে সকলি অনর্থ এবে জানিলাম প্রভু যত সব ব্যর্থ॥ হেন মহাপাপী মুঞি মূঢ় দুরাচার। হেন মোহ গেল মোর এ কর্ম্ম তোমার॥ তবে গোষ্ঠিবর্গেতে সন্তোষ রায় আদি। প্রভুর আশ্রয় কৈল বালক অবধি॥ বিদায় হইয়া তবে চলেন গৃহেতে। বিরলে করিলা কিছু চাঁদরায় প্রীতে॥ এক কথা কহি শুন চিত্তের কারণ। দেবস্ব ব্রহ্মস্ব আর রাজস্ব হরণ॥ কদাচ না করিবে এ তিন পাপসম। রাজস্ব হরণে সাধু সদাই বিষম॥ তবে নৌকা আনি ঠাকুরের চড়াইয়া। গৃহে পহুছিয়া আইল বিমর্ষ হইয়া॥ প্রভুর আজ্ঞায় রাজকর বুঝি দিল। সেই হইতে শিষ্ট শান্ত স্বভাব হইল॥ শ্রীমান ঠাকুর মহাশয়ের চরণ। স্পর্শমণি সহ নাহি করিল তুলন॥ তুলনা করিতে যার স্থান কোথা নাই। অতএব হায় হায় বলিহারী যাই। যার স্পর্শমাত্রে হেন পাপী চাঁদরায়। ভুবন পাবন হৈল মহান্ আশ্রয়॥ ঠাকুর মহাশয়ের চরণে করি আশ। তাঁহার ভক্তের গুণ গায় কৃষ্ণদাস॥ ১২॥

অন্য উপাসনা আদি কৃষ্ণাশ্রিত ইদানীন্ত পুণ্য চরিত্রে

চরিত্র শ্রীভার্য্যা দেবকীনন্দন রায়।

দেবকীনন্দন নাম ভার্য্যা করি মানি। নিবাস জালালপুর আঢ্য মহাধনী॥ কাটোয়ার ফৌজদার নবাব সরকারে। শক্তি উপাসক হয় ভজে বামাচারে॥ প্রথম সংসারে এক পুত্র জনমিল। পুত্রটি রাখিয়া স্ত্রীর বিয়োগ হইল॥ যমুনার তীরে ঘর নিয়ত যমুনা। স্নানাদি করে সদা সন্ধ্যাদি বন্দনা॥ হস্তী যে বৃহতী এক বৃহিতি দশন। দশন উপরি করি চৌকির আসন॥ জলে দাড় করাইয়া তাহাতে বসিয়া। দেবী পূজা করে এক বড়াই করিয়া॥ রক্তচন্দনের ফোটা সর্ব্বাঙ্গে লেপিয়া। সদা ভৈরবের প্রায় আকার হইয়া॥ রক্তচন্দন জবা পুষ্প তাম্র শঙ্খে। পূজয়ে বসিয়া করি দন্ত পরিশঙ্কে॥ দ্বিতীয় বিবাহ কৈল তার শুন কথা। বিধির ঘটনা এক আশ্চর্য্য বারতা॥ ভার্য্যার সুকৃতি বড় পূর্ব্বের আছিল। কিম্বা হঠাৎকার কোন সাধু কৃপা কৈল॥ বিবাহ করিল এক বৈষ্ণবের কন্যা। বাপঘরে থাকি দীক্ষা করি হৈল ধন্যা॥ শ্রীআচার্য্য প্রভুর ধরের হয় শিষ্যা। ভক্তি মতে জ্ঞানবান দৃঢ় সুরহাস্য॥ লিখন পঠন জানে গ্রন্থ বিচার। সুন্দর ভকতিমতে বোধ অধিকার॥ সদাচার রত সাধুসঙ্গ অভিলাষ। সদাই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রে মনের বিলাস॥ বিবাহের পরে যবে নবধা গমনে। ব্যবহার মতে আইল স্বামীর ভবনে॥ আসিয়া দেখয়ে সব বিপর্য্যয় ভাব। তমোগুণময় মাত্র প্রচণ্ড স্বভাব॥ রক্তচন্দন অঙ্গে জবাপুষ্প মাল। ভুম ভুম করি চলে দেখিতে করাল॥ কাটা ছেড়া মদ্য মাংস সদা ব্যবহার। যোগিনী চক্রেতে বসি করয়ে আহার॥ এতেক দেখিয়া কন্যা চমকিয়া চায়। এই বুঝি হয় মোর শ্বশুর আলয়॥ হাহা বিধি হেন বিড়ম্বন কেন কৈলে। কি দোষে আমারে হেন পঙ্কেতে ডারিলে॥ পিতা মাতা না জানি কতেক ধন পাইয়া। অবলা আমারে দিল কূপেতে ডারিয়া॥ কোন অপরাধে কৃষ্ণ হইলা নির্দ্দয়। কিম্বা কোন সাধুর করিনু অপচয়॥ বিলাপ করিয়া কান্দে ভূমে পড়ি যায়। এখন আমার

দশা কি হবে উপায়॥ এ সঙ্গ এ ভজনেতে কভু না রহিব। কৃষ্ণ ভক্তি হেন ধন হঠাতে হারাব॥ মনুষ্য হেন যে জন্ম দুর্লভ পাইয়ে। সদ্গুরু চরণ পাইল পিতার আশ্রয়ে॥ কৃষ্ণ-ভক্তি নিধি পাইল সাধ কৈল চিতে। আমার করমে শিরে হৈল বজ্রাঘাতে॥ সমুদ্রে ডুবিনু রত্ন আকাঙ্ক্ষা করিয়া। রত্ন হাতে না আইল মরিনু ডুবিয়া॥ হায় হায় কি করিব উপায়। দাসীরে কহয়ে মুঞি বিষয় লয়ে যায়॥ বিষ খাইয়া আমি এই পরাণ ত্যজিব। কিম্বা জলে প্রবেশিয়া ডুবিয়া মরিব॥ দাসী কান্দি কহে বিষ খাইয়া মরিবে। আত্মঘাতী হৈয়া কেন নরকে যাইবে॥ তেঁহ কহে সত্য বটে একথা নিশ্চয়। আত্মঘাতীরে কৃষ্ণ না হন সদয়॥ তবে কি আমার গতি হইবে এখন। পলাবার পথ নাহি অবলা জনম॥ উপায় আছয়ে এই মাত্র দেখি এবে। অনাহার করিয়া শরীর ত্যজি তবে॥ এতেক ভাবিয়া ভূমে কান্দি পড়ি যায়। হেন সাধুজনে কভু বিঘ্ন কি জন্মায়॥ কৃষ্ণ যার এক নাথ তার কোথা বিঘ্ন। বিঘ্নের মস্তকে পাদ দিয়া রহে মগ্ন॥ ভোজন করিতে ডাকে শাশুড়ি ননদে। কিছু নাহি কহে মাত্র ফুকারিয়া কান্দে॥ পড়শীর নারীগণ আসিয়া মিলয়। সবে কহে মায়েরে না দেখিয়া কান্দয়॥ ভুখিয়া কহয়ে শাশ খাও আসি মাতা। কেহ নাহি জানে তার মরমের কথা॥ এই মত দুই দিন উপবাস গেল। অনেক সাধিল কিছু আহার না কৈল॥ তবে তার শাশুড়ী ননদ কিছু কহে। কি তোমার ইচ্ছা কহ তাই করি নহে॥ তবে ধীরে ধীরে কহে যদি খাইতে কহ। মুষ্টিক চাল একটি পাত্র আর দেহ॥ জল এই দাসী মোর যাগা আনিব। আপন হস্তেতে পাক করিয়া খাইব॥ নহিলে না খাব প্রাণত্যজিব নিশ্চয়। প্রাণপণ কৈল যাতে করি ভয়॥ এত শুনি নারীগণ হাসিয়া কহয়। কেন লো ইহারা কিছু হাড়ি ডোম নয়॥ অন্ন নাহি খাবে ঘর করিবে কেমনে। এত বড় দুষ্টি দেখি অসঙ্গত কেনে॥ কেহ কহে আগে উনি বৈষ্ণবের ঝি। না

খাবে শক্তের অন্ন হেনই বা বুঝি॥ ইহা শুনি হাসি নিন্দা করে নারীগুলা। খাশুড়ী ননদ বর্গ তিরস্কার কৈলা॥ ত্রুটি কৈল প্রাণত্যাগ সেহত না ভাল। হাঁড়ি চাল আদি মানি যথাযোগ্য দিল॥ স্বপাক করিয়া অন্ন কৃষ্ণে নিবেদিয়া। খাইল কিঞ্চিৎ প্রাণ ধারণ লাগিয়া॥ প্রতিদিন এইমত কত দিন যায়। বৈষ্ণব হইতে সদা স্বামীরে কহয়॥ স্বামী তার শুনি বহু ভৎসন করয়। তুঞি মোর গুরু হইলি কহিয়া কহয়॥ তথাচ নাহিক চুপে পুনঃ পুনঃ কহে। নাহি শুনে ভার্য্যা মুখ হেট করি রহে॥ কিন্তু কৃষ্ণভক্তের দেখহ কিবা গুণ। ক্রমে ক্রমে তাহার কিছু তমঃ হৈল ন্যূন॥ স্ত্রীর ভজন রীতি চরিত্র দেখিয়া। মনেতে প্রশংসা করে দ্রবীভূত হৈয়া॥ কতেক দিবস পরে পুত্রটি মরিল। শোকেতে আকুল হয়ে কাতর হইল॥ স্ত্রী কহে কান্দ কেন কি করিবে আর। শ্রীকৃষ্ণ বিমুখ যেই এই গতি তার॥ শোক রোগ জন্ম মৃত্যু সদাই তাহার। কৃষ্ণের কিঙ্কর যে সে ভবনদী পার॥ দুঃখের সময় [illegible] যথার্থ না বুঝ। কৃষ্ণে নাহি লয় মন শুনিলে না কিবে॥ তখন আছিল কিছু চিত্ত নির্ম্মল। স্ত্রীর বচনে কিছু মনে বিচারিল॥ তবে কহে তুমি অনুযোগ যে করহ। তোমার মনস্থ কিবা কি করিতে কহ॥ স্ত্রী কহে কৃষ্ণপদ আশ্রয় করহ। নতুবা সকল ব্যর্থ ধর্ম্মার্থাদি দেহ॥ ভার্য্যা কহে একাশ্রয় করিয়াছি আমি। স্ত্রী কহে মর্ম্ম তার নাহি জান তুমি॥ গণেশ পার্ব্বতী শিব ব্রহ্মার ভজন। বহু জন্ম পেলে কৃষ্ণে অধিকারী হন॥ কৃষ্ণোপাসনা সংসার তারণে তার শক্তি। কদাচ না হয় ইথে সর্ব্ব শাস্ত্র উক্তি॥

শ্রীমদ্ভাগবতে। স্বলাঙ্গলে নাভিঃ স্ত্র সন্ধু মত্যাদ।

অতএব হরিভজ সর্ব্ব সিদ্ধ হবে। দেবগণ তাহাতে অতি সন্তোষ হইবে॥ ভার্য্যা কহে ভাল তবে বিচার করিয়া। কর্ত্তব্য যে হয় তাহা করিব বুঝিয়া॥ স্ত্রী কহে তবে যদি করহ বিচার। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত স্থানে না পাইবে সার॥ গোসাঞি মহান্ত আর শাস্ত্রজ্ঞ বৈষ্ণব। লইয়া বিচার পাবে সিদ্ধান্ত আসব॥ তবেত

খাইয়া গোসাঞিং মহান্ত লইয়া। বিচার করিল বহু আগ্রহ করিয়া॥ তাহাতে সিদ্ধান্ত স্থির প্রতীত হইল। কৃষ্ণ ভজিবারে মনে সার নিরূপিল॥ পরিবার হৈল শ্রীমান আচার্য্য প্রভুর। আশ্রয় করিল মালিহাটির ঠাকুর॥ আপনার পরিজন যে কেহ আছিল। সকল সহিত হরি আশ্রয় করিল॥ শুদ্ধতত্ত্ব সদাচার পরম পবিত্র। আশ্রয় মাত্রেতে হৈল মহা যোগ্যপাত্র॥ যাত্রা মহোৎসব সদা বৈষ্ণব সেবন। মহা ভাগবত হৈল অনন্ত শরণ॥ গরিপার বাটি সেবা প্রকাশ করিল। শ্রীনন্দদুলাল নাম তাঁহার হইল॥ সেবার শৃঙ্খল আর বৈষ্ণব সেবন। প্রেমানন্দে করে সেই আশ্চর্য্য কথন॥ অদ্যাপি বিরাজমান ঠাকুর সেথায়। সুঠাম দেখিয়া চিত্তে আনন্দ জন্মায়॥ তবে শুন ভায়া মহাশয়ের চরিত্র। আশ্চর্য্য কথন যেই পরম পবিত্র॥ চমৎকার দেখি হরি ভক্তির মহিমা। জন্মাবধি জন্মিল তবে বৈরাগ্যের সীমা॥ ঠাকুর সেবার আর স্ত্রীর কারণ গ্রাম ভূমি রাখি তার কৈল নিরূপণ॥ দৌলত লুটায়ে দিল ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে। বৃন্দাবন গেল কৃষ্ণ অনুরাগ ভাবে॥ যমুনার তীরে বসি কৃষ্ণনাম করে। কদাচিৎ বৃক্ষ মাত্র রহে অনাহারে॥ কতেক দিবসে কৃষ্ণ চরণ পাইলা। কহন নাহি যায় কৃষ্ণভক্তির কি সীমা॥ যেই স্ত্রীর সঙ্গে মহামোহ উপজয়। সেই স্ত্রী হইতে হৈল ভক্তির উদয়॥ অন্য আশ্রয় ভাব হিংসা তেয়াগিয়া। ভাগবত হৈল কৃষ্ণময় হৈল হিয়া॥ সেই ঠাকুরাণী গুণ কতেক কহিব। কহিতে তাঁহার গুণ সীমা না হইব॥ বহুকাল প্রকট থাকিয়া বৃদ্ধ হৈল দিবা নিশি শ্রীগৌরাঙ্গ জিহ্বায় বর্ণিল॥ আঁখি প্রেম ধারা বহে গঙ্গাস্রোত ন্যায়। দুটি আঁখি বহি দিবা রজনী বহয়॥ অপ্রকট সময়ে শ্রীগৌরাঙ্গ বলিয়া। মায়ের সহিত গেলা শ্রীধামে চলিয়া॥ তাঁহার চরণে যদি শরণ লইতে। কোন জন্মে কভু পাই কোন হইতে॥ তবে এই সংসারের যাতনা এড়াই। পরম দুর্লভ কৃষ্ণ প্রেম ভক্তি পাই॥ তাঁর দুহার চরণ সেবন অনুরাগে। অনুক্ষণ কৃষ্ণদাস অভাগিয়া মাগে॥১১॥

জয় শ্রীচৈতন্য হরি জয় নিত্যানন্দ। জয়দ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর-ভক্ত বৃন্দ॥ জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ॥ শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ॥

চরিত্র শ্রীবিরিন্দ্রনারায়ণ।

পদ্মা পারের রাজা পুটিয়া রাজধানী। বিরিন্দ্রনারায়ণ নাম বুদ্ধিমান ধনী॥ ভাটপাড়া ভট্টাচার্য্যের ঘরের সেবক। শক্তি শিব শক্তি মহামায়া উপাসক॥ দুর্গা মূর্ত্তি প্রতিমা গৃহেতে সেবা হয়। বামাচার মত পঞ্চ মকার করয়॥ পরে তার যে অবস্থা শুন তার কথা। কর্ণপেয় চমৎকার আশ্চর্য্য বারতা॥ শ্রীপাট মাল্যাটী শ্রীমান আচার্য্য সন্তান। পদ্মাপার পাঠাইল বৈষ্ণব দুজন॥ বিলাত সাধিতে আর কোন প্রয়োজন। তারমাধ্যে পণ্ডিত হয়েন এক জন॥ কতেক দিবসে নিজ কার্য্য উদ্ধারিয়া। ফিরিয়া আইসে দোঁহে একত্রে মিলিয়া॥ পুটিয়া মোকামে আসি সায়ংকাল হৈল। রজনী যাপন হেতু রাজগৃহে গেল॥ অতিথি জানিয়া তবে রাজভৃত্যগণ। থাকিবার স্থান দিল বসিতে আসন॥ দুই দণ্ড রাত্রি পরে দুই থালে ভরি। নানা মিষ্টান্ন সামগ্রী আর পুরি॥ কালীর প্রসাদ এক বিপ্র আনি দিল। কোথাকার দ্রব্য বলি বৈষ্ণব পুছিল॥ বিপ্র কহে বৈকালীর কালীর প্রসাদ। বৈষ্ণব কহেন এই ব্যবস্থা বিবাদ॥ বিষ্ণুর প্রসাদ বিনে আমরা না খাই। বৈষ্ণবের ধর্ম্ম ইহা জানিহ সবাই॥ অজ্ঞান ব্রাহ্মণ ইহা শুনিয়া কুপিল। বৈষ্ণবেরে বিপ্র বহু ভর্ৎসনা করিল॥ কালীর প্রসাদ যেমন না খাইলি তুই। ইহার সাজাই কালী দিব তোরে মুঞি॥ বৈষ্ণব কহেন ভাল ভাল সাজা দিহ। আজি যাহ মহাশয় যে হয় করিহ॥ তবে বিপ্র রাজারে এ বারতা কহিল। রাজা তাহা শুনি কোপে অগ্নিময় হৈল॥ দুয়ারী লোকেরে তবে বলিল কহিতে। প্রাতে দুই বৈরাগীকে না দেহ যাইতে॥ প্রভাতে বৈষ্ণব দুই যাইবার কালে। রাজার হুকুম নাই দ্বারীগণ বলে॥ বৈষ্ণব বুঝিল সেই প্রসাদ কারণ। রাজা শুনি

ক্রোধ হৈল এই প্রকরণ॥ ভাল ভাল ক্ষতি নাই দেখি কি করয়। আমিই করিব ইহার উচিত নিশ্চয়॥ পণ্ডিত বৈষ্ণব সে সাধনে তেজীয়ান। তাহাতে গোস্বামীদিগের যেমত প্রধান॥ রায় মহারাজ শ্রীনন্দকুমার। কাল দণ্ড সম রুদ্র প্রতাপ তাহার যতেক আছয়ে রাজা তাহার অধীন। চাহে রাখে মারে কারে কিম্বা লয় ছিন॥ শ্রীপাট মালহাটির যে দাস তেঁহ হয়। যে হেতুক রাজার বৈষ্ণব না ডরয়॥ দুয়ারী যদ্যপি নাহি দিলেক যাইতে। বসিয়া রহিল কোন ক্ষোভ নাহি চিতে॥ কতক্ষণে রাজা তবে বাহিরে আইল। বৈষ্ণব দোহার লোক দিয়া ডাকাইল॥ ডাকিয়া কহয়ে হারে বৈরাগী বেটারা। কালীর প্রসাদ নাকি না খাইস তোরা॥ বৈষ্ণব কহেন মহারাজ বটে সত্য। কর্ত্তব্য বৈষ্ণবের যে এই ধর্ম্ম নিত্য। অন্য দেব পূজা আদি প্রসাদ ভোজন॥ বৈষ্ণবতা যায় আর দেবস্ব হরণ॥ বিশেষ ব্রাহ্মণ পর অধিক নিষেধ চান্দ্রায়ণ করিবারে হয় কহে বেদে॥ ইহা শুনি রাজাকটু করিয়া কহয়। হারে মূঢ় এ বিধান কোনশাস্ত্রে কয়॥ রাজা যদি কটুকথা কহিতে লাগিল। তবে কিছু বৈষ্ণব রাজারে শুনাইল॥ থাক থাক মহারাজ পচাল না পাড়। ভাল না হইবে ইথে কহিলাম দৃঢ়॥ ভয় যে দেখাও তুমি হেন জমিদার। শত শত আজ্ঞাকারী নন্দকুমারের॥ তাঁহার ঠাকুরবাটীর ভৃত্য হই আমি। আমাকেও মানে বহু রাজা যথা তুমি॥ এতেক শুনিয়া রাজা চমকিত হৈল। অন্তঃকরণে কিছু ভয় উপজিল॥ তখন শিথিল হয়ে বিনয় পূর্ব্বক। জিজ্ঞাসে শাস্ত্রীয় কথা হইয়া সম্মুখ॥ আপনি কহিলে যেই কথোপকথন। তাহার ব্যবস্থা বল কোথায় প্রমাণ॥ বৈষ্ণব কহয়ে মহারাজ যদি শুন। বিশেষ ইহার ক্রমে কহি পুনঃ পুনঃ॥ ইহার প্রমাণ ভাগবত শাস্ত্র কয়। অন্যান্য শাস্ত্রেতে বহু নিষেধ আছয়॥ হরিভক্তি বিলাসেতে সিদ্ধান্ত কহিলা। অনেক শাস্ত্রের মতে প্রমাণ যে দিলা॥ স্মার্ত্ত বাগীশের মত তোমা সবাকার। তাহার সিদ্ধান্ত এই শুনহ বিচার॥

বৈষ্ণব হইয়া অন্য দেবের প্রসাদ। না খাইব যাতে নিজ ধর্ম্ম যায় পাদ॥

স্কান্দে। পাবনং বিষ্ণুনৈবেদ্যং সর্ব্বপাপ হরং পরং।
অন্য দেবস্য নির্ম্মাল্যং ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ॥

রাজার সে ক্রোধ শান্ত হবে দান্ত পণ বৈষ্ণবেরে বাক্য কিছু কহিতে লাগিল॥ সাধুর অন্তর দেখ কি বুঝ প্রভাব। আছিল কি রাজা পর উর্দ্ধ কোন ভাব॥

পাদ্মোত্তরখণ্ডে একপঞ্চাশ অধ্যায়ে।

কৃষ্ণভুক্তেন ভোক্তব্যমন্যনির্ম্মাল্য মেবচ। অন্য দেবস্য নির্ম্মাল্যং ভক্ষণেয়াদিকং দ্বিজঃ। সাত্ত্বিকৈস্তু ন ভক্ষ্যং স্যাৎ সুরাতুল্যং ন সংশয়ঃ। নৈবেদ্যং গ্রহণং স্পর্শং দর্শনং ভক্ষণং তথা॥ দেবতান্তর সংশেয়ং ন কুর্য্যাৎ বৈষ্ণবঃ সুধীঃ। বাঞ্ছীয়াদন্য দেবস্য নির্ম্মাল্যং বৈষ্ণবঃ সদা॥ সাম্যস্যোপাসনা কার্য্যা প্রাণকণ্ঠাগতো যদি॥ দেবান্তরস্য নৈবেদ্যং পত্রং পুষ্পং ফলং জলং॥ নাকাঙ্ক্ষণীয়ং ভক্ষণীয়মগ্রাহ্য মুনিপুঙ্গব। যদন্যাং দেবনির্ম্মাল্যং পত্রং পুষ্পং ফলং জলং॥ তদ্ভুক্তে যদি মূঢ়াত্মা তৎসর্ব্বং সুরয়া সমং। প্রাণত্যাগং বরং কুর্য্যাৎ কালকূটাদি ভোজনৈঃ। তথাপি দেবতোচ্ছিষ্ট ভোজনন্তু ন বৈষ্ণবঃ॥

রাজা কহে অন্য দেব প্রসাদ খাইলে। দোষ হরণ হয় ইহা যে কহিলে॥ বিষ্ণুর প্রসাদে কেন সে দোষ না হয়। সাধু কহে নাহি হয় দেবের আজ্ঞায়॥ দেবতার মধ্যে তাঁরে না হয় গণনা। সর্ব্বময় দেহবস্তু নাহি যাঁহা বিনা॥ সর্ব্বেশ্বর যার নাহি নিজ পরকীয়। তাঁহার উচ্ছিষ্ট যে অবশ্য গ্রহণীয়॥ বিষ্ণুর প্রসাদ অন্ন বস্ত্র আদি যত। আসন ভূষণ গৃহ দেহ অভিমত॥ ব্যবহার কর্ত্তব্য অবশ্য শাস্ত্রে কহে। বিষ্ণুর নিবেদন বিনা কিছু গ্রাহ্য নহে॥ গ্রহণ করিলে তাহে অপরাধ হয়॥ ভক্তি নাহি স্ফুরে আর নরকে বসয়॥

শ্রীমদ্ভাগবতে। ত্বয়োপভুক্তস্রগ্‌ গন্ধবাসোলঙ্কারচর্চ্চিতাঃ।
উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসা স্তব মায়াং জয়েম হী॥
স্কান্দে। শুষ্কং পর্য্যুষিতং বাপি নীতং দূরদেশতঃ।
প্রাপ্তমাত্রেণ ভোক্তব্যং নাত্র কাল বিচারয়েৎ।

অপরাধ যথা। শাক্তং গোপোপচারঞ্চ অনিবেদিত ভক্ষণং
তত্তৎকালোত্তবানাঞ্চ ফলাদিনামনর্পণং॥

আর কহি মহারাজ নিগূঢ় যে কথা। হরি বিনা উপায় যে নাহি যাও যথা॥ প্রেমভক্তি সুখদ যে কহিত পশ্চাতে। আপত্তিক শ্রেয় নাহি শুন যাতে॥ মুক্তিদাতৃত্ব শক্তি আর কার নাই। ত্রিবর্গ যে দাতা আর জানহ সবাই॥ হরির অধীন সব আব্রহ্ম স্থাবর। হরি সবাকার প্রভু সকলি কিঙ্কর॥ নানার্থ পণ্ডিত শাস্ত্র শ্লোক বিড়ম্বিতে। কহয়ে লোকেতে তাহা না পারে বুঝিতে॥ কাল্পনিক শাস্ত্র কতকগুলি প্রকাশিলা। তমোগুণী লোক তাহে প্রামাণ্য করিলা॥ মহামায়া তুমি যারে কহিছ ঈশ্বরী। ত্রিগুণ আত্মিকা তেঁহ হরির কিঙ্করী॥ রজস্তম বিষয় যে দান সবাকার। যে বিষয় মহামদে ভুলেছে সংসার॥ অতএব মহারাজ হরি বিনে গতি। ত্রিজগতে নাহি আর কোন যে যুকতি॥

শ্রীমদ্ভাগবতে। সত্ত্বং রজ তম ইতি প্রকৃতিগুণাস্তৈ র্যুক্তঃপরঃ
পুরুষ এক ইহস্য ধত্তে। স্থিত্যাদয়ে হরি বিরিঞ্চি হরেতি সংজ্ঞা,
শ্রেয়াংসি তত্র খলু সত্ত্বতনোর্নৃণাং স্যুঃ।
শ্রীগীতায়াং যেপ্যন্য দেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকং॥
শ্রীমদ্ভাগবতে ষষ্ঠে। অবিস্মিতং তং পরিপূর্ণকামং স্বেনৈবলাভেন
সমং প্রশান্তং। বিনোপসর্পত্যপরং হি বালিশঃ শ্বলাঙ্গুলেনাতি
তিতর্ত্তি সিন্ধুং॥
প্রথমে। মুমুক্ষবো ঘোররূপান্ হিত্বা ভূপতিনাথ।
নারায়ণ কলা শান্তা ভজন্তিহ্যনসূয়বঃ॥

বহু শাস্ত্রে অনেক যে আছয়ে প্রমাণ। গীতা ভাগবত দুই হয়ত প্রধান॥ তাহার প্রমাণ এই কহিল নিশ্চয়। তবে সে যতেক শুন আগমাদিচয়॥ তাহার বৃত্তান্ত শুন বিবরিয়া কহি। এসব কারণে কহে অজ্ঞে বুঝে নাহি॥ শ্রীনারায়ণ আজ্ঞা দিল মহাদেবে। কল্পিত আগম করি মোহ কর জীবে॥ আমাতে বিমুখ যাহা দেখি লোক সব। তাহা মোর দোষ যাতে সৃষ্টি বৃদ্ধি হয়। তবে মহাদেবসৃষ্টি

করিলা আগম। দেখাইলা ফল আপাতত মনোরম॥ সহজে লোকের রজঃ তমের স্বভাব। তাহাতে দেখিল সেই শাস্ত্র অনুভব॥ সেই পথে গমন করিয়া লোক রিঝে। হরি যে পরম গতি তাহা নাহি বুঝে॥

পাদ্মে। স্বাগমৈঃ কল্পিতস্ত্বং হি জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু।
মাঞ্চ গোপায় যেনস্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা॥

প্রকৃতিখণ্ডে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে। ভগবান কহিলা শ্রীমত পঞ্চাননে॥ তোমার শক্তির আরাধনা আদি মন্ত্র। আমারে গোপন করি নানা তন্ত্র॥ সংসার-মোচন কাহা হৈতে নাহি হয়। তার এক ইতিহাস শুন মহাশয়॥ পদ্মপুরাণে ইহা প্রচুর রূপ হয়। কাশীতে যেহেতু রাম নামের উদয়॥ শ্রীমান কাশীনাথের যে ভক্ত কতকগুলি। তুষ্ট কৈল মহাদেবে ভক্তি সবে মেলি॥ বর মাগিল ফল সংসার মুকতি। দেবে কহে মোর নাহি মুক্তি দিতে শক্তি॥ পুনঃ পুনঃ তারা নাহি চাহে মুক্তি বিনে। মহাদেব বিচার করিলা কিছু মনে॥ হরির ধেয়ান করি প্রসন্ন করিলা। নিজ ভক্তগণ হেতু প্রার্থনা করিলা॥ ভগবান্ নিজ ব্রহ্ম রামনাম দিলা। কাশীর রতন এই হইল কহিলা॥ কাশীপুরে যার দেহ পতন হইবে। তৎকালীন তার কর্ণে এই নাম দিবে॥ নিশ্চয় হইবে মুক্ত নাহিক সন্দেহ। বৈকুণ্ঠ পাইবে সেই নিজগণ সহ॥ গদ গদ ভাবে মহাদেব রাম নাম। পাইয়ে ধারণ কৈল কণ্ঠে অবিরাম॥ কাশীতে মরয় যেই পশু কীট নর রাম নাম দিয়া তারে করেন উদ্ধার॥ প্রসিদ্ধ এ প্রকরণ জগতে জানয়॥ অতএব হরি বিনে নাহিক উপায়॥ অন্যশাস্ত্রে হরি কোথাও অন্যদেব হৈতে। মুক্তিফল কহে তাহা না যাও প্রতীতে রজঃ তমঃ শাস্ত্র বিনে সাত্বিকে না কহে। লোক বিড়ম্বন হেতু যথার্থ সে নহে॥ যদি কহে অযথার্থ শাস্ত্রেরে কহিলে। কারণ তাহার শুন শাস্ত্রে যেই বলে॥ পরোক্ষবাদ যে শব্দ শাস্ত্রেতে কহয়। হরি তুষ্ট তাহে যট সন্দর্ভে বলয়॥ সন্দর্ভ শব্দের অর্থ গূঢ়ার্থ প্রকাশ। অতএব সন্দর্ভ যে সিদ্ধান্ত নির্যাস॥ তাহা ত্যজি সিদ্ধান্ত কহিল

ব্যাখ্যা শুন। যাহা হৈতে অধিক বিচার নাহি পুনঃ। শাস্ত্রের স্বভাব তাতে বিচার করিল। সর্ব্বশাস্ত্র ঐক্য করি সমাধান কৈল॥ এক শব্দে আর অর্থ নানার্থে কহয়। রোচকার্থে শব্দান্তর লোকে না বুঝয়॥ কোথাও লক্ষণ গৌণ আদি শব্দে কহে। লোকে আর বুঝি শাস্ত্র ঐক্য না করয়ে॥ না বুঝিয়া কহে শাস্ত্র নানা মত কহে। সব এক ঐক্য নানা মত প্রভু নহে॥ নানামত শাস্ত্র প্রভু ব্যভিচার নহে। তাহা হৈলে কিছু সত্য কিছু মিথ্যা হয়॥ তবে যে বিরোধ মত কল্পিত আগম। তামসিক শুন তাহার মরম॥ যথা যথা সাত্ত্বিক শাস্ত্রের যে বিরোধী। তামসিক করিয়া জানিবে সেই সুধী॥ সন্দর্ভে যে ইহার বিচার কৈল শুন। যাতে মনে সন্দেহ না হইবেক পুনঃ॥ দশধা প্রমাণ মধ্যে চারি যে প্রধান। প্রত্যক্ষ ঐতিহ্য শব্দ আর অনুমান॥ তার মধ্যে অনুমান প্রত্যক্ষ যে দুই। ব্যভিচার দেখি তাতে সুসম্বাদ নাই॥ জল বরিষণ অন্তে ধূম্র দরশন। মায়ামুণ্ড দরশনে জন্ময়ে ক্রন্দন॥ শব্দময় শাস্ত্রে যে নাহি ব্যভিচার। ঐতিহ্য যে সাধু পরম্পরা স্নেহ সার॥ তবে বাদী কহে শাস্ত্রে ব্যভিচার হয়। তুমি কহ একাকার এ বড় সংশয়॥ নানামত নানাবিধ নানা শাস্ত্রে দেখি। আচার্য্য কহেন যার নাহি সূক্ষ্ম আঁখি॥ সেই দেখে নানামত বিচারিতে নারে। ব্যভিচার বলি নানা বিধান আচরে॥ কিন্তু যে ইহার শুন সিদ্ধান্ত নিদান। মূলশ্রুতি বিচার করি ইহার প্রমাণ সাত্ত্বিক শাস্ত্রের মতে ব্যভিচার যথা। তামস করিয়া সেই জানিহ যে তথা॥ সদাচার বিপর্য্যয় মকরাদি যত। হাড়মাল জটা ভস্ম বিষ্ণুতে বিরত॥ বিষ্ণু ত্যজি উপাসনা দেবতা অন্তর। একাদশী জন্মাষ্টমী আদি মতান্তর॥ অন্য দেব উপাসক জানে বিষ্ণুমন্ত্র। দীক্ষা শিক্ষা করণ পূজন তন্ত্র মন্ত্র॥ কেশাবতার আর ঈশ্বর নিঃশক্তি। মায়াবাদ মত তাহা নিন্দনীয় অতি॥ বিষ্ণুর বিগ্রহ ধাম কর্ম্ম পারিষদ। সগুণ কহয়ে যাতে বড়ই প্রমাদ॥ সেই শাস্ত্র না শুনিবে কর্ণে দিবে হাত। যে তাহা আদরে নাহি বৈসে তাহা সাথ॥ ভগবত

আজ্ঞায় শিব বিপ্ররূপ ধরি। বেদার্থ কল্পিত কৈল মায়াবাদ করি॥ শাঙ্করিক ভাষ্য যাহা অন্যে প্রসংশয়। এ বৃত্যান্ত স্বয়ং শিব গৌরীকে কহয়॥

আগমে। মায়াবাদ মসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।
ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণমূর্ত্তি॥

সাত্বিক শাস্ত্রের মতে বিরোধ যতেক। অসুর মোহের হেতু কহে পরতেক॥ মনুষ্য হে দেবাসুর এইমত জন্মে। কৃষ্ণভক্ত দেব অংশে অন্য অন্য রমে॥

পদ্মে। দ্বৌভূত সর্গৌ লোকেস্মিন্ দৈবহাসুর এব চ।
বিষ্ণুভক্ত ভবেদ্দৈব আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ॥

তামস পুরাণ হয় ইহা যদি কহ। তামস সে কহে তার কারণ শুনহ॥ তামস কল্পেতে তার উদ্ভব হইল। যে হেতু তামস মত কিছু সঞ্চারিল॥ সেই সেই মত তাহা গ্রাহ্য নাহি হয়। অসুর মোহন হেতু জানিহ নিশ্চয়॥ নতুবা পুরাণ শুদ্ধ তামস না হয়। যে হয় তামস মত তাহা গ্রাহ্য নয়॥ অতএব পুরাণ আগম শ্রুতি মতে। নির্গুণ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র জানিহ জগতে॥ বেদের সিদ্ধান্ত এই কৃষ্ণে ভক্তি কর। আর যত ধর্ম্মাধর্ম্ম সব পরিহর॥ সংসার মোচন যাহা হৈতে নাহি হয়। সেই গুরুদেব ইষ্ট বন্ধু কেহ নয়॥

শ্রীমদ্ভাগবতে। গুরুর্ন সস্যাৎ স্বজনো নসস্যাৎ পিতা ন
সস্যাৎ জননী ন সস্যাৎ। দৈবং ন সস্যান্ন পতিশ্চ সস্যাৎ
নমোচয়েদ্ যঃ সমুপেত মৃত্যুং॥

ইহাতে দৃষ্টান্ত যে প্রত্যক্ষ আছয়। পূর্ব্বে সাধুগণ যেন সকলি ত্যজয়॥ হরি ভক্তি প্রতিকূল বন্ধুকুল সাজ। উপেক্ষা করিয়া সাধু সাধে নিজ কাজ॥

পদ্মপুরাণে। বাধনায় মহীদানে বলি পরম বৈষ্ণবঃ।
ভক্তিপ্রাপ্ত গুরোরুক্তি ত্যাগ এব বিধিয়তে॥

স্বজন ত্যজিলা মহারাজ বিভীষণ। উপেক্ষিলা বন্ধুবর্গ ভাই যে রাবণ॥ পিতা ত্যাগ কৈল ভাগবত শ্রীপ্রহ্লাদ। সে হেতু ভক্তিপথে করিলা বিবাদ॥ শ্রীমান ভরত নিজ কৈকেয় মাতাকে। ত্যাগ করি চাহিলেন কাটিতে মস্তকে॥ দেবতা ত্যজিল শ্রীমান

বশিষ্ঠ দেবর্ষি। কোন কালে ছিল তেঁহ ভক্তির উপাসী॥ মহামায়া স্থানে তেঁহ চাহিলেন মুক্তি। তেঁহ কহে মোর নাহি মুক্তি দিতে শক্তি॥ সংসার মোচন হেতু এক হরিভক্তি। তাহা বিনু কাহার নাহিক সেই শক্তি॥ এত শুনি তাহাকে ত্যজিয়া দ্বিজমণি। বিচারিয়া হরিপদ লইল শরণি॥ পতি পুত্রাদি ত্যাগ কৈল বন্ধুজন। কৃষ্ণভক্তি অনুকূল সেই বন্ধুজন॥

আগমে। বিষ্ণুভক্তি বিনা রাজন মোচাশ্রয়ুপদিশ্যতি।
আত্মনো সহিতং সপ্ত পিতরো নরকং ব্রজেৎ॥

রাজা কহে তবে কেন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। সকলি সমান কহে বিষ্ণুর সহিত॥ সাধু বলে তারা তত্ত্ব না বুঝিয়া কহে। বিষ্ণু-সর্ব্বেশ্বর তার সম কেহ নহে॥ তাহার বিভূতি ব্রহ্মা রুদ্র আদি করি। পূর্ণব্রহ্ম সনাতন ঈশ্বর শ্রীহরি॥ ব্রহ্মা মায়াধীন রুদ্র ঈষৎ আবৃত। নির্গুণ শ্রীহরি সর্ব্ব শাস্ত্রের সম্মত॥

শ্রীমদ্ভাগবতে। শিবঃ শক্তিযুক্তঃ পার্শ্ব স্ত্রীলিঙ্গগুণসংবৃতঃ।
হরিহি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতি পর॥

বিষ্ণু সহ অন্য দেবে যে করে সমান। পাষণ্ডীর মধ্যে সেই শাস্ত্রের প্রমাণ॥

পাদ্মে। যস্তু নারায়ণ দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদি দৈবতঃ।
সমত্বেনাপি মন্যন্তে স পাষণ্ডী ভবেৎ ধ্রুবং॥

বিষ্ণু বিনা শিব যে পৃথক নামন্তব্য। বিষ্ণুর অংশাংশ করি মানিতে কর্ত্তব্য॥ অথবা হরির ভক্ত সর্ব্ব শ্রেষ্ঠতম। বৈষ্ণবের মধ্যে যে শাঙ্কিক যাহা সম॥

শ্রীমদ্ভাগবতে। নিঃগানাং যথা গঙ্গা দেবানামচ্যুতো যথা।
বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুপুরাণানামিদং তথা॥

অতএব সর্ব্ব ধর্ম্ম ত্যজে হরি ভজ। সংসার নিগূঢ় দৃঢ় চরণের ত্যজ॥

শ্রীগীতায়াং। সর্ব্বধর্ম্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মাশু চ॥
শ্রীমদ্ভাগবতে। আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষাময়া দিষ্টনপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজে স চ সত্তমঃ॥
ব্রহ্মসংহিতায়াং। সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য কৃষ্ণৈকং শরণং ব্রজ।

যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী ॥
শ্রীমদ্ভাগবতে। ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মং চরণাম্বুজং হরের্ভজন্নপক্বোঽথ পতেত্ততো যদি। যত্র ক্ব বাভদ্রমভূদমুষ্য কিং কো বার্থ আপ্তোঽভজতাং স্বধর্ম্মতঃ ॥

সর্ব্ব ধর্ম্মপদে কৃষ্ণ ভক্তির ইতর। কর্ম্মযোগ জ্ঞান জন্য উপাসনা আর ॥ পরিত্যজ্য পদে যত কৃষ্ণ যে সাকল্যে। ত্যজিয়া ভজহ হরি পাবে সর্ব্ব ফলে ॥ কৃতি যে প্রস্থান করি ত্যাগের অন্তর। কৃত না হইলে নহে ত্যাগের বিচার ॥ সর্ব্ব ধর্ম্ম দোষ গুণ বিচার করহ। সকল ত্যজিয়া হরি চরণ ভজহ ॥ শান্তমতি যার সেই কারে না ভজহ। হরির কলাকে ভজে আত্মারে তোষহ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে। মুমুক্ষবো ঘোররূপান্ হিত্বা ভূতপতীনথ।
নারায়ণকলাঃ শান্তা ভজন্তি হ্যনসূয়বঃ ॥

যাবৎ জীবের মোহ বুদ্ধি ব্যবক্ষয়। আত্মার সেবক জাতি বুঝয়ে নিশ্চয় ॥ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য যবে নির্ব্বেদ সম্ভব। শ্রোতব্য যতেক শ্রুত সকলি ত্যজয় ॥ শ্রোতব্য যে যত ধর্ম্ম শাস্ত্র অভিপ্রায়। শ্রুত যাহা কৃষ্ণ গুরু উপদেশ মত ॥ কৃষ্ণ কর্ত্তৃক যত সকল ত্যজিয়া। তখন শ্রীকৃষ্ণ ভক্তে নির্ব্বেদ পাইয়া ॥ কৃষ্ণ উপদেষ্টা গুরু আশ্রয় করিয়া। কৃষ্ণ ভক্তি পরাৎপর মহত্ত্ব জানিয়া ॥ চক্ষুষ্মান হয় তবে দেখিবারে পায়। পরম নির্ব্বেদ তবে তখন জন্মায়।

শ্রীগীতায়াং। যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশে।

মৎকামাঃ রমণং জারমস্বরূপবিদোঽবলাঃ। ব্রহ্ম মাং পরমং প্রাপুঃ সঙ্গাচ্ছতসহস্রশঃ। তস্মাত্ত্বমুদ্ধবোৎসৃজ্য চোদনাং প্রতিচোদনাং। প্রবৃত্তঞ্চ নিবৃত্তঞ্চ শ্রোতব্যং শ্রুতমেব চ ॥
মামেকমেব শরণমাত্মানং সর্ব্বদেহিনাং। যাহি সর্ব্বাত্মভাবেন ময়া স্যা হ্যকুতোভয়ঃ ॥

অষ্টম স্কন্ধেতে সে সব রাজা সত্যব্রত। মৎস্যদেব প্রতি সাধু কহে ঐ মত ॥ অন্য উপদেষ্টা উপদেশ আদি ত্যজ্য। টীকাতে বাখানে চক্রবর্ত্তী আচার্য্য ॥

পাদ্মোত্তরখণ্ডে।

শৈবশাক্তোগণপত্যসৌরস্য দেবপূজকং।
গোবিন্দ শরণঃ পশ্চাদ্ভবেদ্ যদি স বৈষ্ণবঃ॥
শাক্তাস্তু বৈষ্ণবো ভূত্বা ভুঙ্ক্তে ব্রাহ্মণয়ে হয়ে ইতি।

অতএব অন্য ছাড়ি তাঁর আশ্রয়। সংসার ভ্রমণ মাত্র তাহাতে নিশ্চয়॥ হরিভক্তি মিশ্র বিনা দেহ সিদ্ধ নহে। প্রসিদ্ধ ব্যবস্থা ইহা সর্ব্ব শাস্ত্রে কহে॥ কেবল যে জ্ঞান হরি ভাবেতে বর্জ্জিত। তাহাতেও শ্রেয় নাহি বিশেষ অহিত॥

শ্রীমদ্ভাগবতে। শ্রেয়স্সৃতিং ভক্তিমুদস্যতে বিভো, ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে। তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে, নান্যদ্ যথা স্থূল তুষাবঘাতিনাং॥ যেহন্যেরবিন্দাক্ষবিমুক্তমানিন, স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ। আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥

শুদ্ধ ভক্তি বিনে কৃষ্ণ কভু নাহি পায়। জ্ঞানকর্ম্ম আদি ত্যজি ভজনে যে শ্রেয়॥

• তত্রৈব। অকামো সর্ব্বকামো বা মোক্ষকামো উদারধীঃ
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজতে পুরুষম্পরমিতি॥

তীব্র ভক্তি পদে জ্ঞানকর্ম্ম অনাবৃত। টীকাকার চক্রবর্ত্তি আচার্য্য সম্মত॥

শ্রীরসামৃতসিন্ধৌ। অন্যাভিলাষিতা শূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতং।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

জ্ঞানমিশ্র ভক্তি যে আশ্রয় করয়। নির্ব্বাণের হেতু কিন্তু কৃষ্ণ নাহি পায়॥ ভক্তিহীন জ্ঞানকর্ম্ম বিফল কেবল। অধঃ-পতন মাত্র হয় তার ফল॥ নিষ্কাম যে কর্ম্ম করে বিষ্ণুর প্রীত্যর্থে। তাহার যে ফল তাহা শুনহ যথার্থে॥ অন্তর শুদ্ধির প্রতি কারণ যে নয়। মনঃ শুদ্ধি হৈলে তাহে বৈরাগ্য জন্ময়॥ সেই যে বৈরাগ্য শুদ্ধ জ্ঞানের কারণ। ভক্তি প্রতি কভু কর্ম্ম কারণ না হন॥ কর্ম্মার্পণ ভক্তি যে কেচিৎ মতে কন। পর-ম্পরা রূপে কষ্টে মুক্তি প্রতি হন॥ শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি কাহা হৈতে না মিলয়। বিনা সাধু সঙ্গ আর নাহিক উপায়॥

শ্রীমদ্ভাগবতে

প্রায়েণ ভক্তিযোগেন সৎসঙ্গেন বিনোদ্ধব।
নোপায় বিদ্যতে সম্যক প্রায়নং হি সতামিহ॥

জ্ঞানকর্ম্ম ত্যজি ভজে অনন্য ভাগেতে। প্রশংসা তাহারা সেই পায় ব্রহ্মনাথে॥ সদাচার হীন দুরাচার যদি হয়। কৃষ্ণ প্রিয় সেই সাধু করি মানি তায়॥

শ্রীগীতায়াং। অপিচেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক।
সাধুরেব স মন্তব্যসম্যক ব্যবসিত হি সঃ॥

কৃষ্ণভক্ত চতুর্বর্গ ফল নাহি চায়। [illegible] যে কৃষ্ণভক্তি যোগ্য নাহি হয়॥ নিষ্কাম অনন্য ও [illegible] মাধুর্য্য ভকতি। এই মাত্র সার যার ফল প্রেমভক্তি॥ [illegible] ভোগ ধর্ম্মে সিদ্ধি অষ্টাদশ। শ্রীকৃষ্ণ ভজনে সিদ্ধি হয় [illegible]॥ অন্য যোগ ধর্ম্মের সিদ্ধি ধর্ম্ম অর্থ কাম। শ্রীকৃ[illegible] মিলনে হয় ব্রজ প্রেমধন॥ প্রাকৃত যে সিদ্ধিভক্ত [illegible] করে। মুক্তি চতুষ্টয় নাম নাহি লয় ডরে॥ প্রেমানন্দে [illegible] সেবানন্দ মাত্র চাহে। দিলেও না লয় যে অনর্থ মানে [illegible]॥

শ্রীমদ্ভাগবতে সার্ষ্টি সালোক্য ইত্যাদি।

কৃষ্ণ যে আনন্দময় তাঁহার ভকত। প্রেমানন্দে মগ্ন তার তুচ্ছ ত্রিজগৎ॥ অতএব মহারাজ সদা ভজ হরি। পরাৎপর পূর্ণব্রহ্ম সবার উপরি॥ সচ্চিৎ আনন্দময় শ্যামল বিগ্রহ। স্বরূপ শকতি ধাম পরিকর সহ॥ বেদের তাৎপর্য্য শ্যামল সুন্দর ভজন। আর যত কহে সেই ত্রিবর্গ সাধন॥ পঞ্চম পুরুষার্থ কৃষ্ণ প্রেম প্রয়োজন। বার বার ভজ গোপীনাথের চরণ॥

শ্রীমধুসূদন আচার্য্যস্য ভাষ্যে।

চিদানন্দাকারং জলদরুচিসারং শ্রুতিগিরং পরং ব্রজস্ত্রীণং হারং। ভবজলধিপারং কৃতধিয়াচ বিহন্তুং ভুভারং বিধত্তদবতারং মুহুরহ হরিং বারম বারং ভজঃ কুশলারম্ভকৃতিনঃ॥ বংশী বিভূষিতকরাননবনীরদভাতি পীতাম্বরাদরুণবিম্ব ফলাধরোষ্ঠাৎ। পূর্ণেন্দু সুন্দরমুখদরবিন্দনেত্রাৎ কৃষ্ণাৎ পরং কিমপি তত্ত্ব মহং ন জানে॥

ব্রহ্মসংহিতায়াং। ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ
অনাদিরাদিগোবিন্দঃ সর্ব্বকারণং কারণং ॥

কৃষ্ণের চিন্ময় রূপ মায়িক করিয়া। যে পামর কহে সেই জন মন্দধিয়া ॥ তার মুখ দরশনে মহাপাপ জন্মে। সে জনার অধিকার নাহি কোন কর্ম্মে ॥ তার স্পর্শে প্রায়শ্চিত্ত করিতে যুয়ায়। শ্রীমান মধ্বাচার্য্য রামানুজ স্বামী কয় ॥ বস্ত্রের সহিত জলে পড়ি স্নান করি। স্মরণ করিব উঠি নাম বিষ্ণুহরি ॥ মায়াবাদ প্রত্যাখ্যানার্থ মধ্বাচার্য্য। দূষিলা শতেক মতে মত শঙ্করাচার্য্য ॥ শত দোষ দিয়া শতদূষণী নামেতে। গ্রন্থসহ প্রকাশিলা প্রসিদ্ধ জগতে ॥ কুসঙ্গ সদাই ত্যাগ সৎসঙ্গ কারণ। নিতান্ত শ্রেয়াংশ এই বেদের বচন ॥ শ্রীগুরু বৈষ্ণবে যাহার নাহি রতি। নিন্দুক পাষণ্ডী সেই বিরোধী ভক্তিপ্রতি ॥ বিষয় আত্মক যে বৈষ্ণব [illegible]। সে সকল জানিবে যে সংসারের কীট ॥ তার সঙ্গ না করিবে সদা সাবধান। আপনা রাখিতে এই পরম বিধান ॥ কর্ম্মী জ্ঞানী নানা দেব দেবি যেই নর। তার সঙ্গ বিশেষতঃ সদা [illegible] ॥

পাদ্মে। বরং হুতবহজ্বালা পঞ্জরান্তর্ব্যবস্থিতিঃ।
ন সঙ্গ শৈলপুত্রানাং নানাদেবৈকসেবিনাং ॥

তাহে সবার অন্ন জল গ্রহণে নিষেধ। বৈষ্ণবের অন্ন খাইতে অবশ্য উচিত ॥ অভাবে কিঞ্চিৎ জল মাগিয়া খাইবে। শাক্তাদির অন্ন জল অবশ্য বর্জ্জিবে ॥

পদ্মে। প্রার্থয়েৎ বৈষ্ণবাদন্নং তদভাবে জলং পিবেৎ।
সঙ্গং বিবর্জ্জয়েচ্চৈব শাক্তাদিনাঞ্চ বৈষ্ণবঃ ॥
ন কার্য আপনা ভেতাঃ তেষাং অন্নং [illegible]।
অন্নং নভেত শাক্তানাং শৈবাদীনাঞ্চ বেশ্মনি ॥

বিশেষতঃ বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট পাদোদক। পরম পদার্থ সেই কহিব কি তক ॥ তাহার মহিমা কিছু কহা নাহি যায়। যাতে চতুর্বর্গ মিলে কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয় ॥

নারদপঞ্চরাত্রে। বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট ভোজনং।
পরং নির্ব্বাণহেতুক বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট ভোজনং ॥

শ্রী মদ্ভাগবতে। উচ্ছিষ্ট লেপানুমোদন দিজেভ্যাদি।
অগস্ত্যসংহিতায়াং। শ্রীবিষ্ণো বৈষ্ণবাঙ্ঘ্রি পাবনং চরণোদকং।
সর্ব্বতীর্থময়ং পিত্বা কুর্য্যাদাচমনং নহি॥

নীচোত্তম জাতি বলি নাহি বিচারিব। জাতি বুদ্ধি করিলে নরকে যায় ধ্রুব॥

ইতিহাসমুচ্চয়ে। শূদ্রং বা ভগবদ্ভক্তং নিষাদং, শ্বপচং তথা।
বীক্ষতে জাতি সামান্যং সজাতি নরকং ধ্রুবং॥

বৈষ্ণবের পূজা বিষ্ণু সহিত সমান। অবশ্য কর্ত্তব্য এই বেদের বিধান॥

শ্রীভাগবতে। এবং কৃষ্ণাত্মনাথেষু মনুষ্যেষু চ সৌহৃদং।
পরিচার্য্য চোভয় যত্র মহৎ শূন্যু সাধুষু॥

যে জনার গৃহে নাহি বৈষ্ণব সেবন। সেই গৃহ হয় কৃষ্ণ বহির্ম্মুখ জন॥

পাদ্মে। যদ্গারেহ কৃষ্ণসেবা কৃষ্ণসেবা তথৈব চ
শ্মশানতুল্য তদ্বিপ্রঃ স এব শ্বপচাধমঃ।
তন্মন্দিরং চিতাতুল্যং তদ্দর্শনং খরোপমং।

বৈষ্ণব সেবন বিনা কৃষ্ণভক্ত নহে। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমুখেতে শ্রীঅর্জ্জুনেরে কহে॥

আদি পুরানে। যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ নঃ মে ভক্তশ্চ তে জনা ইতি

প্রাতঃকালে করে বৈষ্ণবের নাম গান। ভাগবত তুল্য সেই কৃষ্ণের সমান॥

দ্বারকামাহাত্ম্যে। নিত্য যে প্রাতরুত্থায় বৈষ্ণবানাং কীর্ত্তনং।
কুর্ব্বন্তি তে ভাগবতা কৃষ্ণতুল্য কলোযুগে॥

বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্টের মহিমা অপার। শুন মহারাজ এক ইতিহাস তার॥ কিছু দূরে আচার্য্য প্রভুর গৃহ হৈতে। একঘর কামার আছয়ে সে গ্রামেতে॥ প্রভুর বাটীতে এক বিড়াল আছয়। মোড়া বলি সবে তারে কৌতুকে ডাকয়॥ প্রভু গৃহে বৈষ্ণবের ভোজনের শেষে। উচ্ছিষ্ট খাইল গিয়া সবার বিশেষে॥ বিড়াল স্বভাব সকলের ঘরে যায়। কামারের গৃহে গেল খাইয়া এথায়॥ দৈবাৎ তাহার মুখে এক কণা ছিল। কামারের বধূর

অন্নেতে মুখ দিল ॥ সেই কণা মুখে হৈতে অন্নে বুঝি গেল। না জানি অন্নের সঙ্গ মধু তাহা খাইল ॥ খাইতেই মাত্র কৃষ্ণ উন্মাদ হইল। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া উঠি নাচিতে লাগিল ॥ হাসে কাঁদে নাচে গায় হরি হরি বলে ভূত ঘাড় চাপিল বলে বামুণ-গণ বলে ॥ ওঝা আসি ঝাড়ে ফার ... লোক কহে। কান্দয়ে সগোষ্ঠী বুক চাপড়িয়া মনে ॥ ... প্রভু সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া। ইতর লোকের মুখে কামার শুনিয়া কান্দিয়া পড়িল গিয়া ধরি প্রভু পায়। রক্ষা কর প্রভু মোর ছুটি যায় ॥ প্রভু বলে কহ তার কি ব্যাধি হইল। কামার বলয়ে ভূত ঘাড়েতে চাপিল হাসে কান্দে নাচে গায় হরি হরি বলে। দুই চক্ষু জল পড়ে থর ভাস্যা চলে ॥ সর্ব্বজ্ঞ আচার্য্য প্রভু বুঝিলেন মনে। এ দশা হইল বৈষ্ণবোচ্ছিষ্টের গুণে ॥ কামারে কহেন প্রভু আরে মূর্খ শুন। ভূত নহে কৃষ্ণ প্রেমে হৈল বড়গুণ ॥ কামার কান্দিয়া কহে তাহে কায নাই। ভাল যাহে হয় তাহা কহ গোসাঞি ॥ হাসিয়া কহেন তবে প্রভু কামারের। ইহার ঔষধ তবে কহি যে তোমারে ॥ যাজক ব্রাহ্মণ এক তার ঘরে দিয়া এক মুষ্টি অন্ন আনি দেহ খাওয়াইয়া ॥ শুনিয়া কামারগণ ... বস্ত্র দিয়া। তদ্রূপ করি হর্ষে চলিল ধাইয়া ॥ খাইল মাত্রে তেঁহ পূর্ব্ববৎ হৈল। হরি-ভক্তি বহু দূরে আপনা নিন্দিল ॥ অতএব বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট মহিমা। এমতি জানিবে আর নাহিক উপমা ॥ যদি কহ এমত যে দেখিতে না পাই। তাহা শুন যে হেতু তৎক্ষণে ফল নাই ॥ বৈষ্ণবেতে অপরাধ যাহাতে প্রচুর। তার ফল প্রাপ্তি হইতে বহু দূর। বৈষ্ণবের অধরামৃত খাইতে খাইতে ॥ অপ-রাধ ক্ষয় পায় প্রকাশে পশ্চাতে ॥ বৈষ্ণব নিকটে অপরাধ তীক্ষ্ণ বিষে। সর্ব্বনাশ হয় নরকেতে শেষে শেষে ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে। আয়ুঃশ্রিয়ং যশোধর্ম্মং লোকানাশীষ এব চ।
হন্তি শ্রেয়াংসি সর্ব্বাণি পুরুষো মহদতিক্রমঃ ॥

অপরাধে যেই সাধু সাবধান হয়। অতি শীঘ্র কৃষ্ণে তার প্রেম উপজয় ॥ রাজা কহে যজমানী ব্রাহ্মণের অন্ন। হরিভক্তি

নাশ হয় কহ কি কারণ॥ সাধু কহে বিপ্র জজমানেরে যাজিয়া। নানা দেব প্রসাদ শ্রাদ্ধ অন্ন লইয়া॥ পাক আদি করি খায় যাতে ভক্তি যায়। এ হেতু বৈষ্ণবে তাহা কভু নাহি খায়॥ সেবা পরাধ নামাপরাধ করি জান। সে হেতুক সাধন করিবে পুন পুন॥ প্রেম নাহি জন্মে কৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি নাহি হয়। তবে এক কৃষ্ণনামে প্রেম উপজয়॥ তবে যদি হয় তার উপায় কি নাই। উপায় আছয়ে কিন্তু অতিকৃচ্ছ্র তাই॥ একান্ত ভিক্ষায় যার সদা নাম বৈসে। কৃপা করি অপরাধ ক্ষমেন ভগবান শেষে॥ কোটি কোটি মহাপাপ নামাভাসে যায়। অপরাধ মাত্রে ভক্তি বাধাকে জন্মায়॥ সেবা অপরাধ কহি শুনহ প্রথমে। সদা সাবধান হৈবে না জন্মায়ে ভ্রমে॥

সেবা অপরাধ যথা।

ভগবত শাস্ত্রগণে করিয়া অনাদর। অন্যান্য শাস্ত্র শুনিবারেতে আদর॥ ভগবত বিগ্রহ তাম্বুল চর্ব্বণ। এরণ্ড পাত্রে পুষ্প রাখিয়া অর্চ্চণ॥ অশুদ্ধ কালেতে পূজা পাঠে তথ ভ্রমে॥ বসিয়া পূজন নাহি করিবেক ভ্রমে। বাম পাণি যন্ত্রহস্ত স্পর্শ না করিবে। পর্য্যুষিত যাচিত না পুষ্প না পূজিবে॥ পূজাকালে ষ্ঠিবন নিজ গর্ব্ব প্রকাশন। না করিবে অর্দ্ধচন্দ্র তিলক ধারণ॥ আপাদ না ধৌত করে মন্দিরে গমন। না করিবে অবৈষ্ণব পক্ক নিবেদন॥ কাপালিক কিম্বা অবৈষ্ণব দরশন। না করিবে পূজাকালে হবে সাবধান॥ নবাম্বু জলেতে স্নান নাহিক করাবে। ঘর্ম্মাক্ত দেহেতে তথা পূজা না করিবে॥ রাজান্ন ভক্ষণ অন্ধকারে হরি স্পর্শন। বিধি বিনা ভোজন পানীয় দান সম॥ বাদ্য বিনা শ্রীমন্দির দ্বার উদ্ঘাটন। কুকুর দৃষ্ট্য ভক্ষণীয় সামগ্রী প্রদান। পূজাকালে মৌনভঙ্গ অন্য বাক্য ব্যয়। বিড়মূত্র ত্যাগ তৎকালীন না যুয়ায়। গন্ধ মালাদিক দান পূর্ব্বে ধুপদান। অনর্হ পুষ্পেতে পূজা অদত্ত ধারন।। স্ত্রীসঙ্গ করিয়া দেহ সংস্কারাদি বিনে। রজস্বলা স্ত্রীর স্পর্শ সামগ্রী অর্পনে।। মৃতক স্পর্শ যে তথা সামগ্রী অদেয়। রক্ত নীল মলিন অধৌত পরকীয়।। বস্ত্র

পরিধানে পূজাদি না করিবে। পূজাকালে মৃতক শরীর না-ছোঁইবে॥ ক্ষণিক উদ্বিগ্ন কালে অর্চন করণ। পূজাকালে নহে পান মারুত সংযম॥ ক্রোধ কৃত্বা আর শ্মশান হৈতে আগমন। কুসুম্ভ পীনাক শুষ্ক করিয়া ভোজন॥ তৈলাভ্যঙ্গ শরীরেতে অর্চন করণ। হরি স্পর্শ হরি কর্ম্ম পাতক বহন॥ যানে চড়ি কিম্বা পদে পাদুকা সহিত। গমন ভগবত গৃহে না হয় উচিত॥ উৎসব অদর্শন অপ্রণাম তদগ্র। উচ্ছিষ্ট বা অশৌচে বা বন্দনাদি কৃত॥ এক হস্তে প্রণাম বামে রাখি প্রদক্ষিণ। পাদ প্রসারণ অগ্রে পর্য্যঙ্ক বন্ধন॥ শয়ন ভোজন মিথ্যা ভাষা উচ্চভাষা। রোদনাদি অগ্রে যুদ্ধ অন্য জন মৃষা॥ নিগ্রহানুগ্রহ নরে ক্রুর ভাষণ। কম্বলাবরণ পরনিন্দাদি শ্রবণ॥ অশ্লীল ভাষণ অধো-বায়ু বিমোক্ষণ। মোক্ষকাল ত্যজি শক্ত পূজাদিক গৌণ॥ ভোজন পানাদি পণ্য ঔষধ সেবন। যৎকিঞ্চিৎ অনিবেদিত পাত্রেতে ভক্ষণ॥ যে কালে যে ফল মূল আদি অর্পণ। অযুক্তা-বিশিষ্ট ব্যঞ্জনাদিক প্রদান॥ পশ্চাৎ করিয়া বৈসে অন্যেরে বন্দন। তদগ্রেতে ইহা না করিবে কদাচন॥ গুরুর অগ্রেতে শিষ্য মৌনে না থাকিবে। কৃষ্ণতত্ত্ব ভক্তিতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিবে॥ নিজ যশঃ কথন অন্য দেবতা নিন্দন। বত্রিশ অপরাধ এই শাস্ত্রের বচন॥

অথ নামাপরাধী।

সেবা অপরাধ হয় নামেতে ভঞ্জন। নাম অপরাধে হয় নরকে গমন॥ তবে যদি একান্ত শরণ লয় নামে। তবে ক্ষমা হৈতে পারে কভু কালক্রমে॥

অথ অপরাধ যথা।

বিষ্ণু আর শিবে করে পৃথক ঈশজ্ঞান। গুরুদেব মানে যথা মনুষ্য সমান॥ বেদ পুরাণাদি শাস্ত্র আগম নিন্দন। নামে অর্থ-বাদ আর কুব্যাখ্যা করণ॥ নাম বলে পাপকর্ম্ম করণে প্রবৃত্তি নাম নিজ জ্ঞানে অন্য শুভ কর্ম্মে মতি॥ অশ্রদ্ধানুজনে করে নাম উপদেশ। নামের মাহাত্ম্য শুনি না করে বিশ্বাস॥ বৈষ্ণবের নিন্দা আদি কিঞ্চিৎ করণ। নামে দশ অপরাধ এই বিবরণ॥

নামে ভগবান হয় একই সমান। তথাপিহ শীঘ্র নাম করে ফল-দান॥ এই দশ নাম অপরাধের কারণ। নাম কৃপা করি নাহি দেন প্রেম ধন॥ অতএব অপরাধে হও সাবধান। হরির নামেতে লও একান্ত শরণ॥ নাম মন্ত্র অভেদ করিয়া জান ভাই। কলি-কালে বিশেষতঃ আর গতি নাই॥ কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব ইত্যাদি করিয়া। অনেক প্রমাণ হয় জগৎ ভরিয়া॥ কৃষ্ণদাসের মাত্র যে এক গতি হয়। নাম বিনা আর কিছু নাহিক উপায়॥

অথ চৌষট্টি অঙ্গ ভক্তি।

গুরুপদাশ্রয় দীক্ষা গুরুর সেবনা স্বধর্ম্ম জিজ্ঞাসা শিক্ষা সৎমার্গ গমন॥ কৃষ্ণ প্রীতে ভোগ ত্যাগ কৃষ্ণপ্রীতে বাস। দেহরক্ষা মাত্র ত্যাগ অন্য অভিলাষ। একাদশী ব্রত ধাত্রী অশ্বত্থ সেবন। বিপ্র গো বৈষ্ণব সেবা অপরাধ বর্জ্জন। অবৈষ্ণব সঙ্গ আর বহু শিষ্য ত্যাগ। বহু শাস্ত্র ব্যাখ্যা হানি লাভেতে বিরাগ॥ অন্যদেব অন্য শাস্ত্র নিন্দা না করিবে। গ্রাম্যকথা প্রাণিমাত্র উদ্বেগ না দিবে॥ শ্রবণ কীর্ত্তন পূজা স্মরণ বন্দন। পরিচর্য্যা সখ্য দাস্য আত্ম নিবেদন॥ নৃত্য গীত দণ্ডবৎ নীত অভ্যুত্থান। অনুব্রজ্য ভগবানের গৃহেতে গমন॥ পরিক্রিয়া স্তব পাঠ জপ সংকীর্ত্তন। ধূপ মাল্য গন্ধ আদি প্রসাদ সেবন॥ অরাত্রিক মহোৎসব শ্রীমূর্ত্তি দর্শন। প্রিয় বস্তু দান ধ্যান তদীয় সেবন॥ তদীয় যে চারি হয় শ্রেষ্ঠভক্তি অঙ্গ। তুলসী সেবনে আর বৈষ্ণব সেবা অঙ্গ॥ মথুরামণ্ডলে বাস শ্রীল ভাগবত। শ্রবণ কর্ত্তব্য সহ স্বজাতীয় মত॥

রসামৃতসিন্ধৌ। স্বজাতীয়াশয়াশয়স্নিগ্ধ সাধুসঙ্গ সতোবরে।
শ্রীমদ্ভাগবতোথানামাস্বাদোরসিকৈঃ সহ ইতি॥

কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা তৎকৃপাবলোকন। জন্ম যাত্রা মহোৎ-সব একান্ত শরণ॥ কার্ত্তিকেয় ব্রত দৃঢ় নিয়ম কর্ত্তব্য। যতেক কহিল সারাৎসার হয় সর্ব্ব॥ তার মধ্যে বিশেষ মহিমা পাচ অঙ্গে। কৃষ্ণপ্রেম জন্মে যার অতি অল্প সঙ্গে॥ সাধু সঙ্গ শ্রীল ভাগবত আস্বাদন। মথুরামণ্ডলে বাস নাম সংকীর্ত্তন॥ শ্রীমূর্ত্তি সেবন শ্রদ্ধা পিরীতি পূর্ব্বক। পঞ্চসহ চতুঃষষ্টি ত্রৈলোক্য তারক॥

চৌষট্টি অঙ্গ মধ্যে নব অঙ্গ শ্রেষ্ঠ। নব অঙ্গ আস্বাদন অধিক সুমিষ্ট ॥

যথা সপ্তমে। শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যং আত্মনিবেদনমিতি ॥

শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ পূজন বন্দন। পরিচর্য্যা সখ্য দাস্য আত্ম নিবেদন ॥ আশ্রয় করিয়া এই নববিধা ভক্তি। শ্রীকৃষ্ণে শরণ লও পরম যুকতি ॥ কৃষ্ণ বিনা গতি নাহি এ তিন জগতে। বেদ বিধি সর্ব্বশাস্ত্রে সাধুর সম্মতে ॥

শ্রীধরস্বামিপাদানাং।

তপন্তি তাপৈঃ প্রপতন্তি পর্ব্বতা দটন্তি তীর্থানি পঠন্তি চংমগা।
যজন্তি যোগৈর্ব্বিবদন্তি বেদৈ হরিং বিনা নৈবমৃতিং তরন্তি ॥

নানাসিদ্ধ বিদ্যাদি তাবৎ চমৎকার। কৃষ্ণপ্রেম গন্ধ না হৃদয়ে বৈসে যাঁর ॥

মহাজনস্য। ঋদ্ধিসিদ্ধির্ব্রজবিজয়িতা সত্যধর্ম্মাঃ। সমাধিঃ ব্রহ্মানন্দগুরুরপি চমৎকারয়েত্যেব তাবৎ। যাবৎ প্রেম্নাং মধুরিপুবশীকার সিদ্ধৌষধীনাং গন্ধোপ্যন্তঃকরণশরীণ পান্থতাং ন প্রয়াতি

গুণের সাগর হরি রূপের অবধি। লীলার সময় প্রেমানন্দ রসনিধি ॥ তাহারে না ভজি আর কাহারে ভজিব। কাহারে ভজিয়া আর কি ধন পাইব ॥ প্রেমরত্ন ধন রাখ হৃদয়ে ভরিয়া। কাহারে ভজিবে আর কি ধন লাগিয়া ॥ ভজ ভজ কিশোর কিশোরী রসময়। ইহার অধিক বল কি আর আছয় ॥ প্রেমের সম্পুটে ভরি রাখহ দুহাঁয়। ইহার অধিক আর কি ধন আছয় ॥ দেহ গেহ জীবনের আশা তেয়াগিয়া। প্রাণ কর পণ সেই ধনের লাগিয়া ॥ দয়াল শ্রীকৃষ্ণ একবার যেই কহে। প্রপন্নোস্মি পদে তব মনোবাক্য সহে ॥ তবে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে প্রতিজ্ঞা করিল। বড়ই ভরসা নিজ ভক্তগণে দিল ॥

শ্রীরামায়ণে। সকৃদেহং প্রপন্নোস্মি তবাস্মিতীতি যাচতে
অভয়ং সর্ব্বদা তস্মৈ দদাম্যেতং ব্রতং মম ॥

শ্রীগীতায়াং। দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।

মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়া মে তাং তরন্তিতে॥

দুলঙ্ঘ দুস্তর দুরুহ মায়ার বন্ধন। হরির আশ্রয় মাত্র করয়ে লঙ্ঘন॥ এমন দয়াল ত্রিজগতে নাহি আন। পুতনাকে দিল মাতৃগতি দান॥

শ্রীমদ্ভাগবতে। অহোবকীয়ং স্তন কালকূটং জিঘাংসয়াপায় যদপ্যসাধ্বী। লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোঽন্যং কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম ইতি॥

তাহাতে যে দেখহ বড়ই চমৎকার। নীচ উচ্চ জাতিভেদ না করে বিচার॥ যেই ভজে সেই পায় চণ্ডাল যবনে। সর্ব্বে অধিকারী হয় শ্রীকৃষ্ণ ভজনে॥

শ্রীমদ্ভাগবতে। কিরাতহূণান্ধ্রপুলিন্দপুক্কশা আভীরকঙ্কা যবনাঃ খসাদয়ঃ। যেঽন্যে চ পাপা যদপাশ্রয়াশ্রয়াঃ শুদ্ধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ॥

নীরব হইয়া রাজা শুনিতে শুনিতে। নয়নে গলয়ে ধারা চমকিত চিতে॥ গদ গদ চিত্তে বৈষ্ণবের পায়ে ধরি। লোটাইয়া কান্দে রাজা ফুকারি ফুকারি॥ বৈষ্ণব হৃদয়ে ধরি আলিঙ্গন করি। দুহুঁ গলাগলি কান্দে স্মঙরি ২॥ তবে রাজা সম্বরণ করিয়া বৈষ্ণবে। করযোড় করে স্তুতি গদ গদ ভাবে॥ বুঝিলাম আমার উদ্ধার হেতু হরি। তোমা পাঠাইলা ভব সাগরের তরি॥ আমি মূঢ় না বুঝিয়া করিনু উপেক্ষা। তুমি দয়াময় না ছাড়িয়া কৈলে রক্ষা॥ সাধুর স্বভাব হয় দয়ালু হৃদয়। দীন হীন জন প্রতি সদাই সদয়॥ অপরাধ যত সব ক্ষম মহাশয়। এবে মোর গতি তার করহ উপায়॥ শ্রীকৃষ্ণচরণ মুঞি আশ্রয় করিব। একান্ত করিনু পণ এবে না ভুলিব॥ বৈষ্ণব কহেন তবে পরম উপায়। কহি তবে শুন যাতে সর্ব্বসিদ্ধ হয়॥ শ্রীপাট মালিহাটীর আচার্য্য সন্তান। তাঁ সবার পদাশ্রয় পরম কল্যাণ॥ স্বতঃ সম্প্রদা নিত্য সিদ্ধজন তেঁহ সব। আশ্রয় করিলে সব হয় অনুভব॥ গুরুপদ আশ্রয় কর্ত্তব্য সম্প্রদায়। সম্প্রদা বিহীন দীক্ষা নিস্ফলতা হয়॥ শ্রীরুদ্র মাধ্বী সনকাদি চারি হয় ব্যূহ। বৈষ্ণব সম্প্রদা কৃষ্ণনিষ্ঠ ভক্তিসহ॥

পাদ্মে। কলৌ খলু ভবিষ্যন্তি চত্বার সংপ্রদায়িনঃ।
সম্প্রদাবিহীনা যে তে মন্ত্রাস্তে নিষ্ফলা মতা ইত্যাদি॥

ভক্তি অধিকারী নহে সম্প্রদায়ী বিনে। সম্প্রদায়ী বিনে দেখহ ভুবনে॥ কৃষ্ণনিষ্ঠা নাহি হয় ব্যভিচারী হয়। কর্ম্ম জ্ঞান বিনা ভক্তি মর্ম্ম না বুঝায়॥ অন্য উপাসক স্থানে কৃষ্ণদীক্ষা করে বিপর্য্যয় হয় সেই সংসারেতে ঘুরে॥

পাদ্মে হরিভক্তি বিলাসোক্তে।

অবৈষ্ণবোপাদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ ইত্যাদি।

সংপ্রদা সর্ব্বত্র পূর্ব্বাপর যে প্রসিদ্ধ। যোগে জ্ঞানে ভক্তি-মার্গে সাধু শাস্ত্রে সিদ্ধ॥ শ্রুতি প্রবর্ত্তক ভাগবত প্রবর্ত্তক। যতি প্রবর্ত্তক হরিভক্তির সাধক॥ ইত্যাদি করিয়া সর্ব্বমতের সংপ্রদা সর্ব্বত্র প্রকট হয় স্ব স্ব সিদ্ধপ্রদা॥ শ্রীধরস্বামী ভাগবতের টীকায়। সংপ্রদায় অনুরোধ করিয়া লিখয়॥ সংপ্রদার রক্ষা হেতু আচার্য্যের প্রতি। স্থানে২ হয় শিষ্য করণের বিধি॥ শ্রীমান মাধ্বা-চার্য্য স্বামী ভাষ্যে স্থানে২। সংপ্রদায় অনুরোধ করিয়া বাখানে॥ অন্য পর কিবা কথা ব্রাহ্মণ ভোজন। সংপ্রদায়ী বিপ্রে করাইবে যে বিধান॥ অতএব যার যেই নিজ সম্প্রদায়। দীক্ষা আদি করিব শ্রুতির বিধি হয়॥ ব্যত্যয় হইলে সেই কামে না কুলায়। পরিশ্রম মাত্র ইথে বিপর্য্যয় হয়॥ মহারাজ জয়সিংহ শ্রীবৃন্দাবনে। ঠাকুর ছিনিয়া লৈল সম্প্রদায়ী স্থানে॥ এ সকল বিবরণ বিশেষ বিস্তর। মনেতে আগ্রহ যদি হয় জানিবার॥ জয়সিংহ রাজা সংগ্রহ গ্রন্থসুর। জয়সিংহ নাম গ্রন্থ অতি সুমধুর॥ প্রাচীন আর গ্রন্থ ভক্তি সিদ্ধান্ত দীপিকা। দেখিলে সন্দেহ যাবে অন্তর কালিকা॥ বৈষ্ণবের উপদেশ পাইয়া রাজন। আশ্রয় করিল শ্রীমান আচার্য্য সন্তান॥ রাধাকৃষ্ণ মন্ত্রতত্ত্ব পাইয়া রাজার। মন ভুলে গেল হৈল ভক্তি চমৎকার॥ যে চরণ স্পর্শ হৈল তাহে কি আশ্চর্য্য। কত শত মূঢ় যাতে হৈল মুনিবর্য্য॥ অচিরাৎ হৈল রাজা মহাভাগবত। গোবিন্দ বিলাস সেবা [illegible]

এতেক যে রাজকর্ম্ম তথাচ যে মতি। এক তিল শ্রীচরণে নাহিক বিরতি॥

যথা। ধীরো ন মুহ্যত্যপি মুকুন্দনিবিষ্ট চেতা পুত্রানুপুত্র বিষয়াপি তৎপরেপি সঙ্গীত ইত্যাদি॥

যে দেশে পণ্ডিত বিপ্র অবৈষ্ণব হন। রাজা অবৈষ্ণব আনে অনর্থ কারণ॥ সে দেশে পাষণ্ডী হয় দানব সমান। কৃষ্ণভক্তি নাহি হয় যাহাতে কল্যাণ॥ যে দেশে বৈষ্ণব রাজা সৌভাগ্য প্রজার। নতুবা পাষণ্ডী হয় পাইয়া কুমার্গ॥

পাদ্মে। যত্রাবৈষ্ণব নৃপঃ কার্য্যাধিকারী বিপ্র তথৈব চ। তত্র পাষণ্ডিনো লোকা ভবন্তি নাত্র সংশয়ঃ॥

যস্মিন্ দেশে বৈষ্ণব রাজা শাস্ত্রভুক্তস্তুর তথা।

স দেশ পরম শ্লাঘ্য প্রজাশ্চ সুখিনো ভৃশং॥

কতেক দিবস পরে বৃন্দাবন গেলা। সর্ব্ব বৈষ্ণবের সেবা সম্মান করিলা॥ জয়পুরের গোবিন্দের পোষাক যে দিলা॥ রাজা তাহা দেখিয়া অনেক প্রশংসিলা॥ অদ্যাপি শ্রীবৃন্দাবনে যশঃ অতিশয়। ঘোষয়ে সকল লোক বালবৃদ্ধচয়। পরে ব্রজ ভূমি দয়া করিলেন তারে। সফল হইল শুভ আশা তরুবরে॥ তাঁহার চরণ যুগে করি এই আশ॥ কৃষ্ণদাস কহে যেন না হই নৈরাশ॥

ইতি শ্রীভক্তমালে রাজা গোবিন্দনারায়ণস্য চরিত্র বর্ণনং নাম অষ্টাদশমালা সমাপ্ত॥ ১৮॥